৺ যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বি.এ, এম্, আর, এ, এস্ প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত নাটকাবলী

(১) মণিমালা ॥৵০ (২) শিখের কথা ৸০ (৩) অভিশাপ ১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রত্নতত্ত্ববাগীশ

বি.এ, এফ্, আর, ই, এস্, এফ্ আর, হিষ্ট, এস্, এম্, আর, এ, এস্,
এম্, আর, এস্, এ মহাশয়ের

(১)	অর্থনীতি ...		...	১৲
(২)	অর্থশাস্ত্র ...		...	১।০
(৩)	ইংরাজের কথা ...		...	১॥০
(৪)	সমসাময়িক ভারত ...	(প্রথম খণ্ড)	...	১॥০
(৫)	সমসাময়িক ভারত ...	(দ্বিতীয় খণ্ড)	...	১॥০
(৬)	সমসাময়িক ভারত ...	(তৃতীয় খণ্ড)	...	১৸৵০
(৭)	সমসাময়িক ভারত ...	(চতুর্থ খণ্ড)	...	৩॥০
(৮)	সমসাময়িক ভারত ...	(অষ্টম খণ্ড)	...	৩৲
(৯)	সমসাময়িক ভারত ...	(ঊনবিংশ খণ্ড)	...	৩৲
(১০)	সমসাময়িক ভারত ...	একবিংশ খণ্ড)	...	৪৲

পঞ্চম, নবম ও একাদশ খণ্ডযন্ত্রস্থ

(১০)	সাহিত্য পঞ্জিকা ...	...	১।০
(১১)	খাট্টা—গল্পের বই (যন্ত্রস্থ)		
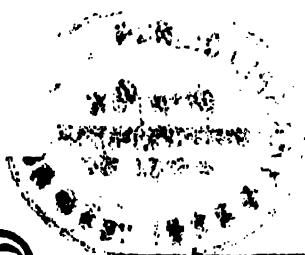
প্রাচীন ভারত

(চতুর্থ খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়

মোরাদপুর, (পাটনা)

১৩২৩

মূল্য ৩॥০ টাকা

সূচী

আলেকজান্দারের অভিযান

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল লিখিত ভূমিকা ... ৩—৫৭

আরিয়ান লিখিত আনাবেসিস্

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাবিংশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ককেসাস্ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া কোফীন্ নদীর দিকে অগ্রসর হইবার বর্ণনা ৬৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—আস্পেসিয়ান্দের সহিত যুদ্ধ ... ৬৮

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়— ঐ ঐ .. ৭১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—আস্পেসিয়ান্দের পরাজয় ... ৭৪

ষড়্বিংশ অধ্যায়—মাসাগা অবরোধ ... ৭৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়—মাসাগা অধিকার ... ৭৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—বাজিরা অধিকার ... ৮২

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—আয়র্ণস অবরোধ ... ৮৫

ত্রিংশ অধ্যায়—আয়র্ণস অধিকার ... ৮৭

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—নিসায় আলেকজান্দার ... ৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়—নিসিয়ান্দের স্বায়ত্তশাসন ... ৯৬

তৃতীয় অধ্যায়—হিরাক্লিস্ ও ডাইওনিসস্	...	৯৮
চতুর্থ অধ্যায়—সিন্ধু ও ভারতীয় অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বর্ণনা		১০১
পঞ্চম অধ্যায়—এসিয়ার পর্ব্বত ও নদী	...	১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়—ভারতবর্ষের অবস্থান	...	১০৫
সপ্তম অধ্যায়—সেতু নির্ম্মাণ	...	১০৮
অষ্টম অধ্যায়—তক্ষশিলায় আগমন	...	১১০
নবম অধ্যায়—হাইডাস্পিস তীরে পোরস্	...	১১২
দশম অধ্যায়—আলেকজান্দারের ছলনা	...	১১৪
একাদশ অধ্যায়—অলক্ষ্যে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা		১১৫
দ্বাদশ অধ্যায়—হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হওন	...	১১৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়—নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে ঘটনা	...	১১৮
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—খণ্ড যুদ্ধ ...	...	১১৯
পঞ্চদশ অধ্যায়—পোরসের আয়োজন	...	১২১
ষোড়শ অধ্যায়—আলেকজান্দারের অভিসন্ধি	...	১২৩
সপ্তদশ অধ্যায়—হাইডাস্পিসের যুদ্ধ	...	১২৪
অষ্টাদশ অধ্যায়—পোরসের আত্মসমর্পণ	...	১২৬
ঊনবিংশ অধ্যায়—পোরসের সহিত বন্ধুত্ব	...	১৩০
বিংশ অধ্যায়—গ্লৌসাই পরাজয়	...	১৩২
একবিংশ অধ্যায়—হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হওন	...	১৩৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়—কাথিয়ান্দের বিরুদ্ধে যাত্রা	...	১৩৬
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—কাথিয়াবাসীদিগের পরাজয়	...	১৩৮
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—সাঙ্গাল্ অধিকার	...	১৪০
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—সৈন্যগণের হাইফাসিস্ উত্তীর্ণ হইতে অনিচ্ছা		১৪২
ষড়্বিংশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের বক্তৃতা	...	১৪৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়—কৈনসের প্রত্যুত্তর ... ১৪৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের বিরক্তি ... ১৫০

উনত্রিংশ অধ্যায়—প্রত্যাবর্ত্তন ... ১৫২

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—নীলনদ ভ্রমে সিন্ধুনদী ... ১৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়—জলযাত্রার বিবরণ ... ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায়—ঐ ঐ ... ১৬১

চতুর্থ অধ্যায়—হাইডাস্‌পিস্‌ ও আকিসাইনের সঙ্গম ১৬৩

পঞ্চম অধ্যায়—বিপদ্‌ ১৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়—মালয়জাতি আক্রমণ ... ১৬৯

সপ্তম অধ্যায়—মালয়গণের দুর্গাধিকার ... ১৭২

অষ্টম অধ্যায়—হাইড্রাওটীস্‌ তীরে ... ১৭৫

নবম অধ্যায়—নগরাক্রমণ ১৭৭

দশম অধ্যায়—আলেকজান্দারের গুরুতর আঘাত ... ১৮০

একাদশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের ক্ষতের গভীরতা ১৮২

দ্বাদশ অধ্যায়—সৈন্যাবলীর উদ্বেগ ও ভীতি ... ১৮৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়—সৈন্যগণের আহ্লাদ ... ১৮৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—মালয় প্রভৃতি জাতির পরাভব স্বীকার ও
সিন্ধু পর্য্যন্ত জলযাত্রা ... ১৮৯

পঞ্চদশ অধ্যায়—ক্ষত্রপ নিয়োগ ... ১৯২

ষোড়শ অধ্যায়—অক্সিকানস্‌ ও সাম্বসের বিরুদ্ধে অভিযান ১৯৫

সপ্তদশ অধ্যায়—মৌসিকানস্‌ হত্যা ... ১৯৭

অষ্টাদশ অধ্যায়—কূপখনন ও অগ্রসর ... ২০০

ঊনবিংশ অধ্যায়—নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি ... ২০২
বিংশ অধ্যায়—পাটলে প্রত্যাগমন ... ২০৪
একবিংশ অধ্যায়—আরাবিস্ নদী উত্তীর্ণ হওন .. ২০৬
দ্বাবিংশ অধ্যায়—গেড্রোসিয়া মরুভূমির বর্ণনা ... ২০৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—গেড্রোসিয়া অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর ২১১
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—বিপজ্জাল ... ২১৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—সৈন্যাবলীর ক্লেশ ... ২১৬
ষড়্বিংশ অধ্যায়—ঘটনানিচয় ... ২১৮
সপ্তবিংশ অধ্যায়—ক্ষত্রপ নিয়োগ ... ২২০
অষ্টাবিংশ অধ্যায়—কার্ম্মেনিয়ায় আমোদ প্রমোদ ... ২২২

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রুফাস্ রচিত
আলেকজান্দারের ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

নবম অধ্যায়—ভারতবর্ষের বিবরণ ... ২২৯
দশম অধ্যায়—সিন্ধুর পশ্চিম প্রান্তে অভিযান ... ২৩৬
একাদশ অধ্যায়—আয়র্ণিস অবরোধ ও অধিকার ... ২৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়—সিন্ধু উত্তরণ ২৪৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়—আলেকজান্দার এবং পোরস্ ... ২৫৩
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—পোরসের সহিত যুদ্ধ ... ২৫৯

নবম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—সৈন্যদিগের প্রতি সম্ভাষণ ... ২৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়—সৈন্যগণের প্রতি সম্বোধন ... ২৭৯

তৃতীয় অধ্যায়—কৈনসের বক্তৃতা ... ২৮৭
চতুর্থ অধ্যায়—বিভিন্ন জাতির পরাভব ... ২৯২
পঞ্চম অধ্যায়—আলেকজান্দারের আঘাত ... ২৯৯
ষষ্ঠ অধ্যায়—আলেকজান্দারের আরোগ্য লাভ ... ৩০৫
সপ্তম অধ্যায়—বাইটন্ ও বক্লাস্ ... ৩১২
অষ্টম অধ্যায়—মালয়জাতির পরাজয় স্বীকার ... ৩১৭
নবম অধ্যায়—আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন ৩২৩
দশম অধ্যায়—গৃহাভিমুখে যাত্রা ... ৩২৯

দায়দরস্ সিকুলাস্ লিখিত ইতিহাস

সপ্তদশ খণ্ড

চতুরশীতিতম অধ্যায়—মাসাগায় আলেকজান্দার ... ৩৪১
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়—আয়র্ণস অধিকার ... ৩৪৩
ষড়শীতিতম অধ্যায়—সিন্ধু উত্তরণ ... ৩৪৫
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়—পোরসের বিরুদ্ধে যাত্রা ... ৩৪৭
অষ্টাশীতিতম অধ্যায়—পোরসের পরাজয় ... ৩৪৮
নবাশীতিতম অধ্যায়—হাইডাসপিসের যুদ্ধ ... ৩৫০
নবতিতম অধ্যায়—সর্প, বানর, প্রভৃতি ... ৩৫২
একনবতিতম অধ্যায়—প্রথম পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন ৩৫৪
দ্বিনবতিতম অধ্যায়—সোপীথিসের রাজ্যের কুকুর ... ৩৫৬
ত্রিনবতিতম অধ্যায়—ফিজিয়াসের বশ্যতা স্বীকার ... ৩৫৭
চতুর্ণবতিতম অধ্যায়—মাসিদনীয় সৈন্যের দুরবস্থা ... ৩৫৯
পঞ্চনবতিতম অধ্যায়—আলেকজান্দারের বেদী ... ৩৬০

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়—দক্ষিণসাগরে যাত্রারম্ভ ... ৩৬২
সপ্তনবতিতম অধ্যায়—নদী-সঙ্গমে ... ৩৬৪
অষ্টনবতিতম অধ্যায়—সাইরাকোসাই ও মল্লজাতির সমবায় ৩৬৫
একোনশততম অধ্যায়—দুর্গমধ্যে লম্ফপ্রদান ... ৩৬৭
শততম অধ্যায়—আলেকজান্দারের আরোগ্য লাভ ... ৩৬৯
একাধিকশততম অধ্যায়—মাসিদোনীয়গণের ষড়যন্ত্র ... ৩৭১
দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়—সম্বষ্টাই প্রভৃতির বশ্যতা স্বীকার ৩৭৩
ত্র্যধিকশততম অধ্যায়—হার্ম্মাটেলিয়া নগরের আত্মরক্ষা ৩৭৫
চতুরধিকশততম অধ্যায়—নৌযাত্রা ... ৩৭৮
পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়—ওরিটিয়ান্‌দের সমাধির প্রথা ৩৮০
ষড়্‌ধিকশততম অধ্যায়—সৈন্যদলের আনন্দোৎসব ... ৩৮২
সপ্তাধিকশততম অধ্যায়—কালানসের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন ৩৮৪

প্লুটার্ক লিখিত আলেকজান্দার-জীবনী

অষ্টপঞ্চাশশততম অধ্যায়—নিসায় আলেকজান্দার ... ৩৮৯
ঊনষষ্টিতম অধ্যায়—আলেকজান্দার ও তাক্ষিলিসের শিষ্টাচার বিনিময় ৩৯০
ষষ্টিতম অধ্যায়—পোরসের সহিত যুদ্ধের বিবরণ ... ৩৯২
একষষ্টিতম অধ্যায়—বৌকেফেলাসের মৃত্যু ... ৩৯৫
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—গঙ্গাতীরে অগ্রসর হইতে সৈন্যগণের অস্বীকার ৩৯৬
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়—আলেকজান্দারের নদীপথে যাত্রা ৩৯৮
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতীয় যোগীদের সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ ৪০০

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতীয় যোগী কালানস্ ও দান্দামিস্ ... ৪০৩
ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়—স্কিলৌষ্টিস্ দ্বীপে গমন ... ৪০৫
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়—মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত ... ৪০৬

যাষ্টিন্ লিখিত ইতিহাস

দ্বাদশ খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়—আলেকজান্দারের নিশা ও মেরস্ পর্ব্বত-দর্শন ... ৪১১
অষ্টম অধ্যায়—আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পোরসের পরাজয় ... ৪১৩
নবম অধ্যায়—নদীপথে সমুদ্রযাত্রা ... ৪১৫
দশম অধ্যায়—সাম্বসের নগরে আলেকজান্দারের আগমন ... ৪১৭

পঞ্চদশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—সেলুকস্ নিকেটরের ভারতবর্ষে প্রবেশ ... ৪১৯
অতিরিক্ত পাদটীকা ৪২১
নির্ঘণ্ট ৪২৭
চিত্রসূচী ৪৪৫

নিবেদন

'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর প্রথম কল্প 'প্রাচীন ভারতে'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার ছাপা বহুপূর্ব্বে শেষ হইলেও কেবল ছবি প্রস্তুতের বিলম্বে এত দেরী হইল।

যে সকল মহোদয় আমাকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি, মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মাননীয় রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহোদয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার পূর্ব্বাপরই উপদেশাদি দানে উপকৃত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভূমিকা লিখিয়া এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহোদয়গণ নানারূপে উৎসাহিত করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ, প্রুফসংশোধনে ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষ ঘোষ বি, এ, নির্ঘণ্টপ্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য ইঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ যথেষ্ট রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

"—Sir, if I have made
A fault in ignorance, instruct my youth
I shall be willing, if not able to learn ;

Age and experience will adorn my mind
With larger knowledge ; and if I have done
A wilful fault, think me not past all hope
For once."

(Philaster—Act 2, Sc. 1)

ভরসা করি সকলেই আমাকে উপদেশাদি দানে উৎসাহিত করিয়া যাহাতে আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে পারি তাহাই করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রাখিবেন।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়
মোরাদপুর (পাটনা)
পৌষ, ১৩২৩

গ্রন্থকার

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ

এম্, এ, বি, এল্

মহোদয়কে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

স্নেহাস্পদ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

৯ই পৌষ, ১৩২৩

দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

অধিবেশনের প্রথম দিবস।

পাটলিপুত্র।

ভূমিকা

(পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত)

ভূমিকা

ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ কল্যাণকর। তাহার ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছে;— দেশের লোকের চেষ্টায়, দেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক বিবরণ নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহা ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া, আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অনায়াসগম্য হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতেও ভাষান্তরিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তাহার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, তাহার আয়োজন করা সহজ নহে। যে গ্রন্থ যে ভাষায় প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই ভাষায় প্রচুর পারদর্শিতা না থাকিলে, অনুবাদকার্য্য কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। এই কার্য্য স্বভাবতই কঠিন কার্য্য। অনেক স্থলে মূলের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, অনুবাদ-সাধনের অসামর্থ্যের অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়। এরূপ অবস্থায় গ্রীক লাটিন চীন পারসিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ভারত-বিবরণ কেবল ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা বিলক্ষণ অসুবিধাজনক। "সমসাময়িক ভারত"-গ্রন্থাবলীর

প্রকাশক কল্যাণাস্পদ অধ্যাপক সমাদ্দার সেই অসুবিধাজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে নাই। দুই চারিটি ভ্রম ত্রুটি দেখাইয়া দিবার মত সমালোচকের অভাব না থাকিলেও, অভিজ্ঞ উপদেষ্টার অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল কারণে অধ্যাপক সমাদ্দার সকলের নিকটেই সহায়তাপূর্ণ উৎসাহ লাভের যোগ্য।

প্রাচীন গ্রন্থাবলীর ভাষান্তর সম্পাদন করিতে হইলে, কোন্ প্রণালীকে মুখ্য প্রণালী বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—প্রথমে পাঠ বিচার করিয়া, প্রকৃত পাঠ নির্ণীত করিতে হইবে; তাহার পর নির্ণীত পাঠের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; এবং যে গ্রন্থ যে ভাষার যে যুগের গ্রন্থ, সেই ভাষার সেই যুগের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, রচনা-রীতির সহিত সুপরিচিত হইয়া, এই উভয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। ইহা যে যুক্তিযুক্ত প্রকৃষ্ট প্রণালী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি অল্পদিন হইল এই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। এখনও ইহা অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। যে সকল ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে "সমসাময়িক ভারত"-গ্রন্থাবলী সঙ্কলিত হইতেছে, তাহা এই প্রকৃষ্ট প্রণালী মতে সুসম্পাদিত ইংরাজী অনুবাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তথাপি তাহা যেমন একেবারে মূল্যহীন নহে, তাহার সাহায্যে সম্পাদিত বাঙ্গালা অনুবাদও সেইরূপ। ইহা দ্বারা মূলগ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন নিরস্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষাই একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই

একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের পুরাতন গহ্বর যেরূপ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অতি ক্ষীণ খদ্যোতালোকও উপেক্ষণীয় নহে। অধ্যাপক সমাদ্দার সেই অন্ধকার-নিহিত গহ্বরমুখে ধূনী জ্বালিবার জন্য ইন্ধনসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চেষ্টা সাধু চেষ্টা বলিয়া প্রশংসা লাভের যোগ্য।

"সমসাময়িক ভারত"-গ্রন্থাবলীর আর একখণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ সংঘর্ষের মূলীভূত "আলেকজান্দারের অভিযান" বিবৃত হইয়াছে। এই অভিযানের প্রাচীনত্বের অনুপাতে অনেক অধিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলেকজান্দারের সহিত যাঁহারা অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক সমসাময়িক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা আর এখন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা উত্তরকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আরিয়ান, কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রূফাস্, প্লুটার্ক, দায়দরস, জাষ্টিনাস্ ফ্রন্টিনস্ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা কেহই আলেকজান্দারের সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁহাদের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে "আলেকজান্দারের অভিযান" সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে "সমসাময়িক ভারত"—বিবরণী বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিহিত করা যায় না। অধ্যাপক সমাদ্দার সে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, ইহাকেও "সমসাময়িক ভারত"-গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের রচনা পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া, ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়া আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে।

যাঁহারা আমাদের অবলম্বন, তাঁহারা যখন গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন আলেকজান্দারের বীরকীর্ত্তি বিশ্ববিখ্যাত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে যুগের গ্রন্থকারগণের বর্ণনামাত্র অবলম্বন করিয়া, ইতিহাস সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সমসাময়িক লেখকগণ কোন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন না। তাঁহাদের গ্রন্থে যাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহা পরবর্ত্তী কালের বীরস্তুতি। তাহা যে রচনা-লালিত্যে পল্লবিত হয় নাই, সে সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইবার নহে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া, "আলেকজান্দারের অভিযান"-বিষয়ক বিবরণগুলিকে নির্ভয়ে "সমসাময়িক" বিবরণ বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

খৃষ্টাবির্ভাবের ৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশের অন্তর্গত মাসিদনের অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক ভুবনবিদিত দার্শনিক আরিষ্টটলের শিক্ষা-প্রভাব তাঁহাকে দার্শনিক না করিয়া, বিজয়োন্মত্ত করিয়াছিল। তরুণ জীবনে বীরকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আলেকজান্দার পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পারস্য-বিজয়ের আয়োজন করিয়া, সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, আলেকজান্দারের দিগ্‌বিজয়-যাত্রার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার বিজয়-কাহিনী বহুলেখকের রচনা-লালিত্যকে নৃত্যশীল করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি সে কাহিনী যেমন বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আধার, সেইরূপ বহু বিষয়ে আরব্যোপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়াবহ!

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে এই অভিযানের কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা একটি সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। তাহা ভারতবর্ষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, পাশ্চত্য লেখকবর্গ তাহাকে যেরূপ অশেষ মর্য্যাদা দান করিতেন, অল্পদিন হইতে তাহার আতিশয্য কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও অনেকের বিশ্বাস,—সেই যে ক্ষণকালের জন্য ভারতসীমায় প্রতীচ্যের বিজয়-লাভের ও প্রাচ্যের আত্মরক্ষার প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই ভারত-সভ্যতার স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা কতদূর বিচারসহ, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য "আলেকজান্দারের অভিযান" সযত্নে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

"আলেকজান্দারের অভিযানকে" প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের প্রথম অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিলেও, তাহাকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহার পূর্ব্বে প্রাচ্যই প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। সে অভিযানের পারসিক সেনা-প্রবাহে গ্রীসদেশের পর্ব্বত-প্রান্তর প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল;—তাহার সহিত ভারত-সেনা সম্মিলিত হইয়া, গ্রীসদেশের অনেক ইতিহাস বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। "আলেকজান্দারের অভিযান" তাহারই প্রত্যুত্তর। তাহার মুখ্যফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; গৌণফল ধীরেধীরে বিকশিত হইয়াছিল;—এসিয়াকে গ্রীক ভাবাপন্ন করিবার সুখস্বপ্ন সফল হইতে পারে নাই; যে সকল গ্রীকবীর এসিয়ায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কালক্রমে এসিয়ার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া, স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া "এসিয়াটিক গ্রীক" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং কেহ কেহ ভারতীয়

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রভাবের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন!

ভারতবাসিগণ তাঁহাদের পুরাতন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। যাহা সমসাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য লিখিত হইত, নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে "আলেকজান্দারের অভিযান" উল্লিখিত হইলে, কি ভাবে উল্লিখিত হইত, তাহার কল্পনা করা অসম্ভব না হইলেও, পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আলেকজান্দারের সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে একটি ভারতীয় যুদ্ধ বিশেষ বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল। যাঁহার সহিত সেই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীক লেখকগণ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; গ্রীক লেখকগণ তাঁহাকে পোরস নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারত-সম্রাট ছিলেন না, দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, একজন অসামান্য মহাবীর ছিলেন না, স্তুতিপরায়ণ ইতিহাসলেখকপরিবেষ্টিত প্রধান পুরুষ ছিলেন না। তিনি ভারতসীমায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে করপ্রদান করিবার জন্য ও রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া দেখা করিবার জন্য দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পোরস উত্তর দিয়াছিলেন,—"তিনি দ্বিতীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, আলেকজান্দার যখন তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি সশস্ত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" পোরস তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রীক লেখকগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"মনুষ্য যেরূপ দীর্ঘ হইতে

পারে বলিয়া আমরা মনে করি, পোরস তদপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন; বিশেষতঃ তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, উহা অন্য হস্তী অপেক্ষা বৃহদাকারের হওয়াতে পোরসের আকৃতি বৃহত্তর দেখাইতেছিল। এই জন্য আলেকজান্দার, পোরস ও ভারতীয় সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে বলিলেন,—অবশেষে আমার সাহসের উপযোগী বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি; একাধারে বন্যপশু ও অসমসাহসী ব্যক্তির সহিত এক্ষণে যুদ্ধ করিতে হইবে।" তিনি কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, গ্রীক লেখকগণ তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মবাহিনীর সম্মুখভাগে সগর্ব্বে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার সমবয়স্ক আটালস্ নামক সৈনিককে রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া, শত্রুকে ছলনা করিবার উপায় উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হইয়া, কূটযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "বৃহদাকারের পশুসমূহ এবং পোরসকে দেখিয়া মাসিদোনীয়গণ কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণে বিরত হইয়াছিল।" সমস্ত দিনব্যাপী জয়-পরাজয়, সমস্ত দিনব্যাপী আক্রমণ-পলায়ন, সমস্ত দিনব্যাপী আশা-নিরাশার পর, সসৈন্য-পরিত্যক্ত আহত পোরস সকলের লক্ষ্যীভূত হইয়াও, যতক্ষণ সংজ্ঞালুপ্ত না হইয়াছিলেন ততক্ষণ একাকী যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ অধিক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, গ্রীক লেখকগণের পক্ষে তাহা অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের রচনায় আলেকজান্দার মহাবীর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছিলেন। তৎকালের ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এরূপ কূটযুদ্ধের বা এরূপ বীরত্ব-প্রকাশের প্রশংসা করিতে পারিতেন না। আলেকজান্দার যখন মর্ম্মাহত রণনির্জ্জিত মুমূর্ষু পোরসকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"বিজেতা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন,"—তখন পোরস নির্ভয়ে উত্তর দিয়াছিলেন—"সমৃদ্ধি কি প্রকার সহজেই নষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ অদ্যই পাইয়াছেন।"

"আলেকজান্দারের অভিযান" দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একটি যুদ্ধের অবসানে দশজন যোগীকে ধরিয়া আনিয়া, আলেকজান্দার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"যে প্রথমে ঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হইবে, তাহার প্রাণনাশ করিয়া অপর সকলকে ক্রমে ক্রমে বধ করিব।" বিজয়ীবীরের এরূপ আস্ফালনের পরেও,—"প্রথমে দিন ছিল না রাত্রি ছিল,"—এই প্রশ্নের উত্তরে একজন যোগীপুরুষ বলিয়াছিলেন,—"দিন একদিন আগে হইয়াছিল।" প্রশ্নের এইরূপ উত্তরলাভে আলেকজান্দার বিস্মিত হইবামাত্র যোগীপুরুষ কহিয়াছিলেন,—"অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।"

গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থনিহিত এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভারতবাসিগণ তাঁহাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিলে, তাহাতে "আলেকজান্দারের অভিযানকে" অধিক মর্য্যাদা দান করিতে পারিতেন না। তাঁহার বীরকীর্ত্তি যেভাবে উল্লিখিত হইত, ন্যায়-বিচারও সেই ভাবেই উল্লিখিত হইত। পরাজিত পোরসের ও প্রাণদণ্ডের অপেক্ষায় বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান যোগীপুরুষগণের প্রত্যুত্তরে যে আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ গর্ব্বমিশ্রিত অকুতোভয়তা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসেও তাহাই প্রকাশিত হইত। হয়ত সে ইতিহাস ইহাকে একটি বর্ব্বরতার অভিযান ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরাভব বলিয়াই বর্ণনা করিয়া রাখিত!

এখন ইতিহাসের আলোচনা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে বিজয়-সাধনের উপায় সমালোচিত হয় না; তাহার পরিণামই

সমালোচিত হইয়া থাকে। ঘটনাচক্রে যাহারা বিজিত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে ইতিহাসের যথাযোগ্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার অপরিম্লান স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তথাপি কেবল পরিণামের আলোচনা করিয়াও "আলেকজান্দারের অভিযানকে" ভারতবাসীর পক্ষে চিরস্মরণীয় ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহা ইউরোপের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ব্যাপার;—ইহসর্ব্বস্ব মানবসভ্যতার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য দিগ্বিজয় নিদর্শন;— পররাজ্য লোলুপ আধুনিক অভ্যুদয়-লালসার পক্ষে অনুকরণযোগ্য অমর দৃষ্টান্ত।

ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসের আলোচনায় "আলেকজান্দারের অভিযান" ক্রমেই অধিক স্থান অধিকার করিতেছে। অনেক বিষয়ে তাহার সহিত ঐতিহাসিক মূল্যের যথার্থ অনুপাত রক্ষিত হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। এই অভিযানের যে সকল বিবরণ পরবর্ত্তী কালের রচনালালিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া, তাহার সাহায্যে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাতে অগ্রসর হইলে, দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আলেকজান্দারের অভিযানের পথ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তৎকালের ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাই বা কিরূপ ছিল,—এই দুইটি বিষয়ে এই সকল পুরাতন গ্রন্থ কিরূপ পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহাই অধ্যয়নের প্রকৃত বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। "আলেকজান্দারের অভিযান" পাঠ করিলে, পাঠক দেখিবেন,—প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি তুল্যরূপেই সংশয়পূর্ণ।

অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় অভিযান-পথটি এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। মানচিত্র ছিল না, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল না,

ভৌগলিক পরিদর্শন কার্য্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা সুপরিজ্ঞাত ছিল না ;—এরূপ অবস্থায় গ্রীক লেখকগণ অভিযান-পথের যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই স্বপ্ন-লোকের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য ও অনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বহুবিস্তৃত মহাদেশের সীমামাত্র স্পর্শ করিয়া গ্রীক লেখকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেক স্থলে স্বপ্ন-লোকেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে! তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল পাশ্চাত্য লেখকগণ যে সকল সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দুই একটি পাদটীকা সংযুক্ত করিয়া, অধ্যাপক সমাদ্দার নীরবে ইহার ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া, আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

এক দেশের লোক আর এক দেশে উপনীত হইয়া সহসা যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারে না। অল্পকালস্থায়ী বিজয়োন্মত্ত বিদেশী অরাতির পক্ষে দূরে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু দেখিবার সুযোগ ঘটিতে পারে, গ্রীকদিগের পক্ষে তাহার অধিক সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাই সমসাময়িক ভারতের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া মর্য্যাদা লাভের যোগ্য। তাহার অধিকাংশই সামরিক পরিচয়,—ভারতবাসীর আত্মরক্ষার, বাহুবলের, আত্মবিসর্জ্জনের পরিচয়। গ্রীক বীরগণ তাহার যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ভারত-বিজয়ের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। সমগ্র পশ্চিম এসিয়াখণ্ড যাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা সিন্ধুতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন।

"আলেকজান্দারের অভিযান" ভারতবর্ষের সম্বন্ধে "বহ্বারম্ভে

লঘুক্রিয়ায়” পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তিনি ভারত-সীমায় যে সামান্য ভূখণ্ডে বিজয় লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাও অল্পদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্তের প্রবল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সমসাময়িক ভারতবাসিগণ এই অভিযানকে কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি এই অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় অভিযান। ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বিবরণ প্রথমে প্রকাশিত হইল, ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরব লাভ করিবে। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

"Alexander stayed only nineteen months in India, and however far-reaching his plans may have been, it is manifestly impossible that during those few months of incessant conflict he should have founded Hellenic institutions on a permanet basis, or materially affected the structure of Hindu polity and society."

(Vincent Smith's "The Early History of India".

"It is impossible to deny that conquerors were often in early times pioneers of civilization, commerce following along their bloody track, and compensating for their devastation by the blessings which it diffused. Such was certainly the result of the Indian expedition of Alexander ; and therefore, while reprobating, the motives in which it originated, we cannot but rejoice that it was so overruled by Providence as to be productive of most important and valuable results."

(Beveridge A Comprehensive History of India.)

আলেকজান্দারের অভিযান
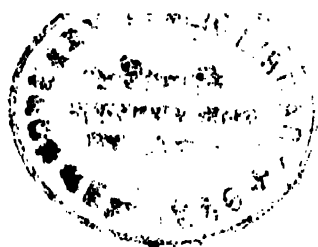
আলেকজান্দারের অভিযান

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল লিখিত ভূমিকা

কলম্বাসের জলযাত্রার ন্যায় মহাবীর আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানও একটী নূতন পৃথিবীকে মনুষ্যের জ্ঞানের গোচরীভূত করিয়াছিল। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হইত এবং হেরোডটস্ (১) কর্ত্তৃক উল্লিখিত কয়েকটি অনিশ্চিত ঘটনা ও নিডস্ বাসী টিসিয়াস্ লিখিত কতকগুলি উপাখ্যান দ্বারা যে সামান্য পরিমাণ সত্য নিরূপণ করা যাইত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই এই সুদূরে অবস্থিত নির্জ্জন দেশের সম্বন্ধে কেহ অবগত ছিলেন না। অভিযানের পরবর্ত্তীকালে লিখিত মেগস্থেনিসের ইণ্ডিকার (২) সহিত এই পুস্তকদ্বয়ের তুলনা করিলে উক্ত অভিযানের ফলে আমরা ভারতবর্ষের কতটুকু সত্য বিবরণ জানিতে পারি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ঐ অভিযান ব্যাপার সংঘটিত না হইলে টিসিয়াস্ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা (উত্তমাশা অন্তঃরীপ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত) সেই পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিত।

---

(১) 'সমসাময়িক ভারত'—প্রথম কল্প, প্রথম খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) 'সমসাময়িক ভারত'—প্রথম কল্প, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের প্রারম্ভে আলেকজান্দার উত্তর আফগানিস্থানের দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে পরাজিত করিয়াই নৌ-সেতু (৩) দ্বারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভারত উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। এতদ্দেশে তিনি বিংশতিমাসের অধিক কাল (৪) অতিবাহিত করেন নাই; কিন্তু সেই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি শতদ্রু পর্য্যন্ত পঞ্জাব এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধুর নিম্নভূমি অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৈন্যবৃন্দ তাঁহার পদানুসরণে সম্মত হইলে তিনি গাঙ্গেয় প্রদেশেও প্রবেশ করিতেন এবং সান্দ্রাকোটসের (৫) মতে, গঙ্গানদীপ্রসাদিত ভূমিও নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। অগ্রসর হইবার কালে পদে পদে তাঁহার যেরূপ গতিরোধ হইয়াছিল এবং তৎসত্ত্বেও যে প্রকার দ্রুতভাবে তিনি দেশসমূহ স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ভারতীয়

(৩) আলেকজান্দার সিন্ধুর ঠিক কোন্ স্থানে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে বর্ত্তমান আটক্‌কে এই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ ফাউচার নামক ফরাসী পণ্ডিতের পদানুসরণ করিয়া আটক্ হইতে ষোড়শ মাইল দূরবর্ত্তী ওহিন্দ্ বা উন্দ্‌কে আলেকজান্দারের নৌ-সেতু নির্ম্মাণের স্থান বলেন। (ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস—তৃতীয় সংস্করণ, ৬০ পৃষ্ঠা।) এই ঘটনা ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটে।

(৪) আলেকজান্দার ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মে মাসে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করেন; ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে ঝীলাম হইতে প্রস্থানোদ্যোগ করেন। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা ও ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) চন্দ্রগুপ্ত। প্লুটার্ক-লিখিত জীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অধিবাসীরা যে, কেবল সামরিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল তাহা নহে; তাহারা সমরে অভ্যস্তও ছিল এবং তাহারা একত্রীভূত অবস্থায় পোরসের ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে গ্রীক সৈন্যের পরাভব ও ধ্বংস সুনিশ্চিত ছিল। আলেকজান্দারের অনিন্দনীয় যুদ্ধকৌশলেও যে এরূপ বিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না, তাহা তাঁহার ভারতীয় অভিযান পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, হাইডাসপিস্ নদীতীরে পোরসের সহিত তিনি যে যুদ্ধ করেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ (৬); কাথিয়াবাসিদিগকে পরাভূত করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল, মালয়দের দুর্গ আক্রমণ করিবার কালে তিনি আহত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং সিন্ধুর উপত্যকায় তিনি নৃশংসভাবে হত্যা ও প্রাণদণ্ড দ্বারা ব্রাহ্মণগণের গতি প্রতিহত করিয়াছিলেন (৭)। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেকজান্দারকে যদি ভারতবর্ষের সকল অধিবাসিবৃন্দের সহিত একত্রাবস্থায় যুদ্ধ করিতে হইত, তবে তাঁহার বিজয়লক্ষ্মী সিন্ধুতীরেই অন্তর্হিত হইতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ভারতপ্রবেশকালে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল (৮)। সিন্ধুপ্রদেশ তখন বিভিন্ন

(৬) হাইডাসপিসের যুদ্ধ—৩১৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ যে মুদ্রা আলেকজান্দার প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(৭) এই সকল ঘটনার বৃত্তান্ত পরে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

(৮) উত্তরভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল এবং এক নরপতি অন্য নরপতির সহিত সদাসর্ব্বদাই কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন।

রাজ্যে বিভক্ত ছিল—কতকগুলিতে রাজতন্ত্র ও কতকগুলিতে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু নিজ স্বার্থে অন্ধ হইয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। আলেকজান্দার তাঁহার চিরন্তন নীতির বশবর্ত্তী হইয়া নগর স্থাপন (৯) ও ঐগুলি সুরক্ষিত করিয়া এবং নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহকে দমনে রাখিবার জন্য উহাতে প্রচুর সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ভারতীয় অভিযানের স্থায়িত্ব কামনা করিতেছিলেন। তিনি যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য বিজিত দেশে প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রের সদৃশ; সামরিক ও শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা মাসিদোনিয়ান কর্ম্মচারিবৃন্দের ও অন্যান্য ব্যবস্থা তদ্দেশীয় অভিজাতগণের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ এসিয়াদেশীয় সকল জাতিই এই নূতন প্রবর্ত্তিত প্রথাবলম্বন করিয়া কিছুদিন পরেই পুরাতন প্রথা বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহাদের গ্রীক প্রভুগণের অধীনে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল; বাণিজ্য, অর্থ-লাভ, ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পারস্যের অধীনে বাসকালে তাহারা যেরূপ নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ভোগ করিত এখন তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষ এই সকল সুবিধা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে নাই (১০)। তাহার অধিবাসিবৃন্দ বিদেশীর অধীনতা ও তজ্জনিত

(৯) প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে অলেকজান্দার ৭০টি নগর এসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ৪০টী নির্দ্দেশ করা যায়। ঐতিহাসিক গ্রোট্ এই সকল নগর প্রতিষ্ঠা কৃতিত্বকর বলিয়া মনে করেন নাই।

(১০) কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য। "It is impossible to deny that conquerors were often in early

নিন্দাভোগ অধিককাল বহন করিতে প্রস্তুত ছিল না, এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা আলেকজান্দার কর্ত্তৃক স্থাপিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ নরপতি দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। গ্রীক অধিকার এই প্রকারে ক্ষণস্থায়ী হওয়াতে ভারতের ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্ধারণে আলেকজান্দারের অভিযান বিশেষরূপে ফলপ্রদ হয় নাই।

এবম্প্রকারে আলেকজান্দারাবর্জিত অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ায় ভারতবর্ষ তাহার পূর্ব্বতন বিচ্ছিন্নাবস্থায় পতিত হইল এবং পরবর্ত্তী পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দিকাল পাশ্চাত্যজাতিগণ ভারতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি,

---

times pioneers of civilisation, commerce following peacefully along bloody track and compensating for their devestations by the blessings which it diffused." অর্থাৎ বিজেতৃগণই প্রাচীনকালে সভ্যতা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি করিতেন। রক্তাক্ত পথগুলিই পরে বাণিজ্য পথ হইত। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে আলেকজান্দারের অভিযান ভারতীয় সভ্যতায় কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain,
She let the legions thunder past,
And plunged in deep disdain."

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল এই স্থলে লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন কালের স্কচ্‌গণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের উত্তরাংশ-আক্রমণ ইংলণ্ডের উপর যেরূপ ফলপ্রদ হইত না, আলেকজান্দারের অভিযানও সেই প্রকার কোনরূপে ফলদায়ক হয় নাই।"

আলেকজান্দারের অভিযান যে কোনরূপ সুফল প্রসব করে নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই অভিযানের ফলেই এত কাল প্রচলিত অবগুণ্ঠন ভারতের মুখমণ্ডল হইতে উন্মোচিত হইয়াছিল এবং এবম্প্রকারে জ্ঞানাকাশও বিস্তৃত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে যাহা মানবের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহা কেবল মৌখিক কিংবদন্তীতে না থাকিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আলেকজান্দারের অনেক কর্ম্মচারী ও সঙ্গী (১১) সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁহার যুদ্ধ সমূহের এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও ভারতবর্ষের তৎকালীন অধিবাসিবৃন্দের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াও, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বহু উপকার সাধন করিয়াছে। ষ্ট্রাবো এই সকল লেখকগণকে "একদল মিথ্যাবাদী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কদাচিৎ দুই একটী সত্য কথা বলিয়াছেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সরাসরি মন্তব্য প্রকাশ ঘোরতর পরনিন্দা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার করা যায় না যে, এই সকল লেখকগণের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সত্য ব

(১১) পাট্রোক্লিস্ ও তাঁহার পুত্র প্রথম এণ্টিওকস্ লিখিত একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত ছিল যে, যদিও আলেকজান্দারের সৈন্যাবলী ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তথাপি আলেকজান্দার স্বয়ং বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্বারা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বৃত্তান্তাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের অভিযানকে হামবল্ড (Humboldt) প্রভৃতি লেখকগণ "বৈজ্ঞানিক অভিযান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে এই অভিযানেই প্রাণিতত্ত্ববিশারদ, জ্যামিতিকগণ, ঐতিহাসিকগণ, দার্শনিক ও চিত্রবিৎগণ বেষ্টিত বিজেতা অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

অত্যুক্তি দোষ বিবর্জ্জিত অথবা ইহাতে কাল্পনিক উপাখ্যানের অংশ নাই; তথাপি ইঁহারা যে সত্য বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়াই লিখিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং ষ্ট্রাবো নিজ বিবরণের স্বপক্ষে এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনা অনেক সময় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি ইঁহাদের দুই এক জন নিন্দনীয়ই হইয়া থাকেন, তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, টলেমী, আরিষ্টেবোলস্, নিয়ার্কাস, মেগস্থেনিস এবং অন্যান্য আরও কেহ কেহ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অকাট্য সত্য নহে।

আলেকজান্দারের সহিত বা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সকল ব্যক্তি এতদ্দেশে আগমন করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার এক প্রকার সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহাদের একটী তালিকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল:—

১। লাগস্ পুত্র টলেমী—ইনি পরে মিশরের রাজা হইয়াছিলেন।

২। কাসান্দ্রিয়া নিবাসী আরিষ্টবোলস্।

৩। আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্। (১২)

৪। রণতরীর পথপ্রদর্শক অনিসিক্রিটস্।

৫। আলেকজান্দারের সেক্রেটারী ইউমিনিস্—ইনি সরকারী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেন।

৬। মাইটিলীন্‌বাসী চারেস্—ইনি আলেকজান্দারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৭। অলিন্থস্ নিবাসী কালিস্‌থিনিস্—ইনি আরিষ্টটলের আত্মীয়

---

(১২) নিয়ার্কাসের নৌ-যাত্রার বিবরণ "সমসাময়িক ভারত" তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

ছিলেন এবং আলেকজান্দারের এসিয়াসংক্রান্ত অভিযানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৮। ক্লিটার্কাস্—ইনিও আলেকজান্দারের এক জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন।

৯। আসস্ নিবাসী আনড্রসথিনস্।

১০। লারিসাবাসী পলিক্লিটস্—আলেকজান্দারের জীবনী লেখক—ইহার লিখিত পুস্তকে ভৌগলিক বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

১১। দার্সালস্‌বাসী কির্সিলস্—ইনি আলেকজান্দারের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

১২। লাম্পসেকস্ নিবাসী আনাক্সিমিনিস্—ইনিও আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১৩। ডাইওগনীস্—ইনি বেটনের সহিত আলেকজান্দারের অভিযানের স্কন্ধাবার সমূহের দূরত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

১৪। ভৌগোলিক আর্কিলেয়স্—কথিত হয় যে, আলেকজান্দারের অভিযানকালে ইনি তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন।

১৫। আলেকজান্দারের "ষ্টাথ্মি" (১৩) নির্ণয়কার আমিনটাস্।

১৬। ভৌগোলিক পাট্রোক্লিস্।

১৭। সুপ্রসিদ্ধ মেগস্থেনিস্।

১৮। অন্যতম দূত ডিমাকস্। (১৪)

(১৩) ষ্টাথ্মি—"সমসাময়িক ভারত", দ্বিতীয় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) গ্রীক দূত—ইনি মেগস্থেনিসের পরে, বিন্দুসারের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইনিও মেগস্থেনিসের ন্যায় তৎকালীন ভারতবর্ষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার লিখিত মন্তব্যের সামান্যাংশই বর্ত্তমানে পাওয়া যায়।

১৯। ডাইওডটস্—ইনিও ইউমিনিসের ন্যায় আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় সরকারী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেন।

উল্লিখিত লেখকগণের (যাঁহারা আলেকজান্দারের সহগামী হইয়া ছিলেন অথবা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন) লিপিবদ্ধ বর্ণনা হইতে আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের পাঁচটী বৃত্তান্ত প্রণীত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। নিকোমিডীয়াবাসী আরিয়ান্ লিখিত আনাবেসিস্।

২। কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রূফাস্ প্রণীত আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় ইতিহাস।

৩। প্লুটার্ক লিখিত আলেকজান্দারের জীবনী।

৪। সিসিলিবাসী দায়দরস্ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ইতিহাস।

৫। জাষ্টিনাস্ ফ্রন্টিনাস্ কর্তৃক সঙ্কলিত মাসিদনের ইতিহাস।

আমরা সংক্ষেপে এই পাঁচজনের কথা আলোচনা করিব।

১—আরিয়ান্

ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে, আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে আরিয়ান্‌কেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে। তিনি একাধারে দার্শনিক, রাজনৈতিক, সেনাপতি ও সুদক্ষ লেখক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বিথীনিয়ার রাজধানী নিকোমিডীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দার্শনিক এপিক্‌টেটসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বীয় শিক্ষকের উপদেশাবলীর একটী সার সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সুধী সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ হাড্রিয়ানের অধীনে ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরিয়ান্ কাপাডোসিয়ার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার কার্য্য গ্রহণের কিয়দ্দিবস পরে অসভ্য আলান্‌গণ তাঁহার শাসিত প্রদেশ আক্রমণ করে। ইতঃপূর্ব্বে ইহারা আর কোন দিন পরাভূত হয় নাই; কিন্তু আরিয়ানের সমর কৌশলে আলান্‌গণ সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই পরাজিত হয়। অতঃপর, তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া রোম নগরে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে সম্রাট্ এণ্টোনিয়াস্ পিয়াসের রাজত্বকালে কনসাল্-পদে বৃত হন। শেষ জীবনে তিনি জন্মভূমিতে গমন করিয়া নানা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী থাকিয়া সম্রাট্ মার্কাস্ ওরিলিয়াসের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন।

আলেকজান্দারের "এসিয়া অভিযান" লিপিবদ্ধ হইবার পরে তিনি 'ইণ্ডিকা' (১৫) নামে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ—যাহাতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—মেগস্থেনিসের সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিকা" পুস্তকা-বলম্বনে প্রণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে সিন্ধুর মুখ হইতে পারস্যোপ-সাগর পর্য্যন্ত নিয়ার্কাসের জলযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিয়ার্কাস কর্ত্তৃক লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত। শেষোক্ত পুস্তক আরিয়ানের ইতিহাসের ক্রোড়পত্র। আরিয়ান্ স্বয়ং এই গ্রন্থ বিশেষ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান্ লিখিয়াছেন "আমি ইহা দৃঢ়রূপে বলিতেছি যে, আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী-সংক্রান্ত এই ইতিহাস আমি যৌবনকাল হইতে আমার জন্মভূমি, পরিবার ও রাজসম্মানের তুল্য মনে করিয়া আসিতেছি এবং তজ্জন্য আলেকজান্দার যেরূপ শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য, আমিও সেইরূপ

(১৫) "সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ড।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রীক লেখকগণের মধ্যে স্থান পাইবার অযোগ্য নহি।" তাঁহার সম্বন্ধে এক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক লিখিয়াছেন "আরিয়ানের মহৎ পুস্তক পাঠ কালে জেনোফন্ লিখিত এই নামের পুস্তকের কথা স্মরণপথে উদিত হয়—কেবল নামে নহে, লিখিবার পদ্ধতিও এক প্রকার। ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার যেরূপ গুণ, তাহাতে ঐতিহাসিক সমালোচকরূপে তিনি আরও উচ্চতর স্থান অধিকার করেন। আলেকজান্দারের সমসাময়িক বিশ্বাসযোগ্য লেখকগণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার আনাবেসিস্ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সামরিক বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

২—কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রূফাস্

এই ঐতিহাসিকের জীবনী সম্বন্ধে বা ঠিক্ কোন্ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। নিবুর ইঁহাকে সেপ্টিমিয়াস্ সিভিরাসের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য সমালোচকগণ ইঁহাকে ভেস্‌পেসিয়ানের সমসাময়িক বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য একজন তাঁহাকে অগষ্টাসের সমসাময়িক করিয়াছেন (১৬)। যে ভাবে তাঁহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনা বক্তৃতাপূর্ণ এবং এগুলি এরূপ শক্তিশালী ও ফলপ্রদ যে এ শ্রেণীর অন্য কোন লেখাই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তবে ইহাও

(১৬) কেহ কেহ ইঁহাকে ক্লদিয়াসের সমসাময়িক করিয়াছেন। ক্লদিয়াস ৪১ হইতে ৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বলা যাইতে পারে যে তাঁহার লিখন প্রণালী বাগ্মীপ্রবর সিসিরো অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট নহে। ইহা যে একেবারে দোষশূন্য নহে তাহাও অবশ্য উল্লেখ করা আবশ্যক।

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াসের পুস্তকের উপাদান আলেকজান্দারের সহগামী টলেমী, সমসাময়িক ক্লিটার্কস্, অগষ্টাসের সমসাময়িক টীমাগিনিসের বৃত্তান্তাদি হইতে গৃহীত। সুতরাং মোটের উপর তাঁহার উপাদান-গুলি বিশ্বাসযোগ্য হইলেও, তিনি স্বয়ং সামরিক কৌশল, ভূগোল, কালনির্ণয় বিদ্যা, খগোল বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সমালোচনায় সুদক্ষ ছিলেন না; তজ্জন্য ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার স্থান আরিয়ানের বহু নিম্নে। কিন্তু, তাঁহার সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ কালে, আমরা গ্রন্থের ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা বিস্মৃত হই এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, নীতি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, রীতিনীতির সমুজ্জ্বল আলেখ্য এবং চরিত্র বিষয়ক মতের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হই। এই সকল গুণ থাকার জন্যই যে কার্টিয়াস্ প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। যদিও সমালোচকের দল তাঁহার দোষের জন্য তাঁহার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তথাপি অনেক প্রথিতনামা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিশেষ আহ্লাদ ও প্রশংসার সহিত কার্টিয়াস্ প্রণীত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক দশ ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ হারাইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য খণ্ডেরও মধ্যে মধ্যে যে নষ্ট হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোগেলাস্ নামক ফরাসী লেখক প্রায় ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কার্টিয়াসের ইতিহাসের অনুবাদ করিয়াছেন।

৩—প্লুটার্ক

প্লুটার্ক লিখিত "জীবনী" এরূপ সুপ্রসিদ্ধ যে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্লুটার্কের পুস্তকে ৪৬ জন মহৎ ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্লুটার্ক স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির সুপ্রসিদ্ধ কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহার দোষ গুণ নির্ণয় করা যায় না; সামান্য একটী কথা দ্বারা হয়ত তাঁহার স্বভাবের এরূপ প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে, বহু বৃহৎ বৃহৎ অবরোধ ব্যাপার অপেক্ষা ঐ কথাটীই তাঁহার প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাপন করে। আলেকজান্দারের জীবনীতে ২।১টী স্বকপোল কল্পিত ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দারের সৈন্যগণ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। (১৭) এই জন্য ইতিহাসের দিক হইতে তাঁহার জীবনী খুব মূল্যবান্ নহে। পোরসের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, তিনি আলেকজান্দার-লিখিত পত্রের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন এবং সে হিসাবে উহা অত্যন্ত মূল্যবান্।

প্লুটার্ক বোইসিয়ার অন্তর্গত কিরোনীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি ইতালীতে যাইয়া প্রধান

(১৭) প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে অপর পার হিন্দু সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত দেখিয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে। "পেরিপ্লাস্ অব্ দী ইরিথ্রিয়ান্ সাগর" প্রণেতাও আলেকজান্দারের গঙ্গা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রধান নগরে দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে তিনি কিয়দ্দিবস রোমেও বাস করিয়াছিলেন এবং সম্রাট ট্রাজানের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিরোনীয়ায় শাসন-কর্ত্তারূপে বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ও সঠিক অবগত হওয়া যায় না। 'জীবনী' ব্যতীত তিনি আরও একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার রচনা পদ্ধতি সুন্দর নহে।

৪—দায়দরস্

সিসিলির অন্তঃপাতী আর্জিরিয়াম নগরে দায়দরস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুলিয়াস্ সীজর ও সম্রাট্ অগষ্টসের সমসাময়িক ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার মানসে ও পুস্তক পাঠ অপেক্ষা দেশভ্রমণে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া যায় মনে করিয়া তিনি ইউরোপের ও এসিয়ার অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রোমে প্রমাণাদি সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার পত্র মজুদ থাকায়, তিনি দীর্ঘকাল রোমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এই গ্রন্থপ্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত এবং এই চল্লিশ খণ্ড পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে—ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিককাল, দ্বিতীয়াংশে আলেকজান্দারের মৃত্যু পর্য্যন্ত সময় এবং তৃতীয় ভাগে জুলিয়াস্ সীজরের গ্যালিক যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকের অংশ বিশেষ হারাইয়া গেলেও আমরা যে অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

দায়দরসের পুস্তকের যথেষ্ট দোষ পরিলক্ষিত হয়; তাঁহার সমালোচনাশক্তি অল্প; তিনি ইতিহাস ও আখ্যায়িকা মিশ্রিত

করিয়াছেন এবং কোন কোন সময় দুইটী বিরুদ্ধ ঘটনা একই সময়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, তাঁহার রচনা পদ্ধতি মনোরম। তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে তিনি মেগস্থেনিস হইতে সংগৃহীত ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। আলেকজান্দারের ভারত-অভিযান সংক্রান্ত কয়েকটী ঘটনা—যাহা আমাদের অন্যত্র পাইবার সম্ভাবনা ছিল না—এই গ্রন্থেই দেখিতে পাই। কার্টিয়াস্‌ও যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করিয়াছেন, দায়দরস্‌ও অনেক সময় সেই সকল উপাদান হইতে মালমসলা গ্রহণ করিয়াছেন।

৫—জাষ্টিনাস্ ফ্রন্টিনাস্

জাষ্টিন্ স্বীয় পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তক পম্পিয়াস্ ট্রোগাস্ লিখিত মাসিদনদেশীয় ইতিহাসের সারসংগ্রহ বলা যাইতে পারে। মাসিদোনিয়াবাসী নরপতিগণ যে সমুদায় দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল দেশেরই ইতিহাস এই শেষোক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়াতে পুস্তকখানিকে বিশ্বকোষের ন্যায় পরিগণিত করা হইত। জাষ্টিন্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যখন অনেক গ্রন্থকার একটী মাত্র রাজার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তখন ট্রোগাসের এই বিরাট ব্যাপার বাস্তবিকই অদ্ভুত। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন যে, রোমে বাসকালে এই গ্রন্থের যে যে অংশ অধিকতর সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি নির্ব্বাচিত করিয়া অন্যান্য অংশ সাধারণতঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অংশ পরিত্যাগের জন্য তিনি অনেকস্থলে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে এরূপভাবে নিন্দা করা অন্যায়, কারণ কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল

এবং এবম্প্রকারে তিনি অনেক ঘটনা—যাহা অন্য প্রকারে নষ্ট হইত —বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থেই আমরা চন্দ্রগুপ্ত সংক্রান্ত অধিক বিবরণ প্রাপ্ত হই। ট্রোগাস্ অগষ্টাসের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু জাষ্টিন্ কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর আলেকজান্দারের জীবনী

মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার ৩৫৬ পূঃ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। প্রথম জীবনে তাঁহার শিক্ষার ভার লিসিমাকস্ ও লিওনাইডাস্ নামক দুই ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁহার শিষ্যকে স্পার্টাবাসীদের ন্যায় কঠিন পরিশ্রম ও স্বল্প খাদ্যে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের উপর তাঁহার ভার ন্যস্ত হয় এবং এই সময় হইতে মাসিদনাধিপতির জীবনান্ত পর্য্যন্ত আরিষ্টটল্ তাঁহার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য মহাবীর অপেক্ষা আলেকজান্দার যে নূতন দেশ জয় করিবার ইচ্ছায় অধিকতর প্রণোদিত হইয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষকের শিক্ষাই তাহার মূলীভূত কারণ। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার পিতার অনুপস্থিতিকালে তিনি মাসিদনের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর পরে কিরোনিয়ার ভীষণযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি যুদ্ধ-জয়লাভে ফিলিপের সহায়তা করেন। এই জয়ে ফিলিপ গ্রীসে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং ইহার কিয়দ্দিবস পরে

তাঁহার আহ্বানে এক সভা আহূত হয় এবং ঐ সভায় এক স্পার্টা ব্যতীত গ্রীসের সকল রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ একত্রীভূত হইয়া তাঁহাকে জাতীয় সৈন্যের অধিনায়করূপে পারস্য-বিজয়ে বৃত করেন। ফিলিপ পারস্যবিজয়ের জন্য বিস্তৃত আয়োজন করিতেছিলেন কিন্তু তিনি আততায়ীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরেই ৩৩৬ পৃঃ খ্রীঃ আলেকজান্দার পিতৃসিংহাসন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের অধিনায়কত্ব অধিকার করেন। সিংহাসনাধিরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি নিজেকে বিপজ্জালজড়িত দেখেন। আটালস্ সিংহাসন লাভে উৎসুক হইলেন; গ্রীকগণ ডিমস্থিনিসের বাগ্মীতায় প্ররোচিত হইয়া স্বাধীনতা-লাভে ইচ্ছুক হইলেন এবং মাসিদন রাজ্যের উত্তর পার্শ্বস্থ বর্ব্বরগণ রাজ্যাক্রমণে সচেষ্ট হইল। কিন্তু যুবক নরপতির ভীমবিক্রমে সবই ব্যর্থ হইল। আলেকজান্দার আটালস্‌কে বন্দী করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। পরে, অকস্মাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া গ্রীকদিগের বিদ্রোহ দমন করিলেন। তৎপরে উত্তরস্থ বর্ব্বরগণকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে উৎসাহিত থিব্‌সের অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া নগর-ধ্বংস এবং অধিবাসীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে সকল শত্রুকে দমন করিয়া, তিনি ফিলিপ অপেক্ষাও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং পারস্য-বিজয়ে উদ্যোগী হইলেন। মাত্র ৩০,০০০ হাজার পদাতিক ও ৪৫০০ অশ্বারোহী সহ তিনি বিপুল পারস্য-সাম্রাজ্যের অধিপতি মহাপরাক্রান্ত দারিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

যে সাম্রাজ্য আক্রমণে এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ আলেকজান্দার অগ্রসর হইলেন, পরিমাণে সেই তুসাম্রাজ্যের ন্যায় আর দ্বিতীয়

সাম্রাজ্য ছিল না এবং দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া উহা খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত করিতেছিল। সাইরাস্ দি গ্রেট্ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়া ইজিয়ান্ সাগর ও লেভাণ্ট হইতে জাগ্জার্টিস ও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত পর্ব্বত ও মরুভূমিবাসী 'অধিবাসিবৃন্দ বর্ব্বর হইলেও স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-প্রকৃতি, বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিমদিকস্থ এসিয়াবাসিগণের এই সকল সদ্গুণের অভাব ছিল। সুখস্বচ্ছন্দ-ভোগী বিলাসপ্রিয়, এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ আলেকজান্দারকে সামান্যই বাধাপ্রদানে সমর্থ হইয়াছিল এবং সহজেই বশ্যতাস্বীকার করিল। কিন্তু মাসিদনাধিপতি অক্সাস্, জাগ্জার্টিস ও সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দকে এত সহজে পদানত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও বীর্য্যের সহিত তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইল এবং পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেও তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিরত হইল না।

পারস্যসাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দারিয়াস্ হিস্টাসপীস্ সাম্রাজ্যকে কুড়িটী প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশ একজন ক্ষত্রপের (১৮) অধীন ছিল। এই সকল ক্ষত্রপের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিত না। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন এবং সংগৃহীত রাজস্ব হইতে প্রদেশ শাসনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বাৎসরিক নির্দ্ধারিত পরিমাণে মুদ্রা রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। ভারতীয় প্রদেশ—যাহাতে সম্ভবতঃ বাকটিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাহা সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল,—

---

(১৮) "ক্ষত্রপ"—Satrap—পারস্যদেশীয় শাসনকর্ত্তা।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করিত। হেরোডটস্ বলিয়াছেন যে এই প্রদেশ ৩৬০ ট্যালেণ্ট পরিমাণ স্থবর্ণ রাজকোষে প্রেরণ করিত।

আলেকজান্দারের অভিযানকালে দারিয়াস পারস্যের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইনি সাহসী এবং অন্যান্য সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু বিপদকালে কি প্রকারে সাম্রাজ্য-তরণী পরিচালিত করিতে হয় তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁহার অধিরোহণের পূর্ব্ব হইতেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। সদা সর্ব্বদাই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। কতকগুলি প্রদেশ নামে অধীন থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়াছিল এবং কতকগুলিতে ক্ষত্রপগণ বংশপরম্পরায় শাসন করিতেছিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একে অপরকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই সাম্রাজ্য এতদিনে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। সম্রাট্ বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যগণের উপরেই অধিক আস্থা স্থাপন করিতেন—পারসীক সৈন্য ও তাহাদের অধিনায়কগণকে বিশ্বাস করিতেন না। ইহাতেও সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইতেছিল, কারণ গ্রীক ও পারসীকগণ কেহই বিস্মৃত হইতে পারে নাই যে কুনাক্সার (১৯) যুদ্ধে বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যগণের প্রভাবেই পারসীকগণ পরাজিত হইয়াছিল।

---

(১৯) কুনাক্সা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্টাজারাক্সীস্‌কে পারস্যের সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি বেতনভোগী গ্রীসীয় সৈন্যসহ কনিষ্ঠ সাইরাস্ যুদ্ধযাত্রা করেন। কুনাক্সা ক্ষেত্রে সাইরাসের সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও সাইরাস্ যুদ্ধে হত হন। যুদ্ধান্তে গ্রীসীয় সৈন্যগণ শত্রু বেষ্টিত হইলেও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে সক্ষম হন। এই প্রত্যাগমন ইতিহাসে "Retreat of the Ten Thousand" "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" নামে খ্যাত।

আলেকজান্দার নিজ আয়োজন সম্পূর্ণ ও আন্টিপেটর্‌কে মাসিদোনিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ৩৩৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের বসন্ত ঋতুতে হেলেসপন্ট্‌ উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল কিন্তু সৈন্যগণের শারীরিক বল, সাহস এবং অসমসাহসিকতা ও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের গঠনপ্রণালী ও শিক্ষা এবং তাহাদের অধিনায়কের সমর-কৌশল—এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিলে তাহারা তাহাদের শত্রুগণ অপেক্ষা অনেকগুণে সুদক্ষ ছিল। থির্লওয়াল (২০) হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে আলেকজান্দারের সৈন্যগণের গঠন, শৃঙ্খলা এবং সজ্জার বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারিবে :—

"সৈন্যগণের প্রধান অংশে—যাহাকে গ্রীকভাষায়—ফ্যালাংক্স (phalanx) বলা হইত—অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য থাকিত এবং তিন সহস্র সৈন্য সমন্বিত ছয়ভাগে বিভক্ত হইত। এই দলভুক্ত সৈন্যগণ শিরস্ত্রাণ, বক্ষস্ত্রাণ এবং পাদরক্ষাকারী বস্ত্র পরিধান করিত এবং "আস্‌পিস্‌" নামক সুদীর্ঘ ঢাল দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত রাখিত। এই সৈন্যগণ দীর্ঘ অসি এবং চতুর্ব্বিংশতি ফীট দীর্ঘ বর্শা (২১)

---

(২০) বিশপ থির্ল্‌ওয়াল—ঐতিহাসিক।

(২১) ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণ ঐতিহাসিক গ্রোটের মতে ষোড়শ শ্রেণীভুক্ত থাকিত—প্রত্যেক শ্রেণীমধ্যে তিন ফীট ব্যবধান থাকিত। প্রথম শ্রেণীতে নির্ব্বাচিত ও সমধিক বলশালী সৈন্যগণ স্থাপিত হইত। ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণ সুদীর্ঘ বর্শা লইয়া যুদ্ধ করিত। এই বর্শাগুলি এরূপ সুদীর্ঘ ছিল যে প্রথম শ্রেণীর সৈন্যগণের বর্শা সম্মুখে পঞ্চদশ ফীট, দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বাদশ ফীট, তৃতীয়ের নয় ফীট, চতুর্থের ছয় ফীট এবং পঞ্চম শ্রেণীর বর্শা প্রথম শ্রেণীর তিন ফীট

ব্যবহার করিত। এই সকল ফ্যালাংক্সে ষোড়শ সৈন্যশ্রেণী থাকিত। সাধারণতঃ মাসিদোনিয়ান সৈন্যগণ এই ফ্যালাংক্সভুক্ত হইত, তবে বৈদেশিক সৈন্যও থাকিত। শেষোক্ত সৈন্যও অবশ্য গ্রীকজাতীয় হইত। ইলিরিয়া ও পিওনিয়াবাসী এবং থ্রেসের অধিবাসিবৃন্দ ধনুর্ধারী সৈন্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর সৈন্য থাকিত,—ইহাদিগকে "হিফাস্‌পিষ্টস্‌" বলা যাইত। ইহারা ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণের ন্যায় দীর্ঘ ঢাল ব্যবহার করিত কিন্তু উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্শা, দীর্ঘতর অসি ও লঘু বর্ম্ম ব্যবহার করিত। ইহারা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী এবং সংখ্যায় ছয় সহস্র ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিত। ইহারা সম্পূর্ণরূপে বর্ম্মাবৃত থাকিত এবং ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যদের ন্যায় অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও রসদসংগ্রহাদি ব্যাপারে নিযুক্ত অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত লঘু বর্ম্ম ব্যবহার করিত। হিফাস্‌পিষ্টস্‌ হইতেই রাজকীয় শরীর-রক্ষী নির্ব্বাচিত হইত। এতদ্ব্যতীত "আর্জিরাস্‌পাইডীস্‌" নামক অন্য এক প্রকার শরীররক্ষীও ছিল। ইহাদের দীর্ঘ ঢাল রৌপ্যখচিত থাকিত বলিয়া ইহাদিগকে উপর্য্যুক্ত নামে অভিহিত করা হইত। রাজকীয় শরীররক্ষী অশ্বারোহিসৈন্যবৃন্দ মাসিদনের উচ্চবংশ সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইত। ইহারা সম্ভবতঃ সংখ্যায় এক সহস্র ছিল।"

মাসিদোনিয়ান সৈন্যের উল্লিখিত বিবরণ হইতে উহাদের পরিচয়

পুরোভাগে অবস্থিত থাকিত। সুতরাং শত্রুকে এই ফ্যালাংক্সের সম্মুখীন হইতে হইলে এতগুলি বর্শা ভেদ করিয়া তবে প্রথম শ্রেণীস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিতে হইত।

পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পলিবিয়স্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সকল রোমক সেনানী সাইনোসিফালীর (২২) যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মাসিদন দেশীয় ফ্যালাংক্স দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এই ফ্যালাংক্স কেবল সমতল ও উন্মুক্ত ভূমিতে কার্য্যকরী হইত। দ্রুতগতিতে বা অসমান ভূমিতে ইহারা কার্য্যোপযোগী হইত না। দ্রুতগামী শত্রুর সম্মুখে ইহা অশ্বারোহী বা লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্য দ্বারা রক্ষিত না হইলে অনাবশ্যক হইত। এই জন্যই আলেকজান্দার অশ্বারোহী সৈন্যের প্রতিই অধিক নির্ভর করিতেন। প্রকৃত পক্ষে আলেকজান্দার তাঁহার ফ্যালাংক্স দ্বারা কোন যুদ্ধেই জয়লাভ করেন নাই। বিবর্ত্তনে সুদক্ষ এবং প্রচণ্ড তেজে আক্রমণকারী অশ্বারোহী সৈন্যই তাঁহার সকল যুদ্ধে সাফল্য আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সৈন্যাবলী ব্যতীত "ডিমাকাই" নামক এক শ্রেণীর সৈন্যকে আলেকজান্দার স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইহারা অশ্বারোহী ও পদাতিকের মধ্যবর্ত্তী ছিল এবং এই সকল সৈন্য আবশ্যক মত অশ্বারোহণে বা পদাতিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করিত। এতদ্ব্যতীত "ব্যালিষ্টাই" ও "কাটাপেল্টাই" নামক দুই শ্রেণীর সৈন্য তিনশত গজ দূরে প্রস্তর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারিত এবং ইহারা অনেক সময় বিশেষরূপে কার্য্যকরী হইত।

আলেকজান্দার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অনেক অজ্ঞাত দেশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে এবং তজ্জন্যই তিনি নিজের সহকারীরূপে অনেক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

---

(২২) সাইনোসিফালী—এই যুদ্ধে রোমকগণ গ্রীকগণকে পরাভূত করেন।

সর্ব্ব প্রথমে গ্রানিকস্ নামক ক্ষুদ্র নদীতীরে আলেকজান্দার পারসীক সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পারসীকগণ বিংশতি সহস্র অশ্ব, এবং সমপরিমাণ বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যসহ কয়েকজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও দারিয়াসের সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ সেনাপতি রোড্‌স্‌বাসী মেমন্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। নদীর দক্ষিণতটে পারসিক সৈন্যগণ এবং নদীর পশ্চাদ্ভাগে উচ্চ স্থানে গ্রীক সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজান্দার নদীর অপর পারে তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধকালীন সৈন্যবিন্যাসের ন্যায় সৈন্য স্থাপনা করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে ফ্যালাংক্স, সর্ব্বদক্ষিণে স্বয়ং ও বামে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অধীনে সৈন্য বিন্যস্ত হইয়াছিল। আবশ্যক মত উভয় দিকেই ফ্যালাংক্সের অন্তর্ভূত সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজান্দার নিজ সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণে অবস্থান করাতে, পারসীকগণ সহজেই অনুমান করিয়াছিল যে মাসিদনাধিপতির প্রচণ্ড আক্রমণ ঐ দিক হইতেই আরম্ভ হইবে এবং তজ্জন্য তাহারা তাহাদের বাম দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য বহু পরিমাণে স্থাপিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাহাদের অনুমান সত্যই হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে একদল অশ্বারোহীসৈন্য নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিয়াই অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্য ও ফ্যালাংক্সের কতকাংশ সহ তিনি শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। পারসীকগণ বিশেষ সাহস সহকারে মাসিদোনিয়ান্‌গণের গতিরোধ করিয়া শীঘ্রই পরাভূত হইল। তাহাদের ক্ষুদ্র বর্শা ও তরবারী আলেকজান্দারের সৈন্যগণের দীর্ঘ বর্শার নিকট কোনরূপেই কার্য্যকরী হইল না। মহাবীর মাসিদনাধিপতি স্বয়ং মহাপরাক্রমে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক পারসীক তরবারী আঘাতে উদ্যত হইলে

ক্লিটিয়াস্ (২৩) স্বীয় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা পারসীকের হস্ত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন; নতুবা সে আঘাতে আলেকজান্দারের দেহান্ত হইত। মাসিদোনিয়ান্‌গণ সহজেই পারসীকগণকে পরাস্ত ও পলায়নে বাধ্য করিয়া বেতন-ভোগী গ্রীসীয়গণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। বিংশ সহস্র বেতনভোগীর মাত্র দুই সহস্র অবশিষ্ট রহিল—ইহারা বন্দীরূপে মাসিদোনিয়ায় প্রেরিত হইল। মাত্র একশত পনর জন মাসিদোনিয় সৈন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইল।

অন্যান্য বিজেতার ন্যায় আলেকজান্দার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ এই জয়লাভের পরেই লুণ্ঠন করিলেন না। পারস্য সাম্রাজ্য তাঁহারই করতলগত মনে করিয়া, তিনি অধিবাসিবৃন্দের প্রতি প্রজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, তিনি যুদ্ধজয়ের পরে শত্রুর দেশাভিমুখে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে নিজ পশ্চাদ্‌ভাগস্থ দেশ সুশাসিত ও সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য, তিনি সর্ব্বাগ্রে পারসীক সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগস্থ প্রদেশ সমূহ করায়ত্ত করিলেন। দারিয়াসের ক্ষত্রপগণের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই, পারস্য-সম্রাট্ এই প্রদেশগুলি মেমনের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মেমন্ সুদক্ষ বীর ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ রণতরীবাহিনীর সাহায্যে তিনি নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারে এবং ইচ্ছানুসারে গ্রীস ও মাসিদোনিয়ার উপকূলভাগ আক্রমণে সক্ষম ছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আলেকজান্দার ইলিয়ানে উপনীত হইলেন এবং

---

(২৩) ক্লিটিয়াস্‌কে আলেকজান্দার পরে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিলেন। যথাস্থানে ইহা বিবৃত হইবে।

তথা হইতে আইওনিয়া ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্যাভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্বগাঁথা তাঁহার বাহিনীর অগ্রগামী হইয়াছিল এবং তজ্জন্য একের পরে অন্য নগর বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। এমন কি পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম রাজধানী সুরক্ষিত সার্দ্দিস্ নগরও অন্য উপায় অবলম্বন যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। কেবল মিলেটস্ ও হ্যালিকারনসস্ পারসীক রণতরী-বাহিনীর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আত্মসমর্পণে অস্বীকার করিল, কিন্তু কিয়দ্দিবস অবরুদ্ধ থাকিয়া তাঁহার হস্তে পতিত হইল। কারিয়া প্রদেশের রাজধানী হালিকারনসস্ হস্তগত হইলে উক্ত প্রদেশের অন্যান্য নগরাদিও সহজেই পরাজিত হইল এবং লাইকিয়া হস্তগত করিয়া গ্রীকবীর প্রথম বৎসরের অভিযান-ব্যাপার শেষকরতঃ সৈন্যগণকে বিশ্রাম গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন।

প্যাম্ফিলিয়া বিজয়ে পরবর্ত্তী অভিযান আরম্ভ হইল। অতঃপর আলেকজান্দার ফ্রিজিয়াধিকারে অভিলাষী হইয়া তারস্ পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। শীতঋতুর মধ্যভাগ—তুষার, বরফ, পার্ব্বত্যস্রোত, শত্রুর আক্রমণ কিছুতেই তাঁহার গতিরোধে সক্ষম হইল না। হানিবলের (২৪) আল্প্স্ উত্তীর্ণ হইবার সহিত অনায়াসে এই তারস্ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণের তুলনা করা যাইতে পারে। পাঁচ দিনে তিনি বৃহৎ ফ্রিজিয়ার রাজধানী কিলিয়ানীতে উপনীত

(২৪) কার্থেজিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বীর। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে আল্প্স্ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারই দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া নেপোলীয়ান্ উক্ত পর্ব্বতমালা অতিক্রম করেন।

হইলেন। অত্রস্থ অধিবাসীদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিয়া, তিনি গর্ডিয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুবিখ্যাত মাইডাসের (২৫) পিতা গর্ডিয়সের নামানুসারে গর্ডিয়ন নামে এই নগর অভিহিত হইত। যে গ্রন্থী উন্মোচন করিলে এসিয়াখণ্ডের একেশ্বর হইতে পারা যাইবে বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তাহা এই নগরেই ছিল। মাইডাস্ নরপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া শকটারোহণে যে দিবস নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিবসই বল্কল-নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা শকটের কাষ্ঠখণ্ড ও যুগ একত্র বন্ধন করা হইয়াছিল। আলেকজান্দার স্বীয় অস্ত্র দ্বারা এই বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে আলেকজান্দার আঙ্কিরা (২৬) পৌছিলে তত্রস্থ পরাক্রান্ত পাফালোগিয়ান্ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। অতঃপর তিনি কাপাডোসিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ও পুনর্ব্বার রাস্ পর্ব্বতনালা অতিক্রম করতঃ পূর্ব্ব-সাইলিসিয়ার উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিডনস্ নদীর উভয় পারে অবস্থিত এই প্রদেশের

---

(২৫) মাইডাস্—ফ্রিজিয়ারাজ—যাহা স্পর্শ করিতেন তাহাই সুবর্ণে পরিণত হইত।

(২৬) আলেকজান্দার এই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বর্শা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি তাঁহার এক সঙ্গীর নিকট হইতে দ্বিতীয় বর্শা গ্রহণ করিয়া দারিয়াস্-জামাতা মিথ্রিডেটীস্কে হত্যা করিলেন। অন্যতম পারসীক নেতা রীসাকীসও এই দশা প্রাপ্ত হইলেন। স্পিথ্রিডেটীস্ নামক তৃতীয় পারসীক আলেকজান্দারের পশ্চাদ্দেশ হইতে তরবারী দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, ক্লিটিয়াস্ স্বীয় তরবারীর আঘাতে স্পিথ্রিডেটীসের হস্ত ছেদন করিয়া আলেকজান্দারের জীবন রক্ষা করেন। অন্যান্য পারসীক অভিজাতগণও তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন, এবং আলেকজান্দার আহতও হন, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বে ও সঙ্গিগণের সহায়তায় রক্ষা পান।

রাজধানী তার্সস্ তৎকালে বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল ও শিক্ষা ও সুকুমার শিল্পে সাতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ নগর বিনা যুদ্ধেই গ্রীক বীরের হস্তে পতিত হইল—শাসনকর্ত্তা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার কিডনস্ নদীতে স্নান করিয়া জ্বরগ্রস্থ হইয়া একপ্রকার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার অন্যতম সেনাপতি পার্ম্মেনিয়ন্‌কে "সিরিয়ান্ গেট" নামক পার্ব্বত্যপথ সকল অধিকারে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চিম-সাইলিসিয়ার পার্ব্বত্য-জাতিকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে, পারস্যাধিপতি দারিয়াস্, ইউফ্রেটীস্ ও সিরিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত "সিরিয়ান্ গেটের" দুই দিবসের দূরস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিরাট বাহিনীসহ অবস্থান করিতে-ছিলেন। এই স্থানে, তিনি মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণকে গিরিসঙ্কট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র স্বীয় অসংখ্য সৈন্য দ্বারা দলিত করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাসিডোনিয়ান্‌গণ নিষ্ক্রামণে বিলম্ব করিতে-ছিল বলিয়া, তিনি, সাইলিসিয়া প্রদেশাভ্যন্তরে গমন করিয়া পিনারস্ নদীতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। এবম্প্রকারে দারিয়াস্ পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী মাত্র সার্দ্ধ দেড় মাইল বিস্তৃত রন্ধ্রপথে পতিত হইলেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্দার অন্য পথ দিয়া সিরিয়া প্রান্তরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্গমন ও মধ্যরাত্রিতে পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে পারসীকদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন। প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া তিনি সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্য বিন্যস্ত করিলেন। স্বয়ং সৈন্যের দক্ষিণাংশে ও বামে পার্ম্মেনিয়ন্‌কে স্থাপন

করিলেন; মধ্যস্থলে ফ্যালাংক্স রহিল। দারিয়াস্ এই ভীষণ ফ্যালংক্সের সম্মুখে ত্রিংশ সহস্র বেতনভোগী গ্রীক সৈন্য স্থাপনা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে আলেকজান্দার পর্ব্বতোপরি অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করিলেন। পারসীকগণকে অগ্রগামী হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি নদী অতিক্রম করিয়া শত্রুর বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া অত্যল্প সময়েই তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। ইতিমধ্যে বেতনভোগী গ্রীসীয়গণ তাঁহার ফ্যালাংক্সকে পরাজিত করিয়া পশ্চাদ্গমনে বাধা করিতেছিল। আলেকজান্দার তাঁহার ফ্যালাংক্সের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কারণ, গ্রীসীয়ান্ সৈন্যগণ মাসিদোনিয়ান্গণ কর্তৃক গ্রীসে পুনঃপুনঃ পরাভূত হওয়াতে, তাহারা এই ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বীয় অঙ্কভুক্ত ও সঙ্গে সঙ্গে পরাজয় কলঙ্ক দূরীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু, তথাপি তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে বিতাড়িত হইল এবং কাপুরুষ দারিয়াস্ নিজের বিপদাশঙ্কা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সারথীকে পলায়নের আদেশ প্রদান করিলেন। এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই বিজয়লক্ষ্মী দারিয়াস্কে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বারোহীগণ আলেকজান্দারের সৈন্যকে পরাভূত করিলেও অন্যান্য সৈন্যগণের ন্যায় আকস্মিক ভয়ে ভীত হইল এবং পলায়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমি পলায়নের পক্ষে অপ্রশস্ত বলিয়া সহস্র সহস্র সৈন্য হত হইল। দারিয়াস্ ইউফ্রেটীস্ উত্তীর্ণ হইয়া পলায়নে সক্ষম হইলেন কিন্তু তাঁহার ধনরত্ন, পরিজনবর্গ, তাঁহার মাতা, সন্তান, স্ত্রী সকলই আলেকজান্দারের হস্তে পতিত হইলেন। আলেকজান্দার এই সকল মাননীয় বন্দীগণকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুযায়ী বিশেষ সমাদর ও যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিলেন।

অ্যালেকজান্দার দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না—বস্তুতঃপক্ষে এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তিনি আবার দারিয়াসের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সিরিয়া ও মিশর তাঁহার করতলগত এবং এই প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে পারসীক সম্রাটের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি দক্ষিণদিকে ফিনিসিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারিয়াসের রণতরীসমূহ এই ফিনিসিয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরগুলি হইতেই সরবরাহ হইত। আলেকজান্দার পার্মিনিয়নকে দামাস্কাসে প্রেরণ করিলেন; এই স্থানেই দারিয়াস ইসসের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার প্রচুর ধনরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। দামাস্কাস বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং দারিয়াসের অগাধ ধন মাসিদোনিয়ানগণের হস্তগত হইল। একমাত্র টায়ার ব্যতীত সিরিয়ার উপকূলের নগর সমূহও বিনাযুদ্ধে আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিল। টায়ার মহাবীরকে সুবর্ণ-মুকুট উপহার প্রদান করিলেও, তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল না। এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য টায়ারকে ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। সাতমাস অবরোধের পর আলেকজান্দার ইহা অধিকারকরতঃ ভস্মীভূত করিলেন এবং অধিবাসীদিগকে হত্যা বা বিক্রয় করিলেন। আলেকজান্দারের সামরিক কার্য্যাবলীর মধ্যে টায়ার অধিকারকেই অনেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করেন। ইতিপূর্ব্বে টায়ার অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইত। টায়ার-দুর্গ সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দ্বীপোপরি অবস্থিত ছিল; ইহার সুদৃঢ় প্রাচীর সমূহ সুউচ্চ ছিল এবং ইহার রণতরীবাহিনী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিত। অধিবাসীরাও অস্ত্র ব্যবহারে সুদক্ষ ছিল এবং এরূপ সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতেছিল যে, অনন্যোপায়

হইয়া আলেকজান্দার সাইপ্রাস্ ও সিডন্ হইতে টায়ারের রণতরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রণতরীসমূহ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রস্তরাদি নিক্ষেপকারী "এঞ্জিন" সমূহকে নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে আনয়নের জন্য তাঁহাকে মহাদেশ হইতে টায়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী পথও প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অধিবাসিবৃন্দের প্রতি তাঁহার কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহার এই সুপ্রসিদ্ধ কার্য্যের সুযশের যে হানি করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

অতঃপর, প্যালেষ্টাইন ও তন্নিকটবর্ত্তী জনপদগুলি রণবিজয়ী বীরের বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবল গাজা, টায়ারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক, স্বাধীনতা রক্ষণে বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু গাজা সুরক্ষিত হইলেও দুইমাস অবরোধের পর আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। আলেকজান্দার গাজার সৈন্যবৃন্দকে হত্যা করিয়া, মিশরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরুভূমি মধ্য দিয়া সাত দিবস যাত্রা করিয়া তিনি পেলুসিয়ামে উপনীত হইলেন। পারসীকদের অধীনতা বহনে অশক্ত মিশরবাসিগণ তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তারূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

আলেকজান্দার মিশরের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নীল নদে নৌকারোহণ করিয়া মেরিওটীস্ হ্রদ হইয়া সমুদ্র ও হ্রদ-যোজককারী বালুকাপ্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সহজেই অনুভব করিতে পারিল যে, এই যোজক বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুপ্রশস্ত স্থান এবং তৎক্ষণাৎ এই স্থানে স্বীয় নামানুসারে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুমান বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হইয়াছিল - ভবিষ্যৎ কালে আলেকজান্দার

প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর, তিনি জুপিটর আমনের মন্দির দর্শনার্থ অভিলাষী হইয়াছিলেন; তজ্জন্য এই স্থান হইতে তিনি উপকূল ভাগ হইয়া ২০০ মাইল দূরস্থিত ও মিশরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত প্যারেটোনিয়না-ভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে সাইরিনির প্রতিনিধিবর্গ বহুমূল্য উপহার প্রদানে তাঁহার সন্তোষসাধন করিল। প্যারেটোনিয়ন্ হইতে তিনি লিবিয়ান্ মরুভূমির মধ্য দিয়া উর্ব্বরভূমিতে উপনীত হইলেন (২৭)। এই উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি মধ্যে "আমনের" মন্দির ও তাঁহার পূজকগণের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। আলেকজান্দার মন্দির মধ্যস্থ দেবতাকে প্রশ্ন করিয়া কি উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কাহাকেও জ্ঞাত করেন নাই, তবে দেবতার উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে, তিনি মরুভূমি পুনর্ব্বার অতিক্রম করিয়া মেম্ফিসে উপনীত হইয়া মিশরের ভবিষ্যৎ শাসননীতি নির্দ্ধারণ ও প্রাচীন আইন অনুযায়ী রাজধর্ম্ম পরিচালিত হইবে বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। মেম্ফিস্ হইতে টায়ার পৌঁছিয়া তথায় তিনি কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করেন। মিশরে অবস্থানকালে তাঁহার নাবধ্যক্ষ হেগেলোকোস্ তাঁহাকে নিবেদন করেন যে, পারসীকগণ ইজিয়ান্ সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহিষ্কৃত

(২৭) কথিত আছে যে মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে এক সময়ে আলেকজান্দারের সৈন্যগণ জলাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। আলেকজান্দারের প্রার্থনায় দেবতাগণ বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অন্য সময়ে পথপ্রদর্শকগণ পথ হারাইয়া গেলে বালুকা-মধ্য হইতে দুইটি সর্প উত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল।

হইয়াছে, তাহাদের রণতরীবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ফার্ণাবেজস্ ব্যতীত অন্য সকল সেনাধ্যক্ষই বন্দী হইয়াছে।

আলেকজান্দার এক্ষণে ইউফ্রেটীস্ নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সকল জনপদের একমাত্র অধীশ্বর হওয়াতে, পারস্যের সহিত শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন। দারিয়াস্ ইতোমধ্যে তাঁহার পরিজনবর্গের মুক্তি এবং সন্ধির জন্য দুইবার বিজেতার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (২৮) কিন্তু, ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে তাঁহার সকল সৈন্য একত্র করিতেছিলেন। ইসাস্-ক্ষেত্রে তিনি যে সংখ্যক সৈন্যসহ আলেক-জান্দারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবারে তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এই বিপুল বাহিনীসহ বাবিলন হইতে অগ্রসর হইয়া ও টাইগ্রীস্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর আসিরিয়ার সমতলভূমিতে উপনীত হইলেন। গোগামেলা নামক

(২৮) আলেকজান্দারের নিকট দ্বিতীয়বার দূত প্রেরণ কালে দারিয়াস্ দশ সহস্র ট্যালেণ্ট, ইউফ্রেটীস্ নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ এবং স্বীয় কন্যার সহিত গ্রীকবীরের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি পার্মেনিও ইহাতে বলিয়াছিলেন "আমি আলেকজান্দার হইলে অন্য বিপদের সম্মুখীন না হইয়া নিশ্চয়ই এই সকল প্রস্তাবে সম্মতি দিতাম।" এত-দুত্তরে আলেকজান্দার বলিয়াছিলেন "পার্মেনিও হইলে আমিও এরূপ করিতাম; কিন্তু আমি আলেকজান্দার; সুতরাং আমাকে অন্যরূপ করিতে হইবে।" দারি-য়াস্কে আলেকজান্দার জ্ঞাত করেন যে "আমি আপনার অর্থ বা প্রদেশ সমূহ চাহি না। আপনার অর্থ ও রাজ্য উভয়ই আমার করতলগত—আপনি আমার অধিকৃত বিষয়ের অংশ মাত্র আমাকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন। আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন আর নাই করুন, আমার ইচ্ছা হইলে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিব।"

গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্কন্ধাবার সন্নিবেশ করিয়া তিনি আলেকজান্দারের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আলেকজান্দার টায়ারে অবস্থানকালে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ৩৩১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের গ্রীষ্মঋতুর মধ্যভাগে অগ্রসর হইলেন। ইউফ্রেটীস্ নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে তিনি দারিয়াসের গতিবিধি অবগত হইলেন। তিনি বিনা বাধায় টাইগ্রীস্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে কয়েক দিবস অগ্রসর হইলে শ্রেণীবদ্ধ পারসীক সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি পার্ম্মেনিয়ন্ বিশাল শত্রুসৈন্য দর্শন করিয়া নৈশ আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু আলেকজান্দার এরূপ প্রস্তাব ঘৃণিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেবল চল্লিশসহস্র পদাতিক ও সপ্তসহস্র অশ্বারোহীসহ তিনি বিরাট শত্রু-সৈন্য পরাজয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত ছিলেন।

এ যুদ্ধও ইসাসের যুদ্ধের পুনরভিনয় মাত্র। আলেকজান্দার স্বয়ং স্বীয় বাহিনীর দক্ষিণ ও পার্ম্মেনিয়ন্ বামদিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দারিয়াস্ পুনর্ব্বার নিজ সৈন্যকে মধ্যস্থলে এবং বেতনভোগী গ্রীক্ সৈন্যদিগকে মাসিদোনিয়ান্ ফ্যালাংক্সের বিরুদ্ধে স্থাপন করিলেন। আলেকজান্দার স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা পারসীক সৈন্যকে পুনরায় বিধ্বস্ত করিলেন এবং ইসাস্‌ক্ষেত্রের ন্যায় দারিয়াস্ এক্ষেত্রেও ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য-বৃন্দ পার্ম্মেনিয়ন্‌কে প্রায় পরাজিত করণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পলায়নে অশ্বারোহীগণও ছত্রভঙ্গ হইল। দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত আলেকজান্দার পার্ম্মেনিয়নের বিপদ-বার্ত্তা অবগত হইয়া পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি পলায়নপর দারিয়াসের অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ পাইয়া

তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারাও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন পার্ম্মেনিয়নের আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই। তদ্দর্শনে তিনি পুনর্ব্বার দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। কিন্তু দারিয়াস্ পারস্যের পূর্ব্বতন রাজধানী একবাটানায় পলায়নে সমর্থ হইলেন।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। আরিয়ান্ বলেন যে তিনলক্ষ পারসীক সৈন্য এই যুদ্ধে হত ও ইহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকৃত হয়। এই সংবাদে আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না। দায়দরসের মতে ৯০,০০০ সহস্র, কাটিয়াসের বর্ণনায় ৪০,০০০ সহস্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজান্দারের পক্ষে আরিয়ানের বর্ণনায় একশত, কাটিয়াসের মতে তিনশত ও দায়দরসের বৃত্তান্তে পাঁচশত হত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আরবেলা পর্য্যন্ত পলায়িত শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। এই আরবেলা হইতেই পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ “আরবেলার যুদ্ধ” নামে অভিহিত হইয়াছে। এইস্থানে পারসীক সৈন্যদিগের অস্ত্রাদি রক্ষিত ছিল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে বাবিলনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। বাবিলনের তৎকালীন অধিবাসিবর্গও মিশরবাসিগণের ন্যায় পারসীকদের শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং তাহারা আলেকজান্দারকে উদ্ধারকর্ত্তারূপে অভ্যর্থনা করিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বেলাসের মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়া বাবিলনবাসীদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন এবং ইতঃপূর্ব্বে পারসীক রাজগণ বাবিলনের পুরোহিতবর্গের যে লভ্যাংশ গ্রহণ করিতেন তাহা শেষোক্তদিগের ভোগে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আরবেলার যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের ফলে আলেকজান্দার বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন নরপতি বা বীর ক্ষমতার এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করেন নাই। অতি অল্পায়াসেই ও অল্প বয়সেই এরূপ স্থান অধিকার করায় এবং অপ্রতিহত সাফল্যের জন্য তাঁহার চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী, এবং সন্দিগ্ধচেতা ও তোষামোদপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। উপদেশ ও প্রতিবাদ তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তিনি আত্মসংযমেও অপারগ হইলেন। তিনি এতদিন যেরূপ সরলভাবে বাস করিতেছিলেন তাহা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল এবং স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের ন্যায় তিনি আড়ম্বর ও জাঁকজমকপ্রিয় হইলেন। ইহা মাসিদোনিয়ান্‌গণের চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। অবশ্য তাঁহার স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই সকল আড়ম্বরের পক্ষপাতী হন নাই; সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার নূতন প্রজাবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্যই এইরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বাবিলন্‌ পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আসিরিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহের শাসনের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল স্থানেই তিনি সৈন্যসামন্ত ও রাজস্বসংগ্রহের ভার মাসিদোনিয়ান্‌ কর্ম্মচারিবৃন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া অন্যান্য ভার তদ্দেশীয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করিলেন। ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া বিংশতি দিবসে পারসীক সম্রাট্‌গণের প্রিয় রাজধানী সুসায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে অগাধ ধনসম্পত্তি রক্ষিত ছিল। সকলই বিজয়ী বীরের হস্তে পতিত হইল। এতদ্ব্যতীত জারাক্সীস্‌ কর্ত্তৃক গ্রীস হইতে আনীত এবং এই স্থানে রক্ষিত দ্রব্যসম্ভারও তাঁহার করায়ত্ত

হইল। বলা বাহুল্য পারসীক্ সম্রাট্গণের অতুল ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও এই শেষোক্ত দ্রব্যসমূহ আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণের অধিকতর প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

সুসা হইতে আলেকজান্দার পারসীকদিগের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিসে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি ওক্সিয়ানগণের পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন। এই সকল দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতীয়গণ নামে মাত্র পারসীকগণের অধীন ছিল; পারসীক-সম্রাট্ যখন ইহাদের দেশের মধ্যদিয়া গমনাগমন করিতেন, তখন ইহারা তাঁহার নিকট হইতেও কর গ্রহণে বিরত হইত না। আলেকজান্দারের নিকট হইতেও কর গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ইহারা পার্ব্বত্যপথ অবরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া ইহাদের গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিলে ইহারা বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপরে তিনি সিরাজের পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত "পারসীক গেটের" অভ্যন্তর দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে শাসনকর্ত্তা আরিওবার্জার্নেজ চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ পার্ব্বত্যপথ অবরোধ করিলেন; কিন্তু বিজয়ী বীরের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। পার্সিপোলিস্ পৌছান পর্য্যন্ত তিনি আর কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। এস্থানেও কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। তিনি যে কেবল তাঁহার সৈন্যগণকে এই সুন্দর ও সুপ্রাচীন নগর ধ্বংশে আদেশ প্রদান করিলেন, তাহা নহে তিনি স্বয়ং স্বহস্তে মদোন্মত্তাবস্থায় রাজপ্রাসাদে (২৯) অগ্নিসংযোগ

(২৯) কবি ড্রাইডেনের কবিতা (Dryden's Ode) "Alexander's Feast and the Power of Music" দ্রষ্টব্য।

করিলেন। তিনি যে পারসীকগণের "হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা", তাহাই প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিম্বা হয়ত, পারসীকগণ (৩০) গ্রীসের যে সকল মন্দিরাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ কামনায় এই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। রাজকোষে তিনি ১২০,০০০ ট্যালেণ্ট (৩১) মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শীত ঋতুর মধ্যভাগ বলিয়া তিনি এই স্থানে সৈন্যগণকে বিশ্রামের অবকাশ প্রদান করেন। কিন্তু স্বয়ং তিলমাত্র বিশ্রামসুখ ভোগ না করিয়া একদল সৈন্যসহ পাসারগাদই আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ কোষাগার লুণ্ঠন করিলেন। তৎপরে তিনি মার্দ্দিয়ানগণকে আক্রমণ করিয়া বরফ ও তুষারজনিত সমূহ ক্লেশ ভোগ করিয়া তাহাদের পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অধিকার পূর্ব্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন।

৩৩০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের বসন্ত ঋতুতে তিনি পুনরায় দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। তৎকালে দারিয়াস্ একবাটানায় অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার সৈন্যসংগ্রহের বিফল প্রয়াস করিতেছিলেন। পরাজিত সম্রাট্, আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার বার্ত্তা অবগত হইয়া বাকট্রিয়ায় তাঁহার আত্মীয় বেসসের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে পুনরায় পলায়ন আরম্ভ করিলেন। একবাটানা পারস্য সাম্রাজ্যের গ্রীষ্ম-ঋতুর রাজধানী ছিল এবং ইহার সুদৃঢ় দুর্গের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ

---

(৩০) পারসীকগণ দারিয়াস্ ও তৎপুত্র জারাক্সীসের অধীনে গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিল। জারাক্সীস এথেন্স নগর দুইবার ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

(৩১। বর্ত্তমান কালের প্রায় ত্রিশ কোটী পাউণ্ড। প্রত্যেক ট্যালেণ্টের মূল্য আন্দাজ ২১৩ পাউণ্ড।

করিয়াছিল। শেষোক্ত কারণে আলেকজান্দার পার্ম্মিনিয়র্নকে অন্যান্য রাজধানী হইতে সংগৃহীত ধনরত্ন এই স্থানে আনয়নের ও মাসিদোনিয়ান্ সৈন্য দ্বারা তাহা সুরক্ষিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই কার্য্য সমাপনান্তে তিনি লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যসহ "কাস্পিয়ান্ গেটের" অভ্যন্তর হইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাঘাই নামক স্থানে তিনি অবগত হইলেন যে দারিয়াস্ অনেক দূরে পলায়ন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি তথায় পাঁচ দিবসের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে দারিয়াসের সঙ্গীয় রক্ষিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। পশ্চাৎ ষড়যন্ত্রকারীগণ আরও কোন গুরুতর পাপে লিপ্ত হয় এই আশঙ্কায় তিনি বিশেষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চতুর্থ দিবসে তাহাদের নিকটে পৌঁছিলেন। কিন্তু, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। দারিয়াসের শাসনকর্ত্তা ও পরমাত্মীয় বেসস্ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ আলেকজান্দারের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল (৩২)। আলেকজান্দার মৃতদেহ পারস্যে প্রেরণ ও রাজোচিত সৎকারের আদেশ প্রদান করিলেন। বেসস্ নিজ প্রদেশে পলায়ন করিয়া আর্টাজারাকসিস্ নাম ধারণপূর্ব্বক স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আলেকজান্দার এক্ষণে হিকাটম্পাইলস্ নামক স্থানে গমন

---

(৩২) আরিয়ান লিখিয়াছেন যে দারিয়াসের সেনানায়কত্বের গুণের অভাব থাকিলেও, তাঁহার অন্যান্য গুণের অভাব ছিল না। মৃত্যুকালে দারিয়াসের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

ইসসের যুদ্ধ
(গ্রীক চিত্র হইতে)

করিলে তাঁহার সৈন্যবৃন্দ তাঁহার সহিত যোগদান করিল এবং তিনি হিরকানিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রস্তুত হইলেন। হির্‌কানিয়া গমন করিতে হইলে অনেকগুলি পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিবার আবশ্যকতা হয় এবং এই সকল পার্ব্বত্য পথ দস্যুসঙ্কুল ছিল। তজ্জন্য আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল তাঁহারই অধীনে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পথে পর্ব্বত অতিক্রমে অগ্রসর হইল। অন্যতম সেনাপতি ক্রাটেরস্ পর্ব্বত-প্রদক্ষিণ মানসে বাম দিক হইয়া ও তৃতীয়াংশ এরিজিয়সের অধীনে যাত্রা করিল। গিরিসঙ্কটগুলি উত্তীর্ণ হইয়া তিন দল একত্র হইয়া যাদ্রাকর্ত্তায় সমবেত হইল। এইস্থানে বৃদ্ধ আর্টাবাজাস্ তাঁহার তিন পুত্র, টার্পিরিয়ার শাসনকর্ত্তা ও বেতনভোগী গ্রীকসৈন্যগণের প্রতিনিধি-সহ, আলেকজান্দারের নিকট উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার আর্টাবাজাস্‌কে তাঁহার প্রভুভক্তির জন্য বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। টার্পিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন কিন্তু প্রতিনিধিবর্গ স্বদেশদ্রোহী বলিয়া কোনই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন না। আলেকজান্দার অতঃপর কাস্পিয়ান গেটের উত্তর পশ্চিমস্থ মার্দ্দিয়ান্‌জাতিকে আক্রমণ করিলে তাহারা সামান্য বাধা প্রদান করিয়া পরাজয় স্বীকার করিল ও তাহারা টার্পিরিয়ার শাসন-ভুক্ত হইল।

দুষ্ট বেসস্‌কে শিক্ষা প্রদান ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পারসীক সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আলেকজান্দার বাকৃট্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সৌসিয়া (বর্ত্তমান সৌস্) নগরে উপনীত হইলেন। দারিয়াসের বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ও আড়িয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সাতিবার্জ্জানেস্ এই স্থানে আলেকজান্দারের

বশ্যতা স্বীকার করায় স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর, তিনি বাকৃটি্রয়াভিমুখে পুনর্ব্বার অগ্রগামী হইবার আয়োজন করিলে অবগত হইলেন যে সাতিবার্জানেস বিদ্রোহী হইয়াছেন। এই সংবাদে তিনি সাতিবার্জানেসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, সে পলায়ন করিল। শাসনকর্ত্তার রাজধানী আর্ত্তাকোয়ানা জেতার হস্তে পতিত হইল। উচ্চতর সমতলক্ষেত্রের উপর এই নগর স্থাপিত ছিল দেখিয়া আলেকজান্দার ইহার নিকটে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নূতন একটী নগর ও উহাতে মাসিদোনিয়ান্ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

সাতিবার্জানেসের বিদ্রোহ দমন করিয়া আলেকজান্দার প্রফ্-থেসিয়াভিমুখে (বর্ত্তমান ফুরা) গমন করিয়া তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা বার্সেন্টাস্‌কে ধৃত করিয়া হত্যা করিলেন। বার্সেন্টাস্‌ও দারিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারীদিগের অন্যতম ছিল। এইস্থানে যে ঘটনা ঘটে তাহাতে আলেকজান্দারের চরিত্রে এক দুরপনেয় কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সন্দেহ হয় যে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। এই কর্ম্মচারীর মধ্যে পার্ম্মেনিয়ন্ পুত্র ফিলোটাস্‌ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি উঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী ছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না; কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াও আলেকজান্দারকে কোন সংবাদ প্রদান করেন নাই এবং তজ্জন্য সমগ্র মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যের সম্মুখে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইল ও তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে নানারূপ পীড়ন করা হইলে তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার পিতা পার্ম্মেনিয়ন্‌ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফিলোটাস্ পীড়ন ক্লেশ সহনে অসমর্থ হইয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই স্বীকারোক্তির কোন প্রকার ভিত্তি ছিল না।

তথাপি পার্ম্মেনিয়ন্ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং এই চিরবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাহাতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা না করেন, তজ্জন্য পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক মাসিদোনিয়ান্ এই কারণে অভিযুক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

প্রেফ্থেসিয়া হইতে তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া শান্তিপ্রিয় আরিয়াস্পিয়ান্গণের জনপদে উপনীত হইলেন। এক সময়ে এই জাতি বিশেষ বিপদকালে তাঁহার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলিয়া সাইরাস কর্তৃক "উপকারক" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল। একবাটানা হইতে নূতন সৈন্য প্রাপ্তির আশায় তিনি এই স্থানে দুই মাস অপেক্ষা করিলেন। এই সময়ে ডেমেট্রিয়স্ নামক তাঁহার শরীররক্ষীভুক্ত এক সৈন্য পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্তবোধে বন্দীকৃত ও তাঁহার পদে লাগস্পুত্র টলেমী নিযুক্ত হন। পুনর্ব্বার অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আলেকজান্দার এই স্থানে এক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন কিন্তু আরিয়াস্পিয়ান্গণের আতিথেয়তার জন্য তাহাদের রাজ্যবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ সুদৃঢ় করেন।

শীতঋতুর মধ্যভাগে এই জনপদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আরাখোসিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই প্রদেশ পূর্ব্বদিকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কান্দাহারের পথে অগ্রসর হইবার কালে তুষারে সৈন্যগণ বিশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে সাতিবার্জানেসের প্ররোচনায় আরিয়ানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইরিজিয়সের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রগামী হইয়া কাবুল ও বাক্‌ট্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী

পারোপানিসসে উপনীত হইলেন। চারিকার নামক গ্রামের নিকট তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটী তৃতীয় নগর স্থাপন এবং তথায় মাসিদোনিয়ান্‌গণ দ্বারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার এই স্থানেই শীতঋতু অতিবাহিত করেন কিন্তু আরিয়ান্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তিনি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই স্থান ত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ তিনি বামিয়ান্-পথদ্বারাই পর্ব্বত অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে সৈন্যাবলী পুনর্ব্বার তুষারে ও খাদ্যাভাবে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। আরিষ্টবোলস্ বলিয়াছেন যে এই পর্ব্বতে সামান্য গুল্মাদি ব্যতীত অন্য কিছুই জন্মিত না। পঞ্চদশ দিবসে এই দুরূহ অভিযান সম্পন্ন হইয়াছিল।

মাসিদোনিয়ানগণ আড্রাস্‌সা পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল যে, এই প্রদেশ উর্ব্বর হইলেও বেসসের আদেশে জনপদটী পূর্ণমাত্রায় ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি বেসসের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। আলেকজান্দার দৃঢ়চিত্তে অগ্রগামী হইতে লাগিলেন। ফলে, বেসস্ ও তাঁহার সঙ্গিবৃন্দ ভীত হইয়া অক্সাস্ অতিক্রম করিয়া সগ্‌ডিয়ানায় পলায়ন করিলেন। বাক্‌ট্রিয়ার প্রধান দুইটী নগর আয়র্ণস ও বাকট্রা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং শীঘ্রই সমগ্র প্রদেশ আলেকজান্দারের করায়ত্ত হইল। ইতিমধ্যে ইরিজিয়স্ আরীয়ান্‌গণের বিদ্রোহ দমনে সফল হইয়া বাক্‌ট্রায় আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলেন। আলেকজান্দার আর্টাবেজস্‌কে এই নূতন বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বেসসের পশ্চাদ্ধাবনোদ্দেশ্যে অক্সাস্ নদী-তীরে উপনীত হইলেন। সৈন্যগণ বিশেষ ক্লেশ ভোগান্তে নদী উত্তীর্ণ হইল। অপর তীরে অবতরণ করিবা মাত্র বেসসের প্রধান দুইজন সঙ্গী—সগ্‌ডিয়ানার শাসনকর্ত্তা স্পাইটামিনিস্ ও ডাটাফার্ণিসের দূতগণ

তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, বেসস তাঁহাদের দ্বারা বন্দী হইয়াছে এবং আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহারা বেসসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন। আলেকজান্দার সম্মত হইলে রজ্জুবদ্ধ বেসস্ তাঁহার নিকটে আনীত হইল। বেসস্‌কে প্রথমতঃ প্রচুর বেত্রাঘাত করিয়া পরে তাঁহাকে শেষদণ্ড গ্রহণের জন্য জারিআস্পায় প্রেরণ করা হইল।

সৈন্যাবলী অতঃপর মরকন্দে উপনীত হইল। মরকন্দ (৩৩) তখন সগদিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল। ভবিষ্যতে এই মরকন্দই সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল। আলেকজান্দার এই স্থানে কিছুদিন বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া, জাক্সার্টিস নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পারস্যসাম্রাজ্য ও অসভ্য সিথিয়ান্‌গণের রাজ্য এই নদীদ্বারাই বিভক্ত ছিল। সিথিয়ান্‌দের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ এই নদী তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুলির মধ্যে সাইরাস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাইরোপোলিস্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিশেষরূপে সুরক্ষিত ছিল। আলেকজান্দার এই সকল দুর্গ অধিকার করিয়া এই সকল দুর্গে মাসিদোনিয়ান্ সৈন্য স্থাপন করিলেন। সিথিয়ান্‌দিগকে আরও বিশেষরূপে দমন করিবার জন্য জাক্সার্টিস্-তীরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে চতুর্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সকল কার্য্যের মধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে স্পাইটানিনিস্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এক বিরাট বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছে। আলেকজান্দার শীঘ্রই এই বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইলেন। পরে, জাক্সার্টিস্ উত্তীর্ণ হইয়া সিথিয়ান্‌দিগকে পরাভূত

(৩৩) কবিগণ ইহাকে চতুর্ব্বর্গের অন্যতম স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন

করিলেন। এই জয়লাভের পরে তিনি একটী পরাজয়ের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মরকন্দ অবরোধে নিযুক্ত স্পাইটামিনিসের বিরুদ্ধে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সৈন্যদের অগ্রসর-বার্ত্তা অবগত হইয়া স্পাইটামিনিস্ প্রথমে বোখারা ও তথা হইতে সোগ্ধ হইতে আরল হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমিতে পলায়ন করিলেন। একদল সিথিয়ান অশ্বারোহী এইস্থানে তাঁহার সহিত যোগদান করাতে তিনি পশ্চাদ্ধাবনকারী মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংশ করিলেন। এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া স্পাইটামিনিস্ পুনর্ব্বার মরকন্দ অবরোধ করিলেন; কিন্তু আলেকজান্দার দ্রুতবেগে জাক্সার্টিস্ হইতে অগ্রসর হইতেছেন শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মরুভূমির দিকে পলায়ন আরম্ভ করিলেন এবং আলেকজান্দারের উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তথায় আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হইলেন। আলেকজান্দার মরকন্দে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে, হত মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণের সমাধির ব্যবস্থা ও পরে সেই সমগ্র উপত্যকা অগ্নি ও তরবারীদ্বারা ধ্বংশ করিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র কৃপা প্রকাশ না করিয়া সৈনিক বা নাগরিক সকলকেই হত্যা করিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য স্বরূপ লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এরূপ নৃশংস ব্যবহারের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না।

৩২৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ শেষ হইতে চলিল। আলেকজান্দার পুনর্ব্বার অক্সাস্ উত্তীর্ণ হইয়া জারিয়াস্পায় প্রত্যাগমন করিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানেই বেসসের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইল; বেসসের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পরে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের জন্য একবাটানায় প্রেরণ করা হইল। আলেকজান্দারের ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল বলিয়া তিনি গ্রীস ও

মাসিদোনিয়া হইতে নূতন সৈন্য মধ্যে মধ্যে আনয়ন করিতেছিলেন। বাক্‌ট্রায় • অপেক্ষা কালে অনেক নূতন সৈন্য উপস্থিত হইল এবং আলেকজান্দার তাঁহার অভাব মোচনে সমর্থ হইলেন। সিথিয়ান্‌-নরপতির নিকট হইতে উপহার এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অনুরোধ পত্র সহ দূত আলেকজান্দার-সকাশে উপস্থিত হইল। শেষোক্ত অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। খোরাস্‌মিয়ানাধিপতি স্বয়ং মাসিদোনিয়াধিপতির নিকট উপনীত হইয়া কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ জনপদসমূহ অধিকার করণের জন্য উপরোধ করিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার ভারতবর্ষ-প্রবেশে অত্যধিক উৎসুক হওয়ায় বর্ত্তমানে এ উপরোধ উপেক্ষা করিলেন।

পরবর্ত্তী দুইটী অভিযানের বর্ণনা সঠিক অবগত হওয়া যায় না। কার্টিয়াসের মতে, আলেকজান্দার জারিয়াস্পা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তখস্‌ নদী উত্তীর্ণ হইয়া মার্জ্জিয়ান্‌ (বর্ত্তমান অক্‌সু) নামক নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। আরিয়ান্‌ এই অভিযানের কোনই উল্লেখ করেন নাই। বাকট্রিয়ান্‌গণ এখনও সম্পূর্ণরূপে বশীকৃত হয় নাই এবং সগডিয়ান্‌গণ বিশেষরূপে দণ্ডিত হইলেও পুনর্ব্বার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। প্রথমোক্তদের বিরুদ্ধে ক্রাটেরস্‌কে প্রেরণ করিয়া, আলেকজান্দার স্বয়ং নরকন্দাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পথিমধ্যে পর্ব্বতশিখরোপরি অবস্থিত উচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও পরাক্রান্ত সৈন্যাবলীদ্বারা সুরক্ষিত একটী দুর্গ অধিকার করিলেন। এই দুর্গ মধ্যে অক্সিয়াটীন্‌ নামক একজন বাকট্রিয়ান্‌ সামন্ত নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কন্যাগণের অন্যতম-রোক্সানা সৌন্দর্য্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন এবং আলেকজান্দার তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

ইতোমধ্যে, ম্যাসাজেটাই নামক অন্যতম সিথিয়ান্ জাতির সাহায্য প্রাপ্তহইয়া স্পাইটামিনিস্ বাকট্রিয়া আক্রমণ করিলেন। ক্রাটেরস্ তাঁহাকে পরাভূত করণে সমর্থ হইলেও, স্পাইটামিনিস্ পুনর্ব্বার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পশ্চাৎ পুনর্ব্বার এই সুচতুর শত্রু আক্রমণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি মরকন্দ প্রদেশ রক্ষা ও সুশাসনের ব্যবস্থায় ব্রতী হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ সকল নগরে মাসিদোনিয়ান ও গ্রীক্ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই অভিযান-কালে তিনি বাজারিয়ায় (৩৪) অবস্থিত রাজোদ্যানে স্বহস্তে একটী প্রকাণ্ড সিংহকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মরকন্দে প্রত্যাগমন করিলে একটী শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল—মদোন্মত্তাবস্থায় ক্লিটস্ হত্যা। ক্লিটস্ তাঁহার ধাত্রীমাতার সহোদর ও আলেকজান্দার তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গ্রাণিকসের যুদ্ধে ক্লিটস্ই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি চিরজীবন অনুতাপ ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। (৩৫)

---

(৩৪) বর্ত্তমান বোখারা বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩৫) আলেকজান্দার ও তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে দেবপুত্র বলিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে তোষামোদ করিতেন। ক্লিটস্ এগুলি অনুমোদন করিতেন না। মরকন্দে অবস্থান কালে একদা আলেকজান্দার ও ক্লিটস্ উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিলেন। যে সকল কর্ম্মচারী আলেকজান্দারের অতিরিক্ত তোষামোদ করিতেন, ক্লিটস্ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় আলেকজান্দারের সম্মুখেই নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ফিলিপশিক্ষিত সৈন্যগণই আলেকজান্দারের জয়ের প্রধান কারণ, আলেকজান্দারের বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নাই, এসকল কথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত

পরবর্ত্তী অভিযানে তিনি বোখারার দশমাইল উত্তরে অবস্থিত নৌরা পর্ব্বতমালার পশ্চিমস্থিত জেনিপা জনপদ স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। স্পাইটামিনিস্ মরুভূমি মধ্যে অত্যধিক দূরে অবস্থান না করায়, তিনি তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত অন্যতম সেনানী কৈনস্‌কে সেই স্থানে রাখিয়া শীতঋতু যাপনের উদ্দেশ্যে নৌটাকায় গমন করিলেন। এই স্থান মরকন্দ ও অক্সাসের মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বর সমতলভূমিতে অবস্থিত ছিল। স্পাইটামিনিস্ কৈনস্‌কে আক্রমণ করিলে পরাভূত হইয়া পুনর্ব্বার

হইলেন না। অন্যান্য মাসিদোনিয়ান্ কর্ম্মচারিগণ ইহাতে আপত্তি করিলেও মদোন্মত্ত ক্লিটস্ আত্মসম্বরণে সমর্থ হইলেন না। পরক্ষণেই তিনি স্বীয় হস্তো-ত্তোলন করিয়া আলেকজান্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আলেকজান্দার, স্মরণ রাখিও, এই হস্তই তোমাকে গ্রানিকসের যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে।" আলেক-জান্দারও প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিলেন। তিনি হিতাহিত বিস্মৃত হইয়া স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু এই তরবারী পূর্ব্বেই তাঁহার অন্যতম কর্ম্মচারী কর্তৃক অন্যত্র নীত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর-রক্ষী সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু অবস্থা দর্শনে কেহই এ আদেশ প্রতি-পালন করিল না। টলেমী, পার্দিকাস্ ও তাঁহার অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে ক্লিটস্‌কে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্লিটস্ পশ্চাৎপদ হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক আলেকজান্দারেরও গতিরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দার মুক্ত হইয়া একটী বর্শাসংগ্রহ করিয়া "এক্ষণে ফিলিপের নিকট গমন কর", বলিয়া ক্লিটস্‌কে আঘাত করিলেন। ক্লিটস্ রক্তাক্ত দেহে সেইস্থানেই পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন ক্লিটস্‌কে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তিন দিবস আহার বা পানীয়গ্রহণে বিরত রহিলেন। অতিকষ্টে তিনি সান্ত্বনালাভ করিয়া পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার সিথিয়ান্‌-সঙ্গিগণ ভীত হইয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া উহা আলেকজান্দারের নিকট প্রেরণ করিল। এবম্প্রকারে আলেকজান্দারের সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর প্রতিদ্বন্দ্বী দেহত্যাগ করিলেন।

৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের বসন্তারম্ভে তিনি প্যারেটাকাইগণকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং খোরিইনেস্‌ নামক একজন নায়ককে পার্ব্বত্য দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। এই দুর্গও অজেয় বলিয়া কথিত হইত; কিন্তু দুর্গাধিপতি মাসিদোনিয়ান্‌দের অসহ্য প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করায় স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যে সকল জাতি এতদিনেও বশ্যতা স্বীকার করে নাই তাহাদিগকে দমনের জন্য ক্রাটেরস্‌কে রাখিয়া তিনি ভারতাভিমুখে অভিযানোদ্দেশ্যে বাক্‌ট্রীয় গমন করিলেন। বাক্‌ট্রীয় অন্য একটী বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হইল। রাজভৃত্যগণ, তাহাদেরই অন্যতম হার্ম্মোলাওসের প্ররোচনায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। এই সকল সম্ভ্রান্তবংশজাত ভৃত্যগণকে অপরাধ স্বীকারের জন্য নানারূপে পীড়ন করা হইতে লাগিল। পরে মাসিদোনিয়ান্‌গণ তাহাদিগকে লোষ্ট্রাঘাতে নিহত করিল। ইহাদের স্বীকারোক্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, কালিস্‌থিনিস নামক সাহিত্যিক, (যিনি আরিষ্টটলের অনুরোধক্রমে আলেকজান্দারের সহযাত্রী হইয়াছিলেন) এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন ও ভৃত্যগণকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার যে পারসীক আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতেছিলেন, উহা কালিস্‌থিনিসের একেবারেই মনঃপূত হয় নাই এবং তিনি ইহার জন্য প্রকাশ্যে আলেকজান্দারের নিন্দাবাদ করিতেন; সুতরাং কালিস্‌থিনিসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কোন্‌ সময়ে এবং কি প্রকারে তাঁহার মৃত্যু

সংঘটিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় (৩৬)। টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রথমতঃ তাঁহাকে পীড়ন করিয়া পরে ক্রুস-বিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আরিষ্টবোলস্ ও চারেস্ বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি সেই স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

বাক্‌ট্রা হইতে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভ দেখা দিয়াছিল। আলেকজান্দার দশদিবসে পারোপানিসস্ অতিক্রম করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ায় উপনীত হইলেন। এই স্থানত্যাগের কাল হইতে কারমেনিয়া-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপার এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

আলেকজান্দার কাম্মেনিয়ায় অবগত হইলেন যে, সিন্ধুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ভারতীয় জনপদ সমূহের শাসনকর্ত্তা গ্রীক্ সৈন্যদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন; কিন্তু মাসিদোনিয়ান্ সৈন্য গ্রীক সৈন্য-দিগকে পরাভূত করিয়া বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছে। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি ফিলিপের স্থলে অন্য কোন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত না করিয়া

(৩৬) ঐতিহাসিক গ্রোট্, আরিয়ান্ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য দার্শনিকগণ আলেকজান্দারকে যেরূপ অযথা তোষামোদ করিতেন, কালিস্থিনিস্ সেরূপ করিতেন না। তিনি সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণের মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। অন্যতম দার্শনিক আনাক্সারাস্ আলেকজান্দারকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন এবং কালিস্থিনিস্‌কে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এই সকল কারণে তিনি আলেকজান্দারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। গ্রোট্ বলিয়াছেন যে তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

ইউডিমস্ ও তক্ষশিলাধিপতিকে ফিলিপের শাসিত প্রদেশের ভার গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। কার্ম্মেনিয়া পরিত্যাগের পূর্ব্বে ক্রাটেরস্ আরাখোসিয়া, ড্রানজিয়ানা ও কার্ম্মেনিয়ান্ মরুভূমির মধ্য হইয়া আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করেন। নিয়ার্কাসও এই স্থানে তাঁহার সন্দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার রণতরী যে নির্ব্বিঘ্নে পারস্যোপসাগরে উপনীত হইয়াছে, সে সংবাদ প্রদান করেন। নিয়ার্কাস পারস্যোপসাগর হইয়া টাইগ্রীস নদীর মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার ও হিফেষ্টিয়ন অধিক সৈন্য সহ পার্সিস্ ও সৌগায়ানা হইয়া সুসা পর্য্যন্ত যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দার বৎসামান্য সৈন্যসহ পাসারগাদাই ও পার্সিপোলিস্ হইয়া সুসা গমনের জন্য যাত্রা করেন (৩৭)। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পার্সিসে সকল বিষয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয় নাই। তিনি যে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং অর্কিনিস্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী পারসীক ঐ পদে স্বচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাবৃন্দের উপর বিশেষ অত্যাচার করিতেছিলেন। সাইরাসের সমাধি অপবিত্র করাতে আলেকজান্দার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহারা এই গর্হিত কর্ম্ম সাধন করিয়াছিল, আলেকজান্দার বিশেষ চেষ্টায় তাহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি উক্ত সমাধির পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পার্সিপোলিসে উপনীত হইয়া তিনি অর্কিনিসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।

পার্সিসে ভারতীয় দার্শনিক কালানস্ পীড়িত হইয়া

(৩৭) এই সকল বিষয়ই 'সমসাময়িক ভারত' তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আপনাকে ভস্মীভূত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, আলেকজান্দার তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা পাইলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে কালানস্ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যসহকারে চিতারোহণে দেহত্যাগ করিলেন। এ ব্যাপারে মাসিদোনিয়ান্ সৈনিকবৃন্দ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল (৩৮)।

৩২৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের প্রারম্ভে আলেকজান্দার সুসায় পৌঁছিয়া ও তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইউরোপ ও এসিয়ার প্রজাবৃন্দের একত্র সম্মিলন তাঁহার বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি তাঁহার অশীতিজন সেনাপতির সহিত এসিয়াবাসী-স্ত্রীলোকের উদ্বাহ ক্রিয়া-সম্পাদন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার দারিয়াসের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি এক তৃতীয়া স্ত্রীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ সহস্র মাসিদোনিয়ান্ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আলেকজান্দারের প্রিয়পাত্র ও তাঁহার নিকট হইতে মূল্যবান উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি অনেক এসিয়াবাসী-সৈন্যকে স্বীয় ইউরোপীয় সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তনে তাঁহার বৃদ্ধ মাসিদোনিয়ান্ সৈনিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু আলেকজান্দারকে এই বিদ্রোহদমনে বিন্দুমাত্রও বেগ পাইতে হয় নাই। প্রায় দশ সহস্র মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যকে তিনি বিদায় দান করাতে, তাঁহারা ক্রাটেরসের অধীনে মাসিদোনিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। বৎসরের

---

(৩৮) 'সমসাময়িক ভারত'—প্রথম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শেষভাগে তিনি একবাটানায় গমন করিলে তথায় তাঁহার প্রিয়তম সেনাপতি হিফেষ্টীয়ন্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। একবাটানা হইতে বাবিলন গমন কালে সমস্ত সভ্যজগৎ হইতে তাঁহার নিকট প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের প্রারম্ভে তিনি বাবিলনে প্রবেশ করেন। বাবিলন্‌কে তিনি তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং বাবিলনে উপনীত হইয়াই তিনি উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার যশোলিপ্সা এক্ষণেও অপ্রতিহত ছিল এবং তজ্জন্যই তিনি অন্যান্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। বাবিলনের জল হাওয়া সুন্দর ছিল না। তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন। অত্যাচারে রোগ বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের জুন মাসে ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহপাত করিলেন। বিশপ থির্লওয়াল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "এই প্রকারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুত্রগণের অন্যতমের মৃত্যু হইল। কেবল যে তিনি স্বীয় যশোলিপ্সা ও কার্য্যের বিশালতায় মহৎ ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার যশোলিপ্সা তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা মনুষ্যের মহত্তর আর কিছুই নাই—উহা জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানবের হিতসাধন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের মূলে ক্রমোন্নতি নিহিত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে এসিয়ার আর কোন সাম্রাজ্য এরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই রাজ্যই স্থাপিত হইয়াছিল।" থির্লওয়ালের এই উক্তি যথার্থ।

আলেকজান্দারের বহিঃসৌন্দর্য্য ও ব্যবহার উত্তম ছিল।

আরিয়ান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন; অসমসাহসিক, সম্মানপ্রিয়, সদাসর্ব্বদাই বিপদ্‌সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক, ধার্ম্মিক এবং ক্লেশসহিষ্ণু ছিলেন। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের বর্ণ সুন্দর ছিল এবং তাঁহার নাসিকা ও দেহ হইতে এরূপ সুগন্ধি বায়ু নির্গত হইত যে উহাতে তাঁহার বসনাদি সুগন্ধি হইত। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার স্বল্পাহারী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন না। তিনি ভোজন কক্ষে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়াই এরূপ অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সময়ে নানারূপ কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতেন। বিশেষতঃ, অবসর না থাকিলে তিনি কদাপি ভোজন কক্ষে অধিকক্ষণ যাপন করিতেন না। তবে আহার্য্যদ্রব্যে প্রচুর খরচ ছিল, এমন কি শেষকালে প্রত্যেক বারে দশসহস্র ড্রাকমা ব্যয় হইত। তাঁহার মৃত্যুশয্যার আদেশানুযায়ী তাঁহার শব অত্যধিক জাঁকজমকের সহিত মিশরের অন্তর্গত মেম্ফিসে লইয়া সমাহিত করা হয় ও পরে মিশরাধিপতি টলেমীর আদেশে আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ায় সমাহিত করা হয়।

অসময়ে মৃত্যু হওয়ায় এবং মৃত্যুকালে নূতন নূতন অভিযানের সঙ্কল্পে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে সম্মিলিত করিবার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবী হইলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ ব্যবস্থা করিতেন, যাহাতে কেবল সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতি নহে, বিভিন্ন প্রদেশগুলিও একত্রীভূত করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে

সাম্রাজ্যলিপ্সার জন্য যে অন্তর্ব্বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, তাহাতে আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজবংশের পক্ষ হইতে পাদিকাস্ রাজ্য-পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশগুলি অন্যান্য শাসনকর্ত্তার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাদিকাস ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ও অন্যতম সেনাপতি ইউমিনিসের সাহায্য লাভ করিয়া, তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মিশরের টলেমীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন কিন্তু নীলনদ তীরে ৩২১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পরাজিত ও নিহত হইলেন। টলেমীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার কালে ক্রাটেরস্ ইউমিনিসের সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হইলেন। টলেমীকে রাজপ্রতিনিধির ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। সৈন্যগণ তখন আন্টিপেটর্‌কে ঐ পদে অভিষিক্ত করিল। আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইল। টলেমী নিজপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন; লিসিমাকস্ থ্রেস, আন্টিগোনস্ ফ্রিজিয়া, সেলুকাস্ বাবিলন, আন্টিজিনিস সোসিয়ানা, পিউকেস্‌টাস্ পারস্য, পিথন্ মিডিয়া, নিয়ার্কাস প্যামফিলিয়া ও লিসিয়া, আহিডেয়স হেলস্‌পন্ট, আন্টিপেটর ও পলিস্‌পার্কন মাসিদোনিয়া ও গ্রীসের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইউমিনিস্ কাপাডোসিয়া, প্যাফালগোনিয়া এবং পণ্টসের শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন এবং পূর্ব্বে যাঁহারা পাদিকস্‌কে অধিনায়ক বলিয়া গণ্য করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে ইউমিনিস্‌কেই সেইরূপ মনে করিতে লাগিলেন।

আন্টিপেটর কর্তৃক নিয়োজিত আণ্টিগোনস্ ইউমিনিসের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া ৩১৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের প্রারম্ভে ইউমিনিস্কে ধৃত করিয়া হত্যা করিলেন। লিসিমাকস্, টলেমী, সেলুকাস্ এবং আণ্টিপেটর-পুত্র ক্যাসাণ্ডার আণ্টিগোনসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একত্রীভূত হইলেন এবং ৩০১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ইপ্সসের যুদ্ধে আন্টিগোনস্ ও তৎপুত্র ডেমেট্রিয়স্কে পরাজিত করিলেন। আণ্টি-গোনস্ যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন এবং তাঁহার অধীন প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ সেলুকাসের হস্তগত হইল। পরবর্ত্তীকালে সেলুকস্ ও লিসিমাকসে যুদ্ধ ঘটিলে লিসিমাকস্ ২৮১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নিহত হন। চল্লিশ বৎসরের যুদ্ধান্তে আলেকজান্দারের বাহুবলে অর্জ্জিত বিরাট সাম্রাজ্য মাসিদোনিয়া, মিশর ও সিরিয়ার রাজগণের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আরিয়ান লিখিত

আনাবেসিস্

(চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ককেসাস্ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া কোফীন্ নদীর দিকে অগ্রসর হইবার বর্ণনা

কোরিয়িনিস্ পর্ব্বত অধিকার করিয়া আলেকজান্দার স্বয়ং বাক্ট্রায় গমন করিলেন, কিন্তু ক্রাটেরস্‌কে ছয় সহস্র রাজকীয় অশ্বারোহী-রক্ষাসৈন্য (১) ও একদল পদাতিক সহ পারাইটাকেনাই (২) প্রদেশীয় কাটানীস্ ও ওষ্টানিস্ নামক দুই জন নায়কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই প্রদেশে কেবল এই দুই জনই তখনও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদিগকে পরাজিত করিতে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে ক্রাটেরস্ অতি কষ্টে জয়লাভ করেন। কাটানীস্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং ওষ্টানিস্ বন্দী হইয়া আলেকজান্দারের নিকট নীত হন। অসভ্যদের প্রায় ১২০ জন অশ্বারোহী ও সার্দ্ধ

---

(১) "Companion Cavalry"—রাজকীয় অশ্বারোহী রক্ষী। সর্ব্বপ্রথমে মাসিদোনিয়া ও থেসালির সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত পঞ্চদশ শত যুবক লইয়া এই শরীররক্ষী সৈন্য সংগঠিত হয়। পরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চসহস্রে পরিণত হইয়াছিল।

(২) "Paraitakenai"—ইহারা অক্সাস্ ও জাক্সার্টিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। ম্যাক্রিণ্ডল অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ এই জাতি ও তক্ষশিলা-স্থিত তক্ষজাতি একই ছিল। "পারাই" শব্দ তিনি সংস্কৃতভাষার পর্ব্বত বলিয়া মনে করেন। মিডিয়াপ্রদেশের পার্ব্বত্যজনপদেও এই নামের এক জাতি বাস করিত। আরিয়ান্ অন্যত্র এবং ষ্ট্রাবো এই জাতিকে পারাইটাকাই নামে উল্লেখ করিয়াছেন

একসহস্র পদাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল। ক্রাটেরস্ যুদ্ধ-জয়ান্তে বাক্ট্রায় গমন করিলেন। এই স্থানে থাকিবার সময়েই কালিস্থিনিস্ ও রাজভৃত্য সংক্রান্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

বসন্ত (৩) অতিবাহিত করিয়া, আলেকজান্দার ভারতবাসীদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, আমিন্টাস্কে ৩৫০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিকসহ বাক্ট্রিয়ায় রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। দশ দিবসে তিনি ককেসাস্ (৪) উত্তীর্ণ হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় (৫)

---

(৩) ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের বসন্ত।

(৪) বর্ত্তমান নাম হিন্দুকুশ—কাবুলের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত পর্ব্বত। গ্রীকলেখকগণ অনেক সময় ইহাকে পারাপানিসস্ বলিয়াছেন। টলেমী ইহাকে পারোপানিসস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে গ্রীক-লেখকগণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না। তাঁহার কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ এই পর্ব্বতমালাকে তরাসপর্ব্বত, কেহ ককেসাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরিয়ান্ ইহাকে তরাস বলিয়া নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণ আলেক-জান্দারকে প্রীত করিবার জন্য ইহাকে ককেসাস বলিত, কারণ তাহা হইলে তিনি বাক্ট্রিয়া প্রবেশের জন্য ককেসাস্ উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইরূপ জনশ্রুতি থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে গ্রীকদের এসম্বন্ধে কোন্ নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান ছিল না; তাহারা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে মনে করিত যে, পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পর্ব্বত ছিল না। সম্ভবতঃ, আলেকজান্দার কুসান্ হইয়া পারোপানিসস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন

(৫) আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandreia)—আলেকজান্দার বাক্ট্রিয়া প্রবেশের পূর্ব্বে ৩২৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পারোপানিসস্ পর্ব্বতমালার সানুদেশে এই নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই নগর সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্যার আলেকজান্দার বার্ণেস ও সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন বামিয়ান্ নামক স্থানকে এই আলেকজান্দ্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল এবং ভিনসেন্ট স্মিথ কাবুল হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ওপিয়ান্ বা হুপিয়ান্কে (Opian or Houpian) এবং জন্ সোয়ার্জ

উপনীত হইলেন। প্রথম বাকট্রিয়া আক্রমণকালে, আলেকজান্দার পারাপামিসাদাইগণের দেশে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি যে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কার্য্যে অনুপযুক্ত মনে করিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন। নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ হইতে ঔপনিবেশিক ও নিজ সৈন্যগণের অকর্ম্মণ্যগুলিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করিবার আদেশ প্রদান করিলেন (৬)। এই সময় তিনি অশ্বারোহীসৈন্যের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ নিকেনর্‌কে আলেকজান্দ্রিয়ার ভার প্রদান করিলেন ও তিরিয়াস্‌পিস্‌কে পারাপামিসাডাই ও কোফীন্ (৭) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করিলেন। নিকাইয়া (৮) নগর পৌঁছিয়া ও তথায় আথেনা

কাবুলকে এইস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে বা "পেরিপ্লাস অব দা ইরিথ্রিয়ান্ সী"তে (Periplus of the Erythrian Sea) এই আলেকজান্দ্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং হোপিয়ান নামক এক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম—"ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল" ১৯—২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) আলেকজান্দার যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি সামরিক উপনিবেশ ছিল। আলেকজান্দার এইগুলি দ্বারা দূরবর্ত্তী বিজিত প্রদেশগুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্লিষ্ট সৈন্যগণকে এই সকল উপনিবেশে বাস করিতে বাধ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্দার তাহাদিগের চিরন্তন নির্ব্বাসনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা বিনা অনুমতিতে উপনিবেশ ত্যাগ করিত, আলেকজান্দার তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন।

(৭) বর্ত্তমান কাবুল নদী। টলেমী ইহাকে কোয়া এবং অন্যান্য গ্রীকলেখকগণ কোফীস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃতে কুভা নদীর উল্লেখ আছে।

(৮) নিকাইয়া অর্থাৎ জয়ী। সেনাপতি আবটের পদানুসরণপূর্ব্বক ভিনসেণ্ট স্মিথ ইহাকে জেলালাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উইলসন

দেবীকে পূজা করিয়া, তিনি তাক্ষিলীস্ (৯) ও সিন্ধুর পশ্চিমতীরবর্ত্তী অধিনায়কগণকে স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন। এই আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া তাক্ষিলীস্ ও অন্যান্য অধিনায়কগণ মূল্যবান উপহারসহ তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গের পঁচিশটী হস্তীও আলেকজান্দারকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

এই স্থানে তাঁহার সৈন্যাবলী বিভক্ত করিয়া, তিনি হিফেষ্টীয়ন্ এবং পাদিকাসের অধীনে গর্জ্জিয়াস্, ক্লিটস্ (১০), মেলিয়ায়রের

ইহাকে হুপিয়ান হইতে প্রায় অষ্টাদশ মাইল দূরস্থিত বেগ্রাম-সমতলক্ষেত্র বলিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল মনে করেন যে স্থানীয় কোন নাম হইতেই গ্রীকগণ ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিল এবং তদনুযায়ী তিনি ইহার পূর্ব্বতন নাম জয়পুর বা এই প্রকার কিছু বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। লাসেন উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার ভারতবর্ষে নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, এই আশায় তিনি ঐ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেনাপতি আবট ইহাকে জেলালাবাদের ৪।৫ মাইল পশ্চিমস্থ নাংনিহার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম ও ড্রয়সেন ইহাকে কাবুল বলিয়াছেন। উইলসন নিকাইয়াকে বাগ্রাম বলিয়াছেন এবং ম্যাক্রিণ্ডলও এই মতে মত দিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেনাপতি আবটের মতই সমধিক গ্রহণীয়।

(৯) কার্টিয়াস বলিয়াছেন যে ইহার প্রকৃত নাম ছিল অম্ফিস (অম্ভি)। দায়দরস বলিয়াছেন যে আলেকজান্দারই ইহাকে তাক্ষিলিস নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইনি যে ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, সেই তক্ষশিলা হইতে উহার নরপতিগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন।

(১০) ক্লিটস্ নামক সেনাপতি ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন (৪৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি তাঁহার দলভুক্ত সৈন্যাবলী তাঁহার মৃত্যুর পরেও ঐ নামে অভিহিত হইত।

সৈন্যাবলী, নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ও বেতনভোগী সকল অশ্বারোহী সৈন্য পিউকেলওটীস (১১) ও সিন্ধু-নদাভিমুখে প্রেরণ করিলেন (১২)। পথিমধ্যে সকল স্থান অধিকার করিয়া সৈন্যগণের সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন। তাক্ষিলিস ও অন্যান্য অধিনায়কগণ এই সৈন্যের সহগামী হইলেন। সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দিকাস আলেকজান্দারের আদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হইলেন। পিউকেলাওটীস প্রদেশের একজন রাজপুত্র আস্‌টীস্ (১৩) এই সময়ে বিদ্রোহী হওয়াতে প্রাণ হারাইলেন এবং যে নগরে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন হিফেষ্টীয়ন্ তাহাও ধ্বংস করিলেন। সঙ্গৈয়স্ (১৪) নামক অন্যতম রাজপুত্র, (যিনি আস্‌টীসের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাক্ষিলিসের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন) পিউকেলাওটীসের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

---

(১১) সংস্কৃত পুষ্কলাবতী—গান্ধারের প্রাচীন নাম। কানিংহাম পারাং ও চার্শাদা নামক দুইটী নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে এই নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থান পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমে সপ্তদশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান বাণিজ্যপ্রধান ছিল। টলেমী ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে প্রোক্লেস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই ইহাকে সোয়াট নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বলিয়াছেন।

(১২) এই সৈন্যদল কাবুল নদীর উপত্যকা হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, ভিনসেণ্ট স্মিথ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে ইহারা খাইবার গিরিসঙ্কটের অভ্যন্তর হইয়া অগ্রগামী হইয়াছিল। (ভিনসেণ্ট স্মিথের ইতিহাস, ৫০ পৃষ্ঠা)।

(১৩) হস্তি (Astes or Hasti)।

(১৪) ম্যাক্রিণ্ডল এই রাজপুত্রের নাম সঞ্জয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আস্‌পেসিয়ান্‌দের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধ

আলেকজান্দার স্বয়ং সৈন্যাবলীর অর্দ্ধাংশের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। 'হাইপাস্‌পিষ্ট' দলভুক্ত (১) সকল সৈন্য, রাজকীয় অশ্বারোহীরক্ষীর অপর অর্দ্ধাংশ, নির্ব্বাচিত পদাতিক সৈন্য, তীরন্দাজ, বর্শাধারী-অশ্বারোহী সৈন্য এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সকল সৈন্যসহ তিনি আস্‌পেসিয়ান্‌ (২), গৌরেয়ান্‌ ও আসাকেনিয়ান্‌দের

---

(১) 'Hypaspists'— ইহারা আসপিস্‌ (aspis) নামক গোলাকার ঢাল ব্যবহার করিত বলিয়া এই নামে কথিত হইত।

(২) কোফীস্‌ ও সিন্ধু এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী জনপদবাসীকে ষ্ট্রাবো হিপ্পাসিয়ই (Hippasioi) নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতোক্ত অশ্বক জাতিকে এই জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অশ্বক শব্দ অশ্ব হইতে উদ্ভূত এবং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই জাতি অশ্বারোহণে সুদক্ষ। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, গ্রীকগণ ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবগত ছিল বলিয়াই উহাদিগকে হিপাসিয়ই (হিপস=অশ্ব) নামে অভিহিত করিয়াছিল। কেহ কেহ প্রাচীন আস্‌পেসিয়ান্‌কে বর্ত্তমান ইউসুফ-জাই জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আসাকেনই ও সংস্কৃত অশ্বক জাতি এক বলিয়া ম্যাক্রিণ্ডল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই জাতিকে চিত্রলের আসপিন্‌ বলিয়াছেন।

দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার যাইবার পথ (৩) দুর্গম ও পর্ব্বতসঙ্কুল পথিমধ্যে খোইস্‌ নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে তাঁহার সৈন্যগণকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। খোইস্‌

---

(৩) ষ্ট্রাবো আলেকজান্দারের দক্ষিণের পথ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরের পথ হইয়া অগ্রসর হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আলেকজান্দার অবগত হইয়াছিলেন যে, উত্তর দিকে অবস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি লোক পরিপূর্ণ ও অধিকতর উর্ব্বর ছিল; কিন্তু, দক্ষিণাংশে জলের অভাব ছিল অথচ কোন কোন সময় উহা বন্যায় প্লাবিত হইত। এই জন্য তিনি প্রথমে উত্তরাংশ অধিকার করিয়া পরে দক্ষিণাংশ অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

ভিনসেণ্ট স্মিথ আলেকজান্দারের অভিযান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "Although it is absolutely impossible to trace his movements with precision, or to identify with even approximate certainty the tribes which he encountered, or the strongholds which he captured and destroyed in the course of 5 months' laborious marching, it is certain that he ascended the valley of the Kunar or Chitral river for a considerable distance." অর্থাৎ যদিও আলেকজান্দারের পথ নির্দ্দেশ করা অথবা যে সকল জাতি তিনি বিধ্বস্ত বা যে সকল দুর্গ তিনি অধিকার বা বিনষ্ট করিয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে তিনি কুনার বা চিত্রলনদীর উর্দ্ধগামী পথ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, তিনি কাফিরিস্থান, চিত্রল, সোয়াট্‌ ও ইউসুফজাই প্রদেশ হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে সকল দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন সে সকল দেশ সম্বন্ধে বর্ত্তমানেও অধিক অবগত হওয়া যায় না। অন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন "A glance at the labyrinth of mountains and valleys, which occupy the whole space in question in the best modern maps, will sufficiently show how

নদীর (৪) অপর পারে গমন করিয়া তিনি পদাতিক সৈন্যকে অবসর মত অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া, স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য ও আট শত পদাতিক সৈন্যকে অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, বর্ব্বরগণ পর্ব্বতে বা সুরক্ষিত দুর্গ সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি সর্ব্ব প্রথমে যে নগরের সম্মুখে উপনীত হইলেন, তাহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ বিপক্ষ দেখিয়া তিনি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিলেন। এই যুদ্ধে একটী তীর বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল; তবে আঘাত তত গুরুতর হয় নাই। লাগস-পুত্র টলেমী ও লিওনাটসও আহত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নগরের যে পার্শ্বের প্রাচীর দুর্ব্বল আলেকজান্দার সেই দিকে যাইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যূষে মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণ নগর-প্রাচীরদ্বয়ের বহির্ভাগেরটী আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইল। আভ্যন্তরীণ প্রাচীর অধিকারে বর্ব্বরগণ যৎসামান্য বাধা দিতে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর-গাত্রে অধিরোহণী সংলগ্ন করা হইলে নগররক্ষাকারিগণ মাসিদোনিয়ান্-

---

utterly bewildering they must have been to the officers of Alexander, who neither used maps nor the compass, and were incapable of the simplest geographical observation" (Bunbury). আলেকজান্দারের কর্ম্মচারিগণ মানচিত্র বা দিক্‌দর্শনযন্ত্র ব্যবহারের প্রণালী অবগত ছিল না, এই সকল বিষয় মনে করিলে তাহাদের নিকট এই পর্ব্বতমালা ও উপত্যকা সমূহ যে নিতান্তই প্রহেলিকাবৎ বোধ হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(৪) খোইস্ নদী নির্দ্দেশেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বীরের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আশ্রয় গ্রহণাভিলাষে নগর হইতে বহির্গত হইল। পলায়নকালে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল; যাহারা বন্দী হইল, আলেকজান্দারের আঘাতের কথা মনে করিয়া মাসিদোনিয়ান্‌গণ তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অধিকাংশ, নগর-সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হইল। আলেকজান্দার নগরটী ধ্বংস করিয়া আন্দাক নামক অন্যতম নগরাক্রমণে অগ্রসর হইলে ইহা আত্মসমর্পণ করিল। এই প্রকারে এই প্রদেশস্থ অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া, আলেকজান্দার ক্রাটেরস্‌ ও অন্যান্য সেনাপতিকে নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ অধিকার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, স্বয়ং আস্‌পেসিয়ান্‌দের অধিপতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উক্ত অধিপতি তখন ইউয়াস্‌প্লা (৫) নদী তীরে অবস্থিত করিতেছিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আস্‌পেসিয়ান্‌দের সহিত যুদ্ধ

এই অভিযানে আলেকজান্দার "হাইপাসপিষ্ট" ও তীরন্দাজ সৈন্য ব্যতীত কৈনস্‌ ও আটালসের অধীন সৈন্যবৃন্দ, স্বীয় শরীররক্ষী অশ্বারোহী, রাজকীয় অশ্বারোহীর অর্দ্ধাংশ এবং অশ্বারোহী তীরন্দাজেরও অর্দ্ধেক সঙ্গে লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে তিনি আসপেসিয়ান্‌দের প্রধান নগরে (১) উপনীত হইলেন। বর্ব্বরগণ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া পর্ব্বতে পলায়ন

(৫) এই নদীরও সঠিক নির্দ্দেশ হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে কুনার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) এই রাজধানী সম্ভবতঃ চোয়াস্‌পীস্‌ নদীতীরস্থ গোরিস্‌ নগরে অবস্থিত ছিল।

করিল। কিন্তু আলেকজান্দারের সৈন্যগণ পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল।

পশ্চাদ্ধাবনকালে লাগস্-পুত্র টলেমী আস্পেসিয়ান্দের অধিপতিকে স্বীয় শরীররক্ষী সৈন্য দ্বারা পরিবৃতাবস্থায় কিঞ্চিদ্দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি দেখিতে পাইলেন। যদিও তখন টলেমীর সঙ্গে অধিক সৈন্য ছিল না, তথাপি তিনি অশ্বারোহণে উক্ত অধিপতির পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত-নিম্নে উপনীত হইলে তিনি অশ্বারূঢ়াবস্থায় পর্ব্বতোপরি গমনে অপারগ হওয়ায় একজন সৈন্যের হস্তে অশ্ব ন্যস্ত করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। আস্পেসিয়ানাধিপতি টলেমীকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া স্বীয় দীর্ঘ বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিয়া বক্ষস্ত্রাণ বিদ্ধ করিলেন। পক্ষান্তরে, টলেমী ভারতীয় যোদ্ধার উরুতে আঘাত করিয়া ভূপাতিত করিয়া তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীররক্ষিগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য যখন দেখিতে পাইল যে মাসিদোনিয়গণ তাহাদের অধিপতির শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে তখন তাহারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সহকারে শব উদ্ধারার্থ যুদ্ধে ব্রতী হইল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার পদাতিক সৈন্যসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতীয়গণ বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিলেও পরাভূত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিল।

এই যুদ্ধের অবসান হইলে আলেকজান্দার পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া আরিগেয়ন্ (২) নামক নগরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি

(২) "It may have stood at or near the position of Nawagai, present chief town of Bajaur." (Vincent Smith) অর্থাৎ সম্ভবতঃ ইহা,

দেখিতে পাইলেন যে অধিবাসিবর্গ নগর ভস্মীভূত করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছে। এই স্থানে ক্রাটেরস্‌ ও তাঁহার অধীন সেনানী ও সৈন্যবৃন্দ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ক্রাটেরস্‌ মাসিদনাধিপতির সকল আদেশ পরিপালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নগরটী উত্তম স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি ক্রাটেরস্‌কে উহা সুরক্ষিত করিতে এবং নিকটবর্ত্তী জনপদের লোক ও অকর্ম্মণ্য সৈন্য দ্বারা উহা পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর, যে স্থানে বর্ব্বরগণ আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তিনি সেই স্থানে উপনীত হইয়া পর্ব্বতের সানুদেশে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন।

ইতোমধ্যে রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, লাগস্‌-পুত্র টলেমী আলেকজান্দারকে সংবাদ দিলেন যে, আলেকজান্দারের স্কন্ধাবারে যত দীপ প্রজ্বলিত আছে তদপেক্ষা অধিক আলোক বর্ব্বরদের শিবিরে দেখা যাইতেছে। আলেকজান্দার টলেমীর সংবাদে আস্থা স্থাপন না করিলেও মনে করিলেন যে নিকটবর্ত্তী জনপদের বর্ব্বরগণ একত্র হইয়াছে এবং তদনুসারে সৈন্যাবলীর কতকাংশ পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত স্কান্ধাবারে রাখিয়া, অন্য সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। বর্ব্বরগণের শিবির সন্নিকটে উপনীত হইয়া তিনি স্বীয় সৈন্যাবলীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ লিওনেটস্‌, দ্বিতীয় ভাগ লাগস্‌-পুত্র টলেমী ও তৃতীয় ভাগ নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া বর্ব্বরদিগের শিবির আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বাজোরের বর্ত্তমান প্রধান নগর নওয়াগায়েরই নিকটে অবস্থিত ছিল। অন্য কোন গ্রন্থে এই নাম দৃষ্ট হয় না। সেণ্ট মার্টিন্‌ বলিয়াছেন সম্ভবতঃ দীদালী পর্ব্বতেই অধিবাসিগণ পলায়ন করিয়াছিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আস্‌পেসিয়ান্‌দের পরাজয়—আসাকেনিয়দিগকে আক্রমণ

আস্‌পেসিয়ান্‌গণ যখন মাসিদোনিয়ান্‌ সৈন্যগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা উচ্চস্থানে অবস্থিত শিবির হইতে নিম্নস্থ প্রান্তরে অবতরণ করিল। মাসিদোনিয়ান্‌ সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া তাহারা যুদ্ধজয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু খণ্ড যুদ্ধেই তাহারা পরাভূত হইল। টলেমী সমতলক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাস করেন নাই; কিন্তু, অসভ্যগণকে ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি অবস্থিত দেখিয়া, তিনি নিজ সৈন্য বিন্যাস করিয়া আক্রমণে রত হইলেন। অসভ্যগণ ইচ্ছা করিলে পলায়নে সমর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বত সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিলেন না। পর্ব্বতোপরি যুদ্ধজয় কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইল। এই স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণ অধিকতর সাহসী ছিল এবং ভূমির অসমানতা হেতু মাসিদোনিয়গণ সহজে ভারতীয় যোদ্ধৃবৃন্দকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। লিওনেটসের অধীন সৈন্যগণও জয়লাভ করিল। টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন যে, চত্বারিংশৎসহস্রাধিক ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল এবং ২,০০,০০০ বৃষও আলেকজান্দারের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার মধ্য হইতে আলেকজান্দার কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট বৃষগুলিকে নির্ব্বাচিত করিয়া মাসিদোনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) এই প্রসঙ্গে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে এই

এই স্থান হইতে আলেকজান্দার আসাকেনিয়দিগকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, তাহারা বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী, ত্রিংশৎসহস্রাধিক পদাতিক ও ত্রিশটী হস্তীসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। এই সময়ে ক্রাটেরস্ নগর অবরোধার্থ "এঞ্জিন" সহ আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলেন (২)। তখন আলেক-জান্দার স্বয়ং আসাকেনিয়ানদের আক্রমনার্থ অশ্বারোহী তীরন্দাজ, শরীররক্ষী অশ্বারোহী ও অন্যান্য তীরন্দাজ সহ অগ্রসর হইলেন। তিনি ঘৌরিয়গণের দেশের মধ্য দিয়া হইয়া অগ্রসর হইবার কালে ঘৌরেয়স (৩) নদী অতিক্রম করিলেন। এই নদীর নামানুসারেই এই দেশ ঘৌরেয়ন দেশ নামে অভিহিত হইত। এই নদী অতিক্রম করিতে তাঁহার সৈন্যগণের অত্যধিক ক্লেশ হইয়াছিল। নদীটী গভীর ও খরস্রোতা এবং নদীগর্ভ প্রস্তরময় ছিল। বর্ব্বরগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে সাহসী না হইয়া তাহাদের নিজ নিজ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নগর রক্ষায় ব্রতী হইল।

পশুগুলিকে মাসিদোনিয়ায় প্রেরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি বহুদূরস্থিত মাসিদোনিয়ায় গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দার ক্রাটেরস্‌কে আরিগেয়ন্ সুরক্ষিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) বর্ত্তমান পাঁজকোরা নদী—এই নদীই সোয়াট্ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া লাণ্ডাই নদীতে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে ইহা গৌরি নামে আখ্যাত হইয়াছে। পাঁজকোরা নদীতীরস্থ ঘোরী জাতি হইতে এই নদীর নাম হইয়াছে। এই নদীই ঘৌরেয়ন্ ও আসাকেনিয়া রাজ্য বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মাসাগা অবরোধ (১)

আলেকজান্দার সর্ব্বপ্রথমে মাসাগা অধিকার করিতে মনঃস্থ করিলেন—ঐ প্রদেশে মাসাগাই সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল। যখন তিনি নগর-প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন সপ্ত সহস্র বর্ব্বর-বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যবৃন্দসহ, শিবির-স্থাপনে নিযুক্ত মাসিদোনিয়ান্‌-গণকে আক্রমণার্থ নগর হইতে বহির্গত হইল। আলেকজান্দার দেখিতে পাইলেন যে, এরূপ অবস্থায় নগর সন্নিকটেই যুদ্ধ ঘটিবে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে বর্ব্বরগণ পরাভূত হইলে নগরমধ্যে সহজেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে ঐস্থান হইতে সাত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিকটে পশ্চাদ্‌গমন করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে শত্রু আরও উৎসাহিত হইল,

---

(১) যদিও এইস্থান সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাপি ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, এই দুর্গ মালখন্দ হইতে উত্তরদিকে অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইহা স্বভাবতঃ সুরক্ষিত ছিল এবং তদুপরি অধিবাসীরাও ইহাকে নানারূপে সুদৃঢ় করিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে খরস্রোতা নদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত এই নগরী অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল।

গ্রীক ও রোমক লেখকগণ এই স্থানকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ মাজাগা, কেহ মসাকা, কেহ বা মাসোগা করিয়াছেন। হোল্ডীচ ("Gates of India" পুস্তকে) এই দুর্গকে মাটাকানাইয়ের সন্নিকটে এবং ঝাউচার কয়েক মাইল দূরস্থিত কাঠগরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কারণ তাহারা মনে করিল যে, গ্রীকগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে। এজন্য তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বর্ব্বরগণের বাণ আলেকজান্দারের সৈন্যগণের গাত্রে বিদ্ধ হইবামাত্র তিনি বর্ব্বরগণকে আক্রমণার্থ তাহাদিগকে আদেশ

ম্যাক্রিণ্ডল মাসাগা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ পাদটীকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সংস্কৃতে যে 'মশক' প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় ইহা সেই দেশ। 'ইণ্ডিকা' ইহাকে মাসক, কার্টিয়াস ইহাকে মজাগা, এবং ষ্ট্রাবো মাসোগা বলিয়াছেন। ইহা সঠিক নির্দ্দিষ্ট না হইলেও, ইহা যে অতি প্রাচীন স্থান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাদশাহ বাবর উল্লেখ করিয়াছেন যে বাজোর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পাঞ্জকোর নদীর পশ্চিমে, সোয়াট্ নদীকূলে মসানগর নামে একটী নগর আছে। ভৌগোলিক রেনেল ইহাকেই গ্রীকবর্ণিত মাসাগা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোর্ট লিখিয়াছেন যে তিনি ইউসুফজায়িদের নিকট অবগত হইয়াছেন যে বাজোর হইতে চতুর্ব্বিংশতি মাইল দূরে মাসখাইন বা মসানগর নামে একটী নগর আছে। পাণিনি মশকাবতী নামে নদী ও স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একরূপ অনুমিত হইতে পারে যে এই মাসাগাই মশকাবতীর রাজধানী ছিল এবং কার্টিয়াস-উল্লিখিত নদী পাণিনির মশকাবতী নদী। কার্টিয়াস্ এই অবরোধের বিবরণ আরিয়ান্ অপেক্ষা অধিক যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মাসাগাধিপতি আসাকানাস্ আলেকজান্দারের আগমনের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, নগরাক্রমণের পরে নহে। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে আসাকানাসের পরে তাঁহার মাতা (বা স্ত্রী) ক্লিওফিস্ সিংহাসনারোহণ করেন এবং যাষ্টিনের মতে ইঁহারই গর্ভে, আলেকজান্দারের ঔরসে এক পুত্র জন্মে। ডাক্তার বিলো (Below) বলিয়াছেন যে চিত্রল ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জনপদের অধিনায়ক ও অভিজনগণ আলেকজান্দারেরই বংশভূত বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন।"

কার্টিয়াস্ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে রাজ্ঞী স্বীয় বালক-পুত্রকে আলেকজান্দারের পদতলে রক্ষা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, ক্লিওফিস মাসাগার অধিনায়কেরই বিধবা স্ত্রী।

প্রদান করিলেন। "ফ্যালাংক্স্" পৌছিবার পূর্ব্বেই বর্শাধারী অশ্বারোহী ও তীরন্দাজগণ বর্ব্বরগণের সম্মুখীন হইল এবং আলেকজান্দারও "ফ্যালাংক্স্" সহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয়গণ এই আকস্মিক আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া নগরাভিমুখে পলায়নপর হইল। তাহাদের দুইশত জন হত হইল এবং অবশিষ্টাংশ নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার নগর-প্রাচীর আক্রমণার্থ "ফ্যালাংক্স্" আনয়ন করিলেন কিন্তু বপ্র হইতে নিক্ষিপ্ত তীর দ্বারা গুল্ফে সামান্যআঘাত প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস তিনি প্রাচীর-ধ্বংসকারী এঞ্জিনসহ নগর আক্রমণ করিয়া সহজেই নগর প্রাচীরের একাংশ নষ্ট করিলেন। কিন্তু ঐ স্থান দিয়া নগর প্রবেশে উদ্যত হইলে ভারতীয়গণ এরূপ প্রচণ্ডবেগে বাধা দিতে লাগিল যে ঐ দিবস আলেকজান্দার আর নগর-প্রবেশে সমর্থ হইলেন না। পর দিবস প্রাতে মাসিদোনিয়গণ অধিকতর উৎসাহের সহিত নগর আক্রমণ করিল এবং কাষ্ঠগৃহ হইতে তীর, ও এঞ্জিন হইতে ক্ষেপনীয় অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া ভারতীয়গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেও, তাহারা নগর প্রবেশে অক্ষম হইল।

আলেকজান্দার তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার ফ্যালাংক্স্ সহ আক্রমণে ব্রতী হইলেন এবং প্রাচীরের যেস্থান তিনি পূর্ব্বে ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে এক সেতু নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মাসিদোনিয়গণের অত্যধিক উৎসাহ-হেতু, সেতুর উপর বহুসংখ্যক সৈন্য আরোহণ করায় উহা শীঘ্রই ভগ্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক মাসিদোনিয় সৈন্য নগর-মধ্যে পতিত হইয়া শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। প্রাচীরোপরি অবস্থিত বর্ব্বরগণ এই সুযোগে আলেকজান্দারের সৈন্যগণকে নগরসন্নিকট হইতে দূরীভূত করিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মাসাগা-অধিকার—ওরা ও বাজিরা অবরোধ

এই দুর্ঘটনায় আলেকজান্দার আল্‌কিটাস্‌কে আহত সৈন্যবৃন্দ রক্ষার্থ ও অন্যান্য সকলকে শিবিরে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদানের জন্য প্রেরণ করিলেন। চতুর্থ দিবসে অন্য একটী সেতু স্বতন্ত্র এঞ্জিন সাহায্যে নগর-প্রাচীর ধ্বংসার্থ প্রেরিত হইল।

যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অধিনায়ক জীবিত ছিলেন, ততদিন ভারতীয়গণ বিশেষ বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু, তিনি হত হওয়াতে ও অনেক সৈন্য আহত হওয়াতে বর্ব্বরগণ আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিল। সাহসী বীরের প্রাণরক্ষা আলেকজান্দারের নিকট সর্ব্বদাই আনন্দের বিষয় ছিল এবং তিনি ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যদের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে তাহারা পক্ষপরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া মাসিদোনিয়া-শিবিরের সম্মুখে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। কিন্তু স্বদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবার তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না তজ্জন্য তাহারা রাত্রিতে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে যাইবার পরামর্শ করিল। আলেকজান্দার ইহা অবগত হইয়া ঐ রাত্রিতেই পর্ব্বতোপরি অবস্থিত উক্ত বেতনভোগী সৈন্যবৃন্দকে বেষ্টন করিলেন এবং তাহারা পলায়নপর হইলে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন (১)।

(১) দায়দরস্‌ ও কার্টিয়াস্‌ও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক এই

রক্ষকশূন্যাবস্থায় তিনি নগর অধিকারে সমর্থ হইলেন এবং আসাকিনসের মাতা ও কন্যাকে বন্দী করিলেন। এই মাসাগা অবরোধ ও অধিকার ব্যাপারে আলেকজান্দারের মাত্র পঞ্চবিংশতি সৈন্য হত হইয়াছিল।

মাসাগা অধিকার করিয়া আলেকজান্দার কৈনস্‌কে বাজিরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে মাসাগা অধিকারের সংবাদে বাজিরাবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি অন্যতম সেনাপতি আটালস্‌, আল্‌কেটাস্‌ এবং ডেমেট্রিয়সকে ওরানগর অবরোধের কন্য প্রেরণ করিলেন। এই শেষোক্ত নগরের অধিবাসিবৃন্দ আল্‌কেটাসের অধীন সৈন্যকে আক্রমণার্থ নগর বহির্ভাগে আগমন করিল কিন্তু মাসিদোনিয়গণ সহজেই তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিল। এদিকে কৈনস্‌ বাজিরায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ নগর উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত থাকায়, অধিবাসীরা আত্মসমর্পণে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না।

প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে. এই ঘটনা আলেকজান্দারের জীবনের দুরপনেয় কলঙ্ক। কোন প্রকারেই এই ঘটনাকে অনুমোদন করা যায় না। কিন্তু ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে "এই ঘটনাকে যদিও প্রাচীন ও নবীন, অনেক গ্রন্থকারই নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেতনভোগী সৈন্যদের প্রতি অসহনীয় শত্রুতাবশে আলেকজান্দার ইহা করেন নাই। ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপই আলেকজান্দার এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সপ্তসহস্র সাহসী এবং সুশিক্ষিত সৈন্য আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলে, তাঁহার বিশেষ বলবৃদ্ধি হইত; কিন্তু পক্ষান্তরে এই সৈন্য শত্রুর সহিত মিলিত হইলে আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার সমূহ অন্তরায় হইত। এরূপক্ষেত্রে আলেকজান্দারের কার্য্য অনুমোদন করা যাইতে পারে।" (ভিনসেণ্ট স্মিথের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ. ৫৬ পৃষ্ঠা)।

আলেকজান্দার এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাজিরাভিমুখে (২) যাত্রা করিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে নিকটবর্ত্তী অনেক সৈন্য অভিসার (৩) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অলক্ষ্যে ওরায় প্রবেশে সচেষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে ওরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরে তিনি বাজিরার নিকটবর্ত্তী স্থান সুরক্ষিত করিতে ও তত্রস্থ অধিবাসীরা যাহাতে রসদ সংগ্রহের জন্য নির্ভয়ে নগর বহির্ভাগে আগমন করিতে না পারে তজ্জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিয়া আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিবার জন্য কৈনস্‌কে আদেশ প্রেরণ করিলেন। বাজিরাবাসিগণ কৈনস্‌কে অধিকাংশ সৈন্যসহ অবরোধ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে অবশিষ্ট মাসিদোনিয় সৈন্যকে সমতলভূমিতে আক্রমণ করিল। খণ্ডযুদ্ধে সাতশত বর্ব্বর নিহত ও ৭০ জন বন্দী হইল। বর্ব্বরদের অবশিষ্টাংশ পুনর্ব্বার নগরে পলায়ন করিল। ওরা-অধিকারে আলেকজান্দারকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই; প্রথম আক্রমণেই তিনি উহা করতলগত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নগরের হস্তিসমূহও তাঁহার হস্তগত হইল।

---

(২) হোল্ডইচ এই স্থানকে মর্দ্দান্ ও আম্বালার মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বাজিরাকে বাজোর বলিয়াছেন। বাজোর কুনার ও লাণ্ডাই নদী মধ্যবর্ত্তী স্থান। বাজিরাবাসী পরাজিত হইয়া আয়র্ণসাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল—আয়র্ণস সিন্ধুতীরবর্ত্তী স্থান সুতরাং বাজোর হইতে অত দূরবর্ত্তী স্থান তাহাদের বাসস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। কানিংহাম বাজার নামক স্থানকে বাজিরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) অভিসার—আরিয়ান্ অন্যত্র ইঁহাকে পার্ব্বতীয় ভারতবাসিগণের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ষ্টীন্ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অভিসারের রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বাজিরা অধিকার—আলেকজান্দারের আয়র্ণস অধিকারে যাত্রা (১)

বাজিরাবাসিগণ ওরার পতনের সংবাদে নিজেদের পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া গভীর রাত্রিতে নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিল। অন্যান্য বর্ব্বরগণও নিজ নিজ নগর পরিত্যাগ করিয়া আয়র্ণস পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। এই সুবৃহৎ পর্ব্বত সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, জিয়াস-পুত্র হিরাক্লিস্‌ও ইহা অজেয় মনে করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে থিব্‌স্‌বাসী বা টিরিয়ান্‌ বা মিশরের হিরাক্লিস্‌

---

(১) এই স্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই। নানা মুনি নানা মত দিয়াছেন। কর্ণেল আবট্‌ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহাবন পর্ব্বতকেই আলেকজান্দারের আয়র্ণস বলিয়া স্থির করেন। কানিংহাম রাণী-ঘাট নামক পার্ব্বত্য দুর্গকে আয়র্ণস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্যার বিডন্‌ ব্লড ও ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে উল্লিখিত কোন স্থানই আয়র্ণস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইঁহারা বেরোর নিকটবর্ত্তী স্থানকে আয়র্ণস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাচীন লেখকগণের বর্ণনায় কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ম্যাক্রিণ্ডল বলিতেছেন "আরিয়ানের বর্ণনা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে এই পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং ইহার ঊর্দ্ধদেশে সমতলভূমি ছিল। আরিয়ান এইস্থলে টলেমীর বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। টলেমী আয়র্ণস অধিকারে আলেকজান্দারের সহযোগী ছিলেন এবং সেই হিসাবে টলেমীর উপরে নির্ভর করিয়া আরিয়ান যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয়।"

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন দায়দরস চক্রাকারে পর্ব্বতকে একশত ষ্টাডিয়া অর্থাৎ সার্দ্ধ একাদশ মাইল বলিয়াছেন; আরিয়ান বর্ণিত দুইশত ষ্টাডিয়া অপেক্ষা

(২) ভারতবাসিগণের দেশপ্রবেশে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমি স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না, তবে আমি বিবেচনা করি যে তিনি এতদূর প্রবেশ করেন নাই। আমরা জানি যে, সুকঠিন কার্য্য সম্পাদন কালে মনুষ্য মাত্রেই বলিয়া থাকে যে ইহা হিরাক্লিসেরও অসাধ্যকর। এই পর্ব্বত সম্বন্ধেও আমার এই মত যে ইহার অধিকার আশ্চর্য্যজনক করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গে হিরাক্লিসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কথিত আছে যে এই পর্ব্বত দুইশত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং যে স্থানে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, সে স্থানেও ইহা একাদশ ষ্টাডিয়া উচ্চ। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার একটী মাত্র পথ ছিল—ইহা মনুষ্যকৃত ও দূরারোহ ছিল। ইহাও কথিত আছে যে পর্ব্বতোপরি উৎস হইতে প্রচুর সুপেয় বারি নির্গত হইত। উপরে কাষ্ঠেরও অভাব ছিল না এবং সহস্রলোকের কর্ষণ ও বপনোপযোগী স্থানও পর্ব্বতোপরি ছিল।

দায়দরাসের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আরিয়ান আরর্ণস পর্ব্বতকে একাদশ ষ্টাডিয়া বা ৬৭০০ ফীট উচ্চ এবং দায়দরস ষোড়শ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে আরিয়ানের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।"

(২) হেরডটস বলিয়াছেন "হিরাক্লিস্ মিশরের প্রাচীন দেবতা। আমেসিসের রাজত্বের সপ্তদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মিশরবাসিগণ তাহাদের দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আট হইতে দ্বাদশে পরিণত করে, তখনই হিরাক্লিস্ দেবগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।" মিশর দেশীয় হিরাক্লিস্ সোনা (Dsona) এবং টিরিয়ান্ হিরাক্লিস্ মেলকার্ট নামে অভিহিত হইতেন। থিবস্ নগরের হিরাক্লিস্ বা পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় হিরাক্লিস্‌কে শিব বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। দায়দরস ভারতীয় হিরাক্লিস্‌কেই পালিবোথ্রা (পাটলিপুত্র) নির্ম্মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এই পর্ব্বত অধিকারে আরও সমুৎসুক হইলেন এবং হিরাক্লিস্ যে ইহা অধিকারে বিফলকাম হইয়াছিলেন, সেই সংবাদ তাঁহাকে অধিক প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওরা ও মাসাগায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাজিরা সুদৃঢ় করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দিকাসের অধীন সৈন্যগণ ওরোবাটীস্ নামক অন্য একটী নগর সুদৃঢ় করিয়া তাহাতে সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুতীরে পৌছিয়া তাঁহারা আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী উহার উপরে সেতু নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন।

আলেকজান্দার এক্ষণে তাঁহার অন্যতম প্রিয়পাত্র নিকেনর্‌কে সিন্ধুর পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ সমূহের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়া সিন্ধু-তীরবর্ত্তী পিউকেলাওটীস্ (৩) নগরের বশ্যতা গ্রহণ করিলেন। তিনি এই নগরে ফিলিপসের অধীনে সৈন্য রাখিয়া, স্বয়ং সিন্ধুতীরবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষুদ্র নগর অধিকারে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থানীয় কোফেস্ (৪) এবং আসাগেটীস্ (৫) নামক অধিনায়ক-দ্বয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আয়র্ণস নগরের সন্নিকটস্থ এম্‌বোলিমায় উপনীত হইয়া তিনি ক্রাটেরস্‌কে তথায় শস্য ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করিলেন—উদ্দেশ্য ছিল প্রথম আক্রমণে আয়র্ণস অধিকৃত না হইলে উহা অবরোধ করিয়া করায়ত্ত করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা সমাপনান্তে তিনি তীরন্দাজ সৈন্য, ফ্যালাংক্স হইতে

---

(৩) সংস্কৃত পুষ্কলাবতী।

(৪) সম্ভবতঃ কোফীন (কাবুল) নদী তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহের অধীশ্বর।

(৫) অশ্বজীৎ নামের অপভ্রংশ।

সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ সৈন্য, সঙ্গীয় অশ্বারোহীর দুইশত ও একশত অশ্বারোহী-তীরন্দাজ সহ স্বয়ং আয়র্ণসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একদিবস পরে তিনি একটী সুবিধামত স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন এবং পরদিবস আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি পুনর্ব্বার শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

আয়র্ণস অবরোধ

এই সময়ে নিকটবর্ত্তী কয়েক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার ও পর্ব্বত আক্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি লাগসপুত্র টলেমীকে এই লোকগুলির সঙ্গে সৈন্য সহ প্রেরণ করিয়া আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন ঐ স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে সঙ্কেত করেন। টলেমী বর্ব্বরগণের অলক্ষিতে ঐ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি এই স্থান পরিখা ও কাঠগড়া দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক পর্ব্বতের শীর্ষদেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আলেকজান্দারকে পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে সঙ্কেত করিলেন। আলেকজান্দার এই অগ্নি দেখিয়া, পরদিবস স্বীয় সৈন্যাবলী সহ অগ্রসর হইলেন কিন্তু বর্ব্বরগণ তাঁহার গতিরোধ করিলে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আলেকজান্দারকে

অগ্রসরে অক্ষম দেখিয়া বর্ব্বরগণ টলেমীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রস্তুত কাঠগড়া ধ্বংসে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধ হইলেও বর্ব্বরগণ কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিল না এবং রাত্রি হইলে তাহারা প্রত্যাগমন করিল।

ভারতীয় পলায়নকারীদের মধ্য হইতে আলেকজান্দার একজন বিশ্বাসী লোকদ্বারা টলেমীকে এক পত্র প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন যে যখন আলেকজান্দার পর্ব্বত আক্রমণ করিবেন, তখন টলেমীও যেন ভারতীয়গণকে আক্রমণ করেন। তাহা হইলে সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত বর্ব্বরগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে। টলেমী পূর্ব্বে যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রত্যুষে আলেকজান্দার শিবির হইতে সেই পথে অগ্রসর হইয়া টলেমীর সহিত যোগদানে সমর্থ হইলেন। উভয় সৈন্য একত্রীভূত হইলে আলেকজান্দার পুনর্ব্বার পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন কিন্তু পর্ব্বতের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হইল না। এই প্রকারে সেই দিনের যুদ্ধের অবসান হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি প্রত্যেক সৈন্যকে এক শত করিয়া গোজ কাটিবার আদেশ প্রদান করিলেন। গোজ কাটা হইলে তিনি উহা পুঞ্জীকৃত করিয়া একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন—উদ্দেশ্য ঐ স্তূপের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত তীর প্রভৃতি বর্ব্বরগণের ব্যূহভেদে সমর্থ হইবে। প্রত্যেকেই এই কার্য্যে বিশেষ তৎপরতার সহিত ব্রতী হইল। আলেকজান্দার স্বয়ং এই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া উৎসাহীদিগকে প্রশংসা ও অলসপ্রকৃতিবিশিষ্ট সৈন্যদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

আয়র্ণস অধিকার—সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর

সৈন্যগণ প্রথম দিবসে পূর্ব্বোল্লিখিত স্তূপটীকে এক ষ্টাডিয়া উচ্চ করিতে সমর্থ হইল, এবং পরবর্ত্তী দিবসে ভারতীয়গণ নগর-বহির্ভাগে আগমন করিলেই লোষ্ট্র-নিক্ষেপকারিগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্‌গমনে বাধা করিতে লাগিল। এদিকে স্তূপ ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল। চতুর্থ দিবসে কয়েকজন মাসিদোনিয় সৈন্য আয়র্ণসের সমান উচ্চ অন্য একটী পর্ব্বতের শীর্ষদেশে গমনে সমর্থ হইল। অক্লান্তকর্ম্মা আলেকজান্দার কাষ্ঠ-স্তূপকে নিজ সৈন্যদের অধিকৃত পর্ব্বতশীর্ষের দিকে প্রসারিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ভারতীয়গণ মাসিদোনিয় সৈন্যদের অভূতপূর্ব্ব সাহসে ও কৃত্রিম স্তূপ ও পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতশীর্ষ একত্রীভূত হওয়ায় ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে, দিবাভাগ সন্ধির শর্ত্ত নির্দ্ধারণে যাপন করিয়া রাত্রিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। আলেকজান্দার ইহা বুঝিতে পারিয়া ঐ প্রান্তস্থিত দুর্গাদি হইতে সৈন্য স্থানান্তরিত করিলেন। ভারতীয়গণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি সাত শত শরীররক্ষী সৈন্য ও তীরন্দাজসহ শত্রুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনিই শিখর আরোহণে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন নির্দ্ধারিত সঙ্কেতানুসারে মাসিদোনিয়গণ পলায়নপর বর্ব্বর-

সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে নিহত করিল। অনেকে ভীত হইয়া পর্ব্বতগাত্র হইতে ঝম্পপ্রদানে চূর্ণীকৃত হইল। হিরাক্লিস্ যে পর্ব্বতাধিকারে অক্ষম হইয়াছিলেন, আলেকজান্দার, এবম্প্রকারে তাহাও অধিকার করিলেন। তিনি এই পর্ব্বতোপরি দেবতাগণের পূজা করিয়া শীর্ষদেশে একটী দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক, সিসিকোটস্‌কে (১) তাহার কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর, তিনি পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া আসাকেনিয়দের রাজ্য আক্রমণ করিলেন (২)। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, আসাকেনসের ভ্রাতা অনেক হস্তী ও সৈন্যসহ এ প্রদেশের পর্ব্বতসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ডির্টা (৩) পৌছিয়া তিনি দেখিলেন যে নগর বা নিকটবর্ত্তী জনপদ জনশূন্য। সুতরাং, পর দিবস তিনি ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ ও সম্ভব হইলে কয়েকটী বর্ব্বরকে ধৃত করিয়া শত্রু সৈন্যের অনুসন্ধানে নিয়ার্কাস ও আণ্টিওকসের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

তিনি স্বয়ং এক্ষণে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ইতোমধ্যেই দেশমধ্য দিয়া সৈন্য গমনাগমনের সুবিধার্থ পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি কয়েকটী বর্ব্বরগণের নিকট অবগত হইলেন যে, তৎপ্রদেশীয় অধিবাসিবর্গ হস্তিগুলিকে সিন্ধু তীরে রাখিয়া অভিসারিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি এই সকল

---

(১) ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে এই নাম শশীগুপ্তেরই অপভ্রংশ মাত্র।

(২) ইতঃপূর্ব্বে তিনি ইহাদের রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও রাজধানী মাসাগা অধিকার করিয়াছিলেন।

(৩) ডির্টা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

বর্ব্বরকে হস্তিগুলির স্থান নির্দ্দেশের আদেশ প্রদান করিলেন। অনেক ভারতবাসীই হস্তী শীকারে পটু এবং আলেকজান্দার এই শ্রেণীর লোককে সমাদর করিতেন এবং তিনি ইহাদের সঙ্গে হস্তীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এই সকল হস্তীর দুইটী ব্যতীত অবশিষ্টগুলি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি নদীতীরে আবশ্যকীয় কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দারা নৌকা প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল নৌকা সিন্ধু তীরবর্ত্তী সেতুর নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দ্দিকাস্ ইতঃপূর্ব্বে সেতু নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন (৪)।

(৪) এই সেতু কোন্ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও বর্ত্তমানে আটক হইতে ষোড়শ মাইল দূরবর্ত্তী ওহিন্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নিসায় (১) আলেকজান্দার

কথিত আছে যে, কোফীন্ ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী যে ভূভাগ আলেকজান্দার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তথায়, উল্লিখিত নগরগুলি ব্যতীত, নিসা নামক অন্য একটী নগর ছিল। ডাইওনিসস্ ভারতীয়গণকে পরাজিত করিবার কালে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ডাইওনিসস্ প্রকৃত পক্ষে কে এবং তিনি কোন্ সময়ে এবং কি

---

(১) অন্যান্য স্থানের ন্যায় নিসা নির্দ্দেশেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রসঙ্গে তিনপৃষ্ঠাব্যাপী এক অতিরিক্ত টীকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "আরিয়ানের আখ্যান পাঠ করিয়া কোফীন্ ও সিন্ধুর দোয়াব এই মধ্যবর্ত্তী জনপদের কোন্ স্থানে নিসা অবস্থিত ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, কার্টিয়াস্ (৮।১০), ষ্ট্রাবো (১৫।৬৯৭) এবং যাষ্টিন্ (১২।৭) পাঠে আমরা অবগত হই যে, চোয়াসপেস্ উত্তীর্ণ হইবার ও মাসাগা-অধিকারের পূর্ব্বে, আলেকজান্দার নিসায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং আরিয়ান্‌ও এরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই, যাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি এই বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। এই জন্য টলেমী-উল্লিখিত নাগর (অথবা 'ডাইওনিসোপোলিস্', যাহা সংস্কৃত নগরহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে), খুব সম্ভব নিসা। এই স্থান জেলালাবাদের চারি কি পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানকে 'উদ্যানপুর'ও বলা হইত এবং গ্রীক্‌গণ সেই হিসাবে ইহাকে ডাইওনিসোপোলিস্ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে, কিন্তু নদীর অপরতীরে, মার-কো নামক একটী পর্ব্বত আছে। নিসা নাগর হইলে এই পর্ব্বতকে মেরস পর্ব্বত বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ আরিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিয়া এরূপ অনুমান

কারণে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং থিব্‌সের ডাইওনিসস্‌ থিব্‌স্‌ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন অথবা লিডিয়ার মোলস্‌ (২) তৎকালীন গ্রীকদের অজ্ঞাত অনেক সামরিক জাতির অভ্যন্তর হইয়া সৈন্যসহ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া-

---

করেন যে, নিসা অভিযান আয়র্ণস অধিকারের পরেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আরিয়ান আলেকজান্দারের অভিযান ঘটিত বর্ণনাদি বিশ্লেষণ করিয়া নিসা ও মেরস ঘটিত বর্ণনা অসত্যপূর্ণ বিবেচনা করিয়া, ইতিহাস হইতে কল্পনা পৃথক করিবার জন্য আয়র্ণস অধিকারের পরে নিসা আক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক এলফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন যে, "কফেজস্‌ হইতে সিন্ধু গমন কালে আলেকজান্দার যে জনপদের মধ্য হইয়া গমন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানে কাফিরদের দ্বারা অধিকৃত এবং কাফির স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদ্যমাসে অত্যন্ত অভ্যস্ত। ইহারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গি সহকারে এরূপ তাণ্ডব নৃত্য করে যে মাসিদোনিয়গণ ইহাদের ভাব দেখিয়া ইহাদিগকেই ব্যাকাসের অনুচর বলিয়া অনুমান করিয়াছিল।"

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

ভিনসেণ্টস্মিথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নিসা সম্বন্ধে ম্যাক্রিণ্ডলের অনুমান সন্তোষজনক নহে। হোল্ডইচ লিখিয়াছেন যে কাফিরগণই নিসিয়াবাসিদিগের বংশধর। নিসিয়াবাসিগণ কো—হি—মর পর্ব্বতের সানুদেশস্থ সুরাট প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছিল এবং বৌদ্ধযুগেও তাহারা এই স্থানে বাস করিতেছিল। কোহিমর পর্ব্বতের সানুদেশেই প্রাচীন নিসা অবস্থিতি ছিল।

ফিলোসট্রেটস্‌ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন নিসাবাসিগণ ইহা স্বীকার করে নাই এবং আলেকজান্দারের সহযাত্রিগণ এ সম্বন্ধে সত্য কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

(২) মোলস্‌ পর্ব্বত দ্রাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই জন্য ইহা মদ্য-দেবতার প্রিয়স্থান বলিয়া ভার্জিল প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিলেন এবং তিনি কেবল ভারতীয়দিগকেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি। আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, দেবতা সম্বন্ধীয় প্রাচীন কিংবদন্তী বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার কারণ এই যে, অন্যের পক্ষে যে কার্য্য অসম্ভব, দেবতাগণের পক্ষে তাহা কোন প্রকারেই অসম্ভব নহে।

আলেকজান্দার নিসায় আগমন করিলে, নিসাবাসিগণ তাহাদের সভাপতি আকোফিস্‌কে ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ তাঁহার নিকট দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ করিল যে, ডাইওনিসসের খাতিরে তিনি যেন নিসা রক্ষা করেন। কথিত আছে যে, দৌত্য-বাহিনীর অন্তর্গত দূতগণ আলেকজান্দারের শিবিরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইল যে তিনি ধূলিধূসরিতাবস্থায় মস্তকে শিরস্ত্রাণ পরিয়া ও বর্ষা হস্তে বর্ম্মাবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। এই দৃশ্যে তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও ভূমিতে পতিত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে ভরসা প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান হইতে আদেশ প্রদান করিলে আকোফিস্‌ নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন :—

"হে রাজন্‌! নিসিয়াবাসিগণ আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে যে, ডাইওনিসসের প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনি তাহাদিগকে স্বাধীন রাখুন ও তাহাদিগকে তাহাদের আইনদ্বারা শাসিত হইতে দিউন; কারণ, ডাইওনিসস্‌ ভারতবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া তাঁহার সমর-ক্লিষ্ট সৈন্যসহ এই নগর তাঁহার পরিভ্রমণ, জয়ের চিহ্ন ও ভবিষ্যতের নিদর্শনসহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আপনি সেইরূপ ককেসাসের সন্নিকটস্থ আলেকজান্দ্রিয়া, মিশরদেশে অন্য আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং করিবেন (এ বিষয়ে ডাইওনিসসের

অপেক্ষা আপনার কার্য্যাবলীও যেরূপ অধিক, প্রতিষ্ঠিত নগরের সংখ্যাও তদ্রূপ সমধিক হইবে)। ডাইওনিসস্ তাঁহার ধাত্রী নিসার নামানুসারে এই নগরকে নিসা, ও জনপদকে নিসিয়া নামান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং জিয়াসের উরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতকে মেরস নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে আমরা নিসায় বাস করিতেছি এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদ্বারা পরিচালিত হইতেছি। ডাইওনিসস্ যে এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলিতেছি যে দ্রাক্ষালতা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল আমাদের এই স্থানেই জন্মে—অন্যস্থানে জন্মে না (৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিসিয়ান্‌দের স্বায়ত্তশাসন—আলেকজান্দারের মেরসপর্ব্বতে গমন

আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। ডাইওনিসস্ সংক্রান্ত বিবরণে যাহাতে সকলে আস্থা স্থাপন করে, তজ্জন্য তিনি ইচ্ছুক ছিলেন; তিনি স্বয়ং সেই দেবতা-প্রতিষ্ঠিত স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইবার অভিলাষী ছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ডাইওনিসসের কার্য্যাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ইচ্ছুক, এ সংবাদে

(৩) প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের অন্য দুই এক স্থানেও দ্রাক্ষালতা জন্মে।

মাসিদোনিয়ানগণ তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইবে না। এই জন্যই তিনি নিসিয়াবাসীদিগকে স্বাধীন ও তাহাদিগের স্বায়ত্ত-শাসন বজায় রাখিলেন এবং তিনি তাহাদিগের শাসনতন্ত্র অবগত হইয়া উহার প্রশংসা করিলেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁহার সহিত তাহাদের তিনশত অশ্বারোহী (১) ও শাসন-সমিতি হইতে একশত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আকোফিস্‌কে নিসিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকেই এই নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে যে, আকোফিস্ ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে, আলেকজান্দার তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে আকোফিস্ নিবেদন করিলেন—"হে রাজন্! একটী নগর হইতে তাহার একশত নাগরিক নির্ব্বাচিত হইলে তাহা কি প্রকারে সুশাসিত হইতে পারে? যদি নিসিয়াবাসীদের মঙ্গল আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আপনি তিনশত অশ্বারোহী অথবা আরও অধিক অশ্বারোহী গ্রহণ করুন। একশত উপযুক্ত অধিবাসী অপেক্ষা আপনি দুইশত অনুপযুক্ত নাগরিক গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনি নগরকে এক্ষণে যেরূপ সুশাসিত দেখিতেছেন প্রত্যাগমন কালেও সেইরূপ সুশাসিত দেখিবেন।" এই প্রকারে তিনি আলেকজান্দারকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তিনি কেবল একশত অশ্বারোহী চাহিলেন—একশত নাগরিক বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত অন্য কাহাকেও লইলেন না। কিন্তু, তিনি আকোফিস্‌কে নিজ পুত্র ও ভাগিনেয়সহ তাঁহার অনুগমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

(১) এই অশ্বারোহী সৈন্য এই সময় হইতে ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিল।

নিসিয়াবাসিগণ-কথিত, ডাইওনিসসের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিবার জন্য আলেকজান্দার অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। কথিত আছে, যে তিনি শরীররক্ষী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ মেরোস্ পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় আইভি, লরেল ও ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষ ও শিকারপূর্ণ মৃগয়াভূমি দেখিতে পাইলেন। মাসিদোনিয়ান্‌গণ আইভি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল এবং আইভির মালা গাঁথিয়া ও ডাইওনিসসের স্তুতিপূর্ণ গীত গাহিয়া ঐ দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিল (২)। কথিত আছে যে, আলেকজান্দার তথায় ডাইওনিসসের পূজা করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাও বলে যে তাঁহার অনেক উচ্চপদস্থ মাসিদোনিয় কর্ম্মচারী ডাইওনিসসের নিকট প্রার্থনাকালে আইভির মুকুট পরিধান করিয়া উক্ত দেবতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে গীত গাহিয়া প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

হিরাক্লিস্ ও ডাইওনিসস্ সম্বন্ধে ইরাটস্থিনিসের মত —আলেকজান্দারের সিন্ধুউত্তীর্ণ হওন

যিনি এই গল্পগুলি শ্রবণ করেন, তিনি স্বেচ্ছানুসারে ইহা গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আমি স্বয়ং ইরাটস্থিনিসের সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ান্‌গণ আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী সংক্রান্ত এই ঘটনাগুলি আলেকজান্দারের

(২) ডাইওনিসসের বিভিন্ন নাম—ব্যাকাস্, লিয়েয়স্, লেনেয়স্, ইভিয়স্, ব্রোমিয়স্। রোমকগণ ইঁহাকে লাইবার নামেও অভিহিত করিত।

অহঙ্কার বৃদ্ধির জন্য দেবতাসম্বন্ধীয় রূপে পরিবর্তিত গল্প ও অতিরঞ্জিত করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইরাটস্থিনিস্ বলিয়াছেন যে, মাসিদোনিয়ানগণ পারোপামিসাডাইদের মধ্যে একটী গুহা দেখিয়া এবং ঐ সংক্রান্ত স্থানীয় কোন কিংবদন্তী অবগত হইয়া অথবা নিজেরাই কোন কিংবদন্তী সৃষ্টি করিয়া এরূপ প্রচার করিল যে, এই গুহায় প্রমিথিয়াস্ নিশ্চয়ই বন্দীভূত (১) হইয়াছিলেন এবং যতদিন হিরাক্লিস্ ঈগলকে বিনষ্ট করিয়া প্রমিথিয়াস্কে বন্ধনমুক্ত না করেন ততদিন ঈগল পক্ষী তাঁহার দেহের সারাংশ নষ্ট করিতে এইস্থানে আসিত। পুনশ্চ তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ান্গণ পণ্টাস্ হইতে পৃথিবীর পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ককেসস্ পর্ব্বতের এবং ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ পারোপামিসাডাইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করেন—উদ্দেশ্য এই যে আলেকজান্দার ককেসাস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এই প্রকারে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের ষণ্ডগুলিতে গদাচিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া হিরাক্লিস্ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত

(১) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরিয়ান ইণ্ডিকায় লিখিয়াছেন "গ্রীকগণ পারোপামিসাদাইদের রাজ্যে একটি গুহা দেখিতে পাইয়া, এই গুহাতেই প্রমিথিয়াস্ বন্দী হইয়াছিলেন স্থির করিল।" এবট্ বলিয়াছেন সোয়াট নদীতীরস্থ চিরিকট হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্ত্তী দৈত্যকালী নামক একটী স্থান আছে। প্রবাদ এই যে, এই স্থান দৈত্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে একটী বৃহৎ গুহা দৃষ্ট হয় এবং সম্ভবতঃ, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ এই গুহাকেই প্রমিথিয়াস্ সংক্রান্ত গুহা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিল।

আলেকজান্দারের সময়ে ককেসাস্ পর্ব্বতকেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া পরিগণিত করা হইত এবং তজ্জন্য এই পর্ব্বত উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

অগ্রসর হইয়াছিলেন, মাসিদোনিয়ান্‌গণ এইরূপ মনে করিয়াছিল। ডাইওনিসস্‌ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তে ইরাটস্‌থিনিস্‌ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে এইগুলি বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই জন্য এগুলি সম্বন্ধে কোন মতামত আমি প্রকাশ করিব না।

আলেকজান্দার সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া হিফেষ্টীয়ন্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতু ও দ্বাত্রিংশৎ ক্ষেপণী সংযুক্ত দুইখানি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি নৌকা দেখিতে পাইলেন। তিনি তাক্ষিলীস (২) প্রেরিত উপহার—দুইশত ট্যালেণ্ট রৌপ্য, তিনসহস্র ষণ্ড, দশসহস্র বা ততোধিক মেষ ও ত্রিশটী হস্তী—দেখিতে পাইলেন। উক্ত অধিনায়ক তাঁহার সাহায্যার্থ সাতশত অশ্বারোহীও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল অশ্বারোহীই সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল যে সিন্ধু ও হাইডাস্‌পিস্‌ মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর-স্বামী তাক্ষিলীস তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। আলেকজান্দার নিজ প্রিয় দেবতাগণের পূজা করিলেন এবং নদীতীরে বলপরীক্ষা ও অন্যান্য ক্রীড়াদ্বারা সৈন্যগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াতে আলেক-জান্দার বুঝিতে পারিলেন যে নদী উত্তরণ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

---

(২) তক্ষশিলার তৎকালীন নরপতির প্রকৃত নাম অম্ভি। তক্ষশিলাধিপতি এই সময়ে নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত থাকায় গ্রীকদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অভিসার-নরপতি এবং পোরস উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সিন্ধু ও ভারতীয় অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বর্ণনা

ভারতীয় অন্য নদী গঙ্গা ব্যতীত সিন্ধুই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহতী নদী; পারোপামিসস্ বা ককেসাস্ পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব হইতে (১) এই নদী উদ্ভূতা হইয়াছে; ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ মহাসমুদ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে; ইষ্টার নদীর ন্যায় ইহার দুইটী মুখ আছে এবং এই উভয় মুখেই নিম্ন ভূমিপূর্ণ অনেক ধারা আছে; মিশরের বদ্বীপের ন্যায় ইহারও একটী বদ্বীপ আছে এবং ভারতীয় ভাষায় এই বদ্বীপকে পাতাল (২) বলা হয়। সিন্ধু সম্বন্ধে আমার ইহাই বক্তব্য, কারণ এই সকল কথার প্রতিবাদ করা যায় না। হাইডাসপিস্, আকিসাইন্ ও হাইড্রাওটীস্ এবং হাইফাসিস্ এই-গুলিও ভারতীয় নদী এবং এইগুলি এসিয়ার অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও সিন্ধু যেরূপ গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেইরূপ এইগুলিও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বস্তুতঃপক্ষে কেহ যদি টীসীয়াসের কথা প্রত্যয়-যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিন্ধু যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প প্রশস্তা, তথায় ইহা ৪০ ষ্টাডিয়া এবং

---

(১) অন্যান্য প্রাচীন লেখকের ন্যায় আরিয়ান্ সিন্ধুকে ককেসাস্ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমানে সকলেই অবগত আছেন যে ইহা হিমালয় হইতে উদ্ভূত।

(২) হাইদ্রাবাদ।

যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত তথায় ইহা একশত ষ্টাডিয়া (৩) এবং এই উভয় পরিমাণের মধ্যবর্ত্তী পরিমাণকে সিন্ধুর সাধারণ বিস্তৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভারতীয়দের দেশে প্রবেশ করিবার জন্য আলেকজান্দার সসৈন্যে প্রাতঃকালে সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তকে ভারতীয়দের শাসনতন্ত্র, অথবা সেই দেশে কি কি আশ্চর্য্যজনক জন্তু বা মৎস্য অথবা সিন্ধু, হাইডাস্‌পিস্‌, গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীতে কি কি জলজন্তু জন্মে তাহা আমি বর্ণনা করি নাই। স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকা, বা তাহাদের রক্ষক গ্রিফিন্‌ (৪) বা অন্যান্য আখ্যানও আমি বর্ণনা করি নাই। যাহা হউক, আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণ এই সকল আখ্যানের অলীকতা অনেকাংশে প্রমাণ করিয়াছেন। তবে এই সৈন্যগণের অনেকেই অনেক গল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহারা প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অনেক ভারতীয় জাতির সুবর্ণ নাই এবং তাহারা বিলাসপ্রিয় ছিল না। ইহারা এরূপ দীর্ঘাকৃতি ছিল যে এসিয়ায় এরূপ দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি আর ছিল না—দৈর্ঘে ভারতবাসীরা পাঁচহস্ত বা প্রায় এইরূপ উচ্চ ছিল। ইথিওপিয়ান্‌গণ ব্যতীত তাহারা ভারতীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণের ছিল এবং তৎকালে এসিয়ায় যে সকল জাতি বাস করিত তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয়গণ অধিকতর যুদ্ধপটু ছিল। ভারতীয়গণ এবং প্রাচীন পারসীকগণের (যাহারা

---

(৩) আরিয়ানের এই উক্তি অতিরঞ্জিত।

(৪) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা (হেরডটসের উক্তি), ৬২ পৃষ্ঠা (ষ্ট্রাবোর বর্ণনা), এবং দ্বিতীয় খণ্ড (মেগস্থেনিসের উক্তি) ১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কামবাইসীস্-পুত্র সাইরাসের অধীনে মীডস্গণকে পরাভূত করিয়া এসিয়ার প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল এবং পরাজয় ও অন্যান্য প্রকারে অন্যান্যদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল) মধ্যে আমি কোনরূপ তুলনা করিতে পারি না; কারণ, প্রাচীন পারসীকগণ দরিদ্র ও অসমান জনপদের অধীশ্বর ছিল এবং তাহাদের শাসনতন্ত্র ও ব্যবহার স্পার্টাবাসীদের ন্যায় ছিল। পারসীকগণ কি প্রকারে সিথিয়ান্দের দেশে পরাভূত হইয়াছিল তাহাও আমি অনুমান করিতে পারি না; যে দেশে তাহারা চালিত হইয়াছিল সেই দেশের জন্য, অথবা সাইরাসের কোন দোষের জন্য অথবা সিথিয়ান্গণ অপেক্ষা পারসীকগণ হীনবীর্য্য ছিল বলিয়া কিনা, তাহাও আমি বলিতে পারি না। (৫)

পঞ্চম অধ্যায়

এসিয়ার পর্ব্বত ও নদী

অন্য পুস্তকে (১) আমি ভারতবাসী সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং সেই পুস্তকে আলেকজান্দারের সহযাত্রী নিয়ার্কাস লিখিত

---

(৫) পারসীকগণ সর্ব্বাগ্রে পারসীস্ নামক ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিবাসী ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহারা ভূমধ্যসাগর হইতে জাক্জারটীস্ ও সিন্ধু পর্য্যন্ত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিল।

কথিত আছে যে পারসীক নৃপতি সাইরাস্ সিথিয়া অভিযানে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঐতিহাসিক এই মত গ্রহণ করেন না।

(১) "ইণ্ডিকা"—সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ডই আরিয়ানের অন্যতম পুস্তক।

বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। মেগস্থেনিস ও ইরাটস্থিনিস্ এই দুইজন বিশ্বাসযোগ্য লেখকের বৃত্তান্তও ঐ সঙ্গে যোগ করিব। আমি ভারতবাসীদের আচার ব্যবহার, তাহাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং নিয়ার্কাসের জলযাত্রার বিবরণও প্রদান করিব। ইতোমধ্যে, আলেকজান্দারের অভিযান সংক্রান্ত বিবরণ যাহাতে সহজে প্রণিধান করা যাইতে পারে তাহাই বর্ণনা করিলে যথেষ্ট হইবে। তরাস পর্ব্বতই ইউরোপ হইতে এসিয়াকে বিভিন্ন করিয়াছে; সামস্ দ্বীপের অপর পার্শ্ববর্ত্তী মাইকেলী (২) হইতে এসিয়া আরম্ভ হইয়াছে। পরে, প্যামফিলিয়া ও সাইলিসিয়াবাসীদের দেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহা আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর্ম্মেনিয়া হইতে মিডিয়া এবং তথা হইতে পার্থিয়ান্ ও খোরাসমিয়ান্দের দেশ হইয়া ইহা বাকট্রিয়ার সহিত পারোপামিসস্কে একত্র করিয়াছে। এই পারোপামিসস্কেই আলেকজান্দারের সৈন্যগণ তাঁহার কীর্ত্তিকথা অতিরঞ্জিত করিবার জন্য ককেসাস্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে—উদ্দেশ্য তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতাপ ককেসাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, লোকে এইরূপ মনে করিবে। ইহাও সম্ভবপর যে, এই পর্ব্বত সিথিয়ার ককেসস্ পর্ব্বতেরই অংশবিশেষ। এই জন্যই আমি ইতঃপূর্ব্বে কয়েকস্থলে ইহাকে ককেসস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ করিব। এই ককেসস্ পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে ভারতসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইজন্যই এসিয়ার বৃহৎ নদীগুলি তরাস বা ককেসাস পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা হইয়া কতকগুলি

---

(২) এই স্থানে ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীকগণ পারসীকদিগকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল।

উত্তর দিকে ও অন্যগুলি দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছে। উত্তরাভিমুখিনী গুলি মাইওটীক্ হ্রদে (৩) বা পূর্ব্বমহাসাগরের অন্তর্গত হিরকেনিয়ান্ সাগরে পতিতা হইয়াছে। অন্যগুলি, যথা ইউফ্রেটীস্, টাইগ্রীস্, সিন্ধু, হাইডাস্পিস্, আকিসাইন্, হাইড্রাওটীস, ও হাইফাসিস্ এবং এই সকল নদী ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী নদীগুলি দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছে। এই সকল হয় সমুদ্রের সহিত বা জলাভূমির সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষের অবস্থান ও সীমা এবং ইহার সমতলক্ষেত্রের আকৃতি

কেহ যদি এরূপ মনে করেন যে, এসিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে তরাস এবং ককেসাস্ পর্ব্বত দ্বারা বিভক্ত, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে এসিয়া তরাস পর্ব্বত দ্বারাই দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—এক ভাগ দক্ষিণদিকে ও অন্য ভাগ উত্তর দিকে বিস্তৃত। দক্ষিণাংশ চারিভাগে বিভক্ত। ইরাটস্থিনিসের মতে এই চারিভাগের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে মেগস্থেনিস্ (১) আরাখোসিয়ার

---

(৩) বর্ত্তমান আরলহ্রদ নামে কথিত। প্রাচীনগণের এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। হির্কেনিয়ান্ অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগর।

(১) সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দূত। সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় খণ্ডে ইঁহারই বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

ক্ষত্রপ গিবুরটিয়সের সহিত বাস করিতেন ও সর্ব্বদা ভারতীয়দিগের নরপতি সান্ড্রাকোটসের নিকটও গমন (২) করিতেন, তাঁহারও এই মত। তাঁহারা বলেন যে ইউফ্রেটীস্ নদীকর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ অংশই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র—এই অংশ ইউফ্রেটীস্ দ্বারা বিস্তৃত। এই নদী ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী দুইভাগ একত্রীভূত করিলেও ভারতবর্ষের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত; ইহার উত্তরে ককেসাস্ পর্ব্বত (যাহা তরাস পর্ব্বতের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে) এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদ ইহাকে অন্যদেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগ সমতলক্ষেত্র এবং তাঁহারা অনুমান করেন যে অন্যদেশে যেরূপ সমুদ্র হইতে অনতিদূরে অবস্থিত সমতলক্ষেত্র গুলি তাহাদের নদী দ্বারা গঠিত হইয়াছে এই সমতলক্ষেত্রও সেইরূপ নদীসমূহের পলিদ্বারা গঠিত হইয়াছে। এইজন্যই পূর্ব্বে নদীর নামানুসারে এই সকল দেশের নামকরণ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এসিয়া মহাদেশে হার্ম্মস্ নদী দ্বারা সংগঠিত সমতলক্ষেত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিডিয়া প্রদেশস্থ কাইসষ্ট্রস্ নদীর নামানুসারে কৈইসষ্ট্রস্ সমতলক্ষেত্র, কিসিয়ার কৈকস্, কারিয়ার মৈয়ানদ্রস্ও উল্লিখিত হইতে পারে। মিশর দেশ সম্বন্ধেও দুইজন ঐতিহাসিক—হেরডটস্ এবং মিশরের ইতিহাস প্রণেতা হেকেটেয়স্—(অথবা যিনি এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) উভয়েই লিখিয়াছেন যে নীলনদ হইতেই মিশর উদ্ভূত হইয়াছে এবং হেরডটস্ এই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নদের নাম হইতে দেশেরও নাম হইয়াছে।

---

(২) সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণ অধুনা মিশরবাসী ও অন্যান্য সকলে যে নদকে নীলনদ বলিয়া অভিহিত করে, তাহা পূর্ব্বে "এইজিপটস্" (৩) নামে অভিহিত হইত। প্রমাণ স্বরূপ হোমর (৪) লিখিয়াছেন যে মেনেলস্ এই-জিপটস্ নদমুখে তাঁহার রণতরী নোঙর করিয়াছিলেন। আমরা যে সকল নদীর উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহা আকারে অনতিবৃহৎ তাহাদের প্রত্যেকটীই যদি সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইবার পথে এক একটী সমতলক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ভারতীয় নদীসমূহের পলিদ্বারাই ভারতবর্ষ সংঘটিত হইয়াছে (৫)। পূর্ব্বোলিখিত হার্ম্মস, কৈয়স্ঠ্রস, কৈকস, মৈয়ানড্রস্ এবং এসিয়ার অন্যান্য নদী একত্রীভূত হইলেও ভারতীয় যে কোন নদীর সহিত তুল্য হইতে পারে না—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী গঙ্গার ত কথাই নাই; কারণ মিশরের নীল বা ইউরোপের দানিয়ুবকেও মুহূর্ত্তের জন্য গঙ্গার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না।

---

(৩) "Aigyptos" হইতে বর্ত্তমান ইংরাজী নাম "Egypt" ইজিপ্ট।

(৪) অদিসি, ৪।৪৭৭, ৫৮১ দ্রষ্টব্য। মেনেলস্—ট্রোজান্ যুদ্ধে গ্রীকদিগের নেতা।

(৫) বিজ্ঞানও এইই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "In order to understand the Indian plains we must have a clear idea of the part played by these great rivers; for the rivers first create the land, then fertilize it, and finally distribute its produce." (Brief History of the Indian People.) অর্থাৎ ভারতীয় সমতলক্ষেত্রগুলির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে ভারতীয় নদনদীর ক্রিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। নদ নদীই ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছে, উর্ব্বর করিয়াছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচালনা করিতেছে।

অধিক কি এই সকল নদীর জল একত্রীভূত করিলেও সিন্ধুর তুল্য হইতে পারে না। এই সিন্ধু উৎসমুখেই প্রচুর জলপূর্ণ এবং এসিয়ার প্রত্যেক নদী হইতে বৃহৎ পঞ্চদশটী (৬) শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়া নিজ নাম সংরক্ষণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় আমি ভারতবর্ষ বর্ণনা কালে লিপিবদ্ধ করিব।

সপ্তম অধ্যায়

সেতুনির্ম্মাণ

আলেকজান্দার কি প্রকারে সিন্ধুর উপরে সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অরিষ্টবোলস্ বা টলেমী (আমি যাঁহাদের বর্ণনার উপরেই অধিক নির্ভর করিতেছি) কেহই উল্লেখ করেন নাই; আমি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, জারাক্সিস্ যেরূপ হেলসপণ্টে, বা দারিয়াস্ যেরূপ বস্‌ফরসে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আলেক-জান্দারও সেইরূপ নৌসেতু বা সাধারণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তবে আমি অনুমান করি যে আলেকজান্দার নৌসেতুই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নদীর গভীরতার জন্য সাধারণ প্রকারের সেতুনির্ম্মাণ এবং ঐরূপ বিরাট ও কঠিন কার্য্য অত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদি নৌসেতুই নির্ম্মিত হইয়া থাকে তবে রজ্জু-

(৬) আরিয়ান ইণ্ডিকার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত তৃতীয় খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বারা নৌকাগুলি বন্ধন করিয়া ও তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নোঙর করিয়া রাখা (হেলেসপণ্টের বা রোমকগণ কর্ত্তৃক ইন্ট্রস বা কেল্টিক রাইনের নৌসেতুগুলি (১) যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল) হইয়াছিল কিনা তাহাও আমি স্থির করিতে পারি না। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে রোমকগণ নৌসেতু নির্ম্মাণই অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিত এবং তজ্জন্য আমি এই স্থানে এই নৌসেতু কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহার বর্ণনা প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সঙ্কেতানুসারে নৌকাগুলিকে নোঙর হইতে মুক্ত করিয়া ও উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখে রাখিয়া নদীর স্রোতের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। নদীর স্রোতই উহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া লয় কিন্তু একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ঐ সকল নৌকার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া উহাদের গতি সম্বরণ করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। অতঃপর প্রস্তর পূর্ণ পেটিকা সকল নৌকার মুখ হইতে জলগর্ভে নামাইয়া দেওয়া হয়। একখানি নৌকা ঠিক করা হইলেই অন্য একখানি নৌকা ঐ প্রকারে ঠিক করা হয়। উহার উপর তখন কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করা হয় এবং অন্য কাষ্ঠখণ্ড আড়ভাবে স্থাপন করিয়া উহাদিগকে বন্ধন করা হয়। এই প্রকারে প্রয়োজনীয় নৌকাগুলি স্থাপন করিয়া একত্রে বন্ধন করা হয়। অশ্ব ও ভারবাহী পশুর গমনাগমনের জন্য উভয় কূল ব্যাপী রেলিং স্থাপন করা হয়। এই রেলিংগুলি উভয়কূলের সহিত নৌকাগুলিকে সুদৃঢ়ভাবে রাখে। স্বল্প সময়েই এই কার্য্য সমাধা হয়। কার্য্যকালে গোলমাল হইলেও নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কোনই গোলযোগ হয় না।

---

(১) জুলিয়াস সীজার এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক নৌকাতেই পরিদর্শকগণের উৎসাহসূচক বাক্য ও নিন্দার শব্দে আদেশ প্রতিপালনের বা কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবার কোনই অন্তরায় হয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়

আলেকজান্দারের তক্ষশিলায় (১) আগমন —হাইডাস্‌পিসাভিমুখে অগ্রসর (২)

রোমকগণ প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আলেকজান্দার কি প্রকারে সিন্ধুর উপরে সেতু-

(১) রাউলপিণ্ডির উত্তর-পশ্চিমে এবং হাসান আলের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত দ্বাদশ বর্গমাইল পরিমিত স্থান লইয়া যে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রাচীন তক্ষশিলা। তক্ষশিলা এককালে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী এই স্থানে সমবেত হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল তক্ষশিলা সম্বন্ধে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। তক্ষশিলা খনন করা হইতেছে এবং খননে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। সমসাময়িক ভারত, নবম খণ্ডে ইহা আলোচিত হইবে।

আলেকজান্দারের অভিযানকালে তক্ষশিলা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তক্ষশিলারাজ অম্ভি আলেকজান্দারকে প্রচুর উপহার এবং আলেকজান্দার ও তাঁহার সেনাপতিবর্গকে সুবর্ণ-মুকুট প্রদান করেন। আলেকজান্দারও প্রত্যুপহার স্বরূপ সহস্র ট্যালেণ্ট রৌপ্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং ত্রিশটী বহুমূল্য ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করেন। বিদেশীকে এই প্রকার উপহার প্রদানে আলেকজান্দারের কর্ম্মচারিবর্গ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

(২) বর্ত্তমান ঝিলাম বা বিতস্তা। টলেমী ইহাকে বিদাসপিস্‌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে বিতস্তার উল্লেখ আছে।

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে অক্ষম; তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণও এবিষয়ে নীরব। কিন্তু, আমি বিবেচনা করি যে পূর্ব্বোক্ত উপায়েই ঐ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, অথবা ইহা যদি অন্যভাবেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাতেও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

আলেকজান্দার সিন্ধুর অপর পারে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার দেবতার্চ্চনা করিলেন। পরে তিনি অগ্রসর হইয়া তক্ষশিলা নামক বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নগরে উপনীত হইলেন। সিন্ধু ও হাইডাস্‌পিসের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে এই নগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নগরের শাসনকর্ত্তা তাক্সিলীস এবং নগরবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করিল; তজ্জন্য আলেকজান্দার তাঁহাদের অনুরোধানুযায়ী নিকটবর্ত্তী জনপদ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করিলেন। তক্ষশিলায় অবস্থানকালে পার্ব্বতীয় প্রদেশের নরপতি অভিসারিস্ তাঁহার নিকট এক দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। রাজভ্রাতা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই দৌত্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ প্রদেশের অধিনায়ক দোক্সারিস্‌ও দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং এই দূতও অন্যান্যের ন্যায় উপহার আনয়ন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলাতেও আলেকজান্দার দেবার্চ্চনা ও ব্যায়ামাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ফিলিপ্‌কে ঐ জেলার ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করিয়া ও তক্ষশিলায় কিছু সৈন্য ও অসমর্থ সৈন্যদিগকে রাখিয়া তিনি হাইডাস্‌পিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, পোরস্ সসৈন্যে ঐ নদীর অপরপার্শ্বে তাঁহার গতিরোধার্থ অথবা নদীপার হইবার কালে তাঁহাকে আক্রমণার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার কালে যে সকল নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা

খণ্ডাকারে হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে আনয়নের জন্য আলেকজান্দার পোলেমোক্রেটীস্‌-পুত্র কৈনস্‌কে প্রেরণ করিলেন।

এই আদেশানুযায়ী ক্ষুদ্রাকারের তরীগুলি দ্বিখণ্ডিত এবং দীর্ঘাকারের নৌকাগুলি ত্রিখণ্ডিত করিয়া শকটোপরি হাইডাস্‌পিস তীরে আনীত হইল। ঐস্থানে নৌকাগুলি পুনর্নির্ম্মিত হইল এবং নদীর উপরে ঐ গুলি স্থাপিত হইল। আলেকজান্দার তখন স্বীয় সৈন্যাবলী এবং তাক্ষিলীস ও ঐ দেশীয় অধিনায়ক পরিচালিত পঞ্চসহস্র সৈন্যসহ হাইডাস্‌পিসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। (৩)

নবম অধ্যায়

হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে পোরস্‌

আলেকজান্দার নদীতীরে (১) শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। পোরস অপর তীরে সসৈন্যে এবং হস্তিসমূহে পরিবেষ্টিত ছিলেন। আলেকজান্দার ঠিক যেস্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, পোরস্‌ স্বয়ং তাহার বিপরীত দিকে থাকিয়া, নদীর অপর সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য সেনানীদের অধীনে সৈন্যসংস্থাপন করিলেন। তিনি মাসিদোনিয়ান্‌দের নদী উত্তরণে বাধাপ্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার ইহা দেখিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে

---

(৩) এপ্রিল, ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজান্দার বিতস্তাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন।

(১) মে, ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ।

নিজ সৈন্য চালিত করিতে লাগিলেন—উদ্দেশ্য এই যে তাহা হইলে পোরস্ তাঁহার অভিসন্ধি অবগত হইতে পারিবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় সৈন্যকে অনেকাংশে বিভক্ত করিলেন এবং স্বয়ং বিভিন্ন দিকে সৈন্য পরিচালনা করিয়া শত্রুর দেশ ধ্বংস বা কোন্ স্থানে সহজে নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শীতঋতুতে নদীর জল হ্রাস পাইলে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে পোরসের এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শিবিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নৌকাগুলি নদীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতেছিল, চর্ম্মপেটিকাগুলি শস্যপূর্ণ হইতেছিল এবং হাইডাস্পিস্তীর অশ্বারোহী ও পদাতিকসৈন্যে পূর্ণ হইয়াছিল। এই সকল কারণে পোরস্ একস্থানে সৈন্য একত্রীভূত করিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতীয় নদীগুলি আবিল জলপূর্ণ ও দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। এই সময়ে প্রচুর বারিবর্ষণে ভারতবর্ষ প্লাবিত হয় এবং ককেসাস্ পর্ব্বতের তুষার দ্রবীভূত হইয়া নদীগুলির জলবৃদ্ধি করে। শীতঋতুতে নদীর জল হ্রাস হইয়া জল পরিষ্কার হয় এবং সিন্ধু, গঙ্গা ও হয়ত দুই একটী নদী ব্যতীত অপরগুলি উত্তরণ-যোগ্য হয়। অন্ততঃপক্ষে শীতঋতুতে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হওয়া যায় (২)।

---

(২) হাইডাস্পিসের যুদ্ধ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদটীকা না দিয়া একসঙ্গে এক টীকায় আবশ্যকীয় বিষয়গুলি পর্য্যালোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

দশম অধ্যায়

পোরস্‌কে প্রতারণা করিবার জন্য আলেকজান্দারের ছলনা

উল্লিখিত কারণে আলেকজান্দার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে গতিরোধ হইলে তিনি সেইস্থানেই অবস্থান করিবেন; কিন্তু, তিনি গোপনে পূর্ব্বের ন্যায় অনুসন্ধানে ব্রতী থাকিলেন যে অলক্ষ্যে তিনি অপরপারে গমন করিতে পারেন কিনা। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে পোরস্‌ স্বয়ং যেস্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই স্থানে নদী উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে পোরসের সহিত অনেক হস্তী ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সুসজ্জিত ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্য, মাসিদোনিয়গণকে অপরপারে পৌঁছিবামাত্র আক্রমণ করিত। তিনি আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অশ্বগণ অপরপারে উপস্থিত হইলেই হস্তিদ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং হস্তীর চীৎকারে ও দৃশ্যে অশ্ব সহজেই ভীত হইবে; তিনি ইহাও বিবেচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই যে উপকূলে পৌঁছিবারপূর্ব্বেই হস্তী দেখিয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপেটিকার উপরিস্থ অশ্বগুলি ভয়ে জলমধ্যে লম্ফপ্রদান করিবে। এই সকল কারণে তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে অলক্ষ্যে নদীপার হইতে মনঃস্থ করিলেন। রাত্রিকালে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে চীৎকার করিতে এবং তাহারা প্রকৃতপক্ষে নদীপারে উদ্যত হইয়াছে, এইরূপ ভান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পোরস্‌, হস্তিসহ এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া

অগ্রসর হইতেন। আলেকজান্দার ক্রমে ক্রমে পোরস্কে তাঁহার সৈন্যাবলীসহ এইপ্রকার অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত করিলেন। পুনঃপুনঃ এইরূপ করিবার পর পোরস্ আর তাঁহার সৈন্যসহ শিবির পরিত্যাগ করিতেন না কিন্তু নদীতীরে বিভিন্নস্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিতেন। আলেকজান্দার এইপ্রকারে পোরসের সন্দেহ দমন করিয়া নিম্নোক্ত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

অলক্ষ্যে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা

যেস্থানে হাইডাস্পিস্ বক্র হইয়াছিল, সেইস্থানে ঘনবৃক্ষসন্নিবিষ্ট একটী ভূখণ্ড ছিল। ইহারই সন্নিকটে নদীমধ্যে নির্জন দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপ পূর্ব্বোক্ত ভূখণ্ডের ঠিক সম্মুখীন এবং উভয়স্থানই বৃক্ষ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এবং তাঁহার নদীউত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা শত্রুর দৃষ্টীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া আলেকজান্দার এই পথেই নদী উত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন। শিবির হইতে এই উচ্চভূখণ্ড ও দ্বীপ দেড়শত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী ছিল। কিন্তু, সমস্ত নদীকূলে তিনি নির্দ্ধারিত দূরত্বের ব্যবধানে প্রহরী রাখিয়াছিলেন; এই সকল প্রহরী একে অপরের দৃষ্টিগোচরীভূত ছিল এবং অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিত। অধিকন্তু, প্রত্যেক দিকেই কয়েকরাত্রিকাল আলোক প্রজ্বলিত থাকিত ও সৈন্যেরা চীৎকার করিত। কিন্তু, আলেকজান্দার যখন নদী উত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন, তখন এই সংক্রান্ত আয়োজন প্রকাশ্যেই হইতে লাগিল। শিবিরে ক্রাটেরসের অধীনে, ক্রাটেরসের

অধীনস্থ অশ্বারোহী ও অন্যান্য অশ্বারোহিসৈন্য ব্যতীত আলথেটাসের অধীন মাসিদোনিয়ান্-ফ্যালাংক্স ও ভারতীয় অধিনায়কগণের অধীন সৈন্যগণ ছিল। পোরস্ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইলে অথবা পোরস্ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছেন এই সংবাদ না পাইলে ক্রাটেরস্ যেন অগ্রসর হইবার উদ্যোগ না করেন, আলেকজান্দার ক্রাটেরস্‌কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "কিন্তু, যদি পোরস্ তাঁহার সৈন্যের এক অংশ লইয়া আমার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং অপরাংশ ও সাদীসৈন্য শিবিরে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে তুমি এইস্থানেই থাকিও; কিন্তু, পোরস্ যদি তাঁহার হস্তিসৈন্যসহ অগ্রসর হন, এবং তাঁহার সৈন্যের একাংশ শিবিরে থাকে, তবে তুমি যথাসম্ভব সত্বর নদী পার হইবে; হস্তীর জন্যই অশ্ব অপরপারে পৌঁছিতে পারিবে না। অবশিষ্ট সৈন্য অনায়াসেই অপরপারে গমন করিতে পারিবে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের হাইডাস্‌পিস্ উত্তীর্ণ হওন

ক্রাটেরস্‌কে আলেকজান্দার উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিত্যক্ত শিবির ও দ্বীপমধ্যে মিলিয়াগর্, আটালস ও গর্জ্জিয়াস্ বেতনভোগী অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ অপর পারে গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে লইবার জন্য তিনি

শরীররক্ষী সৈন্য, হিফেষ্টীয়ন্, পার্দিকাস্ এবং ডেমেট্রিয়সের অধীন অশ্বারোহী, বাকৃট্রিয়া, সগডিয়া ও সিথিয়া দেশীয় অশ্বারোহী, অশ্বারোহী তীরন্দাজ, পদাতিক সৈন্যের মধ্য হইতে তীরন্দাজ সৈন্য, ক্লিটস্ ও কৈনসের অধীন সৈন্য নির্ব্বাচিত করিলেন এবং ইহাদের লইয়া অলক্ষ্যে নদীতীর হইতে কিছু দূরে থাকিয়া দ্বীপ ও ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দ্বীপ ও ভূখণ্ড হইতে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তথায় রাত্রিতে চর্ম্মপেটিকাগুলি তৃণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। রাত্রিকালে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং অশনিনিনাদে ও বৃষ্টিপতন শব্দে শত্রুপক্ষ তাঁহার আয়োজন অবগত হইতে পারিল না। তিনি যে সকল নৌকা খণ্ডাকারে এইস্থানে আনিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আনীত হইয়াছিল এবং খণ্ডগুলি পুনর্ব্বার যুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ও বৃহৎ নৌকাগুলি বনমধ্যে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। প্রত্যুষে ঝটিকা প্রশমিত ও বৃষ্টিপতন বন্ধ হইল। সৈন্যের অবশিষ্টাংশ এই সময়ে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহী সৈন্য মশকের ভেলায় ও সৈন্যগণ নৌকায় নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। এরূপ ভাবে তাহারা অগ্রসর হইল যে, পোরস্ নিয়োজিত প্রহরীসমূহ দ্বীপ অতিক্রম করিয়া কূলসন্নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মাসিদোনিয় সৈন্যদিগকে দেখিতেও পাইল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে ঘটনা

আলেকজান্দার স্বয়ং ত্রিংশদাঁড় সমন্বিত একখানি নৌকায় টলেমী, পার্দিকাস্, লিসিমেকস্, শরীররক্ষী সৈন্য, সেলুকাস্ এবং হাইফাস্-ফিষ্টস্দের অর্দ্ধাংশ সহ অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত সৈন্যের অর্দ্ধাংশ অন্য একখানি নৌকায় তাঁহার সহযাত্রী হইল। সৈন্যগণ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অপর তীরে পৌছিবার জন্য নৌকা চালনা করিতে লাগিল। মাসিদোনিয় সৈন্য দৃষ্টিভূত হওয়া মাত্র শত্রু সৈন্যের প্রহরীগণ পোরস্কে সংবাদ প্রেরণের জন্য দ্রুতবেগে অশ্ব প্রধাবিত করিল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার সর্ব্বাগ্রে অপরতীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে সকল অশ্বারোহী তাঁহার নিজ নৌকা ও অন্যান্য নৌকাযোগে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও ইহাদের সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্থান গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, তাঁহারা ঐস্থান সম্পূর্ণরূপে অবগত না হওয়ায়, তিনি অতর্কিতভাবে একটী দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দ্বীপের বৃহদাকারের জন্য তাঁহারা ইহা দ্বীপ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এই দ্বীপ নদীতীরস্থ ভূখণ্ড হইতে হাইডাস্পিসের একটী শাখা দ্বারা বিভক্ত ছিল। সাধারণতঃ এই শাখা স্বল্প জল বিশিষ্ট থাকিত; কিন্তু রাত্রিতে যে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল তাহাতে উহা এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে অশ্বারোহীগণ ইহা উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইতেছিল না এবং আলেকজান্দার আশঙ্কা করিতেছিলেন যে নদীর প্রথম পথ উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাকে

যেরূপ ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, হয়ত এই শেষটুকু উত্তীর্ণ হইতেও সেইরূপ ক্লেশ করিতে হইবে। অবশেষে, উত্তীর্ণ হইবার যোগ্য পথ পাইয়া তিনি অতিকষ্টে নিজ সৈন্য সহ ঐ স্থান হইয়া অগ্রসর হইলেন। যে স্থানে জল গভীর ছিল, সে স্থানে উহা পদাতিক সৈন্যের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং অশ্বেরা অতিকষ্টে তাহাদের মস্তক জলের উপরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর, তিনি শরীররক্ষী অশ্বারোহী এবং অন্যান্য অশ্বারোহী হইতে সৈন্য নির্ব্বাচিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে অশ্বারোহী তীরন্দাজ সৈন্য ও তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে ও পদাতিক সৈন্যের অগ্রে সেলুকসের অধীনে হাইপাস্‌ফিষ্টস্‌ স্থাপন করিলেন। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে পদাতিক শরীররক্ষী ও সর্ব্বশেষে অন্যান্য হাইপাস্‌ফিষ্টস্‌ রক্ষা করিলেন। ফ্যালাংক্সের প্রত্যেক অন্তঃসীমায় তীরন্দাজ ও বর্শাধারী সৈন্য প্রভৃতি বিন্যাস করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পোরসের পুত্রের সহিত খণ্ড যুদ্ধ

আলেকজান্দার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজ সৈন্য বিন্যাস করিয়া তাহার ছয়সহস্র পদাতিক সৈন্যকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ও ধীরপদে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যে তিনি আপনাকে প্রতিপক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া প্রায় পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। তীরন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ তোরনুকে তিনি

অশ্বারোহীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে যদি পোরস্ তাঁহার সমগ্র সৈন্যাবলী সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন তবে তিনি স্বল্পায়াসে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা পোরস্‌কে পরাভূত করিবেন, অথবা তাঁহার পদাতিক সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন অথবা যদি ভারতীয়গণ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য দুঃসাহসিকতা দেখিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনে সক্ষম হইবেন এবং ইহাতে এত অধিক পরিমাণে শত্রুনিপাত হইবে, যে তাঁহাকে আর অন্য কিছুই করিতে হইবে না।

আরিষ্টবোলস্ বলেন যে, পোরস্-পুত্র প্রায় ৬০ খানি রথ সহ আলেকজান্দারের নদীতীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং যদি এই রথিগণ নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিয়া আলেকজান্দারের সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিত, তবে পোরস্-পুত্র সহজেই এইকার্য্যে সফলতা লাভ করিতেন। কিন্তু রাজপুত্র ইহা না করাতে, আলেকজান্দার তাঁহার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী তীরন্দাজ প্রেরণ করিলে, এই তীরন্দাজেরা সহজেই পোরস্-পুত্রকে পরাভূত করিয়া পলায়নপর করিল। ইহা বিনা রক্তপাতে হয় নাই। অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে, মাসিদোনিয়ান্‌গণের অবতরণকালে পোরস্-পুত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত ভারতীয়গণ ও আলেকজান্দার-পরিচালিত মাসিদোনিয়ান্-গণের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং আলেকজান্দার অপেক্ষা পোরসপুত্রের সৈন্যবল অধিক থাকাতে আলেকজান্দার ভারতীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক আহত হন এবং তাঁহার প্রিয় অশ্ব বোকেফালাস্‌ও উক্ত রাজপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। কিন্তু, লাগস্-পুত্র টলেমী ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমিও ইহাই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করি। টলেমী বলিয়াছেন যে পোরস্

তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু ৬০খানি রথের অধিনায়ক করিয়া নহে। বস্তুতঃ, ইহাও প্রত্যয়যোগ্য বোধ হয় না যে, চরমুখে আলেকজান্দারের অবতরণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পোরস নিজ পুত্রকে মাত্র ৬০খানি রথ সহ প্রেরণ করিবেন। কারণ, পর্য্যবেক্ষণের জন্য ৬০খানি রথ নিশ্চয়ই অতিরিক্ত হইত এবং রথগুলি পলায়নের পক্ষেও প্রশস্ত হইত না। পক্ষান্তরে, মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যদের অবতরণে বাধা প্রদান করিতে ও যাহারা অবতরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে বাধাপ্রদানের পক্ষে এই সৈন্য যথোপযুক্ত ছিল না। টলেমী বলেন যে পোরস-পুত্র দুই সহস্র সৈন্য ও একশত কুড়িখানি রথ সহ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত রাজপুত্রের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই—আলেকজান্দার হাইডাস্‌পিস্ উত্তীর্ণ হইয়া অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোরসের আয়োজন

টলেমী আরও লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরস পুত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে অশ্বারোহী তীরন্দাজ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, পোরস্ প্রথমে অশ্বারোহীসৈন্য প্রেরণ করিয়া পরে সসৈন্যে আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু, পরে রাজপুত্রের সৈন্যবল বুঝিয়া তাঁহার আত্মীয় অশ্বারোহী-সৈন্য সহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে চারিশত ভারতীয় অশ্বারোহী

নিহত হইল এবং স্বয়ং পোরস্‌পুত্রও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অধিকন্তু রথগুলিও অশ্বসহিত আলেকজান্দারের করতলগত হইল। তাহারা পলায়নে অক্ষম হইল এবং যুদ্ধকালে কর্দ্দমের জন্য তাহারা বিন্দুমাত্রও কার্য্যকরী হইল না। পলায়িত অশ্বারোহীসৈন্য যখন সসৈন্যে আলেকজান্দারের নদী উত্তীর্ণ হইবার ও রাজপুত্রের নিধন-সংবাদ পোরস্‌কে নিবেদন করিল, পোরস্‌ তখনও স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণে সমর্থ হন নাই; কারণ, ক্রাটেরসের অধীন সৈন্যবৃন্দ তখন হাইডাস্‌পিস্‌ উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল। অবশেষে ক্রাটেরস্‌কে বাধা প্রদানের জন্য শিবিরে কয়েকটী হস্তী ও সামান্য সৈন্য রাখিয়া পোরস সসৈন্যে আলেকজান্দারকে আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার সকল অশ্বারোহী সৈন্য, তিনশত রথ, দুইশত হস্তী ও ত্রিশসহস্র উপযুক্ত পদাতিকসহ তিনি আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আলেকজান্দারের অশ্বগণের ভীতি উৎপাদানার্থ পুরোভাগে শতফুট অন্তর হস্তী রক্ষা করিয়া, শুষ্কস্থানে তিনি স্বীয় সৈন্য বিন্যাস করিলেন। তিনি ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, শত্রুসৈন্যের কেহই দুঃসাহসিকতা সহকারে হস্তীগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অশ্বগুলি হস্তী দেখিয়া ভীত হইবে এবং পদাতিক সৈন্য গুরুবর্ম্মাবৃত সৈন্য ও হস্তী কর্ত্তৃক সহজেই পদদলিত হইবে। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগে তিনি দ্বিতীয় রেখায় স্বীয় পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সাদীসৈন্যের দুই সীমান্তে তিনি পদাতিক ও পদাতিক সৈন্যের উভয় দিকে অশ্বারোহী সৈন্য বিন্যস্ত করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে তিনি রথীসৈন্য স্থাপনা করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

আলেকজান্দারের অভিসন্ধি

এইপ্রকারে পোরস্ স্বীয় সৈন্য বিন্যস্ত করিলেন। ভারতীয় সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া এবং প্রত্যেক পদাতিকদল অগ্রসর হইলেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে এই আশায় আলেকজান্দার অশ্বারোহী সৈন্যের বেগ প্রতিহত করিলেন। এমন কি ক্যালাংক্স ও অশ্বারোহীর সংযোগ ঘটিলেও তিনি সৈন্যসমাবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এবম্প্রকারে তিনি ক্লান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রামের অবসর প্রদান করিয়া সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া তিনি হস্তিসৈন্য রক্ষিত শত্রুব্যূহের মধ্যস্থল আক্রমণ করা সমীচীন মনে করিয়া, ও নিজ অশ্বারোহী সৈন্য অপর পক্ষ অপেক্ষা প্রবল দেখিয়া, অধিকাংশ অশ্বারোহীসহ পোরসের সৈন্যের বামভাগ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং কৈনস্কে অন্যান্য অশ্বারোহী সেনাসহ শত্রুর দক্ষিণদিক হইয়া পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। সেলুকস্, আন্টিগোনস্ এবং তৌরনের অধীনে তিনি ফ্যালাংক্স সংস্থাপিত করিয়া ইঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে শত্রুর পদাতিক ও অশ্বারোহী পরাভূত না হইলে তাঁহারা যেন শত্রুকে আক্রমণ না করেন।

শত্রুসৈন্য তীরন্দাজদিগের সম্মুখীন হইলে তিনি তাহাদিগের বামপার্শ্ব আক্রমণার্থ একসহস্র অশ্বারোহী-তীরন্দাজকে প্রেরণ করিলেন। শরীররক্ষী অশ্বারোহীসহ স্বয়ং ভারতীয় সৈন্যের বামপার্শ্ব তাহাদিগের অশ্বারোহীসৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আক্রমণ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধ—পোরসের পরাজয়

ইতোমধ্যে ভারতীয়গণ আলেকজান্দারের অশ্বারোহী আক্রমণার্থ সকলদিক হইতে তাহাদের অশ্বারোহীসৈন্য একত্র করিতেছিল; এমন সময়ে আলেকজান্দারের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত আদেশানুসারে কৈনস্‌ স্বীয় অশ্বারোহীসৈন্য লইয়া ভারতীয় অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলেন। এই অবস্থায় ভারতীয়গণ অশ্বারোহীসৈন্যের অধিকাংশকে আলেকজান্দারের সম্মুখীন ও অন্যাংশকে কৈনসের সম্মুখীন করিল। ইহাতে তাহাদের শ্রেণীবদ্ধতা বিনষ্ট হইল এবং আলেকজান্দারের ভীষণ আক্রমণে তাহারা হস্তীসৈন্যের আশ্রয়গ্রহণ করিল। ইহাতে হস্তিপরিচালকগণ হস্তিগুলিকে মাসিদোনিয় অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিল; মাসিদোনিয় ফ্যালাংক্সের সৈন্যগণ বর্শাদ্বারা হস্তীদিগকে আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু সৈন্যগণ এরূপ যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল না; হস্তীদের নিষ্পেষণে তাহারা নিহত হইতে লাগিল এবং ভারতীয় অশ্বারোহীগণও পরিক্রমণ করিয়া মাসিদোনিয় অশ্বারোহী-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। ইত্যবসরে আলেকজান্দারের অশ্বারোহী-সৈন্য একত্র হইয়া প্রচুর ভারতীয় সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। হস্তিগণ এই সময়ে স্বল্পপরিসর স্থানে আবদ্ধ হইয়া শত্রুমিত্র উভয়েরই প্রাণহানি করিতে লাগিল। হস্তীসৈন্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যেরও অধিকাংশ এই প্রকারে বিনষ্ট হইল। অনেক হস্তিচালক নিহত এবং অনেক হস্তী আহত হইয়াছিল এবং চালক বিহীন হস্তিগুলি

শত্রুমিত্র উভয়েরই প্রাণধ্বংস করিতে লাগিল। হস্তিগুলি অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় আলেকজান্দার স্বীয় অশ্বারোহী দ্বারা শত্রুসৈন্য বেষ্টন করিয়া, পদাতিক সৈন্যদেরও অগ্রসর হইবার আদেশ করিলেন। এবম্প্রকারে প্রায় সমগ্র ভারতীয় অশ্বারোহী ধ্বংস হইল। ভারতীয় পদাতিকগণও উক্তদশা প্রাপ্ত হইল। স্বল্পাবশিষ্ট পলায়নপর হইল।*

---

* হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধ

আরিয়ান ব্যতীত কুইন্টাস্ কার্টিয়াস, দায়দরস, প্লুটার্ক ও যাষ্টিন্ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই চারিজন লেখকের বর্ণনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পলিয়েনস্ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"আলেকজান্দার তাঁহার ভারতীয় অভিযানে হাইডাস্‌পিস্ উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে উহার কূলে উপনীত হইলে, পোরস্ অপর তীরে সসৈন্যে তাঁহার প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আলেকজান্দার ইহাতে নদীর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলে, পোরস্ সেখানেও বাধা প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন গ্রীকবীর অন্য দিকে চেষ্টা করিলেও পোরস্ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেন। নদী উত্তীর্ণ হইবার এই সকল বৃথা প্রয়াসে ভারতীয়গণ মাসিদোনিয় সৈন্যদের বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং স্থির করিল যে আলেকজান্দারের প্রকৃত পক্ষে নদী পার হইবার ইচ্ছা নাই এবং তদনুসারে ভারতীয়গণ শিথিলপ্রযত্ন হইল। এই অবসরে আলেকজান্দার দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া নৌকা ও তৃণপূর্ণ চর্ম্মপেটিকা সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইবেন। পোরসের সহিত যুদ্ধে আলেকজান্দার স্বীয় সৈন্যাবলীর দক্ষিণে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকাংশ সমাবেশ করিয়া অপরাংশ কিঞ্চিদ্দূরে স্থাপন করিলেন। বামে ফ্যালাংক্স ও হস্তী রক্ষা করিলেন। পোরস্ স্বীয় সৈন্যের বামপার্শ্বে সাদী সৈন্য স্থাপন করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আসীন হইয়া এই সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এক হস্তী হইতে অপর হস্তীর পঞ্চাশ গজ ব্যবধান ছিল এবং এই ব্যবধান মধ্যে পোরস্ পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে পদাতিক সৈন্যদিগকে প্রাচীর ও হস্তিদিগকে চূড়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আলেকজান্দার তাঁহার পদাতিকগণকে শত্রুর পুরোভাগ আক্রমণ করিতে বলিয়া স্বয়ং

অষ্টাদশ অধ্যায়

পোরসের আত্মসমর্পণ

ইতোমধ্যে ক্রাটেরস্ ও আলেকজান্দারের অন্যান্য যে সকল কর্ম্মচারী নদীর অপরতীরে ছিলেন, তাঁহারা আলেকজান্দারকে যুদ্ধে জয়ী দেখিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ক্লান্ত সৈন্যাদিগকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ

অশ্বারোহী সৈন্যসহ শত্রুর অশ্বারোহী আক্রমণ করিলেন। পোরস্ বিশেষ দক্ষতার সহিত আলেকজান্দারের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার হস্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইলেন না এবং হস্তিগণ দলভঙ্গ হইলেই মাসিডোনিয় সৈন্যগণ ভারতীয়সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে অন্য সৈন্য পোরসের সৈন্য প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাতে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিল।"

গ্রোট্ এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"যুদ্ধে জয়লাভ ও শত্রুর প্রতি মহত্ত্ব এই উভয় দিক হইতেই আলেকজান্দারের জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিবস।"

সামরিক অভিজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে আলেকজান্দারের সামান্য ত্রুটীও পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, যে সাহস ও কৌশলের সহিত ভারতীয় বীর, প্রাচীন জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও উচ্চ প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না এবং বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ দারিয়াসের কাপুরুষতার নিকট ইহা বস্তুতঃই বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না।

সেনাপতি চেস্‌নী উল্লেখ করিয়াছেন যে—

"গ্রীকগণ ভারতীয় সৈন্যদের উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করিতেছিল। তাহাদের আট বৎসরব্যাপী অবিরত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এইরূপ সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্য তাহারা দেখে নাই; এসিয়ার অন্য কোন দেশীয় সৈন্যই ইহাদিগের অপেক্ষা অধিক সাহসী ছিল না।"

আলেকজান্দার যে বর্ত্তমান ঝিলামের অথবা ঝিলামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের

না করিয়া আলেকজান্দার এই নবাগত সৈন্যদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিলেন এবং যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য যেরূপ হতাহত হইয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ হইল।

নিকট হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত। ইহাও একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বর্ত্তমান কাররীক্ষেত্রেই এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জুন মাসের শেষভাগে বা জুলাইয়ের প্রারম্ভে আলেকজান্দার ও পোরস্ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে মাসে তিনি ঝিলামে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস পাঠে আমরা অবগত হই যে. পোরসের ত্রিশসহস্র পদাতিক, চারিসহস্র অশ্বারোহী ও দুইশত হস্তী ছিল। ভারতীয় পদাতিক সৈন্য তরবারী ও ঢাল, এবং ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। অশ্বারোহী সৈন্য দুইটি করিয়া বর্শা ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ করিত।

হাইডাস্পিসের যুদ্ধকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্য্যায়—মাসিদোনিয় অশ্বারোহী-তীরন্দাজ কর্ত্তৃক ও সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পরিচালিত শরীররক্ষী কর্ত্তৃক ভারতীয় সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ—ভারতীয় সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বারোহী সৈন্যের বামপার্শ্বস্থ সৈন্যের সাহায্যার্থ গমন—কৈনসের অধীন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ভারতীয় সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ—ভারতীয় সৈন্যের উভয় পার্শ্বস্থ সৈন্যের পশ্চাদ্গমন ও হস্তীসৈন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ।

দ্বিতীয়—মাসিদোনিয় অশ্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় সাদীসৈন্যের অগ্রসর ও ফ্যালাংক্স সৈন্যের বিপর্য্যয়—ভারতীয় অশ্বারোহীর মাসিদোনিয় অশ্বারোহীকে আক্রমণ ও পরাজয়।

তৃতীয়—মাসিদোনিয় অশ্বারোহী কর্ত্তৃক পুনরাক্রমণ ও ভারতীয় সৈন্যের পরাজয় ও পলায়ন।

ভারতীয় সৈন্যের প্রায় বিশসহস্র (১) পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী নিহত হইয়াছিল এবং তাহাদের সকল রথই ধ্বংস হইয়াছিল। পোরসের দুই পুত্র এই যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন এবং ঐ জনপদের অধিনায়ক স্পাইটাকীস্‌ও (২) রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন। হস্তি ও রথের পরিচালক, অশ্বারোহী সেনানী ও পোরসের সকল সেনাপতিই হত হইয়াছিলেন। পলায়িত সকল হস্তিগুলিই আলেকজান্দারের করতলগত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের অধীনস্থ যে ছয় সহস্র পদাতিক যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিল তন্মধ্যে মাত্র ৮০ জন সৈন্য হত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দশজন অশ্বারোহী তীরন্দাজ, শরীররক্ষী অশ্বারোহীর কুড়িজন ও দুই শত অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে পোরস্ পূর্ব্বাপর বীরের ন্যায় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি কেবল সেনাপতির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না ; সাহসী সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন। যখন তিনি স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের ধ্বংস ও হস্তিসমূহের পরিচালকগণের মৃত্যু ও অধিকাংশ হস্তী নিহত এবং পদাতিক সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিলেন, তখন তিনি পারস্য সম্রাট্ দারিয়াসের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন না ; পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত

(১) দায়দরস্ লিখিয়াছেন এই যুদ্ধে যে দ্বাদশ সহস্র ভারতীয় সৈন্য নিহত ও নবসহস্র বন্দী হইয়াছিল এবং একসহস্রের অধিক মাসিদোনিয় হত হয় নাই।

(২) বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, আলেকজান্দারের তক্ষশিলা হইতে হাইডাস্‌পিস্ যাত্রাকালে এই স্থানে উল্লিখিত স্পাইটাকীস্, আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তক্ষশিলা—ধ্বংসাবশেষ

তিনি ভারতীয় সৈন্যবৃন্দকে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিলেন, ততক্ষণ তিনিও ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দক্ষিণ স্কন্ধে (যে স্থান বর্ম্মাবৃত ছিল না) আহত হইয়া তিনি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে বীর ও যুদ্ধপটু দেখিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট তাক্ষিলীস্‌কে প্রেরণ করিলেন। তাক্ষিলীস্‌ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া গজারূঢ় পোরসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পোরস্‌ তাঁহার চির-শত্রুকে দেখিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া তাক্ষিলীসের প্রতি বর্শা নিক্ষেপের চেষ্টা করিলে, তিনি পলায়ন করিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার ইহাতেও পোরসের প্রতি বিরক্ত না হইয়া দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মেরোস্‌ নামক একজন ভারতীয়কে (আলেকজান্দার অবগত হইয়াছিলেন যে, এই মেরোস্‌ পোরসের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন) পোরসের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে পোরস্‌ অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন এবং মেরোসের প্রমুখাৎ আলেকজান্দারপ্রেরিত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি হস্তীর বেগ প্রতিহত করিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন (৩)। পরে, জলপানে তৃষ্ণাদূর করিয়া, তিনি আলেকজান্দারের নিকট অবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য মেরোস্‌কে অনুরোধ করিলেন।

(৩) কার্টিয়াস্‌ ও দায়দরস্‌ ভিন্নচিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। উহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পোরসের সহিত আলেকজান্দারের বন্ধুত্বস্থাপন—আলেকজান্দার কর্ত্তৃক দুইটী নগর স্থাপন—তাঁহার প্রিয় অশ্ব বৌকেফালাসের মৃত্যু

মেরোসের সহিত পোরস্ অগ্রসর হইতেছেন অবগত হইয়া আলেকজান্দার কয়েকজন শরীররক্ষীসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতাভিলাসে অগ্রগামী হইলেন। পরে তিনি স্বীয় অশ্বের গতি সংযত করিয়া বিস্মিত নয়নে পোরসের পঞ্চহস্তাধিক দীর্ঘ সুন্দর অবয়ব ও সম্ভ্রমাকর্ষক মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, পোরস্ বিন্দুমাত্রও অবসন্ন বা ভগ্নোৎসাহ হন নাই। পক্ষান্তরে একজন সাহসী বীর যেরূপ অপর সাহসী বীরের সম্মুখীন হন, তিনিও সেইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। আলেকজান্দার পোরস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কিরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন? এরূপ কিংবদন্তী আছে যে পোরস্ প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন "হে আলেকজান্দার! আমার প্রতি রাজার প্রতি ব্যবহার কর।" আলেকজান্দার রাজার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে পোরস্! আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিব; কিন্তু যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, এরূপ অন্য কিছু প্রার্থনা কর।" পোরস্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আলেকজান্দার এই প্রত্যুত্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রীত

হইয়া পোরসকে তাঁহার নিজ রাজ্য প্রদান ব্যতীত আরও অনেক জনপদের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। এবম্প্রকারে আলেকজান্দার এই বীরপুরুষের সহিত রাজার ন্যায় ব্যবহার করিলেন এবং তজ্জন্য ভবিষ্যতে ইঁহার নিকট হইতে বিশ্বস্ত ও অনুরক্তের ন্যায় ব্যবহার পাইয়াছিলেন। পোরসের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধে এই ফল হইয়াছিল। যখন হিগিমন এথেন্সের আর্কন্ (১) ছিলেন তখনই এই যুদ্ধ ঘটে।

আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যে স্থানে তিনি হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তথায় দুইটী নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ-জয়ের চিহ্ন স্বরূপ তিনি প্রথমোক্তটীকে নিকাইয়া (২) ও তাঁহার প্রিয় অশ্ব বৌকেফালাসের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ শেষোক্তটীকে বৌকেফালা (৩) নামে অভিহিত করিলেন। এই অশ্ব যুদ্ধে আহত হয় নাই, বার্দ্ধক্য ও পরিশ্রমে ইহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই অশ্ব অন্য সকল আরোহীকে ঘৃণা করিত বলিয়া আলেকজান্দার ব্যতীত অন্য কেহই এই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হন নাই। ইহা আকারে অসাধারণ ছিল এবং ইহার স্বভাবও অত্যন্ত উত্তম ছিল। ইহার শরীরে যণ্ডের মস্তক অঙ্কিত ছিল এবং কেহ কেহ বলেন যে এই জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। অপর সকলে বলেন যে, এই অশ্ব কৃষ্ণবর্ণের হইলেও ইহার কপোল দেশে যণ্ডের ন্যায় চিহ্ন ছিল। এই অশ্ব ওক্সিয়ান্দের দেশে হারাইয়া গেলে আলেকজান্দার ঘোষণা করেন যে, অশ্ব তাঁহার নিকট আনীত না হইলে, তিনি

---

(১) সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা।

(২) সম্ভবতঃ কারীক্ষেত্রের দক্ষিণস্থ সুখচৈনপুর গ্রাম।

(৩) সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ঝিলাম্।

সকল ওস্কিয়ান্‌দিগকে হত্যা করিবেন; তখন ঐ অশ্ব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। ইহা হইতে অশ্বের প্রতি আলেকজান্দারের স্নেহ ও বর্ব্বরদিগের মধ্যে আলেকজান্দারের নাম কিরূপ ভীতি উৎপাদন করিত তাহাও বোধগম্য হইবে। আলেকজান্দারের খাতিরেই বৌকেফালাসের প্রতি আমি এই সম্মান প্রদর্শন করিলাম।

বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্ত্তৃক গ্লৌসাই পরাজয়

আলেকজান্দার হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে, মহাসমারোহে যুদ্ধে হত ব্যক্তিদিগের পারত্রিক কার্য্য ও যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দেবার্চ্চনা এবং ব্যায়ামাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত নগরগুলি নির্ম্মাণ ও সুদৃঢ় করিবার জন্য ক্রাটেরস্‌কে আদেশ প্রদান করিয়া পোরসের রাজ্যের সন্নিকটস্থ জনপদ আক্রমণ করিলেন। আরিষ্টবোলস্‌ বলেন যে এই জনপদবাসী গ্লৌকানিকই নামে অভিহিত হইত, কিন্তু টলেমী ইহাদিগকে গ্লৌসাই (১) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহারা যে নামেই অভিহিত হউক, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শরীররক্ষী-অশ্বারোহীর অধিকাংশ, পদাতিক সৈন্যের নির্ব্বাচিত যোদ্ধা, এবং

(১) দায়দরস্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরসের রাজ্যে ত্রিশদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তৎপরে, তিনি কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ বহুজনাকীর্ণ জনপদ আক্রমণ করেন।

সেণ্ট মার্টিন্‌ গ্লৌসাইকে বরাহ সংহিতার উল্লিখিত কলক জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে কলক জাতির উল্লেখ আছে।

সমস্ত অশ্বারোহী-তীরন্দাজ সহ আলেকজান্দার ইহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অধিবাসীরা সর্ব্বত্র আত্মসমর্পণ করিল। তিনি এবম্প্রকারে ৩৭টী (২) নগর অধিকার করিলেন। এই সকল নগরে পাঁচ সহস্র হইতে দশ সহস্র অধিবাসী বাস করিত। তিনি বহুসংখ্যক গ্রামও করায়ত্ত করিলেন—এই সকল গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা নগর গুলি অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি পোরস্‌কে এই সকল প্রদেশই প্রদান করিয়া পোরস্ ও তাক্ষিলীসের মধ্যে মৈত্রতা স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি তাক্ষিলীস্‌কে তাঁহার রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে অভিসারিসের দূতগণ (৩) তথায় আগমনপূর্ব্বক অভিসারিস্ ও তাঁহার রাজ্য আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অভিসারিস্ পোরসের পক্ষ হইয়া আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে স্বীয় ভ্রাতা ও অন্যান্য অমাত্যের সহিত অর্থ ও চল্লিশটী হস্তী প্রেরণ করিলেন। স্বাধীন ভারতবাসিগণের নিকট হইতে এবং অন্য এক পোরসের (৪) নিকট হইতেও নূতন দূত আগমন করিল। আলেকজান্দার, অভিসারিস্‌কে যত সত্বর হত তাঁহার নিকটে উপনীত হইবার আদেশ প্রেরণ করিলেন এবং আদেশ প্রতিপালন না করিলে তিনি সসৈন্যে অভিসারিসের রাজ্য আক্রমণ করিবেন এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন।

(২) ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে মাসিদোনিয়গণ পাঁচশত নগর অধিকার করে। 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৩) ইতঃপূর্ব্বে অভিসারিস্ এক দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে এই শেষোক্ত পোরস্ প্রথম পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র।

এই সময়ে পার্থিয়া ও হির্কানিয়ার শাসনকর্তা ফ্রেটোফার্নিস্ যে সকল থ্রেসিয়বাসীদিগকে তাঁহার নিকটে রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইলেন। আসাকেনিয়ান্‌দের ক্ষত্রপ সিসিকটেসের নিকট হইতে সমাগত দূতগণ সংবাদ আনয়ন করিল যে অধিবাসীরা তাহাদের শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সকল বিদ্রোহার বিরুদ্ধে তিনি ফিলিপ্প্‌স্ এবং তিরিয়াস্‌পিস্‌কে বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতে প্রেরণ করিলেন।

আলেকজান্দার স্বয়ং আকিসাইনাভিমুখে (৫) অগ্রসর হইলেন। লাগস্ পুত্র টলেমী ভারতীয় নদী সমূহের কেবল এই নদীরই আয়তনের আকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার নৌকা ও বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপেটিকা সাহায্যে যে স্থানে এই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই স্থান পর্ব্বতময় ছিল। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই নদী পঞ্চদশ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত ছিল এবং যাহারা চর্ম্মপেটিকা সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল, তাহাদের পক্ষে একার্য্য নিরাপদ হইয়াছিল, কিন্তু অনেকগুলি নৌকা পর্ব্বতের গাত্রে ধাক্কা লাগিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনা হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে যাঁহারা সিন্ধুর বিস্তৃতি পনের হইতে চল্লিশ ষ্টাডিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, যে স্থানে আকিসাইন্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল এবং যথায় ইহার প্রশস্ততার জন্য ইহা তত বেগবতী ছিল না, আলেকজান্দার সেই স্থানেই ইহা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

---

(৫) বেদে অক্সিণী নদীর উল্লেখ আছে।

একবিংশ অধ্যায়

হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হওন

নদী উত্তীর্ণ হইলে যে সকল সৈন্য রসদ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের নদী উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থার জন্য আলেকজান্দার কৈনস্‌কে ঐস্থানে অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি পোরস্‌কে সুদক্ষ ভারতীয় সৈন্য নির্ব্বাচিত ও তাঁহার সমস্ত হস্তি-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার জন্য রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যসহ অন্য পোরস্‌কে আক্রমণার্থ অভিলাষ করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে, এই শেষোক্ত পোরস্ নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। যতদিন প্রথমোক্ত পোরস্ ও আলেকজান্দারের সহিত বিবাদ চলিতেছিল, ততদিন এই দুষ্ট পোরস্, অপর পোরসের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ আলেকজান্দারকে সাহায্য করিতে উদ্যত ছিলেন। সুতরাং, আলেক-জান্দার পোরস্‌কে স্বাধীনতা ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপ্রদান করিয়াছেন জানিয়া এই দুষ্ট পোরস্ ভীত হইয়া স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

আলেকজান্দার এই দুষ্ট পোরসের পশ্চাদ্ধাবন কালে আকিসাইনের তুল্য প্রশস্ত কিন্তু তদপেক্ষা স্বল্পবেগবতী হাইড্রাওটীস্ নদীও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাতে ক্রাটেরস্ ও কৈনস্ রসদ সংগ্রহকালে সহজেই তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পারেন, সেইজন্য যেসকল জনপদ তিনি করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল জনপদেই উপযুক্তস্থানে তিনি সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হিফেষ্টীয়নের অধীনে দুইদল পদাতিক,

দুইদল অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ সৈন্যের অর্দ্ধাংশ বিদ্রোহী পোরসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ বিদ্রোহী পোরসের রাজ্য অধিকার করিয়া এবং হাইড্রাওটীস্ তীরবর্ত্তী ভারতীয় স্বাধীন জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া এই রাজ্যও পোরসের হস্তে সমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং বিনা আয়াসে হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হইলেন। হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হইয়া জনপদ-মধ্যে তাঁহার প্রবেশ কালে অনেক অধিবাসী আত্মসমর্পণ করিল। অবশিষ্ট লোকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কাথিয়ান্দের বিরুদ্ধে যাত্রা—পিম্প্রামা ও সাঙ্গাল্ অধিকার

ইতোমধ্যে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে, কাথিয়াবাসী ও অন্যান্য স্বাধীন ভারতীয় জাতিগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্বাধীন জাতিদিগের সাহায্যাভিলাষী হইয়াছে। তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে তাহারা সুরক্ষিত সাঙ্গাল নগরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। কাথিয়াবাসিগণ বীরত্ব ও যুদ্ধকুশলতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অক্সিড্রাকাই ও মাল্লই নামক অপর দুই জাতিও এইরূপ যুদ্ধপ্রিয় ছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বেই পোরস্ ও অভিসারিস্ এই দুই জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া ও অন্যান্য স্বাধীন ভারতীয় জাতিকে এই দুইজাতির বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিলেও, ইহাদিগের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সফলকাম হইতে পারেন নাই।

আলেকজান্দার এই শেষোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া দ্রুতবেগে কাথিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া হাইড্রাওটীস্ পরিত্যাগের দুই দিবসের মধ্যে আদ্রেস্তাই নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত পিম্প্রামা নগরে উপনীত হইলে, এই নগর আত্ম-সমর্পণ করিল। পরদিবস সৈন্যদিগকে বিশ্রাম প্রদান করিয়া তৃতীয় দিবসে তিনি সাঙ্গালে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে নগর-পুরোভাগে কাথিয়াবাসী ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী নগরবাসিগণ, একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিরোদেশে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতটী সকলদিকে খাড়া ছিল না। তাহারা শিবিরের চতুর্দ্দিকে তাহাদের শকটসমূহ তিন শ্রেণীতে সজ্জিত করিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়াছিল। আলেক-জান্দার বর্ব্বরদিগকে সংখ্যায় অত্যধিক এবং তাহাদের সৈন্যসমাবেশ দেখিয়া নিজ সৈন্য অবস্থানুযায়ী দ্বিখণ্ড করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে অশ্বারোহী তীরন্দাজগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণপূর্ব্বক দূর হইতে তাহাদিগকে তীর নিক্ষেপে আদেশ করিলেন। এবংপ্রকারে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই ভারতীয়গণ আহত হইতে লাগিল। তিনি নিজ সৈন্যের দক্ষিণাংশে শরীররক্ষী অশ্বারোহী, ক্লিটসের অধীনস্থ অশ্বারোহী ও হাইফাস্পিষ্টস্-গণকে এবং বামপার্শ্বে পার্দিকাসের অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক শরীররক্ষী স্থাপন করিলেন। তীরন্দাজ সৈন্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সৈন্যগণের উভয়পার্শ্ব রক্ষা করিলেন। এইভাবে সৈন্যবিন্যাস কালে তাঁহার অন্যান্য অশ্বারোহী ও পদাতিকগণও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। শেষোক্ত অশ্বারোহীকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করিয়া সৈন্যশ্রেণীর দুইদিকে স্থাপন করিলেন। পদাতিকগণ দ্বারা ফ্যালাংক্স আরও দৃঢ়তর করিলেন। অতঃপর তিনি অশ্বারোহী সৈন্যসহ শত্রুর বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কাথিয়াবাসীদিগের পরাজয়—সাঙ্গাল্ অবরোধ

কিন্তু যখন ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের শকটগুলির পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণার্থ অগ্রসর না হইয়া উহাদের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তখন আলেকজান্দার বুঝিতে পারিলেন যে অশ্বারোহী দ্বারা কোন সুবিধা হইবে না এবং তিনি তজ্জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদাতিক সহ আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম শ্রেণীস্থ ভারতীয় সৈন্যকে দূরীভূত করিতে মাসিদোনিয়গণ বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিল না, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের আততায়ীগণকে অপেক্ষাকৃত সহজে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে তাহারা ধীরভাবে প্রথম শ্রেণীস্থ শকটগুলি অপসারিত করিয়া, যে যে ভাবে পারিল মাসিদোনিয়দিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু এই স্থান হইতেও তাহারা ফ্যালাংক্স কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতেও দূরীভূত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার ঐ দিবসই ঐ পদাতিক সৈন্য দ্বারা যতদূর সম্ভব নগর অবরোধ করিলেন। নগর প্রাচার অত্যন্ত দীর্ঘ থাকায় তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিত সমর্থ হইলেন না। তিনি যে স্থান অবরোধে সমর্থ হইলেন, সেই স্থানে একটী হ্রদ ছিল। তিনি ঐ হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে নিজ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে ভারতীয়গণ পূর্ব্বপরাজয়ে ভীত হইয়া রাত্রিতে নগর ত্যাগ করিবে। তাঁহার অনুমান সত্য হইল;

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অনেকেই নগর প্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যের "ঘাঁটি"তে উপনীত হইলে, সম্মুখবর্ত্তিগণ হত হইল ও পশ্চাৎস্থিত ভারতীয়গণ হ্রদটীকে প্রহরীবেষ্টিত দেখিয়া পুনর্ব্বার নগর-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার তজ্জন্য হ্রদ ব্যতীত অন্যান্য স্থান দ্বিগুণ বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং হ্রদের নিকটেও প্রহরী সন্নিবেশ করিলেন। নগর-প্রাচীর ধ্বংস করণার্থ তিনি সামরিক এঞ্জিন সমূহও সেই স্থানে আনিতে ইচ্ছুক হইলেন। নগর হইতে কয়েকজন পলাতক তাঁহার নিকট সংবাদ আনয়ন করিল যে ভারতীয়গণ সেই রাত্রিতেই হ্রদের পার্শ্ব দিয়া পলায়ন করিবে। আলেকজান্দার সেই স্থানে লাগস্-পুত্র টলেমীর অধীনে তিনদল হাইপাস্‌ফিষ্টস্ ও তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া টলেমীকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন "বর্ব্বরগণকে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তুমি সৈন্যসহ অগ্রসর হইবে ও তুরীবাদকদিগকে সঙ্কেত করিতে আদেশ প্রদান করিবে।" কর্ম্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সঙ্কেত প্রদান করা মাত্র তোমরা নিজ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আদিষ্ট স্থান উপনীত হইবে। আমিও যুদ্ধস্থল হইতে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না (১)।"

---

(১) এই স্থানে আলেকজান্দারের সহস্রাধিক সৈন্য আহত হয়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

সাঙ্গাল্ অধিকার

আলেকজান্দার উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। টলেমী সেই স্থানে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শকটগুলি সংগ্রহ করিয়া আড়াআড়ী করিয়া এমন ভাবে স্থাপন করিলেন যাহাতে শত্রুগণ মনে করে যে তাহাদের পলায়নকালে অনেক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে সকল খোঁটা সংগৃহীত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি হ্রদ ও পূর্ব্বনির্ম্মিত প্রাচীর মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্তম্ভ-পংক্তি নির্ম্মিত করিলেন। এই সকল ব্যাপারই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রাত্রিকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে, আলেক-জান্দারের পূর্ব্ব-সংগৃহীত সংবাদানুসারে, বর্ব্বরগণ হ্রদের সম্মুখস্থ দ্বারগুলি উন্মোচন করিয়া পূর্ণবেগে ঐ হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা আলেকজান্দার-নিয়োজিত প্রহরী বা টলেমীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সেই সময় তুরীবাদকগণও সঙ্কেতধ্বনি করাতে, টলেমী স্বীয় সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। শকট ও স্তম্ভপংক্তি-গুলিও ভারতীয়গণের পলায়নে বাধা প্রদান করিতে লাগিল এবং তুরীবাদকগণের শব্দ শ্রবণে টলেমী ও তাঁহার সৈন্যগণ, ভারতীয়গণ যেমন শকট হইতে নির্গত হইতে লাগিল তেমনি তাহাদের হত্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভারতীয়গণ পুনর্ব্বার নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণার্থ পলায়ন করিল। এই পলায়ন ব্যাপারে তাহাদের পাঁচশত সৈন্য বিনষ্ট হইল।

ইতোমধ্যে পোরস্ তাঁহার অবশিষ্ট হস্তী, পাঁচসহস্র ভারতীয় সৈন্য ও সামরিক এঞ্জিনসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শেষোক্ত-গুলিকে নগর প্রাচীর-সন্নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু নগরপ্রাচীর ভগ্ন করিবার পূর্ব্বেই মাসিদোনিয়গণ আক্রমণ করিয়া নগর অধিকার করিল এবং ইতোমধ্যে তাহারা ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের তলদেশ খনন করিয়া ও উহার চতুর্দ্দিকে অধিরোহণী সংলগ্ন করিয়াছিল। নগরাধিকারে সপ্তদশ সহস্র ভারতীয় হত এবং সপ্ততি সহস্রাধিক বন্দী হইল। এতদ্ব্যতীত তিনশত শকট ও পাঁচশত অশ্বারোহীও আলেকজান্দারের করতলগত হইল। অবরোধ ব্যাপারে আলেকজান্দারের এক শতের কম হত হইলেও কয়েকটী কর্ম্মচারী ও প্রায় দ্বাদশ শত সৈন্য আহত হইল। শরীর-রক্ষী সৈন্যের লিসিমাকস্‌ও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রচলিত রীত্যনুযায়ী আলেকজান্দার নিহত সৈন্যদিগকে সমাহিত করিয়া নিজ সেক্রেটারী ইউমিনিসের অধীনে তিনশত সৈন্য দিয়া অপর যে দুইটি নগর সাঙ্গালের সহিত একযোগে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে সাঙ্গাল্ অধিকৃত হইয়াছে ও অধিবাসিবৃন্দ নগর পরিত্যাগ না করিয়া আলেকজান্দারকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলে, তিনি রূঢ় ব্যবহার করিবেন না। বস্তুতঃ পক্ষে এযাবৎ যে সকল স্বাধীন ভারতীয় জাতি স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, —তাহাদের প্রতি তিনি কোন রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু, ইতোমধ্যে উক্ত নগরদ্বয়ের অধিবাসিগণ সাঙ্গাল্-পতন সংবাদ অবগত ও তাহাতে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আলেকজান্দার উহাদের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া উহাদের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহারা বহু পূর্ব্বেই

পলায়ন করাতে তিনি তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু পলায়নে অসক্ত পাঁচশত ব্যক্তিকে নৃশংসরূপে হত্যা করা হইয়াছিল। পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন অনাবশ্যক বিবেচনায় তিনি সাঙ্গালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নগর ভূমিসাৎ করিলেন। স্বেচ্ছায় যে সকল ভারতবাসী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেই ঐ ভূমি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি পোরস্‌কে ভারতীয় সৈন্য সহ অধিকৃত নগর সমূহে সৈন্য স্থাপন করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং হাইফাসিসের অপর তীরবর্ত্তী জনপদ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। যতদিন শত্রু সম্মুখীন থাকিবে, ততদিন তাঁহার নিকট যুদ্ধের অবসান হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৈন্যগণের হাইফাসিস্ উত্তীর্ণ হইতে অনিচ্ছা

হাইফাসিসের অপর তীর অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া প্রকাশ ছিল এবং ঐ জনপদের অধিবাসীরা সুদক্ষ কৃষক, রণনিপুণ যোদ্ধা এবং উত্তম আভ্যন্তরীণ শাসনাধীন ছিল; জনসাধারণ অভিজনগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত এবং শেষোক্তেরা সাধুতা ও সংযমের সহিত ন্যায়দণ্ড পরিচালনা করিতেন। ইহাও প্রচারিত ছিল যে, অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের হস্তী আকার, সাহস ও সংখ্যায় অধিক ছিল। আলেকজান্দার এই সংবাদে এই দেশ অধিকার করিতে অধিক ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু মাসিদোনিয়গণ তাহাদের রাজার এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। এই জন্য

আলেকজান্দার স্বয়ং অগ্রসর হইলেও সৈন্যগণের মন্ত্রণাসভায় চরম-পন্থীগণ অগ্রসরে অনিচ্ছাপ্রকাশ ও অপর সকলে নিজেদের দুর্দ্দশায় দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল; আলেকজান্দার এই সকল সংবাদ অবগত হইলে, সৈন্যগণের মধ্যে অবসাদ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে পরামর্শার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে নিম্নোক্তমর্ম্মে সম্বোধন করিলেন—

"হে মাসিদোনিয়গণ ও বন্ধুবর্গ! আপনারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আমার সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হইতেছেন না দেখিয়া, আমার সহিত অগ্রগামী হইবার জন্য আপনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে অথবা আপনাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার জন্য, আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। যদি আপনাদের অতীত ক্লেশ বা আমার অধিনায়কত্বের সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু থাকে, তবে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু অতীত ক্লেশের জন্য যদি আপনারা আইওনিয়া, ফ্রিজিয়া সহিত হেলস্‌পণ্ট, কাপাডোসিয়া, প্যাফ্লাগোনিয়া, লিডিয়া, কারিয়া, লিসিয়া, প্যাম্‌ফিলিয়া এবং ফিনিসিয়া, নিবিয়া সহ মিশর, আরবের অংশ বিশেষ, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, বাবিলন্, সুসিয়ানা, পার্সিস, মিডিয়া এবং মিডিস্ ও পারসীক জাতিদ্বয় কর্ত্তৃক শাসিত প্রদেশ সমূহ ও এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশ (যাহা এই জাতিদ্বয় কোন দিন অধিকার করে নাই) লাভ করিয়া থাকেন; যদি ইহা ব্যতীত আমরা কাস্পিয়ান্ গেট, ককেসাস্ পর্ব্বত, টানেস্ (১) ও বাক্‌ট্রিয়া, হির্কানিয়া এবং হির্কানিয় সাগরের বহির্ভূত দেশ জয় করিয়া

(১) আলেকজান্দার ইহাকে জাক্‌জার্টিস নদী ভাবিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

থাকি; যদি আমরা সিথিয়াবাসীদিগকে তাহাদের মরুভূমি মধ্যে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, এবং সিন্ধু, হাইডাস্‌পিস্‌, আকিসাইন্‌, হাইড্রাওটীস্‌নদী সেবিত জনপদ অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তবে আপনারা হাইফাসিস্‌ উত্তীর্ণ হইয়া ইহার অপর তীরস্থ জাতিবর্গকে মাসিদোনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? যে বর্ব্বরগণ আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, অনেকে পলায়ন কালে বন্দীভূত হইয়াছে, অনেকের পরিত্যক্ত প্রদেশ আমাদের মিত্রবর্গকে অথবা স্বেচ্ছায় পদানত জাতিকে দান করা হইয়াছে; ইহাতেও কি আপনারা, অন্য বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক আমরা পরাভূত হইব মনে করিয়া ভীত হইয়াছেন?"

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের বক্তৃতা

আমার মতে, সাহসী ব্যক্তির একটী মাত্র উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তাঁহার কার্য্যাবলী গৌরবজনক হয় তবে এই সকল কার্য্যই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। তবে কাহারও যদি এই বর্ত্তমান অভিযানের শেষ সীমা অবগত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যেন মনে করেন যে গঙ্গানদী ও পূর্ব্বসাগর বর্ত্তমানে অধিক দূরে নাই। মহাসমুদ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই বেষ্টিত এবং সেইজন্য আমার দৃঢ়

বিশ্বাস যে এই সমুদ্র হির্কানিয়া সমুদ্রের (১) সহিত সংযোজিত —অধিকন্তু আমি মাসিদোনিয়গণ ও তাহাদের মিত্রবর্গের নিকট প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইব যে, ভারতীয় উপসাগর পারস্যোপসাগরের সহিত এবং হির্কানিয়া সাগর ভারতীয় উপসাগরের সহিত সংযোজিত। পারস্যোপসাগর হইতে আমাদের রণতরী লিবিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া হার্কিউলিসের স্তম্ভ (২) পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। এই স্তম্ভ হইতে লিবিয়ার সমস্ত আভ্যন্তরীণ প্রদেশ আমাদের হস্তগত হইবে এবং এবম্প্রকারে আমরা সমগ্র এসিয়ার প্রভু হইলে বিধাতা ঐ দিকে পৃথিবীর যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের রাজ্যেরও উহাই সীমা হইবে। কিন্তু যদি এক্ষণে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে হাইফাসিস্ ও পূর্ব্ব সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সামরিক জাতিগণ এবং এই জনপদ ও হির্কানিয়ার অধিবাসিবৃন্দ (ইহাদের প্রতিবেশী সিথিয়াবাসীদের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করিলেও) অপরাজিত থাকিবে এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলে যে সকল জাতি পরাভূত হইয়াছে এবং যাহাদের প্রভুভক্তির উপরে সম্পূর্ণরূপে আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না, তাহারা অপরাজিত জাতি কর্তৃক বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইতে প্রোৎসাহিত হইতে

---

(১) সেই সময়ের প্রচলিত প্রবাদ এই ছিল যে, কাস্পিয়ান্ সাগর পৃথিবী বেষ্টনকারী সমুদ্রের শাখা।

(২) এই প্রসঙ্গে আরিয়ান অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "আলেকজান্দার পার্সিপোলিস্ পৌঁছিয়া ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রীস্ নদী হইয়া পারস্যোপসাগরে উপনীত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।...অনেক লেখক ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আরব ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমুহ প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমধ্যসাগরে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।" প্লুটার্ক এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হার্কিউলিসের স্তম্ভ—ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথের পর্ব্বতদ্বয়।

পারে। তাহা হইলে আমাদের সকল শ্রম ব্যর্থ হইবে এবং আমরা নূতন ক্লেশ স্বীকারে ও বিপদজাল বহনে বাধ্য হইব। হে মাসিদোনিয় বন্ধুগণ ও মিত্রবর্গ! আপনারা অধ্যবসায়ী হউন! যাঁহারা ক্লেশ ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলীই কীর্ত্তি অর্জ্জন করে। সাহসিক কার্য্যসমন্বিত জীবনই সুখকর এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিলে মৃত্যু প্রীতিকর হয়। আপনারা কি বিদিত নহেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ টিরিন্স্ (৩) বা আর্গস, পিলোপনিসস্ বা থিব্‌সে বাস করিয়া দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই? হিরাক্লিস্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা ডাইওনিসস্ কি কম পরিশ্রম করিয়াছিলেন? কিন্তু আমরা নিসা অপেক্ষাও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং হিরাক্লিস্ যে আয়র্ণস পর্ব্বতাধিকারে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার সহিত এসিয়ার অন্যান্য যে সকল জনপদ আমরা অধিকার করিয়াছি তাহা যোগ করুন। আপনারা কি বিবেচনা করেন যে, আমরা, মাসিদোনিয়ায় স্বগৃহে উপবেশন করিয়া বিনাক্লেশে প্রতিবেশী থ্রেসিয়ান্, ইলিরিয়ান্, এবং ট্রিবিলিয়ান্ (৪) অথবা আমাদিগের শত্রু গ্রীস্‌বাসীদিগকে বিনাক্লেশে দমন করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিতাম?

আপনাদিগের অধিনায়কত্বের কালে আপনারা যে সকল ক্লেশ ও

(৩) মাসিদোনিয়রাজগণ হিরাক্লিসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। হিরাক্লিস্ আর্গসের নিকটবর্ত্তী টিরিন্স্ নগরে বাস করিতেন। আর্গস্ ও থিব্‌স্ গ্রীসের নগরদ্বয়; পিলোপনিসস্—গ্রীসের প্রদেশ বিশেষ।

(৪) মাসিদোনিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ। গ্রীসের অধিবাসীদিগের সহিত মাসিদোনিয়ার সৌহৃদ্য ছিল না এবং গ্রীসদেশবাসিরা মাসিদোনিয়বাসিগণকে হেলেনের বংশধর (বা প্রকৃত গ্রীসবাসী) বলিয়া স্বীকার করিত না।

বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যদি আমি বাস্তবিক সেইগুলি হইতে দূরে থাকিতাম, তাহা হইলে আপনারা নূতন আয়োজনে যোগদান করিতে বিরত থাকিতে পারিতেন; তাহা হইলে একের পক্ষে ক্লেশ স্বীকার ও অন্যের পক্ষে পুরস্কার লাভ হইত। কিন্তু আমরা একইরূপ পরিশ্রম করিয়াছি; আমি আপনাদের ক্লেশের ভাগী হইয়াছি অথচ পুরস্কার সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছে। অধিকৃত ভূভাগগুলি আপনাদেরই অধিকৃত এবং আপনারাই এই সকলের ক্ষত্রপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের মধ্যেই অধিকাংশ ধনরাশি বিতরিত হইয়াছে। সমগ্র এসিয়া আমার করতলগত হইলে, আমি জগদীশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি প্রত্যেককে কেবল সুখী করিব না, প্রত্যেকের আশার ও ইচ্ছার অতিরিক্ত দান করিব। যাঁহারা গৃহ প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমি গৃহে প্রেরণ করিব অথবা স্বয়ং লইয়া যাইব। যাঁহারা এইস্থানে থাকিবেন, আমি গৃহগমনকারীদের চক্ষে তাঁহাদিগকে ঈর্ষান্বিত করিব।"

সপ্তবিংশ অধ্যায়

কৈনসের প্রত্যুত্তর

আলেকজান্দার এই মর্ম্মে সম্বোধন করিলে, অনেকক্ষণ কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কেহই প্রকাশ্যে রাজার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না; পক্ষান্তরে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদানেও কেহ ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী হইলেও, পুনঃ পুনঃ

প্রত্যুত্তর করিতে আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে পোলিমোক্রেটীস্-পুত্র কৈনস্ সাহসী হইয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে উত্তর করিলেন:—

"হে রাজন্! আপনি যখন মাসিদোনিয়গণকে বলপূর্ব্বক শাসনে ইচ্ছুক নহেন, পরন্তু আপনি তাহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন অথবা তাহাদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইবেন এবং বল প্রকাশ করিবেন না, এরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমি সাধারণ সৈন্যগণের পক্ষে নিবেদন করিব। আমার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের পক্ষে (যাঁহারা সাধারণ সৈনিক অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়াছেন) আমি কিছুই নিবেদন করিব না। অপিচ, কেবল সৈন্যগণের পক্ষেই যাহা প্রিয় হইবে তাহা আমি জ্ঞাপন করিব না; যাহাতে আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুবিধা হইবে তাহাই নিবেদন করিব। আমার বয়সের উপযোগী উপদেশ নিবেদন করিতে বাধ্য হইব। আপনি আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন এবং সকল বিপদে আমি যে অকুতোভয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমি কোন বিষয় গোপন করা উচিত বোধ করি না। আমরা গৃহত্যাগ করিয়া আপনার অধিনায়কত্বে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, সেই সকল কার্য্যের সংখ্যা ও গুরুত্বের প্রতি যতই দৃষ্টিপাত করি ততই আমাদের এই পরিশ্রম ও বিপদের সীমা নির্দ্দেশ করা সমীচীন মনে করি।

"আপনি স্বয়ং দেখিতে পারেন যে কতগুলি মাসিদোনিয় ও গ্রীক আপনার সহিত মাসিদোনিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিল এবং তাহার কতগুলিই বা অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের দল হইতে পরিশ্রমে অনিচ্ছুক থেসেলিয়াবাসিগণকে বাকৃট্রা হইতে বিদায় দিয়া বুদ্ধিমানের

কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার গ্রীকগণের কেহ কেহ আপনার প্রতিষ্ঠিত নগরসমূহে অনিচ্ছায় বাস করিতেছে; অবশিষ্ট সকলে আমাদের পরিশ্রম ও বিপদের ভাগী রহিয়াছে। তাহারা ও মাসিদোনিয় সৈন্যদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে; অনেকে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; অনেকে এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে; অধিকাংশ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অনেক সৈন্যের স্বল্পমাত্রই জীবিত রহিয়াছে এবং ইহাদেরও পূর্ব্বের ন্যায় শারীরিক শক্তি নাই এবং তাহাদের মানসিক শক্তি বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। যাহাদের মাতাপিতা জীবিত আছেন তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রের সহিত সাক্ষাৎলাভে ব্যগ্র হইয়াছে, আর কিছু নাই হোক অন্ততঃ স্বদেশ দেখিবার আশা করিতেছে। যাহারা নিম্নপদ হইতে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছে এবং আপনার বদান্যতায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবে তাহাদের পক্ষে স্বদেশ দেখিবার এরূপ আশা মার্জ্জনীয়। সুতরাং আপনি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে চালিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না; অনিচ্ছা সহকারে শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলে বিপদ্কালে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাহসী হইবে না। অপিচ, যদি ইহা আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে আপনার গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষাতের জন্য আপনিও আমাদের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করুন, গ্রীকদের ব্যবস্থা করুন এবং পিতৃ-পিতামহের গৃহে আপনার বহুসংখ্যক বিখ্যাত জয়ের বিবরণ প্রচার করুন। তৎপরে আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি এই সকল ভারতীয়গণ বা ইউক্সাইন্ সমুদ্র তীর বা কার্চ্চেডন (১) এবং

(১) কার্থেজ।

লিবিয়া প্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সেই সময়ে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ সমীচীন হইবে এবং পরিশ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিবর্ত্তে উদ্যোগী মাসিদোনিয় ও গ্রীক সৈন্য আপনার পদানুসরণ করিবে। আপনার সহগামী সৈন্যগণ ঐশ্বর্য্যবান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে দেখিয়া নবীন সৈন্যগণ স্বভাবতঃই আপনার অনুগামী হইবে। সাফল্যের সঙ্গে সংযমতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। যদিও এইরূপ সাহসী সৈন্যদের অধিনায়কত্বের জন্য আপনার পৃথিবীস্থ শত্রুর দ্বারা কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই, তথাপি পূর্ব্ব হইতে দেবতাগণের ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারা যায় না এবং তজ্জন্য মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে উহার প্রতিবিধানও করিতে পারে না।"

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের বিরক্তি

কথিত আছে যে, কৈনসের বক্তব্য শেষ হইলে উপস্থিত সকলে জয়ধ্বনি সহকারে কৈনসের অনুমোদন করিল। নূতন বিপদের সম্মুখীন হইবার অনিচ্ছা ও প্রত্যাগমনের ইচ্ছা যে কিরূপ সুখদায়ক কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে নির্গত বারি তাহার পরিচয় প্রদান করিল। কিন্তু কৈনস্ যেরূপ স্বাধীনতার সহিত স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ ও অন্যান্য সেনাপতিগণ যেরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আলেকজান্দার বিরক্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন। পরদিবস (তখনও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই) তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইবেন কিন্তু

কোন মাসিদোনিয়কে স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার সহগামী হইতে বলপ্রকাশ করিবেন না; কারণ অনেক ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের রাজার পদানুসরণ করিবে। কিন্তু গৃহগমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যেন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করে যে তাহারা রাজাকে শত্রুবেষ্টিত রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কথিত আছে যে, এই কথা বলিয়া তিনি নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং সে দিবস কোন সঙ্গীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না; মাসিদোনিয় ও মিত্রবর্গের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া যদি তাঁহার সহগমনে ইচ্ছা হয়, এই আশায় তিনি তৃতীয় দিবসও কাহারও সহিত দেখা করিলেন না। সমস্ত শিবিরে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; সৈন্যগণের মত পরিবর্ত্তন দূরে থাকুক, তাহারা আলেকজান্দারের ক্রোধে অধিকতর বিরক্ত হইল। লাগসপুত্র টলেমী বলেন যে, আলেকজান্দার তথাপি নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেবতাদের অর্চ্চনা করিলেন; কিন্তু দেবার্চ্চনায় অশুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া, তিনি বয়োবৃদ্ধ সঙ্গীদিগকে ও প্রিয়তম বন্ধুদিগকে একত্রীভূত করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ বিবেচনা করিয়া, সৈন্যদিগের নিকট নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (১)।

---

(১) ৩২৬ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাস।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রত্যাবর্ত্তন

সৈন্যগণ প্রত্যাগমনের সংবাদ অবগত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অনেকে আহ্লাদাতিশয্যে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ কেহ রাজকীয় শিবির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, আলেকজান্দার কেবল নিজ সৈন্যদের দ্বারাই পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নানারূপে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। আলেকজান্দার সৈন্যগণকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন এবং যে সকল দেবতা তাঁহাকে বিজয়ী সেনাপতিরূপে এত দূরদেশে পরিচালিত করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ এবং নিজ পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ এই সৈন্যদলকে সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত দ্বাদশটী বেদী নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন।

বেদীগুলি নির্ম্মিত হইলে তিনি প্রথামত সেই সকল বেদীতে দেবার্চ্চনা ও তথায় ব্যায়ামক্রীড়াদির অনুষ্ঠান করিলেন। অতঃপর তিনি হাইফাসিসের পশ্চিমতীরবর্ত্তী সকল জনপদ পোরসের শাসনাধীন করিয়া হাইড্রাওটীস্ তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আকিসাইনে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরী তাঁহার আদেশানুযায়ী হিফেষ্টীয়ন্ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের যে সকল অধিবাসী স্থায়ীভাবে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল, তিনি তাহাদিগকে ও বেতনভোগী সৈন্যের অকর্ম্মণ্যগুলিকে এই নগরে বাস করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি সমুদ্রযাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে অভিসারিসের প্রতিবেশী শাসনকর্ত্তা আর্সাকিস্ (১) এবং অভিসারিসের ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ নানারূপ মূল্যবান উপহার ও অভিসারিস্-প্রেরিত ত্রিশটী হস্তীসহ আলেকজান্দারের নিকট সমাগত হইলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন যে অভিসারিস্ শারিরীক অসুস্থতার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আলেকজান্দার-প্রেরিত দূতগণও এই সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করিল। আলেকজান্দার এই সংবাদে প্রত্যয়স্থাপন করিয়া অভিসারিস্কে নিজরাজ্যের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন এবং আর্সাকিস্কে তাঁহার অধীনস্থ করিলেন। তৎপরে করের পরিমাণ স্থিরীকৃত করিয়া তিনি আকিসাইন্ নদীতীরে দেবার্চ্চনা করিলেন। তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া হাইডাস্পিস তীরে সৈন্যগণকে নিকাইয়া ও বৌকেফালা নগরদ্বয় সংস্কৃত করিতে ও ঐ প্রদেশের অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে নিয়োগ করিলেন (২)।

---

(১) সম্ভবতঃ উরসারাজ। সিন্ধু ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

(২) উল্লিখিত বেদীগুলির কথা প্লিনিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে বেদীগুলি নদীর বামপার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যান্য সকল ঐতিহাসিকই উহাদিগকে নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন; ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বেদীগুলি দেখা গিয়াছিল। প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার সময়েও পারসীক নরপতিগণ নদীতীরে উপনীত হইয়া এই সকল বেদীগুলি পূজা করিতেন। বর্ত্তমানে এই সকল বেদীর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে দায়দরসের উক্তি উল্লেখযোগ্য। উহা এইখণ্ডে অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নীলনদ ভ্রমে সিন্ধুনদী

হাইডাস্‌পিস্ (১) তীরে বহুসংখ্যক ত্রিংশ ক্ষেপণী সমন্বিত ও অন্যান্য প্রকারের নৌকা ও সৈন্য ও জন্তুগণের জন্য সহজে নদী উত্তীর্ণ হইবার যানাদি প্রস্তুত করিয়া (২) তিনি হাইডাস্‌পিস্ হইয়া মহাসমুদ্র গমনে মনঃস্থ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি সিন্ধুতে কুম্ভীর দেখিয়াছিলেন এবং নীল ও উক্ত সিন্ধু ব্যতীত অন্য কোন নদীতে কুম্ভীর দেখিতে না পাওয়ায় এবং মিশরে যেরূপ শিম (৩) দেখিয়াছিলেন সেইরূপ

---

(১) ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, ইতঃপূর্ব্বে পোরস্ এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

(২) ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, ইমদই পর্ব্বতসমীপে অবস্থিত হাইডাস্‌পিস্ ও আকিসাইনের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের বন্য হইতে আলেকজান্দার প্রভৃত বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া তাহা হাইডাস্‌পিস্ নদীতীরে আনয়ন করতঃ উহাদ্বারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্যার আলেকজান্দার বার্ণিস্ বলিয়াছেন "The timber of which the boats of the Punjab are constructed is chiefly floated down by the Hydaspes from the Indian Caucasus, which most satisfactorily explains the selection of its banks by Alexander in preference to the other rivers" অর্থাৎ এক্ষণে পাঞ্জাবের নৌকাগুলি যে কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয় তাহা ভারতীয় ককেসাস্ পর্ব্বত হইতে হাইডাস্‌পিস্ নদী পথে আনয়ন করা হয় এবং এই কারণেই আলেকজান্দার এই সকল নদী পরিত্যাগ করিয়া হাইডাস্‌পিস্ পথেই কাষ্ঠগুলি আনয়ন করিয়াছিলেন। ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে সকল আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছিল।

(৩) মিশরবাসী পুরোহিতগণ ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

শিম আকিসাইন্‌ নদীতীরে দেখিয়া এবং এই আকিসাইন্‌ সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে অবগত হইয়া তিনি নীলনদের উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, এই সিন্ধুনদী ভারতীয়গণের দেশের কোনস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া ও প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার পথে কোন স্থানে ইহার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পৃথিবীর জনাকীর্ণস্থানের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে ইহা তদ্দেশীয় ইথিওপিয়া ও মিশরবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক নীলনদ নামে অভিহিত হইয়াছে। হোমর্‌ যেরূপ মিশরের নামানুসারে এই নদীকে মিশর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ হইয়াছিল (৪)। নীল নদ মিশর দেশেরই সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে যে আলেকজান্দার এইজন্যই স্বীয় মাতা অলিম্পিয়াশ্‌কে ভারতবাসিদের দেশ সম্বন্ধে লিখিবার সময় উল্লেখ করিয়াছিলেন যে তিনি নীলনদের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসকল গুরুবিষয় সম্বন্ধে সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন তিনি বিশেষ যত্নসহকারে সিন্ধুনদ সংক্রান্ত প্রমাণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভারতবাসীদের নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে হাইডাস্‌পিস্‌ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং আকিসাইন্‌ সিন্ধুর সহিত

(৪) বান্‌বারী "প্রাচীন ভূগোলের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হেরোডটসের পরবর্ত্তীকালে গ্রীক্‌দিগের ভৌগোলিকজ্ঞান হ্রাস পাইয়াছিল। ষ্ট্রাবোও এই দুই নদীর তুলনা করিয়াছেন। বান্‌বারী উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে উভয়নদী ও নদীতীরস্থ ভূভাগের যথেষ্ট সাদৃশ্যও রহিয়াছে।

মিলিতা হইয়াছে, সুতরাং উভয় নদীরই নাম অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি আরও অবগত হইয়াছিলেন যে মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে সিন্ধুর দুইটী মুখ হয় এবং মিশরদেশের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। কথিত হয় যে, তিনি এইসকল তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সিন্ধু ও ঐসকল নদী হইয়া মহাসমুদ্রে পৌছিবেন স্থির করিয়া তিনি এইজন্য এক রণতরী সম্ভার প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সৈন্যাবলী অন্তর্ভূত ফিনিসিয়া সাইপ্রাস্, কারিয়া ও মিশরদেশবাসিগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত নাবিক সমূহ নির্ব্বাচিত করা হয় (৫)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জলযাত্রার বিবরণ

এই সময়ে আলেকজান্দারের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর কৈনস্ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সমাধিস্থ করেন। তখন আলেকজান্দার সহচরগণ ও তৎসমীপে সমাগত ভারতীয়গণের দূতসমূহের সম্মুখে

---

(৫) আরিয়ান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে পাঁচসহস্র তরী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। কার্টিয়াস্ ও দায়দরস্ মাত্র একসহস্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আটসহস্র সৈন্য, কয়েক সহস্র অশ্ব ও প্রচুর রসদের জন্য নিশ্চয় বহুসংখ্যক রণতরী নিয়োজিত হইয়াছিল। সাইপ্রাস্-দ্বীপ। ফিনিসিয়া—এসিয়ামাইনরের প্রদেশ।

পোরস্‌কে সকল পরাজিত ভূভাগের (১) রাজত্বে বৃত করেন। এই ভূভাগে সাতটী জাতি ও দুইসহস্রের অধিক নগরী ছিল। তৎপরে তিনি নিম্নোক্তপ্রকারে সৈন্যবিভাগ করিলেন। হাইফাস্‌পিষ্টস্‌গণ, তীরন্দাজ সমূহ, আগ্রিএনিয়ানা ও অশ্বারোহী শরীররক্ষিগণকে জাহাজে নিজের সঙ্গে লইলেন (২)। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের একাংশ ক্রাটেরসের অধীনে হাইডাস্‌পিসের দক্ষিণে চালিত হইতে লাগিল; অপর তীরে হিফেষ্টীয়ন্‌ সৈন্যদলের বৃহৎ ও সর্ব্বোত্তম অংশ ও দুইশত হস্তীর অধিনায়করূপে স্থাপিত হইলেন। এই দুইজন সেনাপতি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সোফিইথিসের (৩) প্রাসাদের নিকটে অগ্রসর

---

(১) সাতটীজাতির অধিকৃত ভূভাগ পোরস্‌কে প্রদত্ত হইয়াছিল। পোরস্‌ ও তাঁহার চিরশত্রু তাক্ষিলীসের মধ্যে আলেকজান্দারের যত্নে সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল। তাক্ষিলীস্‌ সিন্ধু ও হাইডাস্‌পিস্‌ মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নরপতিরূপে এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(২) আরিয়ান্‌ স্বীয় ইণ্ডিকার উনবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে নৌবাহিনীতে আটসহস্র সৈন্য ছিল এবং ভূমধ্যসাগর প্রদেশীয় ও অন্যান্য সৈন্য সহ মোট একলক্ষ বিংশসহস্র সৈন্য আলেকজান্দারের দলভুক্ত ছিল। তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে ৩৩ জন নৌসেনাধ্যক্ষের মধ্যে ২৪ জন মাসিদনবাসী, ৮ জন গ্রীক্‌ ও একজন পারসীক ছিলেন। সেলুকাস্‌ ব্যতীত সকল প্রথিতনামা সেনানীরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "সমসাময়িক ভারত" তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৩) ষ্ট্রাবো ও কার্টিয়াস্‌ উত্তর হাইড্রাওটীস্‌ এবং হাইফাসিসের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে সোফিইথিসের (সৌভূতি) রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম্‌ আহম্মদবাদের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ভিরাকে এইস্থান বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ষ্ট্রাবো সৌভূতির রাজ্যের সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত, প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য।

হইতে আদিষ্ট হইলেন। বাক্‌ট্রিয়ার দিকে অবস্থিত সিন্ধুর পশ্চিমাংশস্থ প্রদেশের ক্ষত্রপ ফিলিপ্পস্‌ তিনদিবস পরে পূর্ব্বোক্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণের পদানুসরণ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। নিসিয়াবাসী অশ্বারোহি-গণকে তিনি এক্ষণে নিসায় প্রেরণ করিলেন। রণতরীর একাধিপত্য নিয়ার্কস্‌কে প্রদান করা হইল; কিন্তু আলেকজান্দারের নিজ জাহাজের পরিচালক অনিসিক্রিটস্‌ (যিনি আলেকজান্দারের অভিযানের মিথ্যা-ঘটনাপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) মিথ্যাপূর্ব্বক নিজেকেই এই রণতরীবহরের অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি পরিচালকমাত্র ছিলেন। লাগস্‌-পুত্র টলেমীর মতে (যাঁহার বর্ণনা আমি প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছি) ত্রিংশৎ-ক্ষেপণী সংযুক্ত অশীতি নৌকা ছিল কিন্তু অশ্ববাহী ও অন্যান্য নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা সহ মোট সংখ্যা দ্বিসহস্রের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্যে যে সকল নৌকা পূর্ব্বে এই সমস্ত নদীতে গতায়াত করিত ও যেগুলি বর্ত্তমান কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

জলযাত্রার বিবরণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সৈন্যগণ প্রত্যুষে জাহাজারোহণ করিতে লাগিল। স্বয়ং আলেকজান্দার দেবতা ও আকিসাইন্‌ নদীর প্রথানুযায়ী অর্চ্চনা করিলেন। তিনি জাহাজে উঠিয়া জাহাজের অগ্রভাগস্থ স্বীয় নির্দ্ধারিত স্থান হইতে সুবর্ণ পাত্রে করিয়া

নদীতে জলপ্রদান করিলেন এবং হাইডাস্‌পিস্‌ ও আকিসাইন্‌ উভয়ের নিকটেই প্রার্থনা করিলেন। আকিসাইন্‌কে ঐরূপ করিবার কারণ এই যে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে হাইডাস্‌পিসের সহিত যতগুলি নদী সম্মিলিত হইয়াছে তন্মধ্যে আকিসাইন্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উভয়ের সঙ্গমস্থলও অনতিদূরবর্ত্তী ছিল। তিনি সিন্ধুরও (আকিসাইন্‌ হাইডাস্‌পিসের সহিত সঙ্গমের পরে যাহার সহিত মিলিত হইয়াছে) পূজা করিলেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হিরাক্লিস, এবং আমন্‌ ও অন্যান্য দেবতাগণেরও পূজা করিলেন। অতঃপর, তিনি তূরীধ্বনি সহকারে জাহাজগুলির যাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তূরীধ্বনি হইবামাত্র জাহাজগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বেই রসদও অশ্ববহনকারী এবং যুদ্ধ জাহাজগুলি কিরূপ দূরে দূরে থাকিবে, সে সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল; নতুবা জাহাজগুলি অসংবদ্ধভাবে যাত্রা করিলে সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হইত। দ্রুতপরিচালনক্ষম নাবিকেরাও অপরকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ প্রচণ্ড ক্ষেপণী নিক্ষেপ জনিত শব্দ ইতঃপূর্ব্বে আর শ্রুত হয় নাই; কারণ, এক সঙ্গে অনেকগুলি নৌকা হইতে এই শব্দ নির্গত হইতেছিল। সেনানীগণের আদেশে ও ক্ষেপণকারীদিগের চীৎকারে এই শব্দ বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং ক্ষেপণী নিক্ষেপের শব্দ ও যোদ্ধৃগণের সিংহনাদ তাল রক্ষা করিতেছিল। অধিকন্তু অনেকস্থলে নদীতীরদ্বয় জাহাজ হইতে উচ্চ হওয়াতে এবং স্বল্প পরিমিত স্থানে ঐ শব্দ আবদ্ধ হওয়ায় প্রতিধ্বনি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া ইতস্ততঃ শ্রুত হইতে লাগিল। ক্ষেপণী-নিক্ষিপ্ত শব্দ নদীর উভয় তীরস্থ গিরিসঙ্কটসমূহের নির্জ্জনতার প্রতিধ্বনিত শব্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অশ্ববাহী জাহাজগুলির উপরে অশ্ব দেখিয়া বর্ব্বরগণ স্তম্ভিত হইল; নদীতীরে সমাগত ভারতবাসিগণ বিশেষ আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সহিত জাফরির মধ্য দিয়া অশ্বগুলিকে এরূপ ভাবে দেখিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত জাহাজগুলির অনুগমন করিয়াছিল; ভারতীয়গণের দেশে অশ্বদিগকে কোন সময়েই জাহাজের উপরে করিয়া একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যাওয়া হয় নাই অথবা ডাইওনিসসের অভিযান যে সামুদ্রিক হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও কোন জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া যায় নাই। যে সকল ভারতবাসী ইতঃপূর্ব্বেই আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাও নাবিকগণের সিংহনাদ ও ক্ষেপণী নিক্ষেপ শব্দ শ্রবণ করিয়া নদীতীরে সমাগত হইয়া রণতরীসমূহের পশ্চাদাগমন করিতে লাগিল। যে দিন ডাইওনিসস্‌ (১) তাঁহার ভক্ত অনুচরগণ সহ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া শোভা-যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই ভারতীয়গণ নৃত্য ও সঙ্গীতের অত্যধিক ভক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

হাইডাস্‌পিস্‌ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হওন

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (১) নদীপথে অগ্রসর হইয়া যেস্থানে আলেকজান্দার নদীর উভয় তীরে হিফেষ্টীয়ন্‌ ও ক্রাটেরস্‌কে

---

(১) সমসাময়িক ভারত, প্রথমখণ্ড। ২০-৩৩, ৮১, ১৬৭-১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন নিকাইয়া হইতে সিন্ধু ও অন্যান্য নদীর সঙ্গমস্থান সরলভাবে প্রায় তিনশত মাইল। আলেকজান্দারের অভিযানের এই অংশ সম্বন্ধে সেন্টমার্টিন্‌ বলিয়াছেন যে "সঙ্গমস্থল পরিত্যাগের পরবর্ত্তীকাল হইতেই

শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তথায় তৃতীয় দিবসে, উপনীত হইলেন (২)। দুই দিবস অবস্থানের পর ফিলিপ্পস্ সৈন্যাবলীর অবশিষ্টাংশ সহ এই স্থানে উপনীত হইলে, তিনি ফিলিপ্পস্‌কে শেষোক্ত সৈন্যসহ আকিসাইন্ নদীর তীর হইয়া অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি ক্রাটেরস্ ও হিফেষ্টীয়ন্‌কেও উপদেশানুযায়ী অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি স্বয়ং হাইডাস্‌পিস্ নদীপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাইডাস্‌পিস্ কুত্রাপিও বিংশতি ষ্টাডিয়া অপেক্ষা অল্প প্রশস্ত ছিল না। সুবিধামত স্থানে নৌকাগুলিকে নোঙর করিয়া, তিনি নদীতীরস্থ ভারতীয়গণকে বশীভূত করিলেন। কোন কোন জাতি সন্ধি সূত্রে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণে সাহসী হইয়াছিল তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর তিনি দ্রুতবেগে মালই ও অক্সিড্রাকইদের দেশাভিমুখে অগ্রগামী হইয়া অবগত হইলেন যে, তদ্দেশে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও বহুসংখ্যক ছিল। তিনি ইহাও জ্ঞাত হইলেন যে, ঐ উভয় জাতি তাহাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে সুরক্ষিত নগর সমূহে

আলেকজান্দার অনবরত শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পথিমধ্যবর্ত্তী সকল জাতিকেই তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন। এইসকল জাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসীজাতি ছিল—স্বাধীনতাদৃপ্ত এই জাতিগুলি নিজ নিজ অধিনায়ক ব্যতীত অন্য কাহারও পদানত হইতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছুক ছিলনা। "In all times they have opposed to invasion a vigorous and sometimes a desperate resistance" অর্থাৎ সকল আক্রমণের সময়েই তাহারা ভীষণ বাধা প্রদান করিয়াছিল।

(২) সম্ভবতঃ এইস্থানই পূর্ব্বোক্ত ভিরা।

প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছে। এই কারণে তাহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এবং তাহারা বিপদ ও বিশৃঙ্খলায় পতিত থাকিবার অবস্থায় তাহাদিগকে আক্রমণার্থ তিনি সমধিক দ্রুতবেগে নদীপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রাটেরস্‌ এবং হিফেষ্টীয়ন্‌ যে স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই স্থান ত্যাগ করিবার পঞ্চমদিবস পরে তিনি হাইডাস্‌পিস্‌ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন (৩)। যে স্থানে এই দুইটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং নদীগর্ভ অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া কেবল যে নদীর বেগ অত্যন্ত দ্রুত তাহা নহে, প্রচণ্ড আবর্ত্তসমূহ বিশাল তরঙ্গে পরিণত হয় এবং এরূপ বৃহৎ বেগে প্রধাবিত হয় যে, তরঙ্গশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়। এই সকল কথা ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশবাসিগণ আলেকজান্দারকে জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং তিনি ইহা সৈন্যগণকেও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; তথাপি নাবিকবৃন্দ সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া নদীকল্লোল শ্রুত হইয়া একসঙ্গে তরণীক্ষেপণ বন্ধ করিল। প্রকৃত পক্ষে কর্ণধারগণের আদেশে তাহারা এরূপ করে নাই; তাহারা মেঘনির্ঘোষবৎ শব্দে ভীত হইয়া স্তব্ধ হইয়াছিল।

---

(৩) ঠিক কোন্‌ স্থানে এই ঘটনা ঘটে তাহা নির্ণয় করা যায় না। বর্ত্তমানে যেস্থানে এই দুই নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছে তথায় এরূপ বেগ নাই। আরিয়ান্‌ ও কার্টিয়াস্‌ বর্ণিত জলপ্রপাত আর এই স্থানে দৃষ্ট হয়না। ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে সঙ্গমস্থলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সঙ্গমক্ষেত্রের উত্তরে আলেকজান্দারের সময়ে উক্ত নদীদ্বয় সম্মিলিত হইয়াছিল। দায়দরস্‌ ভ্রমপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে উক্ত দুই নদী সিন্ধুর সহিত এইস্থানে একত্র হইয়াছিল। ৭১২ খৃষ্টাব্দের আরব অভিযানের পর হইতে আমরা পঞ্চনদের নদীসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা অবগত হই।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপদ্

সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে যাহাতে আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া তরীগুলি বিনষ্ট না হয়, পরিচালকবর্গ তজ্জন্য দাঁড়াদিগকে বিশেষ তৎপরতার সহিত ঐ স্থানে ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিয়া বিপদ দূরীভূত করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য জাহাজ গুলি আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়াও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আরোহীগণ ভীত হইলেও, এই তরীগুলি অনেকাংশে গোলাকার করিয়া নির্ম্মিত হওয়াতে, ইহারা নদীবেগে স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ-জাহাজগুলি ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত হইতে এরূপ সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই গুলির দৈর্ঘ্যের জন্য অন্য তরীগুলির ন্যায় তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলিত হইতে পারে নাই এবং যে গুলির দুই শ্রেণী ক্ষেপণী ছিল, সেগুলির নিম্নশ্রেণীস্থ ক্ষেপণীগুলি জলের অধিক উচ্চে উত্তোলিত হইতে পারিত না। এই জন্য, এই শ্রেণীর যানের একপার্শ্ব যখন আবর্ত্তমধ্যে পতিত হইত, তখন ঐ দিকের ক্ষেপণীগুলি যথাসময়ে উত্তোলিত না হইলে জলমধ্যে আবদ্ধ হইত ও উহাদের প্রশস্ত অংশগুলি ভাঙ্গিয়া যাইত। এবংপ্রকারে

ইহার পরেও সিন্ধুর বদ্বীপ পঞ্চাশ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ এই সকল কারণে এই সকল স্থান যথাযথ নির্দ্দেশের সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। ("ভিনসেণ্ট স্মিথের ইতিহাস," তৃতীয় সংস্করণ, ৯২ পৃষ্ঠা)।

কার্টিয়াস্ লিখিয়াছেন যে এইস্থানে আলেকজান্দারের নিজের জাহাজ বিপন্ন হইয়াছিল।

এই জাতীয় অনেকগুলি জাহাজের অনিষ্ট হইয়াছিল এবং দুইখানি জাহাজ পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগাতে অধিকাংশ নাবিকসহ জলমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু নদী যেস্থানে প্রশস্ততর ছিল, তথায় নদীবেগ পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুত বা বিপজ্জনক ছিল না এবং আবর্ত্তগুলির বেগও হ্রাস পাইয়াছিল। এই জন্য আলেকজান্দার নদীর দক্ষিণতীরে (যথায় নদীর বেগ হইতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না ও জাহাজ রক্ষা করিবার স্থান ছিল) নিজ জাহাজগুলি নঙ্গর করিলেন। এই স্থানে নদীমধ্যে একটী অন্তরীপ থাকাতে জাহাজসমূহের সংস্করণ ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহেরও সুবিধা ছিল। তিনি হতাবশিষ্টগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং ভগ্ন তরীগুলির সংস্কার সাধন করিয়া, নিয়ার্কস্‌কে নিম্নগামী হইয়া মালইজাতির অধিকৃত প্রদেশের সীমান্তে উপনীত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। যে সকল বর্ব্বরগণ (১) তাঁহার বশ্যতাস্বীকারে অস্বীকার করিয়াছিল,

---

(১) সম্ভবতঃ, দায়দরস্-উল্লিখিত শিবি ও আগালসস্‌ জাতি। শিবিজাতি পশুচর্ম্ম পরিধান ও গদাহস্তে যুদ্ধ করিত। ইহারা আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিল। আগালসসইগণ চল্লিশসহস্র পদাতিক ও তিনসহস্র অশ্বারোহীসহ আলেকজান্দারের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত হইলে সহস্র সহস্র যোদ্ধা হত ও ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়। আলেকজান্দার ত্রিশমাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগালসসইদের প্রধান নগর অধিকার করেন। ইহাদের দ্বিতীয়নগর আক্রমণ কালে বহুসংখ্যক গ্রীকসৈন্য বিনষ্ট হইলেও, নগরবাসীরা অবশেষে নিজনগরে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পত্নী ও সন্তানাদিসহ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে। আলেকজান্দার কৃপাপরবশ হইয়া তিনসহস্র দুর্গরক্ষক সৈনিকের প্রাণরক্ষা করেন। আরিয়ান্ (৬।৬); কার্টিয়াস্ (৯।৪); দায়দরস্ (১৭।৪৬)।

এইসকল জাতির উল্লেখ সংস্কৃতসাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারত ৬।২১০৬,

তিনি স্বয়ং তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে মালই-জাতির সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণে বাধা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি নৌবাহিনীর সহিত যোগদান করিলেন।

উক্ত স্থানে ইতোমধ্যে হিফেষ্টীয়ন্, ক্রাটেরস্ ও ফিলিপ্পস্ নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী সহ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পরে আলেকজান্দার, হস্তী সমূহ, পলিস্পার্কনের অধীন সৈন্যাবলী, তীরন্দাজসৈন্য ও ফিলিপ্পসের অধীন সৈন্য হাইডাস্পিসের অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসকে এই অভিযানের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। নিয়ার্কাস্‌কে তিনি নৌবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া আদেশ দিলেন যে সৈন্যাবলীর অগ্রসর হইবার তিন দিবস পূর্ব্বে যেন তিনি যাত্রা করেন। তিনি সৈন্যাবলীর অবশিষ্টাংশ তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার পাঁচদিন পূর্ব্বেই হিফেষ্টীয়ন্ অগ্রগামী হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। আলেকজান্দারের পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি কোন শত্রু পলায়ন করে তাহা হইলে তাহারা এই বাহিনী কর্ত্তৃক ধৃত হইবে। নিজের অগ্রসর হইবার তিন দিবস পরে লাগস্-পুত্র টলেমী একদল সৈন্যসহ আলেকজান্দারের পশ্চাদনুসরণ করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল শত্রু আলেকজান্দারকে দেখিয়া পশ্চাদ্দিকে পলায়ন করিবে, টলেমী (২) সেই সকল শত্রুকে বন্দী করিতে

২৫৮৪, ২৬৪৬, ৩৮৫২, ৩৮৫৩, ৬৮৫৩, ৪৮০৮, ৫৪৮৪, ৫৬৪৮, ৭।১৮৩ এবং ৮। ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঝাংয়ের উত্তর-পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(২) এইপ্রকারে হিফেষ্টীয়ন্ হাইড্রাওটীস্ তীরবর্ত্তী ও টলেমী আকিসাইন্ তীরবর্ত্তী ভূভাগ আক্রমণে সমর্থ হইলেন। প্রথমোক্ত সম্ভবতঃ সোরকোট্ হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আদিষ্ট হইলেন। যে সৈন্যবাহিনী অগ্রে যাত্রা করিল, স্বয়ং আলেকজান্দারের আকিসাইন্ ও হাইডাওটীসের সঙ্গমস্থলে (৩) উপনীত হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। ক্রাটেরস্ ও টলেমী এই স্থানেই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী সহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালয় (১) জাতি আক্রমণ

হাইপাস্‌ফিষ্টস্, তীরন্দাজগণ, এগ্রিয়ানিয়ান্, পিথনের অধীন শরীররক্ষী পদাতিক, সমগ্র অশ্বারোহী তীরন্দাজ সৈন্য ও পার্শ্বচর অশ্বারোহীর অর্দ্ধাংশসহ আলেকজান্দার স্বয়ং জলশূন্য ভূভাগের মধ্য দিয়া মালয় নামক এক স্বাধীন ভারতীয় জাতিকে আক্রমণার্থ অগ্রগামী হইলেন। তিনি প্রথম দিবসে, আকিসাইন্ হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থানে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া তিনি সৈন্যদলকে স্বল্পক্ষণ

---

(৩) বর্ত্তমানে এই উভয়নদী মুলতানের ত্রিশমাইল উত্তরে মিলিত হইয়াছে, কিন্তু আলেকজান্দারের সময়ে মুলতানের কয়েকমাইল দক্ষিণে এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল।

(১) মালয় বা মালব ও পরবর্ত্তী অক্সিড্রার্কাই বা ক্ষুদ্রক—মালব ও ক্ষুদ্রক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। মহাভারতে "ক্ষুদ্রক-মালব" জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাণিনিও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান্ তাঁহার ইণ্ডিকাগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই জাতি হাইডাস্‌পিস্ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলের উত্তরে বাস করিত। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থাপ্রদান

বিশ্রাম করিতে অনুমতি প্রদান ও প্রত্যেক সৈন্যই যাহাতে নিজ নিজ সকল প্রকার জলপাত্র জলপূর্ণ করে তাহার আদেশ প্রদান করিলেন। দিবসের অবশিষ্টাংশ ও সমগ্র রাত্রি যাত্রা করিয়া তিনি প্রায় চারি শত ষ্টাডিয়া পথ (২) অতিক্রম পূর্ব্বক প্রত্যূষে এক নগর সম্মুখে উপনীত হইলেন। এই নগরে অনেক মালয় আশ্রয়ার্থ সমাগত হইয়াছিল। তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, আলেকজান্দার জলশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিবেন এবং তজ্জন্য তাহাদের অধিকাংশই অস্ত্রবিহীন হইয়া ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে, নানারূপ অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইবে

করা যায় না। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে লাহোরের নিম্নে হাইড্রাওটীস্ তীরে মালব জাতি বাস করিত। বান্‌বেরী অনুমান করেন যে ইহারা শতদ্রুর বামতীরে বাস করিত।

অক্সিড্রাকাইকে ষ্ট্রাবো হাইড্রাকাই, প্লিনি সিড্রেসী, এবং দায়নরস্ সিরাকোসাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ইহাদিগকে ব্যাকাসের বংশধর বলিয়াছেন।

মহাভারতে মালব জাতিকে পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম মালব বলিয়া বিভক্ত করা হইয়াছে। (৬।১০৭)

সমুদ্রগুপ্তের লিপিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

বিশপ থিল্‌ওয়াল্ বলিয়াছেন যে এই উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নামেই প্রতীয়মান হয় যে একজাতি ব্রাহ্মণ ও অপর শূদ্র ছিল এবং এই জন্যই ইহাদের মধ্যে কোনরূপ আদানপ্রদান হইত না। কথিত হয় যে উভয় জাতি একত্র হইলে ৮০।৯০০০০ পদাতিক, ১০ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৭০০-৯০০ রথী সৈন্য আলেকজান্দারের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত।

(২) বর্ত্তমানে এই ভূভাগ বার নামে অভিহিত।

বলিয়াই আলেকজান্দার যেরূপ এই বিপজ্জনক পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, শত্রুও সেইরূপ কিছুতেই মনে করিতে পারে নাই যে তিনি এই বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া নিজ সৈন্য পরিচালনা করিবেন। এই প্রকারে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহারা অস্ত্রশূন্য থাকাতে বাধা প্রদানের পূর্ব্বেই তাহাদিগের অধিকাংশকে হত্যা করিলেন। তিনি অবশিষ্টাংশকে ঐ নগরে অবরোধ করিলেন এবং পদাতিকের ফ্যালাংস্ সেই স্থানে উপনীত না হওয়াতে তিনি নগর প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে অশ্বারোহী স্থাপন করিলেন। ইহাতে ঐ নগর সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইল। এই স্থানে পদাতিক সৈন্য পৌঁছিবামাত্র, তিনি নিজের ও ক্লিটসের অশ্বারোহী সৈন্য ও এগ্রিয়ানিয়ান্‌গণকে পার্দিকাসের অধীনে অন্য একটী মালয়-নগরে প্রেরণ করিলেন। এই নগরে ঐ জনপদের অনেক মালয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পার্দিকাস্ নগর-মধ্যস্থ মালয়গণকে অবরোধ করিতে উপদিষ্ট হইলেও আলেকজান্দারের উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নগর অধিকার করিতে নিষিদ্ধ হইলেন। অর্থাৎ, যাহাতে কেহই পলায়ন করিয়া আলেকজান্দারের আগমন-বার্ত্তা অন্যান্য বর্ব্বরগণকে প্রদান না করিতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে আদিষ্ট হইলেন। তৎপরে আলেকজান্দার নগর প্রাচীর আক্রমণ করিলেন। বর্ব্বরগণের অনেকে হত হওয়ায় ও কতক আহত হওয়ায় তাহারা নগর প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে পলায়ন করিল। দুর্গ উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং দুরারোহ বলিয়া তাহারা আরও কিছুকাল দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু মাসিদোনিয়গণ বিশেষ তেজস্বিতার সহিত দুর্গের সকল দিক আক্রমণ করাতে এবং স্বয়ং আলেকজান্দার সর্ব্বত্রই আক্রমণে উৎসাহ দিতে থাকায়, দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল এবং

দ্বিসহস্র ব্যক্তিকে (যাহারা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,) হত্যা করা হইল (৩)।

ইতোমধ্যে পার্দিকাস্ যে নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন তথায় উপনীত হইয়া, অধিবাসিগন বহু পূর্ব্বেই নগর পরিত্যাগ করিয়াছে জানিতে পারিয়া অশ্বারোহী সৈন্যকে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ করিলেন এবং লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যগণও যথাসম্ভব দ্রুতবেগে এই কার্য্যে ব্রতী হইল। তিনি কতকগুলি পলাতকগণকে হত্যা করিলেন, কিন্তু অতিদ্রুত পলায়নে সমর্থ শত্রুগণ নদীমধ্যস্থ জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল (৪)।

সপ্তম অধ্যায়

মালয়গণের দুর্গাধিকার

আলেকজান্দার মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া ও সৈন্যগণকে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর প্রদান করিয়া, পরে অগ্রগামী হইতে লাগিলেন এবং রাত্রিতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া প্রত্যুষে হাইড্রাওটীস্ তীরে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় অবগত হইলেন যে, অনেক মালয় নদীর অপর তীরে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু যে সকল মালয় সেই সময়ে নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল তাহাদিগকে

---

(৩) কানিংহাম্ এই স্থানকে কোট্-কামালিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) কানিংহাম্ ইহাকে হারাপা বলিয়াছেন কিন্তু ম্যাক্রিণ্ডল ইহা গ্রহণ করেন নাই।

আক্রমণ করিয়া অনেককে নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে বধ করিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই, তাহাদের সঙ্গে এবং একই প্রণালী দ্বারা নদীর অপর তীরে উপনীত হইলেন। যে সকল শত্রু অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিল তিনি দ্রুতবেগে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তিনি ইহাদের অনেককে বধ করিলেন এবং কিয়দংশকে বন্দী করিলেন। কিন্তু অধিকাংশই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম—উভয়রূপেই সুরক্ষিত এক দুর্গে পলায়ন (১) করিতে সমর্থ হইল। পদাতিক সৈন্য উপনীত হইলে আলেকজান্দার পিথন্‌কে তিন দল অশ্বারোহী সৈন্যসহ পলায়নকারিগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী দুর্গের বিরুদ্ধে গমন করিয়া প্রথম আক্রমণেই ইহা অধিকার করিল এবং হত ব্যতীত অপর সকলকেই বন্দী করিল। পিথন্ ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণ এই প্রকারে নিরূপিত কার্য্য সমাপনান্তে স্কন্ধাবারে প্রত্যাগমন করিল।

অতঃপর অনেক মালয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া আলেকজান্দার স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের এক নগর (২) আক্রমণার্থ সৈন্য

(১) কানিংহাম্ এই স্থানকে মুলতানের নিকটবর্ত্তী তুলাম্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) কানিংহাম্ ইহাকে তুলাম্বা হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী আতারি দুর্গ বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা ৭৫০ ফীট চতুর্ব্বর্গ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে ও উচ্চে ৩৫ ফীট। এই স্থানের কোন ইতিহাস, এমন কি কিংবদন্তীও পাওয়া যায় না; তবে ইষ্টক দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে এই স্থান সুপ্রাচীন। কার্টিয়াস্ লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার নৌকা করিয়া দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে এই প্রদেশ মণ্টোগমারী জেলা নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে পাঁচসহস্র ব্রাহ্মণ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন।

পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই নগরে পৌঁছিয়া তিনি নগর প্রাচীরের সর্ব্বত্রই ঘনসন্নিবিষ্ট ফ্যালাংক্সসহ আক্রমণ করিলেন। নগর প্রাচীরের তলদেশ শূন্যগর্ভ দেখিয়া এবং ক্ষেপণীয় অস্ত্রাদির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব বোধ করিয়া শত্রু নগর প্রাচীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে পলায়ন করিয়া তথা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকজন মাসিদোনিয় সৈনিক তাহাদেরই সহিত একযোগে দুর্গমধ্যে প্রবেশে সমর্থ হওয়ায়, বর্ব্বরগণ পুনর্ম্মিলিত হইয়া মাসিদোনিয়-গণকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলিকে দুর্গমধ্য হইতে বহিষ্কৃত ও পঞ্চবিংশ জনকে হত্যা করিল। ইহাতে আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যগণকে নগর প্রাচীরের সর্ব্বত্রই অধিরোহণী স্থাপন ও প্রাচীরের তলদেশ শূন্যগর্ভ করিতে আদেশ দিলেন; একটী তোরণ শূন্যগর্ভ হইয়া পতিত এবং অন্য দুইটী তোরণের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরে গর্ত্ত হইলে, দুর্গ ঐ দিক হইতে আক্রমণ-যোগ্য হইল এবং আলেকজান্দার সর্ব্ব প্রথমে দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ পূর্ব্বক উপরে উঠিলেন। ইহাতে অন্যান্য মাসিদোনিয়গণ লজ্জায় প্রাচীরের অন্যান্য স্থানে উঠিয়া শীঘ্রই দুর্গ করায়ত্ত করিল। কতকগুলি ভারতীয় নিজ নিজ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিল; তাহারা ধৃত হইয়া হত হইল, কিন্তু অধিকাংশ ভারতবাসীই যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। প্রায় পঞ্চ সহস্র ভারতবাসী হত হইল এবং অধিবাসীরা ক্ষত্রোচিত গুণে বিভূষিত ছিল বলিয়া অত্যল্পসংখ্যকই বন্দী হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

হাইড্রাওটীস্ তীরে মালয়গণের পরাভব

সৈন্যগণকে পূর্ব্বোক্তস্থানে বিশ্রামার্থ একদিন অবসর প্রদান করিয়া তিনি পরদিবস মালয়জাতির অবশিষ্টাংশকে আক্রমণার্থ অগ্রগামী হইলেন। তিনি তাহাদের নগরগুলিকে পরিত্যক্ত দেখিলেন এবং অবগত হইলেন যে অধিবাসীরা মরুভূমিতে পলায়ন করিয়াছে। এইস্থানেও তিনি সৈন্যগণকে একদিবস বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরদিবস আলেকজান্দার পিথন্ ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ ডেমেট্রিয়স্কে নিজ নিজ সৈন্য ও লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যসহ নদীতীরে প্রেরণ করিলেন। এই সকল সেনানী নদীতীর দিয়া অগ্রসর হইয়া নদীতীরস্থ বনভূমিতে লুক্কায়িত বহু মালয়গণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই দুইজন কর্ম্মচারীর অধীন সৈন্যগণ জঙ্গল মধ্যে অনেক পলাতক ধৃত করিয়া বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আলেকজান্দার স্বয়ং মালয়দিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি অবগত হইলেন যে তাহাদের বহু নগর হইতে এই নগরে অনেক মালয় নিরাপদের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয়গণ আলেকজান্দারের আগমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র এই নগর পরিত্যাগ করিল। ভারতীয়গণ হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ ও আলেকজান্দারের গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নদীতীরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নদীতীরও অত্যন্ত উচ্চ ছিল। আলেকজান্দার এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত যে সকল অশ্বারোহী ছিল কেবল তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে মালয়গণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল তথায় উপনীত হইলেন

এবং পদাতিকগণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। নদীতীরে উপনীত হইয়া তিনি অপরতীরে শত্রুগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া ঐ অবস্থায় নদীর মধ্যে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ঝম্প প্রদান করিলেন। শত্রু আলেকজান্দারকে নদীর অর্দ্ধাংশ ঐ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, দ্রুতবেগে অথচ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নদীতীর হইতে অপসারিত হইল এবং আলেকজান্দার কেবল অশ্বারোহীসহ পশ্চাদ্ধাবনে শত্রুর ব্রতী হইলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের সহিত মাত্র একদল অশ্বারোহী দেখিয়া ভারতীয়গণ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশেষ বলসহকারে যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। ভারতীয়গণ সংখ্যায় ৫০,০০০ সহস্র ছিল। আলেকজান্দার তাহাদের শ্রেণী ঘনসন্নিবিষ্ট দেখিয়া এবং নিজ পদাতিক সৈন্য সঙ্গে না থাকায়, শত্রুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ও তাহাদের সন্নিকটে গমন না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে আগ্রিয়ানিয়ান্ ও অন্যান্য লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যগণ (উৎকৃষ্ট সৈন্যগণই এই দলভুক্ত ছিল) তীরন্দাজসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল এবং অনতিদূরেই পদাতিকের ফ্যালাংক্স দৃষ্ট হইল। এতগুলি বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া ভারতীয়গণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক নিকটে তাহাদের যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত নগর (১) ছিল, তাহাতেই পলায়ন করিল। পশ্চাদ্ধাবন কালে

(১) ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, এই নগর ক্ষুদ্রাকারের ছিল। দায়দরস্ ও কার্টিয়াস্ এই নগর অক্সিড্রাকাইদিগের অধিকৃত ছিল লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কানিংহাম্ এই স্থানকে মুলতান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরিয়ানের বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এইস্থান মুলতান নহে। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে ইহা ঝাং ও মণ্টোগমারী এই উভয় জেলার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। মুলতানকে কেহ কেহ সংস্কৃত মুলস্থানপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আলেকজান্দার ইহাদের অনেককে হত্যা করিলেন এবং যাহারা পলায়নে সমর্থ হইল না, তাহারাও নগর মধ্যে অবরুদ্ধ হইল। প্রথমে, আলেকজান্দার সমাগত অশ্বারোহী দ্বারা নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু পদাতিক সৈন্য সেই স্থানে পৌঁছিলে তিনি দিবসের অবশিষ্টাংশে নগর প্রাচীরের চতুর্দ্দিকেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দিবাভাগের এই অবশিষ্টাংশ নগর আক্রমণ করার পক্ষে প্রশস্ত ছিল না, অধিকন্তু পদাতিকগণ দীর্ঘকাল কুচ করায় এবং অশ্বারোহিগণ অনবরত পশ্চাদ্ধাবনে ও নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

নগরাক্রমণ

পরদিবস সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি স্বয়ং এক শ্রেণীর পুরোভাগে অবস্থান করিয়া নগরাক্রমণে ব্রতী হইলেন; পার্দিকাস্ অন্য শ্রেণীর অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ভারতীয়-গণ আক্রমণের প্রতিরোধ না করিয়াই দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণার্থ পলায়ন করিল। এজন্য আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যবর্গ একটী ক্ষুদ্র দ্বার ভগ্ন করিয়া অন্যান্য সৈন্যের বহুপূর্ব্বে নগর প্রবেশে সমর্থ হইলেন। কিন্তু পার্দিকাস্ ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণের নগর প্রাচীর অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় দুর্গপ্রবেশে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রাচীরোপরি রক্ষক না দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিয়াছিল যে, নগর অধিকৃত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহারা অধিরোহণী সঙ্গে লয় নাই। কিন্তু শত্রু

তখনও প্রাচীর অধিকার করিয়া এবং তাহাদের অনেকে আক্রমণ প্রতিরোধে শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাসিদোনিয়গণের কেহ নগরপ্রাচীর ধ্বংস, কেহ অধিরোহণী সাহায্যে নগর প্রাচীরে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাসিদোনিয়গণ অধিরোহণী লইয়া অত্যধিক বিলম্ব করিতেছে মনে করিয়া, তিনি একজনের নিকট হইতে একখানি অধিরোহণী কাড়িয়া লইয়া উহা প্রাচীরে স্থাপন পূর্ব্বক নিজ ঢালদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে, পিউকেসটাস্ তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। আলেকজান্দার ইলিয়ানস্থ (১) আথেনার মন্দির হইতে যে পবিত্র ঢাল লইয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি সকল সময় তাঁহার নিকটে রক্ষা ও প্রত্যেক যুদ্ধে নিজ পুরোভাগে স্থাপন করিতেন, পিউকেস্‌টাস্ সেই ঢালসহ অধিরোহণী আরোহণ করিতেছিলেন। শরীররক্ষী সৈন্যের অন্যতম কর্ম্মচারী লিওনেটাস্‌ও সেই অধিরোহণী সাহায্যে নগর প্রাচীরে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। ভিন্ন অধিরোহণী দ্বারা আব্রিয়াস্ নামক অন্য একটী সৈন্যও এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। (এই আব্রিয়াস্ নিজ অধিকতর দক্ষতার জন্য দ্বিগুণ বেতন ও ভাতা পাইতেন)। আলেকজান্দার এক্ষণে নগরপ্রাচীরের প্রায় শীর্ষদেশে উত্থানে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং প্রাচীরে ঢাল রক্ষা করিয়া কতকগুলি ভারতবাসীকে দুর্গমধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে ও নিজ

---

(১) আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে আলেকজান্দার হেলেস্‌পণ্ট উত্তীর্ণ হইয়া ইলিয়ানে গমন করেন। এই স্থানে আথেনীদেবীর পূজা করিয়া তিনি নিজ বর্ম্ম ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ট্রোজান্ যুদ্ধে ব্যবহৃত মন্দিরস্থ পবিত্র অস্ত্রের কতকাংশ গ্রহণ করেন।

তরবারী সাহায্যেও কতকগুলিকে হত্যা করিয়া নগরপ্রাচীরের কতকাংশ শত্রুবিহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাইফাস্‌পিষ্টস্‌গণ এক্ষণে রাজার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া একসঙ্গে অনেকে অধিরোহণী সাহায্যে দুর্গপ্রাচীরে উত্থানের প্রয়াস পাওয়ায়, অধিরোহণী ভগ্ন হইল এবং যাহারা অধিরোহণীর উপরে ছিল ইহাতে তাহারা পড়িয়া গেল ও অপরের পক্ষে প্রাচীরে আরোহণ আরম্ভ অসাধ্য করিয়া দিল।

এইরূপ সময়ে আলেকজান্দার প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া নিকটবর্ত্তী সকল তোরণ হইতে আক্রান্ত হইতেছিলেন। কোন ভারতবাসীই তাঁহার সন্নিকটে গমন করিতে সাহসী হয় নাই। নগরাভ্যন্তরস্থ অধিবাসীরা অনতিদূরস্থ প্রাচীরের নিকট হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিকন্তু অত্যুজ্জ্বল অস্ত্রাদি (২) ও অসমসাহসিকতার জন্য তিনি সকলের অত্যধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যেস্থানে তিনি রহিয়াছেন, তথায় থাকিলে কোন প্রশংসাযোগ্য কার্য্য করিতে পারিবেন না; পরন্তু, অত্যন্ত বিপদে পড়িবেন। কিন্তু যদি তিনি দুর্গমধ্যে ঝম্প প্রদান করেন, তবে হয়ত এইরূপ সাহসিকতায় ভারতীয়গণ অত্যধিক ভীত হইতে পারে। আর যদি তিনি এইরূপ না করেন, তবে তাঁহাকে অনর্থক বিপদের

---

(২) প্লুটার্ক নিম্নোক্ত প্রকারে আলেকজান্দারের অস্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন :—"তিনি কার্পাসপূর্ণ বক্ষস্ত্রাণের উপরে অনতিদীর্ঘ অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়াছিলেন, মস্তকে উজ্জ্বল ইস্পাতের ও পালক সুশোভিত শিরস্ত্রাণ ছিল। বহু মূল্যবান ও সুখচিত কোমরবন্ধে উজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত তরবারী শোভা পাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ঢাল ও বর্শাও সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।"

ভাগী হইতে হইবে। কিন্তু অন্য প্রকারে তিনি অপমানকর মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন এবং ইহা বিশেষ বীরত্বের কার্য্য বলিয়া পরবর্ত্তীকালে চিরস্মরণীয় হইবেন। এইরূপ মনঃস্থ করিয়া তিনি দুর্গ মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। পরে প্রাচীরে নিজ দেহ রক্ষা করিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহাদিগকে তরবারী দ্বারা বধ করিলেন। ভারতীয়গণের শাসনকর্ত্তাও অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত আলেকজান্দারকে আক্রমণ করিয়া এই প্রকারে হত হইলেন। অন্য একটী ভারতীয়কে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি প্রস্তর নিক্ষেপে তাহাকে প্রতিহত করিলেন এবং অন্য একজনকেও এইরূপে পরাভূত করিলেন। কেহ নিকটে আসিলে তিনি তরবারী ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বর্ব্বরগণের আর তাঁহার নিকটে আসিবার ইচ্ছা থাকিল না কিন্তু তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া যাহার যে অস্ত্র ছিল অথবা যে যাহা পাইতেছিল তাহা লইয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়

আলেকজান্দারের গুরুতর আঘাত

এই বিশিষ্ট বিপদের সময় পিউকেস্‌টাস্‌ ও দ্বিগুণ বেতনভোগী আব্রিয়াস্‌ এবং তাঁহাদের পরে লিওনেটস্‌—কেবল যাঁহারা অধিরোহণী ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে প্রাচীরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—লম্ফপ্রদানে রাজার সম্মুখে পতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আব্রিয়াস্‌ সেই স্থানে যুদ্ধকালে কপোলদেশে তীরবিদ্ধ হইয়া পতিত হইলেন।

স্বয়ং আলেকজান্দারেরও বক্ষঃস্ত্রাণ ছিন্ন হইয়া স্তনের উপরে বক্ষদেশ বিদ্ধ হইল। টলেমি বলিয়াছিলেন যে, রক্তের সহিত ক্ষতস্থান হইতে বাতাস নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও, যতক্ষণ তাঁহার রক্ত উষ্ণ থাকিল, ততক্ষণ তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রতি নিশ্বাসের সহিত প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি নিজের ঢালের উপর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন পিউকেস্‌টাস, আলেকজান্দার যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় উপনীত হইয়া ইলিয়ান্‌ হইতে আনীত পবিত্র ঢালখানি আলেকজান্দারের সম্মুখে ধারণ করিলেন এবং লিওনেটাস্‌ তাঁহাকে পার্শ্বদেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই দুই জনই গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাবে আলেকজান্দারেরও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মাসিদোনিয়গণ কি প্রকারে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। যাহারা আলেকজান্দারকে প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মানাবস্থায় আক্রান্ত হইতে ও পরে দুর্গমধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইতে দেখিয়াছিল, রাজার কোন বিপদ হয় এই আশঙ্কায় তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া অধিরোহণী ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রকার সঙ্কটে তাহারা প্রাচীর আরোহণার্থ নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। প্রাচীর মৃত্তিকা নির্ম্মিত থাকাতে কেহ কেহ উহাতে কীলক বিদ্ধ করিয়া অতি কষ্টে ইহা দ্বারা প্রাচীরোপরি আরোহণ করিতে সমর্থ হইল। কেহ কেহ একে অপরের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধদেশে উঠিল। যে সর্ব্বাগ্রে উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ দুর্গমধ্যে পতিত হইল এবং তাহার পরবর্ত্তী সকলেও এবম্প্রকারে প্রাচীর গাত্র হইতে

ঝম্পপ্রদান করিতে লাগিল। তাহারা তথায় রাজাকে অচৈতন্যাবস্থায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও দুঃখ করিতে লাগিল। এক্ষণে আলেকজান্দারের ভূপতিত দেহের পার্শ্বে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল—একের পর অপর মাসিদোনিয় স্বীয় স্বীয় ঢাল রাজার সম্মুখে রক্ষা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে কতকগুলি সৈন্য তোরণ মধ্যস্থ দ্বারের কীলক ভগ্ন করিয়া অত্যল্প সংখ্যায় দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিল এবং অন্যান্য সকলে দুর্গদ্বারে ছিদ্র হইয়াছে দেখিয়া দ্বারে স্কন্ধ স্থাপন করিয়া উহাকে অধিকতর উন্মুক্ত করিল এবং এবম্প্রকারে দুর্গের ঐ অংশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল।

একাদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের ক্ষতের গভীরতা

তখন তাহারা ভারতীয়গণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল এবং এই হত্যাকাণ্ডে মাসিদোনিয়গণ স্ত্রী পুরুষ বালক কাহাকেও রক্ষা করিল না। কেহ কেহ আলেকজান্দারকে তাঁহার ঢালের উপর করিয়া বহন করিতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল এবং তিনি রক্ষা পাইবেন কি না সে বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। কোন কোন লেখক এরূপ বলিয়াছেন যে, কোস্ নগরবাসী ক্রিটোডিমস্ ইস্ক্লীপিয়াড্, যেস্থানে তীরবিদ্ধ হইয়াছিল তথায় ক্ষত করিয়া ঐ অস্ত্র নিষ্কাশণ করেন। অপর লেখকে বলেন যে, এই ভয়াবহ বিপদকালে তথায় কোন

অস্ত্রচিকিৎসক না থাকাতে, শরীররক্ষী সৈন্যের পার্দিকাস্ নামক এক কর্ম্মচারী, আলেকজান্দারের ইচ্ছায় নিজ তরবারী দ্বারা ক্ষত স্থানে ছিদ্র করিয়া ঐ অস্ত্র নিষ্কাশিত করেন। ইহা নিষ্কাশিত হইলে এত প্রচুর রক্তস্রাব হয় যে, আলেকজান্দার পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হন এবং এই মূর্চ্ছাতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয়। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক আখ্যান রচনা করিয়াছেন, এবং প্রথম আখ্যান-রচয়িতৃগণ হইতে গ্রহণ করিয়া জনশ্রুতি আমাদের সময় পর্য্যন্ত এগুলি রক্ষা করিয়াছে। এই বর্ত্তমান ইতিহাস যতদিন ঐগুলি নিরাকরণ না করে, ততদিন এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ পর্য্যন্ত এই সকল মিথ্যা আখ্যান প্রচলিত থাকিবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাধারণ বিবরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহা হইতে জানা যায় যে এই ঘটনা অক্সিড্রাকাইগণের মধ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা মালয় নামক এক স্বাধীন ভারতীয় জাতির মধ্যেই ঘটিয়াছিল। ঐ নগর মালয়দিগেরই অধিকৃত ছিল এবং যে সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারকে আঘাত করিয়াছিল তাহারা মালয়জাতি-ভুক্ত ছিল। তাহারা অক্সিড্রাকাইগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল, ইহা সত্য, কিন্তু আলেকজান্দারের জলহীন প্রদেশাভ্যন্তর হইয়া আকস্মিক ও দ্রুত কুচের জন্য এই অভিসন্ধি পূর্ণ হয় নাই এবং এক জাতি অপরকে সাহায্য করিতে পারে নাই। অন্য একটি সাধারণ বিবরণ আলোচনা করা যাউক। যেরূপ পূর্ব্বের যুদ্ধ ইসসেই সংঘটিত ও প্রথম অশ্বারোহী যুদ্ধ গ্রানিকসে হইয়াছিল সেইরূপ সাধারণ বর্ণনানুসারে দারিয়াসের সহিত শেষ যুদ্ধ (যাহাতে দারিয়াস্ পলায়ন করেন এবং অবশেষে তিনি বেসসের সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত ও আলেকজান্দারের

আগমনকালে হত হন) আরবেলাতেই ঘটিয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত ঘটনা এই যে এই অশ্বারোহীর যুদ্ধ গ্রানিকসে ঘটিয়াছিল এবং দারিয়াসের সহিত পরবর্ত্তী যুদ্ধ ইসসে হইয়াছিল। কিন্তু যে স্থানে আলেকজান্দার ও দারিয়াসের শেষ যুদ্ধ হয়, সেই স্থান হইতে আরবেলা ছয় শত ষ্টাডিয়া দূর ; যাহারা কম করিয়া গণনা করে তাহাদের মতে ইহা পাচ শত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। কিন্তু টলেমী ও আরিষ্টবোলস্ বলেন যে বৌমদস্ নদী তীরে গৌগামেলায় এই যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে গৌগামেলা একটি শহর ছিল না, বৃহদাকারের একটী গ্রাম মাত্র—ইহার কোন খ্যাতিই ছিল না এবং নামটি শ্রুতিকটুও বটে। এই জন্যই আমার মনে হয় যে, আরবেলা শহর এই হেতু বৃহৎ যুদ্ধের স্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আরবেলা হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে এই যুদ্ধ ঘটিলেও যদি আমরা ইহাকে আরবেলার যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করি, তবে আমরা সালামিসের জলযুদ্ধ কোরিন্থের অন্তরীপের নিকট ও ইউবিয়ার অন্তর্গত আর্টিমিসিয়ার জলযুদ্ধ ইজিনা বা স্থনিয়ামের (১) যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

অপিচ, যাহারা আলেকজান্দারকে তাহার বিপদের সময় ঢাল দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই পিউকেস্টাস্‌কে অন্তর্ভূত করে, কিন্তু লিওনেটাস্ ও আব্রিয়াস্ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে আলেকজান্দার শিরস্ত্রাণে গদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যধিক মস্তক ঘূর্ণন জন্য পতিত হন এবং দণ্ডায়মান হইবামাত্র একটী তীর তাঁহার

---

(১) সালামিসের নৌযুদ্ধে গ্রীকগণ জারাক্সিসের অধীন পারসীক নৌবাহিনীকে পরাভূত করিয়াছিল (৪৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ)। আর্টিমিসিয়ার যুদ্ধও পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘটে কিন্তু জয়পরাজয় অনিশ্চিত ছিল।

বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হয়। কিন্তু লাগস্‌পুত্র-টলেমী বলেন যে তিনি কেবল বক্ষেই এই একমাত্র আঘাতই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক ঐতিহাসিকগণের আলেকজান্দার সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে লাগস্‌পুত্র টলেমী ও পিউকেস্‌টস্‌ আলেকজান্দারের সহিত একযোগে অধিরোহণী আরোহণ করিয়াছিলেন; যখন আলেকজান্দার ভূপতিত হইয়াছিলেন তখন টলেমী তাঁহার উপরে ঢাল রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই "সোটর" (২) (রক্ষাকর্ত্তা) উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। অথচ টলেমী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে তিনি এই সময়ে সে ক্ষেত্রে উপনীত ছিলেন না; পক্ষান্তরে অন্য এক বাহিনীর অধিনায়করূপে তিনি অন্যত্র বর্ব্বরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমার বর্ণনার প্রকৃত বিষয় হইতে বর্ণনান্তরে গমন করিবার কারণ এই যে পরবর্ত্তীকালে মনুষ্যগণ যেন এই সকল বৃহতী কার্য্য ও ক্লেশের কথা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা না করে।

(২) ইহা ভুল। টলেমী রোডস্‌বাসিগণকে ডেমেট্রিয়সের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াই এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সৈন্যাবলীর উদ্বেগ ও ভীতি

ক্ষত শান্তির জন্য যখন আলেকজান্দার এই স্থানে রহিলেন, তখন যে শিবির হইতে আলেকজান্দার মালয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথায় সংবাদ পৌছিল যে আলেকজান্দার ক্ষতের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন সমগ্র সৈন্যদলে সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটী গভীর ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু রোদনধ্বনি সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাহারা অত্যন্ত বিমর্ষ হইল এবং আলেকজান্দারের তুল্যগুণান্বিত অনেক মাসিদোনিয় ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে অধিনায়করূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে সেই সম্বন্ধে গভীর তর্ক সমুপস্থিত হইল। সৈন্যেরা কি প্রকারে নিরাপদে গৃহ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে লাগিল। তাহারা ক্ষত্রোচিত গুণাবলী বিভূষিত শত্রুবেষ্টিত ছিল, অনেক শত্রু এক্ষণেও পরাজিত হয় নাই অথবা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল এবং আলেকজান্দারের ভয় দূরীভূত হইলে অনেকে নিশ্চিতই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইবে। সেই সময়ে তাহাদের বোধ হইতেছিল যে তাহারা অগম্য নদী পরিবেষ্টিত ছিল এবং সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রতীয়মান হইতেছিল যে তাহারা অনতিক্রম্য বিপজ্জাল জড়িত ছিল। তিনি জীবিত আছেন এই সংবাদ পাইলেও তাহারা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই অথবা ইহাও মনে করিতে পারে নাই যে তাহাদের রাজা নিরাময় হইবেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের নিকট হইতে তিনি শীঘ্রই শিবিরে গমন

করিবেন এরূপ সংবাদসহ তথায় পত্র পৌঁছিলেও অনেকেই ভয়াতিশয্যে ঐ সংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কারণ তাহাদের আশঙ্কা হইতেছিল যে ঐ পত্র আলেকজান্দারের শরীররক্ষী ও সেনাপতিগণের জাল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের আহ্লাদ

উপরিউক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সৈন্যমধ্যে গণ্ডগোল নিরাকরণের জন্য, যতশীঘ্র সম্ভব, আলেকজান্দার হাইড্রাওটীস্ নদীতীরে স্বয়ং উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া নৌকাপথে হাইড্রাওটীস্ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন। এইখানে হিফেষ্টীয়ন্ সৈন্যগণের ও নিয়ার্কাস্ রণতরীসমূহের অধ্যক্ষতা করিতে-ছিলেন। আলেকজান্দারের নৌকা শিবির সন্নিকটে অগ্রসর হইবার কালে যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সহজে দেখিতে পায়, তজ্জন্য তিনি চাঁদোয়া স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা ইহাতেও আস্থাস্থাপন করিতে পারিতেছিল না, কারণ তাহারা মনে করিতেছিল যে নৌকায় আলেকজান্দারের শবই আসিতেছে। অবশেষে নদীতীরে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার হস্তোত্তোলন করিয়া ঐ হস্ত জনসঙ্ঘের দিকে প্রসারিত করিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি সহকারে কেহ স্বর্গের দিকে, কেহ আলেক-জান্দারের দিকে হস্তোত্তোলন করিল। এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে

অনেকের চক্ষে অশ্রু দৃষ্ট হইল। তাঁহাকে নৌকা হইতে স্থলে নামাইবার জন্য কয়েকজন হাইপাস্‌ফিষ্টস্‌ একখানি শিবিকা আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার অশ্ব আনয়ন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ করিতে দেখিয়া সমগ্র সৈন্য সিংহনাদ সহকারে অভ্যর্থনা করিল এবং এই জয়ধ্বনি নদীর উভয়কূল, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত ও কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্বীয় শিবির সন্নিকটে উপনীত হইয়া যাহাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিতে পায়, তজ্জন্য তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সৈন্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া, কেহ তাঁহার হস্ত, কেহ জানু এবং কেহ কেহ কেবল বস্ত্র মাত্র স্পর্শ করিল। কেহ অনতিদূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিস্মিতচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অন্য কেহবা তাঁহাকে মাল্যসুশোভিত ও কেহ কেহ তৎকালীন পুষ্পদ্বারা বিভূষিত করিল।

নিয়ার্কাস্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি সৈন্যপরিচালনাকালে অত্যধিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যে সকল বন্ধু তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন, আলেকজান্দার তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; এই বন্ধুগণ আলেকজান্দারকে বলিয়াছিলেন যে এরূপ করা সেনাপতির পক্ষে সমীচীন নহে, ইহা সাধারণ সৈন্যেরই কর্ম্ম। আমার মনে হয় যে, আলেকজান্দার ইহাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া এবং তিনি প্রকৃতই নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ইহা বলিয়াছিলেন এই সকল মন্তব্যে বিরক্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি অত্যধিক বীরত্ব ও সম্মানপ্রিয়তার জন্য অন্য লোকের ন্যায় (যাহারা অতিরিক্ত আমোদে বিচলিত হয়) প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন কারণ তাঁহার এই সকল বিপদ হইতে দূরে থাকার গুণের

অভাব ছিল। নিয়ার্কাস্ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একজন বৃদ্ধ বোইসীয়াবাসী (যাঁহার নাম উক্ত অধিনায়ক উল্লেখ করেন নাই) আলেকজান্দারকে উক্ত বন্ধুদের বাক্যে বিরক্ত হইতে ও তাঁহাদের প্রতি কর্কশদৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া বোইসীয়ার (১) ভাষায় নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন "হে আলেকজান্দার, বীরদিগেরই মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য" এবং অতঃপর তিনি 'আয়াম্বিক'ছন্দে বলিলেন যে যাহারা মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করে তাহারাই দুঃখভোগ করে। কথিত আছে যে, অতঃপর এই ব্যক্তি আলেকজান্দারের অনুগ্রহভাজন ও পরে তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মালয়, অক্সিড্রাকাই ও অন্যান্য জাতির পরাভব-স্বীকার এবং সিন্ধুপর্য্যন্ত জলযাত্রা

এই সময়ে যে সকল মালয় জীবিত ছিল তাহাদের নিকট হইতে ঐ জাতির অধীনতাস্বীকার পত্র গ্রহণ করিয়া দূতগণ আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইল; অক্সিড্রাকাইগণের নিকট হইতেও তাহাদের নগরসমূহের প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ ও দেড়শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাসহ তাঁহার নিকটে সমাগত হইল। ভারতীয়গণ যে সকল উপহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট

---

(১) বোইসীয়া—গ্রীসের প্রদেশ বিশেষ।

মনে করে, তাহারা সেই সকল উপহার আনয়ন করিয়াছিল এবং মালয়গণ তাহাদের জাতির অধীনতা স্বীকার করিল। তাহারা নিবেদন করিল যে এতদিন তাহারা দূত প্রেরণ না করিয়া যে বশ্যতা স্বীকার করে নাই, এই অপরাধ ক্ষমার্হ; কারণ স্বরূপ বলিল যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহারা অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন-প্রিয় এবং ডাইওনিসসের ভারত-আগমনের সময় হইতে আলেকজান্দারের আগমন পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রচলিত প্রবাদানুযায়ী আলেকজান্দারও দেববংশীয় বলিয়া খ্যাত হওয়ায়, তাহারা আলেকজান্দারের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকর্ত্তাগ্রহণ, নির্দ্ধারিত কর প্রদান, ও তাঁহার আদেশানুযায়ী প্রতিভূ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে। ইহাতে তিনি মালয়জাতির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত এক সহস্র প্রতিভূপ্রদানের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি এই সকল ব্যক্তিকে প্রতিভূর ন্যায়, অথবা আবশ্যকমত ভারতীয় অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধকালে সাহায্যকারীরূপে ব্যবহার করিতে চাহিলেন। সুতরাং মালয়গণ তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ একসহস্র ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে পাঁচশত রথ ও রথচালক সহ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। এই রথ ও রথচালককে (১) তাহারা স্বেচ্ছায় প্রেরণ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ফিলিপ্পস্‌কে ঐ জাতির ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি রথগুলি রাখিয়া প্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

---

(১) কার্টিয়াস্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১০৩০ চতুরশ্ব যোজিত রথ, ১০০০ ঢাল, ১০০ ট্যালেণ্ট ইস্পাত, প্রচুর কার্পাসনির্ম্মিত দ্রব্য, অনেকগুলি কূর্ম্মের খোলা ব্যতীত আরও নানারূপ দ্রব্য অক্সিড্রাকাইগণ প্রদান করিয়াছিল।

এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে এবং ইতোমধ্যে আরও অনেক তরীনির্ম্মাণ ব্যাপার সমাধা ও তাঁহার ক্ষতস্থান আরোগ্য হইলে তিনি সপ্তদশশত শরীররক্ষী অশ্বারোহী, ঐ সংখ্যক লঘু বর্ম্মাবৃত সৈন্য এবং প্রায় দশসহস্র পদাতিক সৈন্যসহ জাহাজে করিয়া হাইড্রাওটীস্ নদী হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। (হাইড্রাওটীস্ আকিসাইনের সহিত সম্মিলিত হইবার পরে আকিসাইন্ নামেই আখ্যাত হয়।) পরে যে স্থানে এই নদী সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে তিনি আকিসাইন্ হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। এই বারটী বৃহতী নদী (যাহার প্রত্যেকটীই জলযান গমনোপযোগী) সিন্ধুর সহিত মিলিত হইলেও, স্বতন্ত্র নামে মিলিত হয় নাই। হাইডাস্‌পিস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইবার স্থান হইতে উভয় নদী আকিসাইন্ নামে পরিচিত। এই আকিসাইন্ আবার হাইড্রাওটীসের সহিত মিলিত হইলেও আকিসাইন্ নামে আখ্যাত হয়। তৎপরে ইহা হাইফাসিসের (২) সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে সিন্ধুর সহিত যোগদান করে এবং এই সঙ্গমের পর হইতে ইহা আর ভিন্ন নামে পরিচিত হয় না। এইজন্য আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি যে, সিন্ধু এইস্থান হইতে যে স্থানে ইহা বদ্বীপ নির্ম্মাণের জন্য বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া একশত ষ্টাডিয়া অথবা অধিক বিস্তৃত, তথায় ইহা নদী অপেক্ষা হ্রদের ন্যায় দেখায় (৩)।

---

(২) ম্যাক্রিণ্ডল মনে করেন যে এইস্থানে শতদ্রু উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মেগস্থেনিস্‌ই শতদ্রুর উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল হইতে ভারতসমুদ্র ৪৯০ মাইল।

(৩) ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন আলেকজান্দারের সময়ের সঙ্গমস্থল বর্ত্তমানে

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষত্রপ নিয়োগ এবং সিন্ধু হইয়া মৌসিকানসের রাজ্যে গমন

আকিসাইন্ ও সিন্ধু সঙ্গমে আলেকজান্দার পার্দ্দিকাস্ ও তাঁহার সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সেনাপতি তাঁহার অগ্রসর হইবার পথে আবাষ্টানাই (১) নামক স্বাধীন জাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে স্কন্ধাবারে ত্রিংশৎক্ষেপণীবিশিষ্ট ও ভারবাহী অন্যান্য তরী পৌঁছিয়াছিল। জাথ্রই (২) নামক যে স্বাধীন জাতি তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এই সকল নৌকা তাহাদের

নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আরব দেশীয় লেখকগণ আলেকজান্দারের বহুপরে দোশীয়ার্ নামক স্থানকে সঙ্গমস্থল বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা বাহাওয়ালপুর রাজ্যের অন্তর্গত। এস্থলেও স্মিথ পুনরুল্লেখ করিয়াছেন যে নদীর পরিবর্ত্তন জন্য স্থানাদি কিছুতেই নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে।

(১) দায়দরস্ এই জাতিকে সাম্বষ্টই (Sambastai) বলিয়া লিখিয়াছেন। মহাভারতে পাঞ্জাববাসী অম্বষ্ঠ নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কার্টিয়াস্ সম্ভবতঃ সাবার্কি নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল এই দুই জাতিকে অভিন্ন মনে করেন।

(২) ম্যাক্রিণ্ডল এই জাতিকে মনু-উল্লিখিত ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া অনুমান করেন। কার্টিয়াস্ বলিয়াছেন যে, (৯।৮) আলেকজান্দারের সহিত সাবার্কি নামক একজাতির যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ৬০,০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথ ছিল।
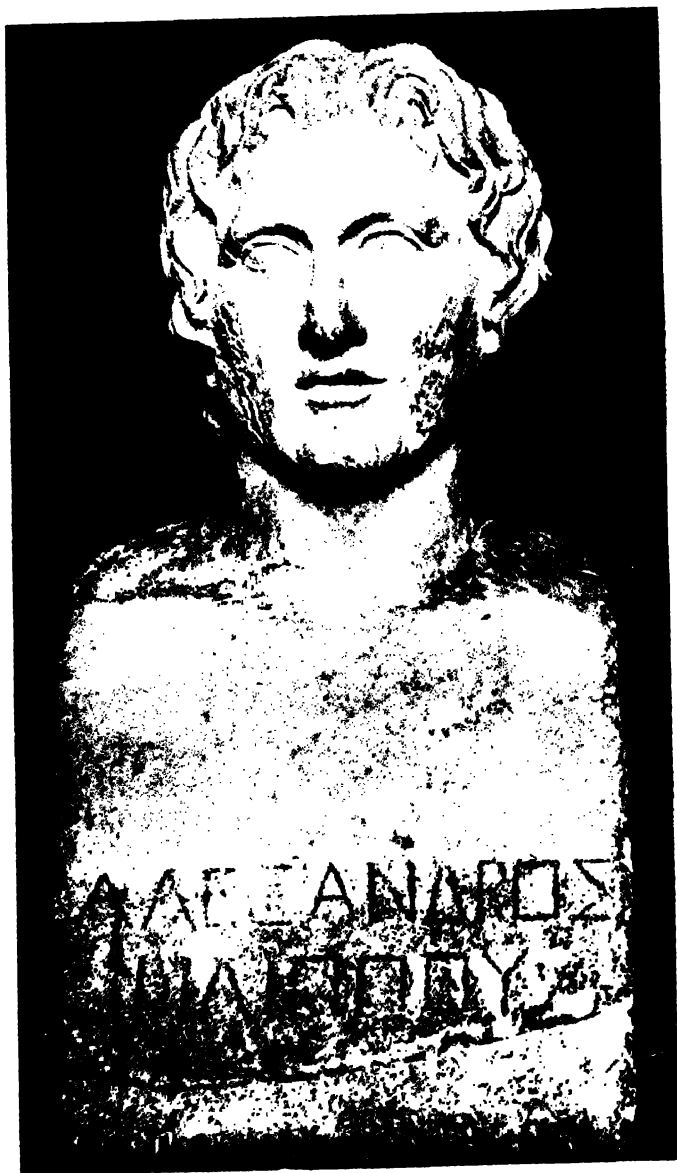
আলেকজান্দার

মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ওসাদিয়ই (৩) নামক অন্য এক স্বাধীন জাতির নিকট হইতেও বশ্যতা স্বীকারকারী দূত আসিয়াছিল। আলেক-জান্দার আকিসাইন্ ও সিন্ধুর সঙ্গম ফিলিপ্পসের অধীন প্রদেশের প্রান্তসীমারূপে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট সমুদয় থ্রেসিয়সৈন্য ও ঐ প্রদেশ-শাসনের আবশ্যকমত পদাতিক সৈন্য রক্ষা করিলেন। তৎপরে তিনি সঙ্গমস্থানে একটী নগর স্থাপনের (৪) আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে কালে এই নগর বৃহদাকারের হইয়া পৃথিবীখ্যাত হইবে। তিনি এই স্থানে পোতাশ্রয় নির্ম্মাণেরও আদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী রোক্সানার পিতা বক্‌ট্রিয়া দেশীয় অক্সিআর্টেস্ তথায় উপনীত হইলে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষত্রপ টিরিয়াস্‌পীস্‌কে পদচ্যুত করিয়া উক্ত অক্সিআর্টেস্‌কে পারাপামিসাদাই প্রদেশের ক্ষত্রপপদে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত টিরিয়াস্‌পীদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে ত্রুটীর কথা পূর্ব্বেই আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি ক্রাটেরস্‌কে সৈন্য ও হস্তীর অধিকাংশ সহ নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। এই বামতীরই গুরুবর্ম্মাবৃত সৈন্যের কুচের পক্ষে প্রশস্ত ছিল এবং অপর তীরবর্ত্তী প্রদেশের জাতিগুলিও বিশেষ সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। তিনি স্বয়ং নদীযোগে

(৩) সেণ্ট মার্টিন্ নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই জাতিকে মহাভারত কথিত বসাতী জাতি বলিয়া অনুমান করেন।

(৪) কোন লেখকই এই নগরের নামোল্লেখ করেন নাই। কানিংহাম্ আসকালান্দ-উচা নামক স্থানকে এই নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ("প্রাচীন ভূগোল" ২৪২-২৪৫)।

সগদইদিগের রাজধানীতে উপনীত হইয়া অন্য একটী নগর সুরক্ষিত, পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ ও তরীগুলি সুসংস্কৃত করিলেন। অতঃপর তিনি অক্সিআর্টিস্ ও পাইথন্‌কে সিন্ধু ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন।

তিনি ক্রাটেরস্‌কে পুনর্ব্বার আরাখোসয় ও ড্রান্‌গিয়ানের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন; তিনি স্বয়ং নদীপথে মৌসিকানসের (৫) রাজ্যে জলপথে গমন করিলেন। এই রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত ছিল এবং এই রাজা স্বয়ং বশ্যতা স্বীকার করিতে আগমন করেন নাই, অথবা দূতপ্রেরণ করিয়া সখ্যতা প্রার্থনা করেন নাই। প্রবল রাজাকে যে সকল উপহার প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তিনি তাহাও করেন নাই, অথবা আলেকজান্দারের নিকট কোন অনুগ্রহও প্রার্থনা করেন নাই। এই জন্য আলেকজান্দার জলপথে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া মৌসিকানসের রাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হইলেন যে, মৌসিকানস্ আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার সংবাদও প্রাপ্ত হন নাই। আলেকজান্দারের আকস্মিক আগমনে, মৌসিকানস্ ভীত হইয়া বহুমূল্যদান উপহারসমূহ ও সকল হস্তীসহ আলেকজান্দারের

---

(৫) ষ্ট্রাবো মৌসিকানসের রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন (১৫।১)। সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা, অনিসিক্রিটসের বর্ণনার উপরে নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অনিসিক্রিটস্ এই জাতির যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে আলোর মৌসিকানস্ বা মুষিক রাজ্যের রাজধানী ছিল।

সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রগামী হইলেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার জাতির বশ্যতা এবং নিজভ্রম স্বীকার করিলেন। আলেকজান্দারের নিকট হইতে যিনি কিছু প্রার্থনাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই জন্য আলেকজান্দার মৌসিকানসের বশ্যতা ও অনুতাপের জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, তাঁহার রাজধানী ও রাজ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে ক্রাটেরস্ রাজধানীর দুর্গ সুরক্ষিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন এবং এই কার্য্য আলেকজান্দারের সেই স্থানে উপস্থিত থাকা কালেই সম্পাদিত হইল। নিকটবর্ত্তী জাতি সমূহকে দমন রাখিবার জন্য দুর্গে আবশ্যকীয় সৈন্য স্থাপিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

অক্সিকানস্ ও সাম্বসের বিরুদ্ধে অভিযান

অতঃপর আলেকজান্দার তীরন্দাজসৈন্য, আগ্রিয়ানিয়ান্ ও যে সকল অশ্বারোহীসৈন্য তাঁহার সহিত জলপথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের লইয়া অক্সিকানস্ (১) নামক ঐ প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই ব্যক্তি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম আক্রমণেই অক্সিকানসের

---

(১) কার্টিয়াস্ এই জাতিকে প্রীস্তি (Præsti) বলিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ও দায়দরস্ ইহাকে 'পোর্টিকানস্ (Portikanos) বলিয়াছেন এবং এই নাম হইতে ম্যাক্রিণ্ডল অনুমান করেন যে এই শব্দ পার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই রাজ্য নির্দ্দেশ করা যায় না।

দুইটী সুবৃহৎ নগর অধিকার ও দ্বিতীয় আক্রমণে অক্সিকানস্‌কে বন্দী করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়া কেবল হস্তিগুলি নিজে গ্রহণ করিলেন। ঐ প্রদেশীয় অন্যান্য নগরগুলি তাঁহার নামে ও বীরত্বে এরূপ অবসন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার আগমনে তাহারা বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

তিনি তৎপরে সাম্বসের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এই সাম্বস্‌কে তিনি পার্ব্বতীয়গণের ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মৌসিকানসের সহিত সাম্বসের বিবাদ থাকায় ও মৌসিকানস্‌কে আলেকজান্দার ক্ষমা করিয়াছেন ও মৌসিকানস্‌ রাজত্ব করিতেছেন জানিতে পারিয়া সাম্বস্‌ পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার সাম্বসের রাজ্যের রাজধানী সিন্দিমানায় (২) উপনীত হইলে, নগরের দ্বারদেশ উন্মুক্ত করা হইল এবং সাম্বসের পরিবারবর্গ তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীসহ আলেকজান্দারের অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারকে নিবেদন করিলেন যে, সাম্বসের পলায়নের একমাত্র কারণ এই যে, আলেকজান্দার মৌসিকানস্‌কে ক্ষমা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্য একটী নগর (৩) অধিকার করিলেন। এই নগর বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ এই নগরকে

---

(২) কার্টিয়াস্‌ এই নগরকে সাবাস (Sabus) বলিয়াছেন। ইহাকে সেহ্বান্‌ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উইল্‌সন্‌ সাহেব এই শব্দটীকে 'সিন্ধু-মান্‌' অর্থাৎ সিন্ধুর অধিকারী নামক সংস্কৃত শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। কানিংহাম্‌ 'সৈন্ধব-ভবন' হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। শাম্ব শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

(৩) কানিংহাম্‌ ইহাকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাবাদ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাবাদ হায়দ্রাবাদের উত্তরে ৪৭ মাইল দূরে সিন্ধুতীরবর্ত্তী নগর ছিল। কানিংহাম্‌ ইহাও অনুমান

বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ ভারতীয়দের দার্শনিক। আমি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অন্য পুস্তকে ইহাদের দর্শনের বর্ণনা করিব।

সপ্তদশ অধ্যায়

মৌসিকানস্ হত্যা—আলেকজান্দারের পাটলে উপস্থিতি

ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে মৌসিকানস্ বিদ্রোহী হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ক্ষত্রপ পিথন্‌কে উপযুক্ত সৈন্য-সহ মৌসিকানসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া, মৌসিকানস্‌কে যে সকল নগরের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইহার কতকগুলির অধিবাসীকে ক্রীতদাস করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন, অন্যগুলিতে তিনি সৈন্যস্থাপন করিয়া দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন। এই সকল কার্য্য সমাপনান্তে তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতোমধ্যে পিথন্ মৌসিকান্‌সকে বন্দী করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিদ্রোহীকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ও যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদ্রোহের জন্য

করেন যে দায়দরস্ কথিত হার্ম্মাটেলিয়াই এই নগর। এইস্থানে টলেমী আহত হইয়াছিলেন। সেণ্টমার্টিন্ এই যুক্তির বিরুদ্ধে আর্ম্মেলকে এইস্থান বলিয়াছেন। কর্ণেল ইয়ুল বেলাকে হার্ম্মেটেলিয়া বলিয়া মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফাঁসীর (১) আদেশ দিলেন। তৎপরে তাঁহার নিকটে পাটলদিগের অধিপতি আগমন করিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সিন্ধুর ব-দ্বীপই এই দেশ এবং এই ব-দ্বীপ মিশর দেশীয় ব-দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। এই ব্যক্তি তাঁহার অধীন সমগ্র ভূভাগ ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আলেকজান্দারের হস্তে অর্পণ করিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভিযানের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি ক্রাটেরস্‌কে আরাখোসিয়া ও সারঙ্গিয়ার (২) অভ্যন্তর হইয়া কার্ম্মেনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসের সঙ্গে আটালস্, মিলিয়াগর্ এবং আন্টিগিনিসের অধীন সৈন্য ও তীরন্দাজ এবং

---

(১) কোন কোন অনুবাদক মৌসিকানস্‌কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

(২) ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "আরিয়ানের এই পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে সগ্‌দিয়নার রাজধানী পরিত্যাগের পর আলেকজান্দার ক্রাটেরস্‌কে এই পথে প্রেরণ করেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ক্রাটেরসের যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, আলেকজান্দার এই পথ কষ্টসাধ্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো একস্থলে লিখিয়াছেন "ক্রাটেরস্ হাইডাস্‌পিস্ তীর হইতে যাত্রা করিয়া আরাখোটাই ও ড্রানগাইদেশেরমধ্য দিয়া কার্ম্মেনিয়া ও অন্য একটী দেশে গমন করেন"। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে ক্রাটরেস্ আলেকজান্দারের সঙ্গে সঙ্গে কার্ম্মেনিয়ায় প্রবেশ করেন (১৫।২।১১)। প্রথমোক্ত পথ এরূপ কষ্টসাধ্য যে ইহা কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না যে ক্রাটেরস্ ঐ পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।" বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, ক্রাটেরস্ সহজসাধ্য পথ দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সহকারী ও যে সকল মাসিদোনিয় সৈন্য কার্য্যে অনুপযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসের সহিত আলেকজান্দার হস্তিগুলিকেও প্রেরণ করিলেন। নিজের সহিত জলপথে যে সকল সৈন্য যাইতেছিল তদ্ব্যতীত অন্যান্য সৈন্যকে তিনি হিফেষ্টীয়নের অধীনে স্থাপন করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ নদীর যে কূল হইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন যাহাতে তাহারা সে কূল হইয়া অগ্রসর না হয় তজ্জন্য অশ্বারোহী বর্ষাধারী সৈন্যের অধ্যক্ষ পিথন্ ও আগ্রিয়ানিয়ান্‌গণকে তিনি অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। যে সকল নগর সম্প্রতি সুরক্ষিত হইয়াছে, পিথন্ সেই সকল নগরে ভারতীয়গণের বিদ্রোহ দমনার্থ উপনিবেশ স্থাপন এবং ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আলেকজান্দারের সহিত পাটলে যোগদান করিতে আদিষ্ট হইলেন।

জলপথে যাত্রা করিবার তিন দিবস পরে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে পাটলের (৩) রাজপুত্র নগরের অধিকাংশ অধিবাসীসহ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ভূভাগ জনশূন্য করিতেছে। ইহাতে আলেকজান্দার নিজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করিয়া পাটলে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নগর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কর্ষিত ভূমি জনশূন্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যগণকে পলাতকগণের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন এবং পলাতকদিগের কেহ কেহ ধৃত হইলে তাহাদিগকে তাহাদের স্বদেশবাসীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন যেন তাহারা সাহসপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন ও ভূমিকর্ষণ করে; ইহাতে তাহাদের অধিকাংশই প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

(৩) সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বাসনাবাদ। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কূপখনন ও সিন্ধুর পশ্চিমশাখা হইয়া অগ্রসর

পাটলে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হিফেষ্টীয়নকে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, আলেকজান্দার নিকটবর্ত্তী জলশূন্য ভূমিতে কূপ খননার্থ (১) লোক প্রেরণ করিলেন। এবম্প্রকারে এই মরুভূমি বাসযোগ্য হইল। নিকট-বর্ত্তী বর্ব্বরগণ এই সকল লোককে আক্রমণ করিল এবং এই আক্রমণ আকস্মিক হওয়ায় কূপ খননার্থ প্রেরিত কতক লোক হত হইল কিন্তু আক্রমণকারীদিগের অনেক ব্যক্তি হত হওয়ায় তাহারাও মরুভূমিতে পলায়ন করিল। ইহাতে আলেকজান্দার-প্রেরিত ব্যক্তিবর্গ কূপ খননে সমর্থ হইল—কারণ, আলেকজান্দার ইতোমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অতিরিক্ত লোকও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সিন্ধুনদ পাটলের নিকট দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; উভয় ভাগই সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত সিন্ধু নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে আলেকজান্দার পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন এবং কিয়দংশ কার্য্য সন্তোষজনকরূপে সম্পাদিত হইলে তিনি সিন্ধুর মুখ পর্য্যন্ত গমনে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি লিওনেটাসকে একসহস্র অশ্বারোহী এবং অষ্টসহস্র লঘু ও গুরুবর্ম্মাবৃত সৈন্যের অধিনায়করূপে রণতরীসম্ভারের সহিত একরেখায় অগ্রসর হইয়া পাটলদ্বীপ পর্য্যন্ত

---

(১) পেরিপ্লাস্ ৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "বর্ত্তমান কালেও আলেকজান্দারের অভিযানের নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন মন্দির, স্কন্ধাবারের ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ কূপ সকল দৃষ্ট হয়।"

গমনে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং নদীর দক্ষিণ বাহু হইয়া ত্রিংশ ক্ষেপণী সমন্বিত সার্দ্ধ একশ্রেণী ক্ষেপণীযুক্ত বিশেষ দ্রুতগামী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাসহ যাত্রা করিলেন। তদ্দেশীয় ভারতীয়গণ পলায়ন করাতে তাঁহার সহিত কোন পরিচালক ছিল না। তজ্জন্যই এই পথে গমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। যাত্রা করিবার দুইদিবস পরে ঝটিকা বহিতে লাগিল এবং ইহাতে নদীমধ্যে বৃহৎ তরঙ্গ হইয়া জাহাজের তলদেশে এরূপভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, তাঁহার অনেকগুলি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যদিও নাবিকেরা জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কূলসংলগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তথাপি ত্রিংশৎ ক্ষেপণী সমন্বিত কয়েকটী জাহাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এই জন্য অন্যান্য তরী বিনির্ম্মিত হইল এবং আলেকজান্দার লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যের মধ্যে দ্রুতগামী কয়েকজনকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার তরীপরিচালনার্থ পরিচালক ধৃতকরণে সমর্থ হইলেন। কিন্তু যে স্থানে নদী দুইশত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত, তথায় উপনীত হইলে বহিঃসমুদ্র হইতে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তরঙ্গমধ্যে ক্ষেপণীনিক্ষেপ অসম্ভব হইল। সুতরাং তাহারা আশ্রয়ার্থ পুনরায় উপকূলের দিকে অগ্রসর হইল এবং পরিচালকবর্গ রণতরীসম্ভারকে খালের মুখে আনয়ন করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি

যখন নৌবাহিনী এই স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল, তখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় মহাসমুদ্রে ভাটা হওয়াতে জাহাজ সমূহ শুষ্ক স্থানে রহিয়া গেল। আলেকজান্দার ও তাঁহার অনুচরবর্গের এ বিষয়ে কিছুই অভিজ্ঞতা না থাকায় এই দৃশ্যে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। যখন সময়মত পুনর্ব্বার জোয়ার আসিয়া জাহাজগুলিকে ভাসমান করিল তখন তাঁহারা অধিকতর ভীত হইলেন। যে সকল জাহাজ কর্দ্দমে আটকাইয়া গিয়াছিল, তাহা বিনা ক্ষতিতেই উত্তোলিত হইল; কিন্তু, যেগুলি উপকূলের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানে ছিল, তাহাদের অনেকগুলি তরঙ্গাঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। আলেকজান্দার যতদূর সম্ভব এই সকল জাহাজের সংস্কার সাধন করিলেন এবং অধিবাসীদের নির্দ্দেশানুযায়ী একটী দ্বীপ অনুসন্ধানের জন্য দুইখানি নৌকায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অধিবাসীরা এই দ্বীপকে কিল্লোটা (১) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। আলেকজান্দার এই দ্বীপে বন্দর রহিয়াছে, ইহা বৃহদাকারের এবং ইহাতে সুমিষ্ট পানীয় জল রহিয়াছে, অবগত হইয়া নৌবাহিনীকে এই দ্বীপে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং

---

(১) সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ড ৫০, ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্লুটার্ক এই দ্বীপকে স্কিলোস্টীস্ (Skilloustis) বলিয়াছেন। এই স্থান হইতেই নিয়ার্কাস্ তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত জলযাত্রা আরম্ভ করেন।

কয়েকখানি দ্রুতগামী জাহাজসহ এই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া নদীর মুখ পর্য্যন্ত গমন ও নদীমুখ হইতে মহাসমুদ্রে নিরাপদে ও সহজে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারা যাইবে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিলেন। উপরিউক্ত দ্বীপ হইতে দুই শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে, তাঁহারা সমুদ্র-মধ্যস্থ অন্য একটী দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নদীমধ্যস্থ দ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইহার প্রান্তদেশে জাহাজগুলি নঙ্গর করিয়া "আমনে"র নির্দ্ধারণানুযায়ী দেবতাদের পূজা করিলেন। তিনি পর দিবস সমুদ্রমধ্যস্থ অন্য একটী দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া গমন করিলেন এবং এই দ্বীপের সন্নিকটে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবতাগণের পূজা করিলেন। আমন্ নামক দেবতা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি এই সকল পূজা বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরে সমুদ্র মধ্যে কোন ভূমি আছে কিনা পরীক্ষার্থ সিন্ধুর মুখের বহির্ভাগে গমন করিলেন। আমার মনে হয় এরূপ করিবার তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে পরবর্ত্তীকালে মনে করিবে যে তিনি ভারতবর্ষীয় সমুদ্রের বহির্ভাগে নৌচালনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি পসাইডনের (২) উদ্দেশে ষণ্ড সমূহকে উৎসর্গ করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং পূজান্তে তর্পণ করিয়া তর্পণে ব্যবহৃত স্বুবর্ণ পাত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিয়ার্কসের অধীনে পারস্যোপসাগর ও ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রীস্ নদী পর্য্যন্ত যে সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণ করিবেন তাহারই নির্ব্বিঘ্নতার জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন।

---

(২) বা নেপচুন্—গ্রীকদিগের জলদেবতা।

বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন

আলেকজান্দার পাটলে প্রত্যাগমন করিয়া পাটলদুর্গ সুরক্ষিত দেখিলেন এবং পিথন্ অভিযানের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াও প্রত্যাগমন করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ পাটল নগরের বন্দর সুদৃঢ় ও তথায় একটী পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। যে স্থানে সিন্ধু দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে পাটল নগর সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং আলেকজান্দার এই স্থানে সুবৃহৎ নৌবাহিনী রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

কোন্ মুখ হইয়া গমন করিলে স্বল্পায়াসে মহাসমুদ্রে পৌছান যায় তাহাই স্থির করিতে, তিনি স্বয়ং সিন্ধুর অপর মুখ (১) হইয়া মহাসমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। সিন্ধুর এক মুখ হইতে অপর মুখের ব্যবধান প্রায় অষ্টাদশ ষ্টাডিয়া (২)। মুখের নিকটে পৌছিলে তিনি দেখিতে পাইলেন নদীর প্রশস্ততার জন্য তথায় একটী হ্রদ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিকটবর্ত্তী ভূভাগ সমূহ হইতে নানা নদীপথে ইহাতে জল আইসে বলিয়া এই স্থানটী একটী উপসাগরের ন্যায় (৩) প্রতীয়মান হয় এবং আমাদের দেশের সমুদ্রে যেরূপ

---

(১) বর্ত্তমানে ইহা "পুরাণা দরিয়া" নামে খ্যাত।

(২) এই তথ্য নিয়ার্কাস্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরিষ্টবোলস্ একসহস্র ষ্টাডিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) সেণ্ট মার্টিন্ ইহাকে কচ উপসাগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মৎস্য দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা বৃহদাকারের লবণাক্ত জলের মৎস্য এই স্থানে দৃষ্ট হয়। ঐ হ্রদে পরিচালকবর্গ-নির্দ্ধারিত স্থানে নঙ্গর করিয়া, তিনি লিওনেটাসের অধীনে অধিকাংশ সৈন্য ও সমস্ত নৌকাগুলি স্থাপন করিয়া স্বয়ং ত্রিংশ ক্ষেপণীসমন্বিত 'গ্যালী" ও সার্দ্ধ এক শ্রেণীযুক্ত নৌকাসহ সিন্ধুর মুখের বহির্ভাগে গমন ও এই মুখ হইয়া সমুদ্রে গমন করিয়া স্থির করিলেন যে, অপর মুখ অপেক্ষা এই শেষোক্ত মুখ হইয়া সমুদ্রে গমনই প্রশস্ততর। তৎপরে তিনি উপ-কূলের নিকট নৌবাহিনী নঙ্গর করিয়া ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপকূলভাগ দিয়া তিন দিবসের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রগামী ব্যক্তির জন্য কূপ খননের আদেশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি নৌবাহিনীতে প্রত্যাগমন করিয়া জলপথে পাটলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাহা হউক, উপকূল-সন্নিকটে কূপ খননের জন্য তিনি সৈন্যাবলীর একাংশ প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা এই কর্ম্ম সমাপনান্তে পাটলে প্রত্যাগমন করে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। পুনর্ব্বার জলপথে পূর্ব্বোক্ত হ্রদে গমন করিয়া তথায় তিনি একটী বন্দর ও পোতাশ্রয়াদি নিম্মাণ ও তথায় সৈন্য রক্ষা করিয়া সৈন্যদের চারিমাসের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করিয়া উপকূলভাগ দিয়া জলপথে যাত্রার আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিলেন।

ম্যাক্রিণ্ডল ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে 'নারায়ণসরস্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

একবিংশ অধ্যায়

আরাবিস্ নদী উত্তরণ ও ওরিইটাই আক্রমণ

ইটিসীয়ান্ বায়ু (১) প্রবাহিত হয় বলিয়া এই সময় নৌচালনের অনুপযোগী উক্ত বায়ু আমাদের দেশের ন্যায় উত্তর হইতে প্রবাহিত হয় না, ভারতবর্ষে ইহা মহাসাগর হইতে দক্ষিণ বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হয়। ইহা নির্ণীত হইয়াছিল যে, শীতের প্রারম্ভ হইতে (অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমন) উত্তরায়নান্ত পর্য্যন্ত কালই নৌচালনোপযোগী ছিল; কারণ ঐ সময়ে সমুদ্রের দিক হইতে স্থলের দিকে ক্রমাগত ধীর বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিও পতিত হয় এবং তজ্জন্য উপকূলোপযোগী জলযাত্রা (ক্ষেপণী বা পাইল দ্বারা উভয় প্রকারে) সম্ভবপর হয়। নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্ উপকূলোপযোগী জলযাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আলেকজান্দার পাটল হইতে যাত্রা করিয়া সমগ্রসৈন্যবাহিনীসহ আরাবিস্ (২) নদী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি হাইপাস্‌ফিষ্টস্ ও তীরন্দাজ সৈন্যের অর্দ্ধাংশ, সহযোগী পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্য হইতে এক এক দল ও সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য সহ বাম পার্শ্বে অবস্থিত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া অভিযানে নিযুক্ত সৈন্যগণের আবশ্যকোপযোগী কূপ খনন করিয়া ওরিইটাই নামক স্বাধীন জাতি তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করাতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যে সকল সৈন্য তাঁহার

---

(১) এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

(২) সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ড, ৫৪, ৯৩, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহগামী হয় নাই তিনি সেই সকল সৈন্য হিকেষ্টীয়নের অধীনে স্থাপন করিলেন। আরাবিস্ নদীতীরে আরাবিটাই (৩) নামক অন্য একটী স্বাধীন জাতি ছিল এবং এই জাতি আলেকজান্দারের সমকক্ষ নহে বুঝিতে পারিয়া অথচ তাঁহার পদানত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার আগমনের সংবাদে মরুভূমিতে পলায়ন করিল। কিন্তু আলেকজান্দার আরাবিস্ নদী (ইহা গভীর প্রশস্তা ছিলনা) এবং মরুভূমির অধিকাংশ ভাগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যূষে জনাকীর্ণ স্থানে উপনীত হইলেন। পরে পদাতিকগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যাহাতে অশ্বারোহীসৈন্য সমতলক্ষেত্রের বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া তিনি ওরিইটাইগণের দেশ আক্রমণ করিলেন। প্রতিকূলাচরণকারী মাত্রেই অশ্বারোহীকর্ত্তৃক হত এবং অনেকে বন্দীও হইল। তৎপরে তিনি ক্ষুদ্র এক জলাশয়ের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং হিফেষ্টীয়নের অধীন সৈন্যসমূহ ঐ স্থানে পৌছিলে তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ওরিইটাই রাজের সর্ব্ববৃহৎ গ্রাম—রাম্বাকিয়ায় (৪) উপনীত হইলেন। তিনি এই স্থানের অবস্থানে প্রীত হইলেন এবং ইহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিলে ইহা পরে বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী হইবে এইরূপ বিবেচনা করিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধন মানসে তিনি হিফেষ্টীয়নকে এই স্থানে থাকিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

---

(৩) বিভিন্ন লেখক ইহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৪) সংস্কৃত রামবাগ হইতে উদ্ভূত। কানিংহাম্ ইহা হইতে অনুমান করেন যে "রামায়ণের রাম হইতেই এই নামকরণ হয় এবং ইহা হইতে রামায়ণের প্রাচীনত্ব অনুমিত হইতে পারে।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ওরিইটাই দমন—গেদ্রোসিয়া মরুভূমির বর্ণনা

তৎপরে তিনি পুনরায় হাইপাস্‌পিষ্টস্‌ ও আগ্রিয়ানিয়ানগণের অর্দ্ধাংশ এবং অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীতীরন্দাজগণসহ গেদ্রোসিয়া ও ওরিইটাই রাজ্যের প্রান্তসীমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই স্থানে অবগত হইলেন যে, যে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে তথায় ওরিইটাই (১) ও গেদ্রোসিয়াবাসী তাঁহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেই স্থানে থাকিলেও আলেকজান্দারের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া অনেকে গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তখন ওরিইটাইর নেতৃবর্গ তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে উপনীত হইল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে আদেশ দিলেন যে জনসাধারণ যেন গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং তাহাদিগের প্রতি যেন মন্দ ব্যবহার না করা হয়। তিনি এই সকল অধিবাসীর উপরে আপলোফানীস্‌কে ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি শরীররক্ষীসৈন্যভুক্ত লিওনেটাস্‌ নামক কর্ম্মচারীকে আগ্রিয়ানিয়ান্‌ তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী এবং বেতনভোগী গ্রীক পদাতিক ও অশ্বারোহীর কতকাংশের অধিনায়করূপে ওরায় (২) রাখিয়া গেলেন এবং নৌবাহিনী

---

(১) এই প্রসঙ্গে কার্টিয়াস্‌ ৯।৯ দ্রষ্টব্য।

(২) কেহ কেহ ওরাকে কোকালার নিকটবর্ত্তী কোন জনপদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে ওরিইটাই উপকূলে ওরা অবস্থিত ছিল। "সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ড ১০৪, ও ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐ উপকূলভাগ অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঐ স্থানে থাকিতে, একটী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিতে ও যাহাতে ওরিইটাইগণ ক্ষত্রপকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার নিকট বশ্যতাস্বীকার করে তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হিফেষ্টীয়ন্ তাঁহার অধীন সৈন্যসহ আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলে, আলেকজান্দার সৈন্যাবলীর অধিকাংশ সহ প্রধানতঃ মরুভূমির পথ হইয়া গেদ্রোসিয়ার (৩) দিকে অগ্রসর হইলেন।

আরিষ্টবোলস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মরুভূমিতে সাধারণাকারের বৃক্ষাপেক্ষা একজাতীয় বৃহদাকারের গন্ধ-বৃক্ষ

---

(৩) গেদ্রোসিয়া—ভিনসেণ্ট্ স্মিথ লিখিয়াছেন "আরিয়ান্ এস্থলে ষ্টাবো অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ অর্থে গেদ্রোসিয়া নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো গেদ্রোসিয়াকে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। উভয়ে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। গেদ্রোসিয়ায় ওরিইটাই, আরাবিয়ান্ এবং গেদ্রোসিয়া এই কয়টীই অন্তর্ভুক্ত হইত; বর্ত্তমানে লাস্‌বেলার লুমনি জাতিকেই ওরিইটাই বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং ইঁহারা রাজপুতবংশীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন।" ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন "আলেকজান্দারের সময় হইতেই গেদ্রোসিয়া মরুভূমি নিম্ন সিন্ধু প্রদেশকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেমিরামিস্, সাইরাস্ বা আলেকজান্দারের সৈন্যগণ যে অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই পারসীকগণ এই মরুভূমি অপেক্ষা আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশকে অধিকতর পছন্দ করিয়াছিল।" ষ্ট্রাবোর মতে ওরিইটাই ও কার্ম্মেনিয়ার মধ্যবর্ত্তী উপকূল ভাগ ৮০০০ ষ্টাডিয়া। পক্ষান্তরে আরিয়ান্ এই স্থানকে, ১০,০০০ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন। ইংরাজী হিসাবে ইহা ৪৮০ মাইল বিস্তৃত। নিয়ার্কাস্ এই স্থান পরিভ্রমণ করিতে ২০ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(৪) জন্মিয়া থাকে এবং যে সকল ফিনিসিয়ান্, সৈন্যগণের ভক্ষদ্রব্যের বিক্রেতারূপে আলেকজান্দারের বাহিনী সমভিব্যাহারে গমন করিত, তাহারা বৃক্ষ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইত তাহা সংগ্রহ করিত। (ইতঃপূর্ব্বে এই সকল বৃক্ষের দীর্ঘ কাণ্ডগুলি আর ছেদিত হয় নাই।) আরিষ্টবোলস্ আরও বলিয়াছেন যে এই মরুভূমিতে লতা বিশেষের (৫) সুগন্ধি মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্তু ইহার অধিকাংশই সৈন্যগণ পদদলিত করাতে ইহার সুগন্ধ বহু দূরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল (৬)। মরুভূমিতে যে আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যাইত তন্মধ্যে একটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—ইহার পত্র "লরেল" বৃক্ষের ন্যায় এবং যেস্থানে সমুদ্র মরুভূমির পাদধৌত করিতেছে, ইহা তথায়ই জন্মিত। ভাটার সময় এই সকল বৃক্ষ শুষ্ক ভূমিতে থাকিত কিন্তু জোয়ারের সময় বোধ হইত যে ইহারা সমুদ্রগর্ভেই জন্মিয়াছে। কতকগুলির মূল সকল সময়েই সমুদ্র কর্ত্তৃক ধৌত হইত; ইহারা গর্ত্তে জন্মিত এবং তাহাতে সকল সময়েই জল থাকিত; লবণাম্বুতে এই সকল বৃক্ষের ক্ষতি হইত না। এই স্থানের কতকগুলি বৃক্ষ বিংশতি হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইত। এই সময়ে তাহারা পুষ্পিত ছিল এবং ইহাদের পুষ্প শ্বেত "ভায়লেটে"র ন্যায় হইলেও, ইহার সুমিষ্ট গন্ধ ঐ পুষ্পাপেক্ষা

---

(৪) "Myrrh-Trees."

(৫) "Nard."

(৬) প্লিনি "প্রাণিতত্ত্বে" উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে এক প্রকার গন্ধ বৃক্ষ জন্মিত।

তীব্র ছিল। এক প্রকার কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষও উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার কণ্টক এরূপ দৃঢ় যে ইহার পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহী গমনকালে যদি কণ্টক পরিচ্ছদে জড়িত হইত, তবে কণ্টক বৃক্ষচ্যুত হইত না। ইহা অশ্বারোহীকেই অশ্ব হইতে টানিয়া ফেলিত। এই সকল বৃক্ষের নিকটে খরগোস দৌড়িয়া গেলেই কণ্টকগুলি তাহাদের লোমে বিদ্ধ হয় এবং তখন খরগোস আঁকুশীবিদ্ধ মৎস্য বা আঠায় জড়িত পক্ষীর ন্যায় হয়। তবে অস্ত্র দ্বারা এই কণ্টক সহজেই ছিন্ন করা যায় এবং বৃক্ষ হইতে কণ্টক ছিন্ন হইলে বসন্তকালে ডুম্বুর বৃক্ষ হইতে যেরূপ অম্ল রস (১) নির্গত হয় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অতিরিক্ত টক রস নিঃসৃত হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গেড্রোসিয়া অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর

তথা হইতে আলেকজান্দার অধিকতর কষ্টসাধ্য পথে গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া যাত্রা করিলেন। এই পথে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ছিল এবং অনেক সময় সৈন্যাবলীর জন্য জল সরবরাহ সম্ভবপর হইত না। অধিকন্তু তাহারা রাত্রিতেই কুচ করিতে বাধ্য হইত এবং এই স্থান সমুদ্র হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তীও ছিল। সমুদ্রের উপকূলভাগে বন্দরাদি ছিল কিনা ও নৌবাহিনীর জন্য কূপ খনন বা হাট অনুসন্ধান ও নঙ্গরের স্থান অনুসন্ধান

---

(১) "Acacia" (বাব্‌লা) বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।

করিবার জন্য আলেকজান্দার উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গেদ্রোসিয়ার উপকূল ভাগ সম্পূর্ণ মরুভূমিময়। তথাপি, তিনি মন্দ্রোদোরসপুত্র থোয়াস্‌কে কতিপয় অশ্বারোহী সহ সমুদ্র হইতে অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে বন্দর বা পানীয় জল অথবা নৌবাহিনীর অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্যাদির সন্ধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিল যে, উপকূলে কয়েকজন মৎস্যজীবী ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছে; ঝিনুক পুঞ্জীকৃত করিয়া এবং মৎস্যের মেরুদণ্ড সহযোগে এই সকল গৃহের চাল প্রস্তুত হইয়াছে (১)। থোয়াস্‌ আরও প্রচার করিল যে, এই সকল মৎস্যজীবীর সামান্য পানীয় জল আছে এবং এই জল তাহারা অতি কষ্টে উপকূলস্থ স্থান খনন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু ইহা আদৌ সুমিষ্ট নহে (২)।

আলেকজান্দার গেদ্রোসিয়ার একটী জনপদে উপনীত হইয়া সুপ্রচুর শস্য দেখিয়া উহা গ্রহণ পূর্ব্বক ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ও উহাতে নিজ মোহরাঙ্কিত করিয়া সমুদ্রতীরে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি সমুদ্রের

---

(১) "সমসাময়িক ভারত", প্রথম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ষ্ট্রাবোর বর্ণনার সহিত আরিয়ানের এই বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইক্‌থিওফাগি (মৎস্য খাদক) জাতির উল্লেখ "সমসাময়িক ভারত" তৃতীয় খণ্ডে ৫১, ৫৬, ১০৫, ১১৪, ও ১২০ পৃষ্টায় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানেও এই ভূভাগস্থ স্ত্রী পুরুষ, মার্জ্জার কুক্কুর এমনকি অন্যান্য গৃহপালিত পশুরাও মৎস্যাহার করে। "সমসাময়িক ভারতে"র প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত ফিলসট্রেটাস্‌ নামক গ্রন্থকারও এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অনতিদূরবর্ত্তী বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলে সৈন্যগণ মোহরের প্রতি বিন্দুমাত্রও সম্মান প্রদর্শন করিল না। এমন কি রক্ষকগণও ঐ শস্য আহার করিল এবং যাহারা অত্যন্ত কষ্ট সহিতেছিল তাহাদিগকে অংশ প্রদান করিল। প্রকৃত পক্ষে তাহারা অসীম ক্লেশে ক্লান্ত হইয়াছিল এবং পরে রাজার ক্রোধ ভোগ করা অপেক্ষা প্রধানতঃ সম্মুখবর্ত্তী বিপদই তাহাদের আকুল করিয়াছিল। যাহা হউক, অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হইয়া আলেকজান্দার উহাদিগকে মার্জ্জনা করিলেন। তিনি স্বয়ং খাদ্যান্বেষণে ঐ জনপদ সমূহ অনুসন্ধান করিলেন এবং কালেসিয়া (৩) বাসী ক্রিথিয়াস্‌কে নৌবাহিনীর সমভিব্যহারী সৈন্যগণের জন্য খাদ্যাদি প্রেরণ করিলেন। দেশের সমস্ত শস্য পেষণ করিয়া ঐ শস্য, খর্জ্জুর ও মেষ সৈন্যদলের নিকট বিক্রয়ার্থ তিনি তদ্দেশবাসীদিগকে আদেশ করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার অন্যতম সহকারী টেলিফস্‌কে সামান্য পরিমাণ পেষিত শস্য সহ অন্য জনপদে প্রেরণ করিলেন।

(৩) কৃষ্ণসাগর তীরস্থ কালেসিয়া নামক থ্রেসের সুবৃহৎ নগর।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিপজ্জাল

অতঃপর তিনি গেদ্রোসিয়ার রাজধানী পৌরাভিমুখে (১) অগ্রসর হইয়া ওরা হইতে যাত্রা করিবার ৬০ দিবস পরে তথায় উপনীত হইলেন। অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে, আলেকজান্দার এসিয়ায় যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সে কষ্ট এই অভিযানের তুলনায় সামান্য মাত্র। একমাত্র নিয়ার্কাস্ই বলিয়াছেন যে আলেকজান্দার এই পথের কষ্টের কথা বিশেষরূপে অবগত হইয়াই এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু এক সেমিরামিস্ (যিনি ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন) ব্যতীত অন্য কেহই এই পথে ভ্রমণ করেন নাই জানিয়াই তিনি এই পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় অধিবাসীরা বলে যে, সেমিরামিস্ মাত্র কুড়িজন সৈন্যসহ পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমনকি কাম্বাইসীস্ পুত্র সাইরাস

---

(১)বান্‌বেরী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "আলেকজান্দারের প্রদর্শিত পথে অন্য কোন প্রাচীন পর্য্যটকই ভ্রমণ করেন নাই। কিন্তু আলেকজান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত মরুভূমি দৃষ্ট হয় না। পৌরাকেও সঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না।" ভিনসেন্ট্ স্মিথ ইহাকে বর্ত্তমান রামপুর বলিয়াছেন।

ষ্ট্রাবোও আরিয়ানের ন্যায় গেদ্রোসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া গমনকালে সৈন্যগণের অসহনীয় ক্লেশের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, সৈন্যগণের এই স্থান কুচ করিতে দুই মাস সময় লাগিবার একমাত্র কারণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, খুব সম্ভব তাহারা অনেক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে সৈন্যগণ অনেক সময় রাত্রিতে কুচ করিতে বাধ্য হইত।

মাত্র সাতটী সৈন্যসহ রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাহারা বলে যে সাইরাস্ প্রকৃত পক্ষে এই ভূভাগ আক্রমণার্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রাকালে ক্লেশে তাঁহার সৈন্যাবলীর অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সাইরাস্ ও সেমিরামিসের (২) বিপর্য্যস্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায়ই আলেকজান্দার প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কাস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে ও উপকূল সন্নিকটে থাকিয়া নৌবাহিনীকে উপযুক্ত খাদ্যাদি সরবরাহের জন্যই আলেকজান্দারের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অতিরিক্ত উষ্ণতা ও জলাভাবে তাঁহার সৈন্যের প্রধানাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; বিশেষতঃ ভারবাহী পশুগণের অনেকগুলি, বালুকার গভারতা ও অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত উষ্ণতার জন্য তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, সৈন্যেরা পথিমধ্যে উচ্চ বালুকাস্তূপ দেখিতে পাইয়াছিল; এই সকল স্তূপ শক্ত ও ঘনীভূত ছিল না, এগুলি এরূপ কোমল ছিল যে ইহাতে পদার্পণ করিলে বালুকাস্তূপ কর্দ্দম অথবা তুষারের ন্যায় বসিয়া যাইত। রাস্তা অসমান ও কঠিন হওয়াতে অশ্ব ও অশ্বতরগুলি আরোহণ ও অবতরণ উভয় সময়েই অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল। বিশ্রামস্থানগুলিও অত্যধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া সৈন্যদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়াছিল; কারণ সৈন্যেরা পানীয় জলাভাবে অনেক সময় নিরূপিত স্থান অপেক্ষা অধিকদূর কুচ করিতে

---

(২) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ২১০ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ সকল অভিযানের কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই।

বাধ্য হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া কুচ করিয়া প্রাতে জলের সমীপে উপনীত হইয়া তাহাদের কষ্ট প্রায় দূরীভূত হইত। কিন্তু বিশ্রামস্থানের দূরত্ব নিবন্ধন যদি তাহারা দিবাভাগেও কুচ করিতে বাধ্য হইত তবে অত্যধিক উষ্ণতা ও অদমনীয় পিপাসা উভয়ের জন্য অত্যধিক ক্লেশ ভোগ করিত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৈন্যাবলীর ক্লেশ

সৈন্যেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক ভারবাহী পশু হত্যা করিয়াছিল। তাহাদের খাদ্যাদি হ্রাস হইলেই তাহারা অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর হত্যা করিয়াছিল। এই সকল জন্তু তৃষ্ণা ও উষ্ণতার জন্য প্রাণ হারাইয়াছে এই ছলে তাহারা এই সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিত। অভাবের জন্য ও সকলেই তুল্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রকৃত ঘটনা কেহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে নাই। আলেক-জান্দার স্বয়ংও এই সকল ঘটনা অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু এইগুলি বিচারযোগ্য বিবেচনা না করিয়া এইগুলির অজ্ঞতা স্বীকার করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন। এই জন্য পীড়িত সৈন্যগণকে স্থানান্তরিত করা অথবা যাহারা ক্লান্ত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছিল তাহাদিগকে বহন করা সহজসাধ্য ছিল না। কেবল ভারবাহী পশুর অভাবের জন্যই এইরূপ হইতেছিল না; কিন্তু সৈন্যেরা বালুকার গভীরতার জন্য শকটগুলি টানিতে অসমর্থ হইলেও শকট ভগ্ন করিত। শকটগুলির জন্য তাহারা সোজা পথে না

যাইয়া শকটের জন্য প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইতে হইত বলিয়া তাহারা কুচের প্রথমাবস্থায়ই এরূপ করিয়াছিল। এই জন্য কতকগুলি সৈন্য ব্যাধির জন্য, কতক ক্লান্তির জন্য, কেহবা উষ্ণতা ও অসহনীয় তৃষ্ণার জন্য পরিত্যক্ত হইতেছিল এবং তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অথবা পীড়াকালে শুশ্রূষারও কেহ ছিল না। সৈন্যবাহিনী একত্রীভূত হইয়াই যাত্রা করিতেছিল এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত ক্লেশের কথা কেহই মনে করিতেছিল না। রাত্রিতে কুচ করিবার জন্য, কোন কোন সৈন্য নিদ্রাতুর হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিত; পরে জাগরিত হইলে যাহাদের শক্তি থাকিত তাহারা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদানুসরণ করিত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সৈন্যদের সহিত যোগদান করিত। কিন্তু, অধিকাংশই সমুদ্রভ্রষ্ট জাহাজের ন্যায় বালুকা মধ্যে প্রাণ হারাইত।

অন্য একটী বিপদে সৈন্যগণ, অশ্ব ও ভারবাহী পশু সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় গেদ্রোসিয়ায়ও ইটিসিয়ান্ বাতাসের জন্য বারিপাত হইত; কিন্তু গেদ্রোসিয়া দেশে সমতল ক্ষেত্রে বারিপাত না হইয়া যে সকল মেঘ বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইত, তাহারা পর্ব্বত উত্তীর্ণ না হইয়া এই প্রান্তেই বারিবর্ষণ করিত। একসময়ে সৈন্যবাহিনী রাত্রির মত ক্ষুদ্র একটী স্রোতস্বতীর নিকট জলের জন্য শিবির স্থাপনা করিয়াছিল; রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে সৈন্যদের অলক্ষ্যে বৃষ্টিপাত দ্বারা নদীর জল এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে সৈন্য-সহচরগণের স্ত্রীপুত্রাদি অধিক পরিমাণেই ভাসিয়া যায় এবং রাজকীয় দ্রব্যাদি ও অবশিষ্ট ভারবাহী অশ্বাদিও নষ্ট হইয়া যায়। সৈন্যগণ নিজেরাই অতিকষ্টে জীবন ও অস্ত্রাদির স্বল্পাংশই রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অনেকে অতিরিক্ত পরিমাণে

জলপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অত্যধিক উষ্ণতা হেতু তৃষ্ণার জন্য জল পাইলেই তাহারা পিপাসা নিবারণার্থে অতিরিক্ত পরিমাণে জলপান করিয়া নিজেদের মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিল। এই জন্য আলেকজান্দার সাধারণতঃ জলের কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিতেন। ইহাতে সৈন্য এবং পশুগণ দলবদ্ধ হইয়া জীবন বিপন্ন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে জল নষ্ট করিতে সক্ষম হইত না।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ঘটনানিচয়

এইস্থানে আমি আলেকজান্দার কর্ত্তৃক সম্পাদিত একটি মহতী কার্য্য বর্ণনা না করিয়া পারিতেছিনা। সম্ভবতঃ আলেকজান্দারের জীবনে ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ইহা হয় এই দেশেই ঘটে, অথবা অন্যান্য গ্রন্থকারগণ যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ পারোপামিসাদাইগণের দেশে ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী এই। সৈন্যগণ বালুকামধ্যে উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণজালের মধ্যে কুচ করিতেছিল, পানীয় না পাওয়াতে তাহারা পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে পারে নাই। আলেকজান্দার স্বয়ং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পীড়িত হইলেও এবং সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তাহাদের পুরোভাগে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় কুচ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে লঘুবর্ম্মাবৃত কয়েকটি সৈনিক একটী স্রোতস্বতীর খাদে অপবিত্র জল রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অতিকষ্টে এই জল সংগ্রহ করিয়া, তাহারা কোন মহৎ উপহার বহন

করিতেছে এইরূপভাবে আলেকজান্দারের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। তাহারা রাজার নিকটে উপনীত হইয়া একটী শিরস্ত্রাণে এই জল রক্ষাকরিয়া উপহারস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিল। আলেক-জান্দার এই জল গ্রহণ করিয়া ঐ সকল সৈন্যগণকে ইহার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন কিন্তু সমগ্র বাহিনীর সমক্ষে ঐ জল তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এই কার্য্যে সকল সৈন্যগণ এরূপভাবে অনু-প্রাণিত হইল যে তাহাদের মনে হইতে লাগিল যে আলেকজান্দার তাহাদের জলাভাব মোচন করিয়াছেন। আমি অলেকজান্দারের এই ব্যবহারটী অন্য সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় মনে করি; এইকার্য্যে কেবল আলেকজান্দার কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শনকরেন নাই, সৈন্যাবলীর পরিচালনায় তাঁহার অদ্ভূত নিপুণতাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সৈন্যবাহিনী এতদ্দেশে নিম্নোক্ত অদ্ভূত ঘটনাও প্রদর্শন করিয়াছিল। পথপরিচালকগণ পথভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে নিবেদন করিল যে বায়ু নিক্ষিপ্ত বালুকায় পথের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্ব্বতপ্রমাণ বালুকাস্তূপ সমূহের মধ্যে তাহারা কিছুতেই তাহাদের পথ অনুমান করিতে পারিতেছিল না, এমন কি বৃক্ষেরচূড়া, অধিক কি পর্ব্বতের শীর্ষদেশও দৃষ্ট হইতেছিল না। তাহারা রাত্রির নক্ষত্রের অথবা দিবাভাগে সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতেও অভ্যস্থ ছিল না। অবশেষে আলেকজান্দার বামদিকে অগ্রসর হইবে বুঝিতে পারিয়া কতিপয় অশ্বারোহীসহ অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সকলের অশ্বগুলিই উষ্ণতার জন্য ক্লান্ত হইলে, তিনি তাঁহার শরীররক্ষীর অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ও কেবল পাঁচজন সৈন্যসহ অগ্রগামী হইয়া সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। উপকূলস্থ প্রস্তরাদি দূরীভূত করিয়া তিনি পানীয় জলের সন্ধান পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সকল সৈন্যকে ঐস্থানে আনয়ন

করিলেন। পরবর্ত্তী সপ্তদিবস তাহারা উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর ও উপকূলে জল পান করিয়া পথপরিচালকবর্গ এই সময়ে পথ চিনিতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি অভ্যন্তর প্রদেশে নিজ সৈন্য পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ক্ষত্রপ নিয়োগ

গেদ্রোসিয়ারাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হইয়া তিনি সৈন্যদিগকে বিশ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। আপলোফানীস্ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করাতে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। তিনি থোয়স্কে এই ভূভাগের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু থোয়স্ ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে সিবার্টিয়াস্ এই পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই ব্যক্তিই কিছুকাল পূর্ব্বে কার্ম্মেনিয়ায় ক্ষত্রপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি আরাখোসিয়া ও গেদ্রোসিয়ার এবং পাইয়োফানিস্-পুত্র নিপোলিয়স্ কার্ম্মেনিয়ার ক্ষত্রপপদে নিযুক্ত হইলেন। কার্ম্মেনিয়ায় অগ্রসর হইবারকালে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে ভারতীয় প্রদেশের ক্ষত্রপের বিরুদ্ধে বেতনভোগী সৈন্যগণ বিদ্রোহ উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু মাসিদোনিয় শরীররক্ষীগণ তাঁহার হত্যাকারীকে ঐকার্য্যে নিয়োগকালীন বধ করিয়াছে এবং পরে অন্যান্য যাহাদিগকে ধৃত করিয়াছে তাহাদিগকেও বধ করিয়াছে। এই সকল ঘটনা অবগত হইয়া ইউডিমস্ ও তাক্ষিলীশকে তিনি

যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রপ প্রেরণ না করিতে পারেন ততদিন ফিলিপ্পস্-শাসিত ভূভাগ শাসন করিতে পত্রদ্বারা উপদেশ প্রেরণ করিলেন।

কার্ম্মেনিয়ায় উপনীত হইলে ক্রাটেরস্ হস্তী ও অন্যান্য সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অর্ডানিস্ বিদ্রোহ উত্থান করাতে ও রাষ্ট্রবিপ্লব করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ক্রাটেরস্ তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। এইস্থানে আরিয়ান্ ও জারাঙ্গিয়ান্-গণের ক্ষত্রপ ষ্টাসানর্, এবং পার্থিয়া ও হির্কানিয়ার ক্ষত্রপ ফ্রাটা-ফার্নিস্ পুত্র কারিস্মানিস্‌ও আগমন করিয়াছিলেন। মিডিয়ার ক্লিয়ান্‌ডার, সিতালকীস্ ও হিরাকন্‌ও নিজ নিজ অধিকাংশ সৈন্য সহ এইস্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। ক্লিয়ান্‌ডার্ ও সীতালকীসের বিরুদ্ধে অধিবাসী ও সৈন্যগণ বহুপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিয়া-ছিল; ইঁহারা মন্দির-লুণ্ঠন, প্রাচীন সমাধিস্থল ধ্বংশ ও প্রজাগণের হানীজনক অনেক ভয়ঙ্কর অত্যাচার সাধন করিয়াছিলেন। এই সকল অপরাধ প্রমাণিত হইলে আলেকজান্দার যাহাতে ইঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ এইপ্রকার অপরাধ না করেন, তজ্জন্য উঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এপ্রকারে যেসকল জাতি স্বেচ্ছায় আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বা আলেকজান্দার যাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক ও নানাস্থানে অবস্থিত হইলেও তাঁহার বশীভূত থাকিত। তাঁহার শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজাদিগকে অযথা পীড়ন করিতে পারিতেন না। এই সময়ে হিরাকন্ নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইলেও শীঘ্রই সৌসার দেবমন্দির লুণ্ঠনাপরাধে শাস্তি পাইয়াছিলেন। ষ্টাসানর্ ও ফ্রাটাফার্ণিস্ আলেকজান্দার গেড্রোসিয়ায় পথে অগ্রসর হইতেছেন জানিতে পারিয়া ও নিশ্চয়ই তাঁহার সৈন্যগণ ক্লিষ্ট হইবে বুঝিয়া

অনেক ভারবাহীপশু ও উষ্ট্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। সুতরাং এইসকল ব্যক্তি উপযুক্ত সময়েই ঐসকল পশুসহ পৌছিয়াছিলেন। আলেকজান্দার একে একে এই সকল পশু নিজ নিজ কর্ম্মচারীকে, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কার্ম্মেনিয়ায় আমোদ-প্রমোদ

যদিও বিশ্বাসযোগ্য নহে, তথাপি কয়েকজন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি কার্ম্মেনিয়ার মধ্য হইয়া যাত্রাকালে নিজ সহচরগণসহ দুইটী আবৃত শকটমধ্যে শয়নাবস্থায় বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং সৈন্যগণ মাল্যপরিধান ও নানারূপে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এইভাবে গমনকালে কার্ম্মেনিয়াবাসিবৃন্দ তাঁহাকে ও সৈন্যগণকে নানাপ্রকার খাদ্য ও মদ্যাদি প্রদান করিয়াছিল এবং ডাইওনিসস্ যেরূপ ভারতবর্ষ বিজয়ের পরে এসিয়ার অনেকস্থানে এইরূপ ভাবে বিজয়যাত্রা করিয়াছিলেন, আলেকজান্দারও সেইরূপ ভাবে শোভাযাত্রা এবং ডাইওনিসস্ ও থ্রিয়াম্বস্ (১) এই উভয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লাগস্‌পুত্র টলেমী বা আরিষ্টবোলস্ কেহই তাঁহাদের বর্ণনায় এরূপ আস্থা প্রদান করেন নাই, অথবা বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোন গ্রন্থকারই এরূপ ঘটনা উল্লেখ করেন

(১) লাটীন "বিজয়যাত্রা" (Triumphi) হইতে এই শব্দ উদ্ভূত।

নাই। এবং আমার পক্ষে ঐ সকল অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনা এইরূপ লিপিবদ্ধ করাই যথাযোগ্য মনে করি না। ভারতীয়গণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ও গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া যাত্রাকালে সৈন্য-বাহিনীর রক্ষার জন্য আলেকজান্দার কার্ম্মেনিয়া পৌঁছিয়া দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তিনি গীতবাদ্য ও ব্যায়ামাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি পিউকেস্‌টাস্‌কে নিজ শরীররক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং ইঁহাকে পার্সিসের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে সম্মান ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন স্বরূপ ও মালয়দের মধ্যে অবস্থান কালীন তিনি যেরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে শরীররক্ষীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার সাতজন শরীররক্ষী ছিল—আন্টিয়াস্‌পুত্র লিওনেটাস্‌ ও আমণ্টরপুত্র হিফেষ্টীয়ন্‌; আগা-থোক্লীস্‌-পুত্র লিসিমাকস্‌; পিসেয়স্‌-পুত্র আরিষ্টোনস্‌; অরিষ্টিস্‌বাসী অরণ্টস্‌-পুত্র পার্দিকাস্‌; লাগস্‌-পুত্র টলেমী ও ক্রাটেরাস্‌-পুত্র পিইথন্‌। পিউকেস্‌টাস্‌ ঢালদ্বারা আলেকজান্দারের দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সাতজনের সহিত ইঁহাকেও যোগকরা হইল।

এই সময়ে নিয়ার্কাস্‌ ওরা, গেড্রোসিয়া এবং ইক্‌থিওফাগির দেশভুক্ত উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইয়া কার্ম্মেনিয়ার উপকূলস্থ জনাকীর্ণস্থানের বন্দরে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে কয়েকজন অনুচর সহ আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইয়া জলযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন (২)। তিনি সুসা ও টাইগ্রীস্‌ নদীর

(২) "সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোহনা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি কি প্রকারে সিন্ধু হইতে পারস্যোপসাগর এবং টাইগ্রীসের মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা আমি অন্য পুস্তকে বর্ণনা করিব। এই শেষোক্ত পুস্তকে আমি নিয়ার্কাসের স্বহস্ত লিখিত বর্ণনা আলোচনা করিব। তিনি এই পুস্তক গ্রীক ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। হয়ত কোন সময়ে আমার ইচ্ছা হইলে এবং দেবতার প্ররোচনা হইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রূফাস্ রচিত

আলেকজান্দারের ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

নবম অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিবরণ

সাধারণতঃ বিশ্রামকালেই জনশ্রুতি বৃদ্ধি পায় বলিয়া, আলেকজান্দার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়ান্তে সুযশবৃদ্ধিকারী কার্য্যাবলী অপেক্ষা তিনি যুদ্ধেই অধিক সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ একপ্রকার সম্পূর্ণ পূর্ব্বদিকেই অবস্থিত এবং ইহার প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য (১) অধিক। দাক্ষিণাত্য সু-উচ্চ পর্ব্বতসমন্বিত। অন্যত্র ইহা সমতল এবং এইজন্যই ককেসাস্ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত অনেক সুপ্রসিদ্ধ নদী সমতলক্ষেত্রে ধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুর জল অন্যান্য নদীর জল অপেক্ষা শীতল এবং ইহার বর্ণ সমুদ্রের বর্ণ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তীনদী এবং ইহা দক্ষিণ প্রদেশাভিমুখিনী হইয়া অনেক পর্ব্বতমালা ধৌত করিয়া অবশেষে এক পর্ব্বত কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়াছে। গঙ্গা ও সিন্ধু উভয় নদীই লোহিত সাগরের (২) সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সিন্ধু নদী তীরদেশ ক্ষয় করিয়া প্রচুর বৃক্ষ ও মৃত্তিকা গ্রাস করে। অধিকন্তু অনেক পর্ব্বত ইহার গতিরোধ করিয়া ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিতে

---

(১) ইরাটস্থিনিস্ ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকগণ ভারতবর্ষকে রম্বইডের আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। "সমসাময়িক ভারত," প্রথম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) লোহিত সাগর বা ইরিথি য়ান্ সাগর। কার্টিয়াসের বর্ণনার সহিত টলেমীর বর্ণনার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বাধ্য করে। যেস্থানে ভূমি কোমল ও সহজেই ভগ্ন হয়, তথায় সিন্ধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিভক্ত হইয়া দ্বীপ প্রস্তুত করে। ইহার সহিত আকিসাইন্ মিলিত হইয়া ইহার আকার বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গা সমুদ্রাভিমুখিনী হইবার কালে যমুনার সহিত মিলিত হয় এবং বিশেষ বেগের সহিত একটী অপরের সহিত যুক্ত হয়। যে স্থানে উপনদী ও গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে তথায় গঙ্গা দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং যমুনার জল আবর্ত্তে পড়িলেও নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে।

ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় প্রবাহিত হয় বলিয়া দিয়ার্দানিস্ (৩) সকল সময়ে উল্লিখিত হয় না। সিন্ধুর ন্যায় ইহাতে কেবল কুম্ভীরই জন্মে না; ইহাতে ডল্‌ফীন্ ও অপর জাতির অজ্ঞাত নানাপ্রকার ভীষণ জন্তু জন্মে। এথিমানথাস্ (৪) বক্রগতিতে প্রবাহিতা হয় এবং ইহার তীরস্থ অধিবাসিবৃন্দ ইহার জলদ্বারা ক্ষেত্র সেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই জন্যই অতি সামান্য মাত্র জলসহ এবং কোন নামে অভিহিত না হইয়াই ইহা সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়। এই নদীতীরস্থ জনপদ পূর্ব্বোল্লিখিত নদীসমূহ ব্যতীত আরও অনেক নদী দ্বারা সেবিত; কিন্তু এইগুলি উল্লেখযোগ্য নহে এবং ইহারা ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদের নাম সেরূপ বিখ্যাত নহে। সমুদ্রোপকূল উষ্ণ উত্তর বায়ু-দ্বারা সেবিত। এই বায়ু পর্ব্বতদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলি

---

(৩) টলেমী স্বীয় ভূগোলে দোয়ানস্ নামক এক নদীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ দোয়ানস্ বা দিয়ার্দানিস্‌কে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) এই নদী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

নাতিশীতোষ্ণ ও উর্ব্বর (৫)। কিন্তু এতদ্দেশে প্রকৃতি ঋতুসমূহকে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে, যখন সূর্য্য অন্যান্য দেশে প্রখর কিরণমালা বিস্তার করে, তখন ভারতবর্ষ তুষারাবৃত; পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান যখন তুষারাবৃত তখন ভারতবর্ষে অসহ্য উত্তাপ। কিজন্য প্রকৃতির এরূপ ব্যবহার তাহা নির্ণয় করা যায় না; তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রের জল পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রের জলের ন্যায়। রাজা ইরিথ্রাস্ (৬) হইতে ভারতীয় সমুদ্রের নামকরণ হইয়াছে এবং সেই জন্য অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারতীয় সমুদ্রের জলের বর্ণ লোহিত বলিয়া মনে করে।

ভারতীয় ভূমিতে শণ (৭) জন্মে এবং অধিবাসীদের সাধারণ পরিচ্ছদ ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়। বৃক্ষত্বকের কোমলদিকে কাগজের ন্যায় লেখা যায় (৮)। পক্ষীরা সহজেই মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় (৯)। অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী পশু ব্যতীত ভারতীয় পশু অন্যান্য জাতিগণের নিকট অজ্ঞাত। এতদ্দেশে গণ্ডারের উপযোগী খাদ্য পাওয়া গেলেও, এই জন্তু এতদ্দেশীয় নহে (১০)। আফ্রিকার হস্তী অপেক্ষা ভারতীয়

---

(৫) এই সকল বর্ণনায় অধিকাংশই স্বকপোলকল্পিত।

(৬) "সমসাময়িক ভারতে"র "ইরিথ্রিয়ান্ সাগর" নামক খণ্ডে এই সকল তথ্যের বিস্তারিত সমালোচনা হইবে।

(৭) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার কার্পাস বলিতে শণ বলিয়াছেন।

(৮) ষ্ট্রাবো ১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড।

(৯) 'সমসাময়িক ভারত,' প্রথম খণ্ড, ১৩৬ ও ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০) কার্টিয়াস্ এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থে এই সকল জন্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইলিয়ান্ (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১২৬—১৪৮ পৃষ্ঠা

হস্তী অধিক বলবান এবং ইহা আকারেও বৃহৎ (১১)। অনেক নদী সুবর্ণ বহন করে (১২) এবং এই সকল নদীর জল ধীরে ও মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র উপকূলে মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তাদি নিক্ষেপ করে; অন্য কোন উপায়েই এতদ্দেশবাসীদিগের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় নাই; এই সকল দ্রব্যই বৈদেশিক জাতির মধ্যে নানারূপ অনিষ্টের হেতু; উত্তপ্ত সমুদ্রে নির্ম্মিত এই সকল স্পৃহনীয় দ্রব্য প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বিলাসিতালিপ্সু ব্যক্তিগণের নিকট বহুমূল্যে বিক্রীত হয় (১৩)।

অন্যান্য দেশের ন্যায় অধিবাসীদিগের চরিত্র দেশ ও ঋতুর উপরে নির্ভর করে। ইহারা আপাদমস্তক সূক্ষ্ম মসলিনে আবৃত করে, পদতলে পাদুকা পরিধান (১৪) এবং মস্তকে কেশের চতুর্দ্দিকে কার্পাস বস্ত্র বন্ধন করে। ইহারা কর্ণ হইতে মূল্যবান প্রস্তর বিলম্বিত করে এবং অভিজন ও ধনিব্যক্তি মণিবন্ধ ও হস্তের উর্দ্ধাংশে সুবর্ণবলয় ব্যবহার করে। ইহারা অনেক সময় কেশবিন্যাশ করে (১৫) কিন্তু কদাচিৎ মস্তকের কেশ কর্ত্তন করে। ইহারা

দ্রষ্টব্য:) গণ্ডারকে কার্ত্তাজন্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কসমস্ ইণ্ডিকোপ্লিউইস্‌টিসেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১১) প্লিনির "প্রাণিতত্ত্ব" (সমসাময়িক ভারত, প্রথমখণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও ইলিয়ান্ (ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১২) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ডে অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৩) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(১৪) ইণ্ডিকা, ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে জুতা অর্থে (sandals) চটী জুতাই উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৫) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড, (ষ্ট্রাবো ১৫) দ্রষ্টব্য।

কোনকালেই চিবুকের শ্মশ্রু কর্ত্তন করে না, তবে মুখের অন্যান্য স্থান হইতে শ্মশ্রু ক্ষৌর কার্য্য দ্বারা দূরীভূত করে এবং তজ্জন্য ইহা উজ্জ্বল দেখায়। এতদ্দেশবাসিগণের রাজন্যবর্গের বিলাসপ্রিয়তা (অথবা ইহারা যাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে) এরূপ নিন্দনীয় যে পৃথিবীতে ইহার তুলনা দৃষ্ট হয় না।

রাজা যখন জনসাধারণের সম্মুখে আগমন করিতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ হস্তে রৌপ্যের ধূপাধার বহন করে এবং তিনি যে পথে পরিভ্রমণ করেন তাহারা সেই পথ গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে সুগন্ধিময় করে। তিনি সুবর্ণের পাল্কীতে আরামে শয়ান থাকেন, তাঁহার অঙ্গ বহু মুক্তাসুশোভিত করা হয় এবং এই সকল মুক্তা চতুর্দ্দিকে দুলিতে থাকে; রাজা সুবর্ণসমন্বিত লোহিত বর্ণের উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার পাল্কীর পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী পরিচারক ও তাঁহার শরীররক্ষী সৈন্য গমন করে; ইহারা বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বহন করে এবং এইসকল শাখাপ্রশাখায় পক্ষীগণ কূজন করিতে থাকে। রাজপ্রাসাদ স্বর্ণাবৃত স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত এবং এইসকল স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে সুবর্ণমণ্ডিত দ্রাক্ষালতা-জড়িত; রৌপ্যনির্ম্মিত প্রিয়-দর্শন পক্ষী-সমূহ এই চিত্র বিচিত্র কার্য্যের শোভাবৃদ্ধি করে। রাজপ্রাসাদের দ্বার সকলের পক্ষেই অবারিত; এমন কি রাজার কেশবিন্যাস বা বস্ত্র পরিধানের সময়েও রাজপ্রাসাদে প্রবেশে কোন বাধা নাই। এই সময়েই রাজা দুতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রজাগণের বিচার করেন। অতঃপর তাঁহার পাদুকা অপসারিত হইলে পাদদেশ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা ঘর্ষিত হয়। মৃগয়াই তাঁহার প্রধান ব্যায়াম এবং তিনি রাজকীয় উদ্যানে (১৬) আবদ্ধ পশুসমূহকে, তাঁহার পার্শ্বচারিকা-

---

(১৬) 'অর্থশাস্ত্র', প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

গণের উৎসাহ ও সঙ্গীতধ্বনির মধ্যে শীকার করেন। তীরগুলি দুই হস্ত দীর্ঘ এবং অত্যন্ত ভারী বলিয়া কার্য্যকারিতা অপেক্ষা সুদৃশ্যতার দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। অল্পদূরে গমন করিতে হইলে তিনি অশ্বারোহণে গমন করেন; কিন্তু অধিকদূরের জন্য হইলে হস্তিপৃষ্ঠে হাওদায় আরোহণ করিয়া গমন করেন। এই হস্তিগুলি সুবৃহৎ হইলেও ইহাদের সকল অবয়ব সুবর্ণের আস্তরণে আবৃত করা হয়। যাহাতে কোন প্রকারের নির্লজ্জ লম্পটতার অভাব না থাকে, তজ্জন্য রাজা সুবর্ণের পাল্কীতে আরোহণ করেন ও বহুসংখ্যক বেশ্যা তাঁহার সহগামিনী হয়। এই বেশ্যাশ্রেণী রাজ্ঞীর পরিচারিকাবর্গ হইতে বিভিন্ন এবং শেষোক্তগণের ন্যায়ই সুসজ্জিতা। স্ত্রীলোকেই তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তাহারাই তাঁহাকে পানার্থ মদ্য প্রদান করে। সকল ভারতবাসীই প্রচুর মদ্য পান করে (১৮)। মত্তাবস্থায় রাজা নিদ্রিত হইলে, পরিচারিকাগণ দেশীয় ভাষার সঙ্গীত দ্বারা রাত্রির দেবতাগণের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া যায় (১৯)।

এইপ্রকার দুষ্ট-নীতি আচরণের মধ্যে কিপ্রকারে দর্শনের শিক্ষা হইতে পারে? তথাপি ইহাদের মধ্যে দার্শনিক আছে; ইহাদের একশ্রেণী বনে বাস করে এবং দেখিতে অত্যন্ত কদাকার। ইহারা নিরূপিতকালের পূর্ব্বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে

---

(১৭) ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে রাজা রাত্রিতে নিজ শয্যা কয়েকবার পরিবর্ত্তন করিতেন।

(১৮) বস্তুতঃ পক্ষে এই বর্ণনা মিথ্যা।

(১৯) চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের স্ত্রী প্রহরী ছিল। প্রাচীনভারতে মদ্যপান অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। লেখকের এই উক্তির সমর্থন করা যায় না।

গৌরবানুভব করে এবং বৃদ্ধবয়সে উৎসাহহীন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্যহীন হইলে জীবিতাবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগের ব্যবস্থা করে। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ইহারা অপমানজনক মনে করে এবং বয়সের আতিশয্যের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় না। শেষ নিশ্বাসের পূর্ব্বে চিতাশায়ী না হইলে অগ্নি কলঙ্কিত হয়। যে সকল দার্শনিক নগরে সভ্যব্যক্তিগণের ন্যায় জীবনাতিপাত করে, কথিত আছে যে তাহারা আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে পারে। ইহারা বিশ্বাস করে যে, যে নির্ভয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে তাহার মৃত্যু শীঘ্র ঘটিতে পারে না (২০)।

যে বস্তুর মূল্য আছে, তাহারা তাহাদিগকেই দেবতা বলিয়া সম্মান করে। বিশেষতঃ তাহারা (২১) বৃক্ষগুলিকে সম্মান করে এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। তাহারা পঞ্চদশদিবসে মাস গণনা করিলেও বৎসরকে পূর্ণ সময় প্রদান করে। চন্দ্রের গতিদ্বারাই তাহারা সময় নিরূপণ করে (২২)। ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শ্রুত হওয়া যায়; তবে এই প্রসঙ্গে ঐ সকল বর্ণনা আমরা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

---

(২০) দার্শনিকগণের এই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান্, প্লুটার্ক ও দায়দরস্ ইঁহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

(২১) বর্ত্তমানেও কোন কোন বৃক্ষ পূজিত হয়।

(২২) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

সিন্ধুর পশ্চিমপ্রান্তে অভিযান

ভারতবর্ষ প্রবেশের অনতিকাল পরেই নানাজাতির অধিনায়কগণ বশ্যতাস্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাদভিলাষে আগমন করিলেন। এই অধিনায়কগণ নিবেদন করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগত জুপিটারের বংশধরগণের মধ্যে অলেকজান্দারই তৃতীয় এবং তাহারা কিংবদন্তীতেই ফাদার ব্যাকাস্ ও হার্কিউলিসের কথা অবগত ছিল, আলেকজান্দারকেই মাত্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। এই ব্যক্তিগণকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইঁহাদিগকে পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় সহগামী হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু অন্য কোন অধিনায়ক বশ্যতাস্বীকারে অগ্রবর্ত্তী না হওয়ায়, যে সকল জাতি তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে পরাভূত করণার্থ তিনি হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দ্দিকাস্কে সৈন্যাবলীর অংশসহ অগ্রে প্রেরণ করিলেন। তিনি ইঁহাদিগকে, সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণের জন্য সেতু নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। বহুনদী উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া তাঁহারা এরূপ ভাবে নৌকাসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন যে, এই-গুলিকে খণ্ডাকারে শকটে করিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়া পুনরায় একত্র করা যাইত। ক্রাটেরস্‌কে পদাতিক সহ অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া, আলেকজান্দার স্বয়ং অশ্বারোহী ও লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যসহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সহজেই

পরাভূত করিয়া এক নিকটবর্ত্তী নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। এই সময়ে ক্রাটেরস্ তাঁহার সহিত যোগদান করিলে আলেক-জান্দার অধিবাসিবৃন্দের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারের ইচ্ছায় আদেশ করিলেন যে, অবরুদ্ধ নগর-প্রাচীর ভস্মীভূত হইলে কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত না রাখা হয়। অশ্বারোহণে প্রাচীর সন্নিকটে উপনীত হইয়া তিনি শত্রুনিক্ষিপ্ত তীরে আহত হইলেও, নগর অধিকারে সমর্থ হইলেন এবং সকল অধিবাসীকে হত্যা করিয়া নগর-প্রাচীর ধ্বংসপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধের পরিচয় দিলেন (১)।

এই অপরিজ্ঞাত জাতিকে পরাভূত করিয়া, তিনি এইস্থান হইতে নিসা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘটনাক্রমে নগর-প্রাচীরের নিম্নে বনভূমিতে শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ইতঃপূর্ব্বে এরূপ শৈত্যানুভব না হওয়াতে, রাত্রিতে সৈন্যগণ শীতের জন্য ক্লেশ পাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ নিকটেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সুবিধা ছিল; সৈন্যেরা বৃক্ষাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল। ইহাতে দেবদারুনির্ম্মিত প্রাচীন সমাধিগুলি অগ্নি-স্পর্শ করিল সুতরাং চতুর্দ্দিকে অগ্নি ব্যাপ্ত হওয়ায় অধিবাসীদের সকল সমাধিগুলি ভস্মীভূত হইল। তখন নগরমধ্য হইতে সারমেয়গণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং শিবিরস্থ সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনিও উঠিল। ইহাতে নগরবাসিগণ বুঝিতে পারিল যে, শত্রু সন্নিকটস্থ হইয়াছে এবং মাসিদোনিয়গণও জানিতে পারিল যে, তাহারা নগরসমীপে উপনীত হইয়াছে।

আলেকজান্দার এইসময়ে নিজসৈন্য বিন্যাসপূর্ব্বক নগর-প্রাচীর

---

(১) কিন্তু, আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে অধিবাসিবৃন্দ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

আক্রমণ করিলে, নগররক্ষাকারিগণ বাধা দিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু তাহারা সহজেই বাণ নিক্ষেপে পরাভূত হইল। নিসিয়াবাসিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল; কেহ আলেকজান্দারের পদানত হইতে, কেহবা যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। উহাদের মতের অনৈক্যের কথা শ্রুত হইয়া তিনি বিশেষরূপ নগরাবরোধের বা অযথা রক্তপাতের নিষেধাজ্ঞা দিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিবাসীরা অবরোধের কষ্ট সহিতে অসমর্থ হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা দৃঢ়তাসহকারে আলেকজান্দারকে নিবেদন করিল যে, ফাদার ব্যাকাস্ কর্ত্তৃক তাহাদের নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এবম্প্রকারেই এই নগরের উৎপত্তি হইয়াছে। অধি-বাসিবৃন্দ-অভিহিত মেরোস্ নামক পর্ব্বতের সানুদেশে এই নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া গ্রীকগণ এক আখ্যান প্রচার করিল যে, ফাদার ব্যাকাস্ জুপিটরের উরুদেশে লুক্কায়িত ছিলেন। গ্রীক-রাজ অধিবাসীদের নিকটে পর্ব্বতের অবস্থানের বিষয় অবগত হইয়া তথায় খাদ্যাদি প্রেরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে আরোহণ করিলেন। (২) সৈন্যগণ পর্ব্বতোপরি প্রচুর পরিমাণে "আইভি" ও দ্রাক্ষালতা ও উহার নিম্নভূমি হইতে নিত্যপ্রবাহিত জল দেখিতে পাইল। ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া তথায় নানাপ্রকারের প্রচুর ও সুস্বাদু ফল জন্মিত এবং এমন কি বন্ধুর পর্ব্বতগুলিও নিরন্তর "লরেল" ও জটামাংসে

---

(২) ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দার স্বয়ং পর্ব্বতারোহণ করেন নাই; পরন্তু, পর্ব্বতের সানুদেশে থাকিয়াই পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই লেখক বলিয়াছেন যে, পাছে দ্রাক্ষালতাদৃষ্টে মাসিদোনিয়গণের জন্মভূমির কথা মনে হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে গমনে বিরত হইয়াছিলেন।

(৩) পূর্ণ থাকিত। সৈন্যগণ, সংগৃহীত "আইভি" ও দ্রাক্ষাপত্রদ্বারা নিজেদের ললাট সুসজ্জিত করিয়া ব্যাকাসের অনুচরগণের ন্যায় ইচ্ছামত বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিল—এইসকল কার্য্যকে আমি ঐশ্বরিক উত্তেজনাবশতঃ মনে করিনা; পরন্তু এইগুলিকে আমি অনিয়মিত মূর্খতাই মনে করি। সুতরাং যেরূপ ঘটিয়া থাকে, কতিপয় সৈন্য-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মূর্খতা সকল সৈন্যকেই অনুপ্রাণিত করিল এবং অকস্মাৎ পর্ব্বতের গহ্বর ও চূড়াগুলি কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রশংসাসূচক চীৎকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিক কি, সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজমান মনে করিয়া তাহারা তৃণাবৃতভূমি অথবা পত্রস্তূপের উপর সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আলেকজান্দার স্বয়ং এই প্রকার ক্রীড়ায় বিরক্ত না হইয়া প্রমোদের উপযোগী সকলপ্রকার খাদ্যাদি উদারতার সহিত বিতরণ করিয়া ফাদার ব্যাকাসের অনুষ্ঠিত উৎসব সম্পাদনের জন্য সৈন্যদিগকে দশদিবস অবধি তথায় রাখিলেন। এখন কে অস্বীকার করিবে যে মনুষ্য অধিকতর যশের জন্য গুণ অপেক্ষা অদৃষ্টের নিকটেই ঋণী? কারণ, মাসিদোনিয় সৈন্যগণ উৎসবে সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইয়া মদ্যে অভিভূত হইলেও রণোন্মত্তযোদ্ধৃগণের নিনাদ অপেক্ষা প্রমোদমত্ত সৈন্যগণের কোলাহল ও চীৎকারেই অধিকতর ভীত হইয়া শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তাহারা মদোন্মত্ত হইয়াছিল, তখনও এইপ্রকার শুভাদৃষ্টবশতঃ মাসিদোনিয় সৈন্যগণ শত্রু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল (৪)।

---

(৩) "Spikenard"।

(৪) আরিয়ান্ ("সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ডে) এই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন।

নিসা হইতে তাহারা দিদালা (৫) নামক স্থানে গমন করিয়াছিল। অধিবাসিবৃন্দ গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য বনভূমিস্থ অগম্য নিভৃতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য আলেকজান্দার আকাডিরায় উপনীত হইলেন। আকাডিরা ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং দিদালার ন্যায় অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং আলেকজান্দার স্বীয় অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যগণকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি একই সময়ে বহুস্থান আক্রমণ করিলেন এবং অধিবাসীরা আকস্মিক আক্রমণে সকল প্রকার বিপদে অভিভূত হইল। টলেমী অনেকগুলি নগর অধিকার করিলেন এবং আলেকজান্দার টলেমী-অধিকৃত নগর অপেক্ষা অল্পসংখ্যক নগর অধিকার করিলেও যেগুলি অত্যাবশ্যক সেইগুলিই বশীভূত করিলেন। এই ব্যাপার সমাধা করিয়া তিনি বিচ্ছিন্ন সৈন্যাবলীকে পুনর্ব্বার একত্রীভূত করিলেন। অতঃপর চোয়াস্পেস্ (৬) নদী উত্তীর্ণ হইয়া

---

(৫) যাষ্টিন্ নামক গ্রন্থকার অন্যত্র দিদালি নামক পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম্ এই পর্ব্বতকে দন্তলোক নামক পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা পুষ্কলাবতী বা হস্ত নগর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী। কানিংহাম যুক্তি স্বরূপ লিখিয়াছেন যে অধিবাসীরা কথোপকথন কালে এই পর্ব্বতকে "দন্তলোক" বলিয়া অভিহিত করে এবং খুব সম্ভব গ্রীকগণ ইহা হইতেই দৈদলস্ নামকরণ করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এতদূর অগ্রসর হইবার কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৬) আরিয়ান্ এই নদীকে ইউয়াস্প্লা (Euaspla) বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাই কুনার নদী।

কৈনসকে অধিবাসী কর্তৃক অভিহিত বীরা (৭) নগর আক্রমণে ব্রতী রাখিয়া তিনি স্বয়ং মাসাগায় গমন করিলেন।

মাসাগার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতি আসাকেনস্ সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতা ক্লিওফিস্ এক্ষণে নগর ও রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। অষ্টাত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক এই নগর রক্ষা করিত; নগরটী স্বভাবতঃ এবং কৃত্রিম উপায়ে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত ছিল। নগরের পূর্ব্বদিকে বেগবতী পার্ব্বত্য নদী ও সু-উচ্চ তীরদ্বয় শত্রুর নগর-প্রবেশে বাধা দিত; দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রকৃতিদেবী যেন প্রাচীর-নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়া সুবৃহৎ পর্ব্বত সমূহ স্তূপীকৃত করিয়াছিলেন। এই প্রাচীরের তলদেশে গর্ত্ত এবং প্রকাণ্ড ও গভীর গহ্বর ছিল। ইহাদের প্রান্তদেশে বহুসংখ্যক লোকদ্বারা খনিত পরিখা দ্বারা দুর্গ সুরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধিকন্তু নগরটী ৩৫ ষ্টাডিয়া ব্যাসবিশিষ্ট একটী প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; এই প্রাচীরের তলদেশ প্রস্তর ও ঊর্দ্ধদেশ সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল। ইষ্টক-নির্ম্মিত অংশ প্রস্তর দ্বারা এরূপভাবে গ্রথিত ছিল যে অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুরাংশ দৃঢ়তর অংশের উপর অবস্থিত ছিল এবং সংযোগের জন্য কর্দ্দম ব্যবহৃত হইয়াছিল। পাছে এই প্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হয় এই আশঙ্কায় দৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড সমূহ এই সকলের

(৭) কেহ কেহ আরিয়ান্ কথিত বাজিরাকেই বীরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু মাক্রিণ্ডল বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান বাজার ও আরিয়ানের বাজিরা যখন একই স্থান তখন বীরা ও বাজিরা এক হইতে পারে না। বাজার বহুপূর্ব্বে অবস্থিত, সুতরাং ইহাকে বীরা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

উপরে স্থাপিত ছিল এবং এইগুলি প্রাচীর আচ্ছাদনকারী কাষ্ঠের মঞ্চ বহন ও অধিবাসিবৃন্দের গমনাগমনের পথস্বরূপ হইয়াছিল (৮)।

দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ কালে এবং কি ভাবে উহা আক্রমণ করিবেন সে সম্বন্ধে যখন তিনি উপায় স্থির করিতেছিলেন তখন (কারণ, পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার এঞ্জিনগুলি নগর-প্রাচীর সন্নিকটে আনয়ন করিতে বৃহৎ রাস্তা নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল) দুর্গপ্রাচীর নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার জানুতে বিদ্ধ হয়। তীর নিষ্ক্রান্ত হইলে তিনি তাঁহার অশ্ব আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন এবং ক্ষতস্থান বন্ধন না করিয়া অপ্রতিহত-ভাবে কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহত-অঙ্গ আশ্রয়বিহীন হইয়া লম্বমান থাকায় এবং রক্ত শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান শীতল হওয়ায় যন্ত্রণাবৃদ্ধি পাইল। কথিত আছে যে, তিনি এই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জুপিটারের পুত্র ইহা সর্ব্বজনবিদিত হইলেও, তিনি মনুষ্যের ন্যায় (৯) ক্ষতস্থানে বেদনা অনুভব করিতেছেন। তথাপি সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ এবং আবশ্যকীয় সকল আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে তিনি শিবিরে প্রত্যাগমন করেন নাই। তজ্জন্য আদেশানুযায়ী সৈন্যগণের কেহ কেহ নগর-বহির্ভাগস্থ গৃহাদি ধ্বংস করিতে ও পথ নির্ম্মাণের জন্য ধ্বংসাবশেষ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে ব্রতী হইল; কেহ কেহ গর্ত্ত মধ্যে শাখাসহ বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর

(৮) কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে? সম্ভবতঃ, এই স্থানে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে অথবা কার্টিয়াস্ কোনরূপ ভ্রম করিয়াছেন।

(৯) সেনেকা নামক দার্শনিকও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন "সকলেই বলে যে আমি জুপিটারের পুত্র; কিন্তু এই আঘাত আমাকে মনুষ্যপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।" সম্ভবতঃ প্লুটার্ক-জীবনীতে এই ঘটনারই উল্লেখ আছে।

নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পথ সমতল ভূমির সমান উচ্চ হইলে, সৈন্যগণ বপ্রনির্ম্মাণ আরম্ভ করিল এবং এরূপ তৎপরতার সহিত তাহারা কার্য্য করিতে লাগিল যে, নয়দিবসেই তাহারা বপ্রনির্ম্মাণ শেষ করিল। নরপতির ক্ষতস্থান শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই তিনি সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে প্রশংসা করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার আদেশানুযায়ী প্রেরিত এঞ্জিন সমূহ হইতে দুর্গপ্রাচীরস্থ সৈন্যদের প্রতি প্রচুর ক্ষেপনীয় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বর্ব্বরগণ ইতঃপূর্ব্বে চলনশীল বপ্র না দেখাতে, অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। এই বৃহৎ যন্ত্রগুলি অদৃশ্য ভাবে পরিচালিত হইতেছিল বলিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে, তাহারা এইরূপ মনে করিতে লাগিল (১০)। তাহারা বলিতে লাগিল যে প্রাচীর আক্রমণকারী সুবৃহৎ অস্ত্রগুলি মনুষ্যের পক্ষে নিক্ষেপ অসম্ভব। নগররক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া তাহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য মাসিদনাধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করিল (১১)। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, রাজ্ঞী অভিজাতবংশীয় বহু স্ত্রীপরিবৃতা হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সুবর্ণ পাত্র হইতে মদ্য নিবেদন করিল। রাজ্ঞী স্বয়ং, তাঁহার শিশুপুত্রকে আলেকজান্দারের জানুদেশে স্থাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার আবেদন পূরণ ব্যতীত তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন সম্মানের

---

(১০) কথিত আছে যে, এইগুলি আলেকজান্দারের সহগামী পলিয়িডসের ছাত্র দারাদিস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(১১) আরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত হইয়াই তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

অধিকারিণী রহিলেন এবং কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, দুরবস্থা অপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্যই এই প্রসন্নতার কারণ হইয়াছিল। যাহাই হউক রাজ্ঞী কিয়দ্দিবস পরে এক পুত্র প্রসব করেন; যিনিই এই পুত্রের পিতা হউন না কেন, পুত্র আলেকজান্দার নামে (১২) অভিহিত হইয়াছিল (১৩)।

একাদশ অধ্যায়

আয়র্ণিস্ (১) অবরোধ ও অধিকার

সৈন্যসহ নোরানগরে প্রেরিত হইয়া পলিপার্সন্ তাঁহার বিরোধী অশিক্ষিত জনসঙ্ঘকে পরাভূত করিয়া তাহাদের দুর্গ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐস্থান সমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের হস্তে অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অনেক নগর পতিত হইল; এই অধিবাসীরা সময় মত অস্ত্রাদি সহ পলায়ন করিয়া আয়র্ণিস্ নামক এক পর্ব্বত অধিকার করিয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, হার্কিউলিস্ এই পর্ব্বত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ভূমিকম্প হওয়াতে নগর অবরোধ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর্ব্বতটী প্রত্যেকদিকে খাড়া ও অসমান হওয়ায়, আলেকজান্দার কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন

---

(১২) পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) ৭৬—৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) অন্যত্র বর্ণিত আয়র্ণিস্। ৮২—৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ চিন্তাকালে, স্থানীয় অবস্থা-পরিজ্ঞাত এক বৃদ্ধ তাহার দুই পুত্র সহ আসিয়া, আলেকজান্দার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে গমনের পথ দেখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আলেকজান্দার এই ব্যক্তিকে আশী ট্যালেণ্ট দিতে সম্মত হইলেন এবং বৃদ্ধের এক পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নরপতির কর্ম্মাধ্যক্ষ মিউলিনাস্ (২) লঘু বর্ম্মাবৃত সৈন্যের অধিনায়ক রূপে বক্রপথ দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে পর্ব্বতারোহণে প্রেরিত হইলেন।

অন্যান্য পর্ব্বতমালার ন্যায় এই পর্ব্বত ধীরে এবং সহজ ও ক্রমোন্নত ভূমির ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠে নাই; ইহা "মেটা"র (৩) ন্যায় প্রশস্ত ভিত্তি হইতে ঊর্দ্ধদিকে সূক্ষ্ম হইয়া চূড়ায় পরিণত হইয়য়াছে। গভীর সিন্ধু নদের অসমান তীর ইহার পাদদেশ ধৌত করিতেছে। অন্যদিকে জলা ভূমি ও বন্ধুর গিরিসঙ্কট এবং এই সকল স্থান পরিপূর্ণ না করিয়া দুর্গ আক্রমণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাসিদোনিয়-রাজ নিকটবর্ত্তী বন কর্ত্তনের আদেশ করিলেন। ছেদিত বৃক্ষগুলির পত্র ও শাখা প্রশাখা (যেগুলি থাকিলে উহাদিগকে স্থানান্তর করা কষ্টকর হইত) বিচ্ছিন্ন করা হইল। আলেকজান্দার স্বয়ং ঐ গর্ত্তে প্রথম কাণ্ড নিক্ষেপ করিলেন; ইহাতে সমগ্র সৈন্যদল হইতে তৎপরতার চিহ্ন স্বরূপ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; রাজা স্বয়ং যে কার্য্যে

---

(২) আরিয়ান্ ইঁহাকে ইউমিনিস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) 'Meta'—রোমকদিগের ক্রীড়াস্থলের (Circus) মধ্যস্থলে একটী নিম্ন প্রাচীর থাকিত, এই প্রাচীরের উভয় প্রান্তে তিনটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোলাকার স্তম্ভ থাকিত। ইহাদিগকে মেটা বা 'গোল' বলা হইত।

সর্ব্বপ্রথমে ব্রতী হইয়াছেন, সেরূপ পরিশ্রমে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সপ্তম দিবসে গর্ত্তগুলি পূর্ণ হইল; তৎপরে আলেকজান্দার তীরন্দাজ ও আগ্রিয়ানিয়ন্‌গণকে দুরারোহ পথে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। এতদ্ব্যতীত, সঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যশীল ত্রিশজনকে (৪) নির্ব্বাচিত করিয়া কারাস ও আলেকজান্দারের কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিলেন। শেষোক্তকে নিজের নামের সহিত সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া, এরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, আলেকজান্দার স্বয়ং আক্রমণে ব্রতী হইয়া (৫) নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবেন না। কিন্তু তূরীধ্বনি সঙ্কেত জ্ঞাপন করিলে অসমসাহসিক নরপতি তৎক্ষণাৎ নিজ শরীররক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ও তাহাদিগকে পশ্চাদ্গমনের আদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন। কোন মাসিদোনিয় সৈন্যই ইহাতে পশ্চাৎপদ রহিল না—সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নরপতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। অনেকে কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; বন্ধুর পর্ব্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নস্থ নদীতে পতিত হইল—যাহারা বিপজ্জালে জড়িত না হইল, তাহাদিগের পথেও এই দৃশ্য করুণোদ্রেক করিল। কিন্তু সঙ্গীগণের মৃত্যুতে বিপদের কথা স্মরণ

---

(৪) ইঁহারা শরীররক্ষীর ন্যায় রাজার সঙ্গে থাকিতেন এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন।

(৫) ম্যাক্রিণ্ডল অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ সৈন্যগণ বা সামরিক সভা এইরূপ স্থিরীকৃত করেন। এই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইতে পারে যে, পার্ম্মেনিয়ন্‌ পুত্র ফিলোটাস্‌ মাসিদোনিয় সৈন্যবৃন্দ দ্বারাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হওয়াতে, করুণা ভয়ে পরিণত হইল এবং তাহারা মৃতের জন্য আক্ষেপে বিরত হইয়া স্বীয় ভবিষ্যতের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল।

এই সময়ে তাহারা এরূপ স্থানে উপনীত হইয়াছিল যে, বিজয়ী না হইয়া প্রত্যাগমন করিলে নিশ্চিত বিপদে পতিত হইতে হইত; কারণ পর্ব্বতারোহণ কালে বর্ব্বরগণ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিল এবং এই সকল প্রস্তর যাহাদিগকে আঘাত করিতেছিল, তাহারা অনিশ্চিত ও পিচ্ছিল স্থান হইতে পতিত হইতেছিল। ত্রিশজন নির্ব্বাচিত যুবকসহ নরপতিপ্রেরিত আলেকজান্দার ও কারাস্ পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ব্বরগণ উচ্চতর স্থান হইতে তীর নিক্ষেপে সমর্থ হওয়ায় মাসিদোনিয়দের আঘাতদান অপেক্ষা আঘাত গ্রহণই অধিক হইতেছিল। সুতরাং স্বীয় নামের সুযশ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা কল্পে আলেকজান্দার (৬) বহু তীর বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কারাস্ আলেকজান্দারকে মৃত দেখিয়া প্রতিহিংসা সাধন কল্পে অন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া শত্রুর প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহার বর্ষা ও তরবারীতে অনেকে আহত হইল। কিন্তু একাকী বহুসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করায় তিনিও প্রাণশূন্য হইয়া বন্ধুর শরীরের উপর পতিত হইলেন (৭)।

আলেকজান্দার এই সকল বীর যুবক ও অন্যান্য সৈন্যের মৃত্যু সংবাদে অতিশয় ব্যথিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ

---

(৬) পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৭) অন্য কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

করিলেন। সৈন্যগণ অবকাশ ক্রমে, ধীরতার সহিত পশ্চাদ্গমনের জন্য রক্ষা পাইল এবং বর্ব্বরগণ মাসিদোনিয়দিগকে পর্ব্বত হইতে বিতাড়ন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল। কিন্তু যদিও আলেকজান্দার পর্ব্বত অধিকার আশাতিরিক্ত মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করাই স্থিরীকৃত করিলেন, তথাপি তিনি অবরোধে ব্রতী থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাঁহার আদেশে পথগুলি রোধ, বপ্রগুলিকে অগ্রসর এবং ক্লান্ত সৈন্যগণকে পরিবর্ত্তন করা হইতে লাগিল। ভারতীয়গণ, তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া নিজেদের দৃঢ় বিশ্বাস ও জয়লাভের চিহ্নস্বরূপ দুই দিবস ও দুই রাত্রি আমোদ প্রমোদ ও জাতীয় বাদ্যধ্বনি করিয়া অতিবাহিত করিল। কিন্তু তৃতীয় রাত্রিতে ঢক্কানিনাদ আর শ্রুত হওয়া গেল না। তথাপি খাড়া পর্ব্বতগাত্র হইতে পলায়নের সুবিধার জন্য বর্ব্বরগণ-প্রজ্বলিত মশাল, অন্ধকার রাত্রিতে পর্ব্বতের সর্ব্বত্রই আলোক বিকারণ করিতে লাগিল।

পর্য্যবেক্ষণে প্রেরিত ব্যালাক্রাসের নিকট নরপতি অবগত হইলেন যে ভারতীয়গণ পলায়ন পূর্ব্বক পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদে যাহাতে তাঁহার সৈন্যগণ সমবেত চীৎকার করে এরূপ সঙ্কেত করিলেন এবং বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়িতগণের অন্তঃকরণে এবম্প্রকারে ভীতি আনয়ন করিলেন। শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অনেক বর্ব্বর পিচ্ছিল পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং আহত বর্ব্বরগণ তাহাদের বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। যদিও আলেকজান্দার স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন (শত্রুকে জয় করিতে পারেন নাই), তথাপি তিনি উপহার প্রদান ও দেবতাগণের পূজা করিয়া জয়োল্লাস

প্রকাশ করিলেন। তিনি পর্ব্বতোপরি 'মিনার্ভা' ও 'ভিক্টি'র (৮) উদ্দেশ্যে বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। পথপ্রদর্শকগণ পর্ব্বত অধিকারে প্রেরিত লঘুবর্ম্মাবৃত সৈন্যগণকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ না হইলেও, তিনি তাহাদিগকে চুক্তি অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করিলেন। পর্ব্বত ও ও নিকটবর্ত্তী ভূভাগ রক্ষার ভার তিনি সিসোকোট্টাসের উপর ন্যস্ত করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সিন্ধু উত্তরণ

এই স্থান হইতে তিনি এম্‌বোলিমা (১) অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, কিন্তু পথমধ্যস্থ গিরিসঙ্কট এরিক্সের (২) অধীনে বিংশতি সহস্র সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে অবগত হইয়া তিনি কৈনসের অধীনে গুরুবর্ম্মাবৃত সৈন্যগণকে অবকাশক্রমে তাঁহার পশ্চাদ্গমনের আদেশ করিয়া তীরন্দাজ ও লোষ্ট্র-নিক্ষেপকারী সৈন্যসহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। তিনি গিরিসঙ্কটস্থ সেনাগণকে দূরীভূত করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণের জন্য পথ পরিষ্কার করিলেন। অধিনায়কের

(৮) 'Minerva' ও 'Victory'—গ্রীক্‌দিগের দেবতাদ্বয়।

(১) এম্‌বোলিমা—ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ইহাকে সিন্ধুতীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র নগর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে এম্‌বোলিমা আয়র্ণসের নিকটেই অবস্থিত ছিল।

(২) দায়দরস্ ইঁহাকে আফ্রিকিস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অথবা বিজেতার অনুগ্রহ লাভের আশায় ভারতীয়গণ পলায়নরত এরিক্সকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তাহারা এরিক্সের মস্তক ও বর্ম্ম আলেকজান্দারের নিকট আনয়ন করিলে তিনি তাহাদিগের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করিলেন না, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের নিন্দার জন্য কোন পুরস্কার প্রদান করিলেন না। এই গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া ও ষোড়শবার শিবির সন্নিবেশান্তে তিনি সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন; এইস্থানে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত আদেশানুযায়ী হিফেষ্টীয়ন্ নদী উত্তীর্ণ হইবার সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নদীর অপর তীরস্থ ভূভাগের অধিপতি অম্ফিস (৩) নিজ পিতাকে আলেকজান্দারের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিয়াছিলেন। এবং পিতার মৃত্যুর পরে আলেকজান্দারের নিকট তাঁহার উপনীত হইবার কাল পর্য্যন্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন কি সাধারণ অধিবাসীর ন্যায় থাকিবেন, ইহা জিজ্ঞাসার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অম্ফিস্ রাজত্ব পরিচালন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও নম্রভাবে সেরূপ কার্য্যে বিরত ছিলেন। তিনি হিফেষ্টীয়নের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনামূল্যে শস্য প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আলেকজান্দার ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজ বিশ্বস্ততার প্রমাণ প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়া হিফেষ্টীয়নের সহিত যোগদান করেন নাই। এই জন্য আলেকজান্দার অগ্রসর হইলে তিনি যুদ্ধার্থ সজ্জিত সৈন্যের অধিনায়করূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার হস্তী-

(৩) দায়দরস্ ভ্রমক্রমে ইঁহাকে মফিস্ বলিয়াছেন।

গুলিকেও আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সৈন্যগণের মধ্যে এইগুলি অবস্থিত হইয়া দূরস্থিত দর্শকগণের নিকট বপ্রের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

আলেকজান্দার প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে সম্মুখস্থ সৈন্য মিত্র-পক্ষীয় নহে, পরন্তু শত্রুপক্ষীয়; তজ্জন্য তিনি সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ও অশ্বারোহীগণকে ব্যূহের বামে ও দক্ষিণে প্রেরণ করিয়া প্রস্তুত থাকিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় রাজকুমার মাসিদোনিয়-রাজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সৈন্যগণের কেহ যাহাতে স্বস্থান ত্যাগ না করে এরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। আলেকজান্দারও তদ্রূপভাবে অগ্রসর হইলেন; আগন্তুক শত্রু কি মিত্র তাহা তিনি জানিতেন না; সম্ভবতঃ নিজের বীরত্ব ও অপরের সত্যপ্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। উভয়ের বদনমণ্ডল হইতে যতদূর প্রতীয়মান হয় তাহাতে উভয়েই বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিভাষীর অভাবে কথোপকথন অসম্ভব হইয়াছিল। তজ্জন্য একজন দ্বিভাষী আনীত হইলে, বর্ব্বর-রাজপুত্র আলেকজান্দারকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি প্রতিনিধিদ্বারা বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সাম্রাজ্যের সকল সৈন্য আলেকজান্দারের কার্য্যে নিয়োগের জন্য আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার শরীর ও রাজ্য এরূপ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলেন যিনি যুদ্ধে সুযশ অর্জ্জন অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা-অর্জ্জনকে অধিক ভয় করেন।

নরপতি রাজপুত্রের সরল সাধুতায় প্রীত হইয়া নিজ বিশ্বস্ততার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত রাজপুত্রকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজপুত্র কর্তৃক আনীত ৫৬টী হস্তী আলেক-জান্দারকে প্রদত্ত হইল, রাজপুত্র এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত বৃহদাকারের

বহু মেষ ও তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত তিন সহস্র ষণ্ডও আলেকজান্দারকে প্রদান করিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে কৃষিজীবী কি সৈন্যের সংখ্যা অধিক? রাজপুত্র প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি অভিসারিস্ ও পোরস্‌নামক দুইজন রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, শ্রমজীবি অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সৈন্য রক্ষা করিতে হয়। ক্ষমতা ও খ্যাতিতে পোরস্‌ই শ্রেষ্ঠ। উভয়েই হাইডাস্‌পিসের অপর তীরে রাজত্ব করিতেছেন এবং যিনিই তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করুন না, তাঁহারা আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

আলেকজান্দারের অনুমত্যনুসারে এবং রাজ্যের প্রচলিত রীত্যনুযায়ী অম্ফিস পিতার নামসহ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে তাক্ষিলিস্ নামে অভিহিত করিত; যিনিই সিংহাসনাধিরোহণ করিতেন, তিনিই এই নামে আখ্যাত হইতেন। তিন দিবস উত্তমরূপে অতিথিসৎকার করিয়া তিনি চতুর্থদিবসে হিফেষ্টীয়নের সৈন্যগণকে প্রদত্ত শস্যের পরিমাণ আলেকজান্দারকে প্রদর্শন করিলেন, পরে আলেকজান্দার ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে সুবর্ণের মুকুট এবং আশী ট্যালেণ্ট মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা (৪) উপহার দিলেন। আলেকজান্দার এই অত্যধিক বদান্যতায় এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি অম্ফিস্ প্রদত্ত উপহার প্রত্যর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; লুণ্ঠিত অর্থ হইতে তিনি একসহস্র ট্যালেণ্ট, নিমন্ত্রণে ব্যবহৃত বহু সুবর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র,

(৪) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় মুদ্রা' দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতে মুদ্রাপ্রচলন অসম্ভব বলিয়াই ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেন।

প্রচুর পরিমাণে পারস্যদেশীয় বস্ত্র, এবং নিজ অশ্বশালা হইতে ত্রিশটী যুদ্ধাশ্ব প্রদান করিলেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের অশ্বারোহণকালে যেরূপভাবে সুসজ্জিত হইত, এই অশ্বগুলি ঠিক সেইভাবেই সুসজ্জিত করিয়া অম্ফিসকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই বদান্যতায় বর্ব্বরকে যেরূপ আলেকজান্দারের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ বন্ধুগণের গভীর বিরাগের উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম বন্ধু মিলিয়াগণের রাত্রিভোজনকালে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া বলিলেন যে, আলেকজান্দার যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও একসহস্র ট্যালেণ্টের উপযোগী ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছেন। নরপতি ক্লিটস্-হত্যার কথা (৫) বিস্মৃত হন নাই; তজ্জন্য নিজ ক্রোধ সংবরণ করিয়া উত্তর করিলেন যে, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ কেবল স্বীয় বিরক্তিই উৎপাদন করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলেকজান্দার এবং পোরস্

পরবর্ত্তীদিবসে অভিসারিস্ প্রেরিত দূত আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইয়া উপদেশানুযায়ী তাঁহাদের প্রভুর সকল সম্পত্তি আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয় পক্ষীয় বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা-বিনিময়ান্তে, দূতগণ তাঁহাদের নরপতির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আলেকজান্দার মনে করিলেন যে পোরস্ও আলেক-

(৫) ৪৮ পৃষ্ঠা, ৬ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

জান্দারের নামে ভীত হইয়া আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তদনুযায়ী তিনি ক্লিওকারেস্‌কে পোরসের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে করপ্রদান ও রাজ্যের সীমান্তে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাতের জন্য অটল আদেশ করিলেন। পোরস্‌ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি দ্বিতীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এবং যখন আলেকজান্দার তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তিনি তখন সশস্ত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আলেকজান্দার হাইডাস্‌পিস্‌ উত্তীর্ণ হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন; আরাখোসিয়াদিগকে বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিতকারী বার্জিণ্টেস্‌ এইসময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ত্রিশটী ধৃত হস্তীর সহিত তথায় আনীত হইলেন। এই হস্তীগুলি উপযুক্ত সময়েই ধৃত হইয়াছিল, কারণ সৈন্য অপেক্ষা এইসকল হস্তীই ভারতীয় বাহিনীর প্রধান আশা ও অবলম্বন ছিল।

বার্জিণ্টেসের পথাবলম্বনকারী, ক্ষুদ্র এক ভারতীয় রাজ্যের অধীশ্বর সামাস্কাস্‌ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিশ্বাসঘাতক ও তাহার সহকারীর অবরোধের ব্যবস্থা করিয়া ও হস্তীগুলিকে তাক্ষিলিসের হস্তে ন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হইয়া হাইডাস্‌-পিস্‌ তীরে উপনীত হইলেন; মাসিদোনিয় সৈন্যের উত্তীর্ণ হইবার সময়ে বাধাপ্রদানার্থ নদীর অপরতীরে পোরস্‌ শিবির সন্নিবেশ করিয়া-ছিলেন। নিজ সৈন্যের পুরোভাগে অত্যন্ত বৃহদাকারের ও বিশিষ্ট বলবান ৮৫টী হস্তী স্থাপন করিয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে তিনশত রথ ও ত্রিংশৎসহস্র পদাতিক বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তীরন্দাজ সৈন্য শেষোক্তের অন্তর্ভূত ছিল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহারা এরূপ বৃহৎ তীর ব্যবহার করিত যে ঐসকল শীঘ্র নিক্ষেপ করা অসম্ভব ছিল। পোরস্‌ স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়

ছিলেন এবং তাঁহার সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত বর্ম্ম যথার্থ রাজযোগ্য অবয়বের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তি তুল্য ছিল এবং অসভ্যসমাজে, যতদূর সম্ভব, তাঁহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছিল।

মাসিদোনিয়গণ শত্রু এবং নদীর আয়তন দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। নদী চারি ষ্টাডিয়ার কম প্রশস্ত ছিল না এবং উত্তরণ যোগ্য কোন স্থান না থাকায় বৃহৎ সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতেছিল। প্রশস্ততার জন্য ইহার বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরঞ্চ ইহা উত্তপ্ত স্রোতস্বতীর ন্যায় ইহার দুই কূলে আবদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। উপকূল আরও ভীষণ ভাব দেখাইতেছিল; যতদুর দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, ইহা অশ্বারোহী ও পদাতিক দ্বারা আবৃত ছিল এবং ইহার মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকার ন্যায় সুবৃহৎ হস্তী সমূহ দণ্ডায়মান ছিল। ইহারা হস্তিপক দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহাদের বিকট চীৎকারে কর্ণ বধির করিতেছিল। আশান্বিত হইলেও এবং ইতঃপূর্ব্বে শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জয়লাভের অভিজ্ঞতা থাকিলেও, শত্রু ও নদী উভয়ই সম্মুখভাগে থাকিয়া মাসিদোনিয়দিগের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ভীতিসঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, ঐরূপ নৌকা নদীতীর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে অথবা তাহারা নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। নদীর মধ্যস্থলে অনেকগুলি দ্বীপ ছিল এবং ভারতীয় ও মাসিদোনিয়গণ মস্তকোপরি অস্ত্র বহন করিয়া সন্তরণ দ্বারা এই সকল দ্বীপে উপনীত হইতে লাগিল। এই স্থানে তাহারা খণ্ডযুদ্ধ করিতে লাগিল এবং উভয় নরপতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ দ্বারা শেষ যুদ্ধের ফলাফলের বিষয় চিন্তা

করিতে লাগিলেন। মাসিদোনিয় সৈন্যের মধ্যে সিনাক্স্ এবং নিকেনর্ নামক দুইজন সম্ভ্রান্ত যুবক ছিলেন; উভয়েই শারীরিক ক্লেশ সহন ও উদ্যোগে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং প্রত্যেক কার্য্যেই সফলতা লাভের জন্য সকল বিপদকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এই যুবকদ্বয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং কেবল বর্শা সহ একদল অত্যন্ত সাহসী যুবক বহু শত্রু কর্তৃক অধিকৃত একটী দ্বীপে সন্তরণে উপনীত হইলেন।

দুঃসাহসিকতার ন্যায় অস্ত্র নাই এবং এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উক্ত মাসিদোনিয়গণ অনেক ভারতীয়গণকে হত্যা করিল এবং অবিমৃষ্যকারিতা কৃতকার্য্য হইলে সীমাবদ্ধ থাকে না বলিয়া, তাঁহারা সুযশের সহিত প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন না। শত্রুর সাহায্যার্থ তথায় সৈন্য উপস্থিত হইলেও তাঁহারা অবজ্ঞা এবং অহঙ্কারের সহিত অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদের অলক্ষিতে যে সকল শত্রু সন্তরণ যোগে দ্বীপে উপনীত হইল, তাঁহারা তাহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অস্ত্রাঘাতে পরাজিত হইলেন। যে সকল মাসিদোনিয় সৈন্য পলায়ন করিল, তাহারা স্রোতোবেগে ভাসিয়া অথবা ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে প্রাণ হারাইল। ইহাতে পোরসের সাহস বৃদ্ধি পাইল; তিনি নদীকূল হইতে এই খণ্ড যুদ্ধের সকল অবস্থাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন।

নদী উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে উদ্বেগের পরে শত্রুকে ছলনা করিবার এক উপায় আলেকজান্দার উদ্ভাবন করিলেন। নদীমধ্যে অন্যান্য দ্বীপ অপেক্ষা বৃহত্তর ও জঙ্গলাবৃত একটী দ্বীপ ও তথায় শত্রুকে আক্রমণার্থ গুপ্তভাবে অবস্থিতির স্থান ছিল এবং নিজ অধিকৃত কূলের সন্নিকটে একটী গভীর গর্ত্তে পদাতিক ও অশ্বারোহী লুক্কায়িত রাখিবারও স্থান ছিল।
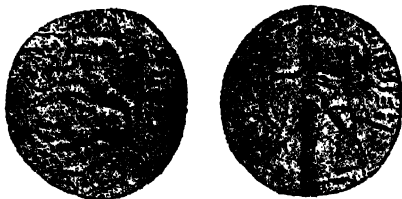
ভারতীয় তীরন্দাজ
(দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা হইতে)

আলেকজান্দার
(রৌপ্য মুদ্রা হইতে)

গ্রীক রণতরী

হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধের স্মারক পদক

পারসীক শিরস্ত্রাণ পরিহিত আলেকজান্দার

অশ্বারোহী সাদীসৈন্যকে আক্রমণ করিতেছে।

এই সকল সুবিধার স্থান যাহাতে শত্রুর দৃষ্টিগোচর না হয় সেই জন্য তিনি টলেমীকে সকল অশ্বারোহী সৈন্যসহ দ্বীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে শত্রুর দৃষ্টিপথে নদীতীরে গমনাগমনের ও নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টাসূচক চীৎকার করিবার আদেশ করিলেন। টলেমী কয়েক দিবস (১) এই প্রকার কার্য্য করিয়া পোরস্‌কে নদী উত্তীর্ণ হইবার স্থানে সৈন্যাবলী সমাবেশ করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন।

একণে দ্বীপটী (২) শত্রুর দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছিল। আলেকজান্দার আদেশ করিলেন যে, দ্বীপের অপরদিকে তাঁহার পট্টাবাস স্থাপিত করিতে হইবে, তাঁহার শরীররক্ষিগণ এই পট্টাবাসের সম্মুখেই অবস্থান করিবে এবং শত্রুকে ছলনা করিবার জন্য রাজকীয় ঐশ্বর্য্য এই স্থানেই প্রদর্শিত হইবে। অধিকন্তু তিনি আটালস্‌কে রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য অনুরোধ করিলেন। এই আটালস্ আলেকজান্দারেরই সমবয়স্ক, এবং দূর হইতে দেখিতে আকারে ও দৈর্ঘে তাঁহারই সদৃশ ছিলেন। এবম্প্রকারে, স্বয়ং. নরপতিই নদী উত্তীর্ণ হইবার কোন ইচ্ছা না করিয়া ঐ স্থান রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। প্রথমে আবহাওয়া প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু পরে ইহা এই অভিসন্ধির সুবিধাই করিয়াছিল; অদৃষ্ট প্রতিকূল ঘটনাকেও তাঁহার সুবিধাজনক কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। কারণ শত্রু যখন টলেমীর অধীন সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেই বিশেষ ব্যস্ত ছিল এবং আলেকজান্দার

---

(১) প্রকৃত পক্ষে ক্রাটেরস্‌কেই এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(২) কার্টিয়াস্ ও দায়দরস্ নদীমধ্যস্থ দ্বীপটীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

অপর সৈন্যসহ পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বীপের নিকটেই নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এরূপ মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে আবৃত ব্যক্তিগণের রক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হইল। মাসিদোনিয় সৈন্যগণ প্রকৃতির এরূপ অত্যাচারে নৌকা ও জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ার্থ উপকূলে প্রত্যাগমন করিল, অথচ তাহাদের ব্যস্ততা ও গোলমালের শব্দ ঝটিকার জন্য শত্রুর কর্ণগোচর হইল না। অকস্মাৎ বৃষ্টি পতন বন্ধ হইল, কিন্তু আকাশ এরূপ মেঘাবৃত থাকিল যে কোন প্রকার আলোক রহিল না এবং কথোপকথনকারিগণও স্বীয় স্বীয় শরীর দেখিতে পাইতেছিল না।

আলেকজান্দার ব্যতীত অন্য যে কোন সেনাপতি, অজ্ঞাত নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে এবং শত্রু কর্ত্তৃক অপর তীর সুরক্ষিত থাকা অবস্থায়, আকাশ এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিলে অত্যন্ত ভীত হইতেন। কিন্তু তিনি বিপদে পড়িয়া সুযশ অর্জ্জনেচ্ছায় এবং অপর সকলে যে অন্ধকারে ভীত হইত তিনি তাহাতেই নিজের সুবিধা বুঝিয়া আদেশ করিলেন যে, সকলেই নিঃশব্দে নৌকারোহণ করিবে এবং তিনি যে নৌকায় আরোহণ করিবেন তাহাই সর্ব্বপ্রথমে অপর তীরে পৌঁছিবে। কিন্তু তাঁহারা কূলের যে স্থানাভিমুখে নৌকা চালিত করিলেন, তথায় শত্রু ছিল না, কারণ পোরস্ এক্ষণেও টলেমীর গতিবিধি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই জন্য একখানি ব্যতীত অন্য সকল জাহাজই নিরাপদে অপর তীরে উপস্থিত হইল; এই বাত্যাতাড়িত জাহাজখানি পর্ব্বতগাত্রে আহত হইয়াছিল। আলেকজান্দার তখন সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া শ্রেণী বিন্যাসের আদেশ করিলেন (৩)।

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪—১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পোরসের সহিত যুদ্ধ

পোরস্ নিজসৈন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সসৈন্যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবারকালে অবগত হইলেন যে একদল সৈন্য নদীতীর অধিকার করিয়াছে এবং বিপদ নিতান্তই সম্মুখীন হইয়াছে। মানব-স্বভাবের দুর্ব্বলতানুযায়ী (যাহাতে আমরা সদা উত্তমই আশা করি), পোরস্ও অনুমান করিলেন যে পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে তাঁহার বন্ধু অভিসারিস্ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হইলে, তিনি উপরিউক্ত সৈন্যকে শত্রুসৈন্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া একশত রথ ও চারি সহস্র অশ্ব তাহাদের গতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। নিজ ভ্রাতা হাজেস্‌কে (১) তিনি এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। এই রথগুলি (যাহাদের উপরে পোরস্ অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন) চতুরশ্বযোজিত হইয়া ছয়জন সৈন্য বহন করিত; তন্মধ্যে দুইজন চর্ম্ম ধারণ করিত, দুইজন রথের উভর পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বাণ বহন করিত এবং অন্য দুইজন সশস্ত্র হইয়া রথ পরিচালকের কার্য্য করিত। সম্মুখযুদ্ধে শেষোক্তেরা অশ্বের বল্গা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিত।

কিন্তু এ দিবস রথগুলি কোনরূপেই কার্য্যকর হয় নাই; পূর্ব্বোল্লিখিত মুষল-ধারায় বৃষ্টিপাত জন্য ভূমি পিচ্ছিল ও অশ্বের পক্ষে

---

(১) 'Hages'—প্রকৃত পক্ষে পোরস্ স্বীয় পুত্রকেই এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গমনাগমনের অনুপযুক্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু রথগুলি কর্দ্দমপূর্ণ গর্ত্তে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের অত্যধিক ভারের জন্য অচল হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ লঘুবর্ম্মাবৃত কিন্তু ভারাক্রান্ত না হওয়ায় তিনি বিশেষ তেজস্বিতার সহিত আক্রমণে সমর্থ হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে সিথিয়া ও দাহীবাসিগণ ভারতীয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরে আলেকজান্দার অশ্বারোহীসহ পার্দ্দিকাস্‌কে ভারতীয় সৈন্যের দক্ষিণ বাহিনী আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বত্র ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন সময়ে পোরসের সৈন্যগণের সাহায্যার্থ রথচালকগণ পূর্ণবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল। এই আক্রমণে কোন্ পক্ষের অধিক ক্ষতি হইল, ইহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; কারণ যে সকল মাসিদোনিয়-পদাতিক-সৈন্যকে সর্ব্বাগ্রে এই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহারা নিষ্পেষিত হইল; পক্ষান্তরে, অসমান ও পিচ্ছিল ভূমিতে বেগে আগমনকালে রথচালকগণ নিজ নিজ আসন-চ্যুত হইল। কতকগুলি অশ্বও ভীতিগ্রস্ত হইয়া জলপূর্ণ গর্ত্তে, এমন কি নদীর মধ্যেও রথগুলি নিক্ষেপ করিল।

শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে বিতাড়িত কতকগুলি অশ্ব পোরসের নিকটে উপনীত হইল। পোরস্ এই সময়ে যুদ্ধের জন্য বিশেষ আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। রথগুলি সৈন্যমধ্যে বিচ্ছিন্ন ও পরিচালক-বিহীন অবস্থায় যত্রতত্র দেখিয়া, তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী বন্ধুবান্ধব-গণের মধ্যে হস্তীগুলি বিতরণ করিলেন। তিনি হস্তীর পশ্চাদ্দেশে পদাতিক, তীরন্দাজ ও ঢক্কানিনাদকারী ব্যক্তিবর্গকে স্থাপন করিয়াছিলেন; ভারতীয়গণ তূরীর পরিবর্ত্তে এইগুলিই যুদ্ধকালে ব্যবহার করে। বহুকালশ্রবণের অভ্যাসবশতঃ এই সকল যন্ত্রের বাদ্যধ্বনি

হস্তিগণকে তিলমাত্র বিচলিত করে না। পদাতিক বাহিনীর পুরোভাগে হার্কিউলিসের (২) মূর্ত্তিবহন করা হয় এবং ইহাদ্বারাই সৈন্যগণের যুদ্ধবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্ররোচিত করা হয়। এই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করা বাহকগণের অত্যন্ত অপমানকর সামরিক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এই মূর্ত্তি যাহারা ফিরাইয়া না আনিতে পারিত তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। এই দেবতা যখন তাহাদের শত্রু ছিলেন ভারতীয়গণ তখন যেরূপ তাঁহাকে ভয় করিত, এক্ষণে সেইরূপ তাহা ভক্তিযুক্ত ভয় ও সম্মানে পরিণত হইয়াছিল।

বৃহদাকারের পশু সমূহ এবং পোরস্‌কে দেখিয়া মাসিদোনিয়গণ কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণে বিরত হইয়াছিল; কারণ সুসজ্জিত শ্রেণী মধ্যে স্থাপিত হস্তিগণকে দূর হইতে দেখিলে বপ্রের ন্যায় বোধ হইতেছিল। মনুষ্য যেরূপ দীর্ঘ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি, পোরস্‌ তদপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন; বিশেষতঃ তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, উহা অন্যান্য হস্তী অপেক্ষা বৃহদাকারের হওয়াতে পোরসের আকৃতি বৃহত্তর দেখাইতেছিল। এই জন্য আলেকজান্দার, পোরস্‌ ও ভারতীয় সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে বলিলেন "অবশেষে আমার সাহসের উপযোগী বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। একাধারে বন্যপশু ও অসমসাহসিক ব্যক্তির সহিত এক্ষণে যুদ্ধ করিতে হইবে।" পরে কৈনসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "যখন আমি টলেমী, পার্দ্দিকাস্‌, এবং হিফেষ্টীয়ন্‌ সহ শত্রুর বাম-বাহিনী আক্রমণ করিব এবং তুমি আমাকে ভীষণযুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে

(২) অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না।

দেখিবে, তখন তুমি দক্ষিণ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া বিচলিত শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিবে।" তৎপরে আন্টিগিনস্, লিওনেটাস্ এবং তৌরনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুর মধ্যদেশ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণের আদেশ করিলেন। "আমাদের সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ বর্শাগুলি এই সকল প্রকাণ্ডকায় পশু ও তাহাদিগের চালকগণকে আক্রমণকালে বিশেষ কার্য্যকর হইবে। তাহাদের আরোহিগণকে ভূমিসাৎ কর এবং পশুগুলিকে হত্যা কর। তাহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না এবং হয় ত তাহারা আমাদের অপেক্ষা তাহাদেরই অধিক ক্ষতি করিবে; কারণ তাহারা ভীত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই আক্রমণ করিতে পারে।"

এবম্প্রকারে আদেশ প্রদান করিয়া তিনিই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় অশ্বকে চালনা করিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী আলেকজান্দারকে শত্রুর সন্নিকটে দেখিয়া, কৈনস্ স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যসহ ভারতীয়গণের বামদিক আক্রমণ করিলেন। অধিকন্তু প্রথম আক্রমণেই মাসিদোনিয় ফ্যালাংক্স শত্রুব্যূহের মধ্যস্থল ভেদ করিল। কিন্তু যে স্থানে অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণ করিতেছিল, পোরস্ তথায় হস্তীগুলিকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। অযোগ্য ধীরগামী পশুগণ দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিতেছিল না, বিশেষতঃ বর্ব্বরগণ আপনাদের বাণনিক্ষেপেও অসমর্থ হইতেছিল। এই সকল অস্ত্র প্রকৃতপক্ষে এরূপ দীর্ঘ ও ভারী ছিল যে, তীরন্দাজগণ ধনুকগুলি ভূমিতে ন্যস্ত না করিয়া বাণযোজনা করিতে পারিত না। অধিকন্তু ভূমি পিচ্ছল বলিয়া তাহারা এই কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইতেছিল এবং তজ্জন্য তীর নিক্ষেপের পূর্ব্বেই তাহাদিগের শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল।

এই অবস্থায়, পোরসের আদেশ প্রতিপালিত হইতেছিল না এবং, সৈন্যশ্রেণী অবিন্যস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেনাপতির আদেশ অপেক্ষা ভয়ই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল এবং সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হওয়ায় অনেকেই কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই সকল ছত্রভঙ্গ সৈন্য একত্র করা হউক; কাহারও মতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং কেহবা, সৈন্যগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করাই সমীচীন মনে করিল। কিন্তু সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার অভিসন্ধি স্থির হইল না। যাহা হউক পোরস্ ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু (যাঁহারা ভয় অপেক্ষা সম্মানই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতে-ছিলেন) বিক্ষিপ্ত সৈন্যাবলী একত্র করিলেন এবং সৈন্যগণের পুরোভাগে থাকিয়া হস্তিসহ শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সকল হস্তীতে মাসিদোনিয় সৈন্যগণের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভীতি সঞ্চার করিল এবং তাহাদের অপরূপ আকার ও কর্কশস্বরে শত্রুর অশ্ব ও সৈন্যগণ ভীত হওয়াতে শ্রেণী বিশৃঙ্খল হইল; ফলে পুরোভাগস্থ যাহারা বিজয়ী হইতেছিল, তাহারাও পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই জন্য আলেকজান্দার সাদীসৈন্যের বিরুদ্ধে লঘুবর্ম্মাবৃত আগ্রিয়ানিয়ান্ ও থে্সিয়ান্গণকে প্রেরণ করিলেন; এই সকল সৈন্য সম্মুখযুদ্ধ অপেক্ষা সামান্যযুদ্ধে অধিকতর কার্য্যকর ছিল। ইহারা হস্তী ও হস্তিপকগণকে প্রচুর ক্ষেপনীয় অস্ত্র প্রয়োগে আক্রমণ করিল এবং ইহার জন্য শত্রুমধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা হওয়াতে ফ্যালাংক্স্ও অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইল।

কিন্তু কোন কোন সৈন্য বিশেষ ব্যগ্রতাসহ আক্রমণ ও হস্তিগণকে আহত করিলে, তাহারা উত্তেজিত হইয়া আক্রমণকারী-

দিগকে পদদলিত করায়, তাহারা অপর সকলকে সাবধানতার সহিত আক্রমণ করিবার ইঙ্গিত করিল। হস্তিগণের শুণ্ডদ্বারা সশস্ত্র সৈনিককে ধারণ ও মস্তকের উপরে উত্তোলন পূর্ব্বক হস্তিপকের হস্তেপ্রদানই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৃশ্য হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত হইয়া উঠিল; কোন সময় মাসিদোনিয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল; পক্ষান্তরে অন্যসময়ে হস্তিগণের আক্রমণে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল; ফলে, দিবাভাগের অনেক সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা কুঠারদ্বারা পশুগুলির পাদদেশে আঘাত করিতে লাগিল। এই সকল কুঠার এরূপ কার্য্যের জন্যই বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, তাহরা কা'স্তের ন্যায় একপ্রকার বক্র তরবারী দ্বারা হস্তীর শুণ্ডদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। বস্তুতঃপক্ষে হস্তি-ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা কেবল তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; তাহারা অশ্রুতপূর্ব্ব নৃশংস উপায় অবলম্বনে হস্তীগুলিকে হত্যা করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছিল।

এইজন্য হস্তিগুলি অবশেষে আহত ও ক্লান্ত হইয়া, স্বীয় সৈন্যমধ্যেই বিশৃঙ্খলা আনয়ন পূর্ব্বক হস্তিপকগণকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদেরই পদতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। হস্তিগুলি এক্ষণে ভীত হইয়া মেষপালের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইল। ইতোমধ্যে, পোরস্ স্বীয় সৈন্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ব্বসংগৃহীত বাণ স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকে আহত হইলেও, তিনি স্বয়ং সকলের লক্ষীভূত হইয়া উঠিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই সম্মুখে ও পশ্চাতে নয়স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অত্যধিক রক্তস্রাবে এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তীরগুলি প্রকৃতপক্ষে নিক্ষিপ্ত না হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পতিত

হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার হস্তী, আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও, ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতেছিল; অবশেষে, হস্তিপক রাজার অবস্থা দেখিয়া হস্তিকে ফিরাইয়া লইয়া পলায়ন করিল। এইসময়ে পোরস্ একপ্রকার অজ্ঞান হইয়াছিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্রাদি পতিত হইতেছিল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ হইয়াছিল।

আলেকজান্দার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্ব অনেকগুলি ক্ষতাঘাতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও ভূমিসাৎ হইলেন (৩)। অশ্বপরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চাদ্ধাবনে বিলম্ব হইল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাক্ষিলিস্-ভ্রাতা (৪) পোরস্‌কে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া বিজেতার নিকট আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু পোরসের শক্তি নিঃশেষিত ও তিনি রক্তবিহীন হইলেও, পরিচিতস্বর শ্রবণে বলিলেন "যে তাক্ষিলিস্ নিজ সিংহাসন ও রাজ্য শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার ভ্রাতাকে চিনিতে পারিতেছি।" এই বলিয়া তিনি একটীমাত্র বর্শা এরূপ বলের সহিত তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা তাক্ষিলিস্-ভ্রাতার বক্ষ-বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভেদ করিল (৫)। এই বীরত্বজনক শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তিনি

---

(৩) কার্টিয়াস্ খুব সম্ভব এই স্থলে বৌকাফালাসের কথা মনে করিয়াছেন; কিন্তু অনেক লেখক বলিয়াছেন যে উক্ত অশ্ব এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। কারেস্ নামক এক গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়াছেন যে বৌকাফালাস্ এই যুদ্ধে হত হয়।

(৪) আরিয়ানের মতে স্বয়ং তাক্ষিলিস্‌ই এই কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(৫) কাহারও কাহারও মতে তাক্ষিলিস্ পলায়নে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হস্তী ইতোমধ্যে বহু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতে নরপতির ন্যায় সেও ক্লান্ত হইয়াছিল। এইজন্য পোরস্ পলায়ন না করিয়া অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্যসহ পশ্চাদ্ধাবনকারিগণকে আক্রমণ করিলেন।

আলেকজান্দার এইসময়ে পোরসের সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি পোরসের অবাধ্যতার জন্য কোনপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনে (৬) নিষেধ করিলেন। এইজন্য পোরস ও তাঁহার অধীন পদাতিকগণ সকল দিক হইতেই আক্রান্ত হইলেন এবং পোরস্ এক্ষণে শত্রুর সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। রাজা অবতরণ করিবেন মনে করিয়া রীত্যনুযায়ী হস্তিপক হস্তীকে উপবেশন করাইল। এই দৃশ্যে অন্যান্য হস্তীগুলিও রাজ-হস্তির অনুকরণে তদ্রূপ করিল। এবম্প্রকারে পোরস্ ও তাঁহার অধীন সৈন্যবৃন্দ বিজেতার করায়ত্ত হইলেন। পোরস্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া আলেকজান্দার তাঁহার অঙ্গাবরণাদি উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন (৭) এবং সৈন্যগণ তাঁহার বক্ষস্ত্রাণ ও বস্ত্রাদি গ্রহণের জন্য অগ্রসর হওয়াতে, হস্তী স্বীয় প্রভুর রক্ষায় ব্রতী হইয়া প্রভুকে পুনর্ব্বার স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিল।

ইহাতে হস্তীটীকে সকলদিক হইতে আক্রমণ করা হইল এবং ইহাকে হত্যা করা হইলে পোরসকে একটী শকটে স্থাপন করা হইল। কিন্তু পোরস্‌কে চক্ষুরুন্মীলন করিতে দেখিয়া, আলেকজান্দার দ্বেষ বিস্মৃত হইলেন এবং করুণাসিক্ত হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য!

(৬) ইহা ভুল। আলেকজান্দার আর অধিক প্রাণিহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।

(৭) অন্য কোন লেখকই ইহা উল্লেখ করেন নাই।

তুমি কি আমার খ্যাতির কথা অবগত নও যে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ? বিশেষতঃ যাহারা আমার পদানত হয় তাহা-দিগের প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করি তাহার দৃষ্টান্ত নিকটবর্ত্তী তাক্ষিলিস্ হইতেই দেখিতে পারিতে।” পোরস্ উত্তর করিলেন “যখন আপনি একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তখন আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যে স্বাধীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ স্বাধীনতার সহিত প্রত্যুত্তর দিব। আমি মনে করিতাম যে, আমা অপেক্ষা আর কেহ সাহসী নাই; আমি আমার নিজের বলের বিষয়ই পরিজ্ঞাত ছিলাম; কিন্তু আপনার বল পরীক্ষা করি নাই। যুদ্ধের ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনিই অধিকতর সাহসী; কিন্তু আপনার পরবর্ত্তীস্থান অধিকার করিলেও আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করি।” বিজেতা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, এই সম্বন্ধে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, “এই দিবসের শিক্ষায় যেরূপ অভিরুচি হয়—সমৃদ্ধি কি প্রকারে সহজেই নষ্ট হয় তাহার প্রমাণ অদ্যই পাইয়াছেন।”

তোষামোদ অপেক্ষা এই উপদেশেই পোরস্ অধিকতর লাভবান হইলেন। কারণ আলেকজান্দার, পোরসের সাহসে এবং তাঁহার বিপদকালে স্থৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দুরদৃষ্টে দুঃখিত হইলেন ও গুণের সম্মান করিলেন। পোরস্ তাঁহারই পক্ষভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, ঠিক এইরূপভাবে আলেকজান্দার তাঁহার ক্ষতস্থানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন এবং পোরস্ শক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত করিয়া শীঘ্রই পোরসকে তাঁহার নিজরাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্য উপহার প্রদান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে

আলেকজান্দারের চরিত্রে প্রকৃত গুণ ও খ্যাতির সমাদর অপেক্ষা মহত্তর কিছুই ছিলনা এবং তিনি স্বীয় প্রজা অপেক্ষা শত্রুর সুযশেরই অধিকতর প্রশংসা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি বিবেচনা করিতেন যে তাঁহার প্রজাবর্গ কর্ত্তৃকই তাঁহার খ্যাতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে বিজিতগণ কর্ত্তৃকই তাঁহার সুযশ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে (৮)।

---

(৮) বাগ্মীপ্রবর সিসিরো এবং দার্শনিক সেনেকা এই উদারতার জন্য আলেকজান্দারকে যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

নবম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সৈন্যদিগের প্রতি সম্ভাষণ

এই প্রকার স্মরণীয় যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় আলেকজান্দার মনে করিলেন যে, পূর্ব্বাঞ্চলের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে তজ্জন্য তিনি সূর্য্যোপাসনা (১) করিলেন। সৈন্যদিগকে সাধারণ সভায় আহ্বান করিয়া, যাহাতে তাহারা পরবর্ত্তীকালে অধিকতর আগ্রহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের প্রশংসা করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধেই যে ভারতীয়গণের বিপক্ষতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করিলেন। এক্ষণে একমাত্র মূল্যবান লুণ্ঠন সংগ্রহই অবশিষ্ট আছে। যে সকল দেশ এক্ষণে আক্রমণ করিতে হইবে, পূর্ব্বাঞ্চলের প্রবাদশ্রুত অর্থ তাহাতেই রহিয়াছে। পারসীকগণের নিকট সংগৃহীত দ্রব্যাদি এক্ষণে সুলভ ও সহজ লভ্য হইয়াছে। এক্ষণে মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, স্বর্ণ ও গজদন্ত দ্বারা তাহারা কেবল স্ব স্ব গৃহপূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না; এতদ্দ্বারা তাহারা সমগ্র মাসিদোনিয়া ও গ্রীস পরিপূর্ণ করিবে। আলেকজান্দারের প্রতিজ্ঞা কদাপি ভঙ্গ হয় নাই, তজ্জন্য অর্থ ও যশোলিপ্সু সৈন্যগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সহজেই তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য

---

(১) ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরসের একটী হস্তীকেও সূর্য্যের নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন।

করিতে স্বীকৃত হইল। তিনি তাহাদিগকে আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় করিয়া, যাহাতে সমগ্র এসিয়া বিজয়ের পরে তিনি পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত সমুদ্রে গমন করিতে পারেন তজ্জন্য জাহাজ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন।

নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী প্রচুর কাষ্ঠ ছিল এবং সৈন্যগণ কাষ্ঠচ্ছেদন কালে অত্যন্ত বৃহদাকারেরর সর্প (২) দেখিতে পাইল। তাহারা তথায় গণ্ডারও দেখিতে পাইয়াছিল; এই পশু অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে এই পশু এই নামে অভিহিত হয় না; ইহা এতদ্দেশীয় ভাষা-অপরিজ্ঞাত গ্রীকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। নরপতি হাইডাস্‌পিসের উভয় তীরে দুইটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক সেনাপতিকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ব্যতীত এক একটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অপর সকলকেও তাঁহার বন্ধুত্ব অথবা তাহাদের কার্য্যের তুলনায় পুরস্কৃত করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে অভিসারিস্ আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়া আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য সকল আদেশ প্রতিপালনেই স্বীকৃত হইলেন; তিনি নিবেদন করিলেন যে, রাজ্যোপযোগী ক্ষমতা বিরহিত হইয়া, অথবা বন্দী অবস্থায় থাকিয়া ঐ ক্ষমতা পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলে তিনি প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। আলেকজান্দার দূতগণকে উত্তর

---

(২) অনেক গ্রীক্ গ্রন্থকার ভারতীয় সর্পের কথা লিখিয়াছেন। আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, মেগস্থেনিস্, ও অন্যান্য গ্রন্থে সর্পের দৈর্ঘ্যের উল্লেখ দেখা যায়। 'সমসাময়িক ভারত' প্রথমখণ্ডে ষ্ট্রাবোর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

করিলেন যে, তাহাদের প্রভু তাঁহার নিকট আগমন করিতে অনিচ্ছুক হইলে, আলেকজান্দার স্বয়ং অভিসারিসের নিকট গমন করিবেন।

কিয়দ্দূরবর্ত্তী অন্য একটী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, আলেকজান্দার ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানের বনভূমি বিশাল ভূভাগ ব্যাপিয়া ছায়াপ্রদানকারী অত্যন্ত উচ্চ বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সাধারণ বৃক্ষতুল্য বৃহৎ বৃহৎ শাখা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া পুনর্ব্বার আকাশগামী হওয়াতে সেগুলি কাণ্ড হইতে নির্গত শাখা অপেক্ষা মূলবৃক্ষের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল (৩)। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল; ছায়ার জন্য ঐ স্থানে অত্যধিক উত্তাপ বোধ হইত না এবং উৎসসমূহ হইতে প্রচুর জল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু এস্থানেও বহু সর্প ছিল এবং ইহাদের চর্ম্মগুলি স্বর্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। অন্য সর্প অপেক্ষা শেষোক্তগুলির বিষ অধিকতর মারাত্মক; এতদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে দংশন মাত্রেই দষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় (৪)। এই স্থান হইতে মাসিদোনিয়গণ মরুভূমির মধ্য দিয়া হিরাওটীস্ তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল; এই নদীর তীরও নিবিড় বনভূমি দ্বারা আবৃত ছিল এবং এই বন অন্যত্র অপরিজ্ঞাত বৃক্ষ ও বন্য ময়ূরে পূর্ণ। এই স্থান হইতে স্কন্ধাবার উঠাইয়া লইয়া আলেকজান্দার অনতিদূরবর্ত্তী একটী নগরে উপনীত হইলেন। নগর প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া

---

(৩) বটবৃক্ষ। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, ও আরিয়ান্ এই বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক ইংরাজ কবিও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

(৪) ইলিয়ানস্ নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কেবল ভারতীয় চিকিৎসকগণ সর্পবিষের ঔষধ জ্ঞাত ছিল, গ্রীকগণ এযাবৎ উহা আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই।

তিনি ইহা অধিকার পূর্ব্বক প্রতিভূগ্রহণ ও অধিবাসিবৃন্দের উপর কর স্থাপন করিলেন (৫)। অতঃপর তিনি একটী বৃহৎ নগরে (তদ্দেশের পক্ষে বৃহৎই বটে) উপনীত হইয়া ইহা প্রাচীর ও জলাভূমি বেষ্টিত দেখিলেন (৬)।

তথাপি বর্ব্বরগণ তাহাদের শকটগুলি সঙ্গে লইয়া এবং ঐ শকটগুলি একত্র বন্ধন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। আক্রমণার্থে কাহারও হস্তে বর্শা এবং কাহারও কুঠার ছিল; বন্ধুদিগের সাহায্যের আবশ্যক হইলে তাহারা দ্রুতবেগে এক শকট হইতে অন্যশকটে লম্ফ প্রদান করিতে পারিত। মাসিদোনিয়গণ ইতঃপূর্ব্বে এরূপ যুদ্ধপ্রথায় অভ্যস্ত না থাকায় প্রথমে ভীত হইয়া তাহাদের অগণ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত হইতেছিল, কিন্তু পরে এই অশিক্ষিত সৈন্যগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাহারা শকটগুলি বেষ্টন করিয়া বাধাপ্রদানকারী সকলকেই হত্যা করিতে লাগিল। তৎপরে যাহাতে প্রত্যেক শকটকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করা যায় নরপতি তজ্জন্য শকট সংলগ্ন রজ্জুগুলি কর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুপক্ষ অষ্টসহস্র (৭) সৈন্য হারাইয়া নগর মধ্যে প্রস্থান করিল। পরবর্ত্তী দিবসে সোপান সহযোগে দুর্গোপরি আরোহণ করিয়া দুর্গ অধিকার করা হইল। পলায়নক্ষম কয়েকব্যক্তি রক্ষা পাইল। নগর

---

(৫) সম্ভবতঃ আরিয়ান্ কথিত পিম্‌প্রামা সাঙ্গাল হইতে একদিবসের দূরবর্ত্তী পথে অবস্থিত। আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে এইস্থান বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

(৬) কানিংহামের মতে ইহা হাইড্রাওটীসের পশ্চিমে ও আকিসাইনের পূর্ব্বে অবস্থিত। কিন্তু সিল্‌ভিয়ান্ লেভি এইমত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে ইহা হাইড্রাওটীস্ ও হাইকাসিসের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল।

(৭) কার্টিয়াস্ ও আরিয়ানে হতাহতের সংখ্যা লইয়া যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যাহারা নদীউত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারা নিকটবর্ত্তী নগরসমূহে ভীতিসঞ্চার করিল এবং দেবতাদিগের এক অপরাজেয় বাহিনী নিশ্চিতই দেশমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ প্রচার করিল।

লঘুবর্ম্মাবৃত একদল সৈন্যকে পার্দিকাসের অধীনে ঐ জনপদ লুণ্ঠনে নিযুক্ত রাখিয়া এবং ইউমিনিসের অধীন অন্য একদলকে বর্ব্বরগণকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং আলেকজান্দার সৈন্যাবলীর অবশিষ্টাংশসহ একটি সুরক্ষিত নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। এই নগরাভ্যন্তরে অন্যকয়েকটী নগরের অধিবাসিবৃন্দ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ আলেকজান্দারের ক্রোধাপনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করিলেও তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছিল; কেহ কেহ আত্মসমর্পণ অপেক্ষা শেষের জন্যই প্রস্তুত হইবার ইচ্ছা করিল, আবার কেহ কেহ প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বিফল হইবে মনে করিয়া আত্মসমর্পণার্থই ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু উভয় পক্ষ একমত না হওয়াতে, আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নগরদ্বার উন্মোচন করিয়া শত্রুকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। বাধাপ্রদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের প্রতি আলেকজান্দারের ক্রোধ প্রদর্শন ন্যায়সম্মত হইলেও, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিলেন এবং প্রতিভূ লইয়া অন্য নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রতিভূগণ সৈন্যের পুরোভাগে রক্ষিত হওয়ায়, এই শেষোক্ত নগর-রক্ষাকারিগণ ইহাদিগকে স্বদেশী বলিয়া চিনিতে পারায় পরামর্শার্থে আহ্বান করিল। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিগণের প্রতি নরপতির দয়া ও বিরোধকারীদিগের প্রতি তাঁহার নির্দ্দয়তার কথা অবগত হওয়াতে এই স্থানের অধিবাসীরাও আত্মসমর্পণার্থে প্ররোচিত হইল।

এবম্প্রকারে আলেকজান্দার অন্যান্য নগর জয় করিয়া, নগরগুলিকে আশ্রয়ভুক্ত করিলেন।

অতঃপর মাসিদোনিয়গণ নরপতি সোপিথিসের (৮) রাজ্যে প্রবেশ করিল। বর্ব্বরগণের মতে এই জাতিই অন্যান্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং ইহাদের আইন ও আচার ব্যবহার উত্তম। এই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ মাতাপিতার ইচ্ছানুসারে সন্তান স্বীকার বা প্রতিপালন করে না; পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত চিকিৎসকগণ শিশুগণকে বিকৃত বা কুৎসিত দেখিলে হত্যার আদেশ দেয় (৯)। বিবাহ ব্যাপারে তাহারা উচ্চবংশ দেখে না; সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বিবাহ স্থির হয়। ইহারা সুশ্রী বালকবালিকাগণেরই অত্যধিক আদর করে।

এই জাতির রাজধানীর সম্মুখে আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্য-বাহিনী আনয়ন করিয়াছিলেন। সোপিথিস্ এই স্থানেই বাস করিতেন। নগরদ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রাচীর বা বপ্রোপরি কোন সৈন্য না থাকাতে, অধিবাসীরা নগর পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা আকস্মিকভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবে এ সম্বন্ধে মাসিদোনিয়গণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ নগর দ্বার উন্মোচিত হইল এবং ভারতীয় রাজ তাঁহার দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রসহ আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাদভিলাষে নগরাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইলেন। অন্যান্য বর্ব্বরগণ অপেক্ষা তিনি

---

(৮) সৌভূতি।

(৯) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে সন্তানগণ দুইমাসের হইলে এইরূপ করা হইত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এইরাজ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

দীর্ঘ ও সুন্দর ছিলেন। আপাদলম্বী রাজকীয় লোহিত অঙ্গাবরণ সর্ব্বস্থানেই সুবর্ণখচিত ছিল। তাঁহার সুবর্ণের পাদুকা মূল্যবান প্রস্তর সমন্বিত; এমনকি তাঁহার হস্ত ও মণিবন্ধও মুক্তাসুশোভিত। কর্ণাভরণের মূল্যবান প্রস্তরগুলি মূল্যে এবং জ্যোতিতে অতুলনীয়। তাঁহার একটি সুবর্ণনির্ম্মিত পান্না (১০) সুশোভিত রাজদণ্ড ছিল; তিনি এইটী আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক যাহাতে ইহাদ্বারা তাঁহার মঙ্গল হয় এবং সন্তান ও রাজ্যসমর্পণের নিদর্শন স্বরূপ যাহাতে আলেকজান্দার ইহা গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সোপিথিসের দেশে মৃগয়োপযোগী সুন্দর সারমেয় জন্মে; কথিত আছে যে, সিংহ শিকারে নিযুক্ত এই সারমেয়গুলি শিকারের সম্মুখীন হইলে চীৎকার করিতে বিরত হয়। সোপিথিস্ এই কুকুরগুলির বল ও সাহস আলেকজান্দারকে প্রদর্শনার্থ বেষ্টনী মধ্যে একটী বৃহৎ সিংহকে স্থাপন করিয়া আক্রমণার্থ চারিটী কুকুরের বন্ধন উন্মোচন করিলেন (১১)। তাহারা তৎক্ষণাৎ সিংহকে দংশন করিলে, একজন অভ্যস্ত শিকারী একটী কুকুরকে তাহার পদ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে ঐ অংশ ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন করিল। কিন্তু কুকুর ইহাতেও সিংহকে পরিত্যাগ না করায়, তাহার অন্যত্র ছেদন করা হইল। এরূপ অবস্থাতেও কুকুর বিরত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে শিকারী ক্রমে ক্রমে তাহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন

---

(১০) প্লিনি লিখিয়াছেন যে একমাত্র ভারতবর্ষেই পান্না (Beryl) পাওয়া যাইত।

(১১) ষ্ট্রাবোও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

করিতে লাগিল। সাহসী কুকুর মরণকালেও সিংহকে পরিত্যাগ করিল না। ইহারা স্বভাবতঃ এইরূপ শিকারপ্রিয়। আমরা যে সকল বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হইতেই এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হই।

কিন্তু আমি অবশ্যই উল্লেখ করিব যে, আমি এই সকল বৃত্তান্ত নিজে যতদূর বিশ্বাস করি তদপেক্ষা অপর লেখকের বর্ণনাই অধিকতর গ্রহণ করিয়াছি। সন্দেহজনক বৃত্তান্ত আমি উল্লেখ করিতে বিরত থাকিব না; পক্ষান্তরে সন্দেহজনক উক্তির সত্যতা সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

যাহা হউক, আলেকজান্দার সোপিথিস্‌কে নিজ রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হাইফাসিস্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে হিফেষ্টীয়ন্ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন; ইনি ইতঃপূর্ব্বে অন্য দিকের একটী ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর ফিগিয়াস্ (১২) স্বীয় প্রজাবর্গকে রীত্যনুযায়ী ভূমি কর্ষণের আদেশ করিয়া উপহার ও তাঁহার সর্ব্বস্ব আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

---

(১২) ইনি অন্যত্র ফিজিলাস্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈন্যগণের প্রতি সম্বোধন

আলেকজান্দার এই রাজপুত্রের সহিত দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া, তৃতীয় দিনে নদী উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইলেন। নদীর অত্যধিক বিস্তৃতি ও নদীপথ পর্ব্বতপূর্ণ বলিয়া ইহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল। জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে ফিগিয়াস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হইলেন। নদীর অপর তীরে বিস্তীর্ণ মরুভূমি (১) পার হইতে দ্বাদশ দিবস লাগিবে। তৎপরে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহতী নদী গঙ্গা—গঙ্গার অপরপারে গাঙ্গারিডী ও প্রাসিয়াই (২) নামক দুইটী জাতির বাস। ইহাদের অধিপতি আক্রমিক (৩) দেশরক্ষার্থ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও তুল্যসংখ্যক পদাতিক ব্যতীত দ্বিসহস্র রথ ও তিন সহস্র সাদী সৈন্য রক্ষা করিতেন; ঐ সাদী সৈন্যই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ছিল।

আলেকজান্দার এই সংবাদগুলি অবিশ্বাস্য মনে করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার সমভিব্যাহারী পোরস্‌কে ঐ সকল বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পোরস্ আলেকজান্দারকে জ্ঞাত করিলেন যে, ঐ জাতি ও রাজ্যের শক্তি সংক্রান্ত সংবাদ

---

(১) এই মরুভূমি পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় চারিশত মাইল।

(২) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) দায়দরস্ উল্লিখিত জান্দ্রামেস্ (Xandrames) হইতে চন্দ্রগুপ্ত নাম অনুমিত হইয়াছে।

অতিরঞ্জিত নহে; কিন্তু বর্ত্তমান নরপতি কেবল সুবিখ্যাত নহেন, তিনি অত্যন্ত নীচবংশ সম্ভূত। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতা জাতিতে নরসুন্দর ছিলেন এবং দৈনিক উপার্জ্জন দ্বারা অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতেন। তিনি অতি সুশ্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্ঞীর স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়া, তাঁহারই সাহায্যে নরপতির বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রাজাকে হত্যা করিয়া রাজপুত্রগণের অভিভাবকরূপে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেন। রাজপুত্রগণের হত্যার পরে বর্ত্তমান রাজা জন্মগ্রহণ করেন। সিংহাসনাধিকারীর ন্যায় আচরণ না করিয়া স্বীয় পিতারই ন্যায় ব্যবহার করেন বলিয়া প্রজাবর্গ বর্ত্তমান নরপতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

আলেকজান্দার যে সকল বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছিলেন, পোরস্ প্রমুখাৎ সেইগুলির সত্যতা শ্রবণ করিয়া তিনি নানাবিধ কারণে ব্যগ্র হইলেন। যদিও তিনি তাঁহার শত্রুপক্ষের হস্তী ও সৈন্যকে তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার পুরোভাগস্থ বিপজ্জনক দেশ, বিশেষতঃ বেগবতী নদী সমূহকে ভয় করিতেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত শত্রুর অনুগমন ও পরাজয় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল। পক্ষান্তরে অত্যধিক যশোলিপ্সা ও অদমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য, কোন স্থান অগম্য আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। অবশ্য সময়ে সময়ে তাঁহার মনে হইত যে, মাসিদোনিয়গণ (যাহারা বহুস্থান অতিক্রম করিয়া যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছে) প্রতিরোধকারী নদী ও অন্যান্য স্বাভাবিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবে না। তিনি বিবেচনা করিতেছিলেন যে, অসম্ভব লুণ্ঠন সামগ্রী

লাভে তাহারা হয়ত অধিক অর্জ্জনেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জিত অর্থই ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইবে। অবশ্য তাহারা তাঁহার সহিত একই মতাবলম্বী হইতে পারে না; তিনি পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্পনা করিয়া, এক্ষণে বস্তুতঃ তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে তাহারা পরিশ্রমক্লিষ্ট হইয়া, যে সময়ে তাহাদের বিপদ শেষ হইলে তাহারা তাহাদের উপার্জ্জন ভোগ করিতে পারিবে, সেইরূপ সময়েরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অবশেষে যশোলিপ্সা ন্যায়ের উপরে প্রাধান্য লাভ করিল এবং তিনি সৈনাদিগকে আহ্বান করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন—

"হে সৈন্যগণ! এই প্রদেশের অধিবাসিগণ গত কয়েক দিবস যে সকল অমূলক জনরব প্রচার করিয়া তোমাদের ভীতিসম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমি অজ্ঞাত নহি; কিন্তু যাহারা এইপ্রকার মিথ্যা জনরব উদ্ভাবন করে, তাহাদের অসত্যতা তোমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। পারসীকগণও এবম্প্রকারে সাইলিসিয়ার দ্বারদেশে, মেসোপটেমিয়ার সমতলক্ষেত্রে, টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটীস্ তীরে তোমাদের ভয়-উদ্রেকের চেষ্টা করিয়াছিল; তথাপি তোমরা প্রথমোক্তটী হাঁটিয়া ও দ্বিতীয়টি সেতুসাহায্যে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলে। প্রকৃত ঘটনা অবগত না হইলে জনশ্রুতির ভিত্তি নির্দ্ধারণ করা যায় না। প্রচারিত হইবার কালে এগুলি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়। এমন কি আমাদের খ্যাতি প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত হইলেও সত্যতা অপেক্ষা জনশ্রুতির নিকট অত্যধিক ঋণী। কয়েকদিন পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে, দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ডকায় জন্তুগুলির আক্রমণ আমরা সহ্য করিতে পারিব, অথবা আমরা হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব অথবা যে সকল প্রতিবন্ধক

শুনিতেই ভয়ানক কিন্তু কার্য্যতঃ ততদূর কষ্টসাধ্য ছিল না আমরা সেগুলি নিরাকরণ করিত পারিব? জনশ্রুতি বিশ্বাস করিলে আমাদের বহুপূর্ব্বে এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইত।

"তোমরা কি কল্পনা করিতে পার যে, অন্যজন্তু অপেক্ষা হস্তিযূথ সংখ্যায় অধিক, বিশেষতঃ হস্তী দুষ্প্রাপ্য, সহজে বশ করা যায় না (৪) এবং ধরিতেও কষ্টসাধ্য? মিথ্যাজনরবই শত্রুর অশ্বারোহী ও পদাতিকের সৈন্যসংখ্যা অতিরঞ্জিত করিতেছে। নদীর কথাসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, নদী যতই বিস্তৃত হয়, উহার জল ততই শান্ত হয়। তোমরা অবগত আছ যে, যে সকল নদী অপ্রশস্ত কূলমধ্যে এবং ক্ষুদ্র প্রণালীদ্বারা আবদ্ধ তাহারাই দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়; পক্ষান্তরে, নদীগর্ভের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেগ প্রশমিত হয়। অধিকন্তু নদী উত্তীর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইবার কালেই শত্রুর প্রতিরোধে যত বিপদ; সুতরাং নদীর প্রস্থ যাহাই হউক অবতীর্ণ হইবার সময়ে বিপদ সমান। কিন্তু যদি মনে কর যে, এই সকল জনশ্রুতিই সত্য, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হস্তীর আকার না শত্রুর সংখ্যায় তোমরা ভীত হইয়াছ? হস্তী সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, গতযুদ্ধে তোমরা দেখিয়াছ যে, তাহারা আমাদের অস্ত্র দ্বারা আহত ও বিদ্ধ হইয়া নিজেদের সৈন্যশ্রেণীকেই অধিকতর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং পোরসের ন্যায় সাদীসৈন্য অথবা তিনসহস্র হস্তী থাকিলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, দুই একটী আহত হইলেই অপরগুলি আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করে। অপিচ, যদি তাহাদের কয়েকটীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

(৪) প্রকৃতপক্ষে হস্তী সহজেই বশ মানে।

রাখাই সহজসাধ্য না হয়, তবে একত্রীভূত কতকগুলি দণ্ডায়মান বা পলায়ন কালে তাহাদের বিকট অবয়ব সহ একে অপরের প্রতিবন্ধক না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে পারি যে, আমি এই সকল জন্তুকে তুচ্ছ মনে করি এবং তাহারা বিপক্ষ অপেক্ষা স্বপক্ষেরই যে অধিক বিপদ আনয়ন করে ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, আমার হস্তী থাকিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনয়ন করিতাম না।

"কিন্তু সম্ভবতঃ অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যাধিক্যতার জন্যই তোমরা ভীত হইতেছ। স্বল্পসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেই তোমরা অভ্যস্ত আছ এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রচুর অশিক্ষিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বহুসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও তোমাদের অপরাজেয়তা গ্রানিকসের যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে; সাইলিসিয়া ক্ষেত্রে পারসীকদের রক্ত ও আরাবেলা সমতলে তোমাদের পরাজিত শত্রুর অস্থিও উহাই সপ্রমাণ করিতেছে (৫)। যুদ্ধ জয়ে এসিয়া অধিবাসীশূন্য করিয়া এক্ষণে শত্রুসংখ্যা গণনার আর সময় নাই। হেলেস্পণ্ট উত্তীর্ণ হইবার কালে আমাদের সংখ্যার অত্যল্পতা বিবেচনা করাই সমীচীন ছিল; এক্ষণে সিথিয়াবাসীরা আমাদের অনুগমন করিতেছে; বাকট্রিয়ার যোদ্ধৃবর্গ আমাদের সাহায্য করিতেছে এবং সগ্ডিয়ার সৈন্যবর্গ আমাদের সৈন্যাবলীভুক্ত হইতেছে। কিন্তু আমি এরূপ সৈন্যে আস্থাস্থাপন করিতে পারি

---

(৫) গ্রানিকসের ও আরাবেলার যুদ্ধের জন্য ২৮ ও ৩৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে গ্রানিকসের যুদ্ধে সংখ্যার অত্যধিক বৈষম্য ছিল না—আলেকজান্দারপক্ষে ৩৫০০০ ও পারসীকপক্ষে ৪০০০০ সৈন্য ছিল।

না। হে মাসিদোনিয়গণ! আমি তোমাদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করি। আমি যে সকল বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সকলই তোমাদের বীরত্বের উপরেই নির্ভর করে।

"যতদিন তোমাদের সমভিব্যাহারী থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততদিন আমি আমার স্বকীয় বা শক্রর সংখ্যাগণনা করিব না। আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমরা তোমাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল রাখ ও আত্মনির্ভর হও। আমরা আমাদের কার্য্যের ও পরিশ্রমের প্রারম্ভদেশে দণ্ডায়মান নহি; পরন্তু আমরা উহা শেষ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। আমরা ইহার মধ্যেই সূর্য্যোদয়ের দেশে ও সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছি এবং তোমাদের আলস্য ও কাপুরুষতা নিবারণ না করিলে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বিজয়ী-বীরের ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। নির্ব্বোধ কৃষকের ন্যায় পরিপক্ক শস্য একমাত্র অলসতার জন্য সংগ্রহ না করিয়া নষ্ট করিও না। এক্ষণে বিপদ অপেক্ষা পুরস্কারের ভাগই অধিক; পুরোভাগস্থ দেশ কেবল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নহে; পরন্তু একপ্রকার অরক্ষিত। সুতরাং আমি সুযশ অর্জ্জন অপেক্ষা লুণ্ঠন কার্য্যেই ব্রতী হইতেছি। সমুদ্র তাহার উপকূলে যে সকল ধন নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা স্বদেশে লইয়া যাইবার অধিকার তোমরা অর্জ্জন করিয়াছ; এবং ভয়প্রযুক্ত তোমরা কোন কার্য্য আরম্ভ না করিয়া বা অসম্পূর্ণ রাখিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। যাহাতে তোমরা মনুষ্যের মহত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে পার। তজ্জন্যই আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে প্ররোচিত করিতেছি আমি তোমাদের জন্য যাহা করিয়াছি এবং তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ (এ গৌরবে আমরা উভয়েই তুল্যাধিকারী), সেই কথা

স্মরণ করিয়া আমি প্রার্থনা করি যে তোমরা পৃথিবীর প্রান্তসীমায় উপনীত তোমাদের পালিত পুত্রকে, সহযোদ্ধাকে (তোমাদের রাজা এ কথা নাই উল্লেখ করিলাম) পরিত্যাগ করিও না।

"আমার আদেশেই তোমরা সকল কার্য্য করিয়াছ—কেবল এই কার্য্যে আমি তোমাদের নিকট ঋণী হইব। স্বয়ং সেই বিপদের সম্মুখীন না হইয়া আমি তোমাদিগকে কোন বিপজ্জনক কার্য্যে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করি নাই; আমি অনেক সময় যুদ্ধকালে স্বীয় চর্ম্মদ্বারা তোমাদিগকে আবৃত রাখিয়াছি; এক্ষণে সেই আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, যে জয়চিহ্নে (দেবতাগণের ক্রোধ উদ্রেক না করিয়া যদি বলিতে পারি) আমি হার্কিউলিস্ ও ফাদার ব্যাকাসের তুল্য হইব, আমার হস্তস্থিত সেই জয়চিহ্ন ভগ্ন করিও না। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ এবং তোমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর। তোমাদের অভ্যস্ত তৎপরতার চিহ্নস্বরূপ সেই চিরপরিচিত ধ্বনি কোথায়? আমার মাসিদোনিয়গণের সেই প্রফুল্ল বদন কোথায়? হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না এবং আমার মনে হইতেছে, তোমরাও আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। এতক্ষণ আমি বধিরকর্ণ ব্যক্তির নিকট চীৎকার করিতেছি। আমি রাজদ্রোহী ও ভীত ব্যক্তিগণকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

ইহাতেও সৈন্যগণ মস্তক নত করিয়া মনোভাব প্রকাশ না করায়, আলেকজান্দার বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই অনবধানতা বশতঃ তোমাদের নিকট এরূপ অপরাধ করিয়াছি যাহাতে তোমরা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও অনিচ্ছুক। আমার মনে হইতেছে যে আমি একাকী বাস করিতেছি। কেহই আমার কথার প্রত্যুত্তর

দেয় না; এমন কি কেহই আমাকে 'না' কথাটীও বলেনা। আমি কি অপরিচিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিতেছি? না, আমি কিছু অন্যায় দাবী করিতেছি? কেন, আমি তোমাদের সুযশ ও মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিতেছি। যাহারা সেদিন তাহাদের আহত নরপতিকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল তাহারা কোথায়? আমি আমার সৈন্যগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত হইয়াছি। কিন্তু একাকী অগ্রগামী হইতে হইলেও আমি অগ্রসর হইব। আমাকে নদী, হস্তী ও যে সকল জাতির নাম শুনিয়াই তোমরা ভীত হইয়াছ, তাহাদের মধ্যেই আমাকে নিক্ষেপ কর। তোমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও আমার সৈন্যের অভাব হইবে না। সিথিয়া ও বাকট্রিয়াবাসিগণ পূর্ব্বে আমাদের শত্রু ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আমার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারী হইবে। তোমাদের অনুমতি ক্রমে সেনাপতি থাকা অপেক্ষা আমি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় মনে করি। যাও, তোমরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং তোমাদের রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ীর ন্যায় গমন কর। তোমরা যে জয়াশা কর না, আমি সেই জয় লাভ অথবা সম্মানীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

কৈনসের বক্তৃতা

কিন্তু এরূপ সম্বোধনেও সৈন্যগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। ক্ষত ও যুদ্ধক্ষেত্রের অবিরত ক্লেশের জন্য তাহারা তাহাদের সামরিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে অস্বীকৃত ছিল না, কিন্তু যে কারণে তাহারা অসমর্থ হইয়াছিল তাহা আলেকজান্দারকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তাহারা সেনাপতি ও প্রধান অধিনায়কগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্মচারিবৃন্দ ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নতমস্তকে নিস্তব্ধ রহিল। তৎপরে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রথমতঃ দীর্ঘনিশ্বাস, পরে অল্প ক্রন্দন আরম্ভ হইল, অবশেষে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দুঃখ ক্রন্দনস্রোতে পরিণত হইল; এমন কি সর্ব্বশেষে স্বয়ং আলেকজান্দারও (যাঁহার ক্রোধ সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছিল) ক্রন্দন নিবারণে অসমর্থ হইয়া সৈন্যদের সহিত যোগদান করিলেন। পরিশেষে সমবেত জনসঙ্ঘের অপ্রতিহত ক্রন্দনের পরে, যখন কৈনস্‌ দেখিলেন যে অপর সকলেই প্রত্যুত্তর প্রদানে অনিচ্ছুক, তখন তিনি সাহস করিয়া নরপতি যে আসনের উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় অগ্রসর হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কিছু বলিবার আছে। সৈন্যগণ তাঁহাকে মস্তকাবরণ উন্মোচন করিতে দেখিয়া (রাজাকে সম্বোধন করিতে হইলে এই প্রথাই অবলম্বন করিতে হইত) তাহাদের স্বপক্ষে বলিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কৈনস্‌ তখন নিম্নোক্ত মর্ম্মে বলিতে লাগিলেন—"দেবতাগণ যেন

আমাদিগকে সকল প্রকার রাজদ্রোহসূচক চিন্তা হইতে দূরে রাখেন। আপনার সৈন্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরক্ত; আপনি যথায় অগ্রসর হইবার আদেশ করিবেন, তাহারা তথায় যাইতে প্রস্তুত, আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে, জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে এবং আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিতে প্রস্তুত। সুতরাং আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে আমরা নিরস্ত্র, উলঙ্গ ও এই রক্তহীন অবস্থায় আপনার ইচ্ছানুযায়ী, আপনার অনুগমন অথবা অগ্রে গমন করিব। কিন্তু আপনি যদি আপনার সৈন্যগণের প্রকৃত অভিযোগ (যাহা নিতান্ত আবশ্যকতার জন্যই তাহারা বলিতে বাধ্য) শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আমি প্রার্থনা করি যে, যে সকল অনুরক্ত ব্যক্তি আপনার আজ্ঞার ও ভাগ্যের এতদিন অনুগমন করিয়াছে ও যাহারা আপনার আদেশানুযায়ী সর্ব্বত্র গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। হে রাজন্, আপনি আপনার সাহসিক কার্য্য দ্বারা কেবল আপনার শত্রুদিগকে পরাজিত করেন নাই, আপনি আপনার সৈন্যগণকেও জয় করিয়াছেন।

"মনুষ্যের যাহা সাধ্য আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছি এবং যেরূপ ক্লেশ সহ্য করা সম্ভব তাহাও করিয়াছি। আমরা সমুদ্র ও ভূভাগ অতিক্রম করিয়াছি এবং তদ্দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাও এই সকল স্থান অধিকতর পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমরা এক্ষণে একরূপ পৃথিবীর প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়াছি; তথাপি আপনি একটী নূতন পৃথিবীতে গমন করিতে ইচ্ছুক—ভারতীয়গণেরই অপরিজ্ঞাত ভারতবর্ষের সন্ধানে অভিলাষী। সূর্য্যদেবেরও অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করিবার বাসনায় আপনি অজ্ঞাত নিভৃতবাস ও গুহা হইতে সর্প ও বন্য পশুর সহিত একত্রবাসী মনুষ্যকে পরাজিত করিতে চাহিতেছেন।

"এরূপ চিন্তা আপনার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত, কিন্তু ইহা আমাদের উপযুক্ত নহে। আপনার সাহস ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের শক্তি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া শেষ সীমায় উপস্থিত হইতেছে।

"হে রাজন্! আমাদের রক্তহীন দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; আমরা কিরূপ ক্ষত বিক্ষত, আমাদের শরীর কিরূপ অস্ত্রচিহ্নিত, দেখুন। আমাদের অস্ত্রগুলিতে ধার নাই, বর্ম্মসমূহ জীর্ণ হইয়াছে। আমাদের স্বদেশীয় পরিচ্ছদের অভাবে আমরা পারসীক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অধঃপতিত হইয়াছি। আমাদের কয়জনের লৌহবর্ম্ম রহিয়াছে? কাহার অশ্ব আছে? অনুসন্ধান করুন, কয়জনের ভৃত্য আছে, লুণ্ঠিতদ্রব্যের কতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে? আমরা পৃথিবী জয় করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সকল দ্রব্যেরই অভাব হইয়াছে। আপনি কি এরূপ উলঙ্গ ও বর্ম্মবিহীন মহৎ সৈন্যদলকে বন্যপশুর হস্তে (যাহাদের সংখ্যার বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও নিশ্চয়ই প্রচুর) নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন? আপনি যদি ভারতবর্ষের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে আপনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হউন; এই ভূভাগ তত বৃহৎ নহে এবং ইহা অধিকৃত হইলে আপনি সহজেই জনপূর্ণ পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রান্তসীমায় অবস্থিত সমুদ্রে পৌছিতে সমর্থ হইবেন। যখন এরূপ স্থানেও সমুদ্র রহিয়াছে, তখন আপনি সুযশের আকাঙ্ক্ষায় এরূপ দীর্ঘ কাল পরিভ্রমণ করিবেন কেন? আপনার অনর্থক ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছি মনে করিতে হইবে। হে রাজন্, আপনার সাক্ষাতে সৈন্যগণের আলোচনা

করা উপযুক্ত বোধ করিয়াছি। এই স্থানে সম্মিলিত সৈন্যবৃন্দের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি এরূপ করি নাই; তাহাদের অপরিস্ফুট বিরক্তি ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ অপেক্ষা আমার প্রমুখাৎ তাহাদের মনোভাব যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারেন তজ্জন্যই এরূপ করিয়াছি।"

কৈনসের বক্তৃতার উপসংহারে চতুর্দ্দিক হইতেই সম্মতিসূচক জয়ধ্বনি এবং কাতরোক্তি ও আলেকজান্দারকে পিতা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি সম্বোধনের মিশ্রিত রব উত্থিত হইল। যে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিবৃন্দ অধিকতর ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন এবং যাঁহারা পদমর্য্যাদানুযায়ী অধিকতর সুন্দর ভাবে এই সকল কথা নিবেদন করিতে সমর্থ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সৈন্যদের প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। সুতরাং আলেকজান্দার তাঁহাদের অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করিতে বা নিজ ক্রুদ্ধ ভাব দমনে অসমর্থ হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আসন হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাজকীয় পট্টাবাসে গমন করিয়া তাঁহার সাধারণ অনুচর ব্যতীত অন্য কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি দুই দিবস এইরূপে ক্রোধের বশীভূত ছিলেন, কিন্তু তৃতীয় দিবসে তিনি পট্টাবাস হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার অভিযানের স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বাদশটি চতুষ্কোণ বেদী নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। যাহাতে লোকে উত্তরকালে এইরূপ ভ্রান্তিজনক দ্রব্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে, তজ্জন্য শিবিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকারাদি বৃহত্তর করিতে ও সাধারণ মনুষ্যের উপযোগী খট্টাঙ্গ অপেক্ষা বৃহদাকারের পালঙ্ক তথায় রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন (১)।

---

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫২ পৃষ্ঠাদ্রষ্টব্য।

এইস্থান হইতে তিনি যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঠিক সেই পথেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তন করিয়া আকিসাইন্‌ নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইস্থানে কৈনস্‌ পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২)। নরপতি ইঁহার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহ দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি মন্তব্যস্বরূপ ইহা বলিতে ত্রুটী করেন নাই যে, মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই কৈনস্‌ একাই মাসিদোনিয়ায় প্রত্যাগমন করিবেন মনে করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যে রণতরীবাহিনী নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কার্য্যোপযোগী অবস্থায় নদীতে বিরাজ করিতেছিল। ইতোমধ্যে মেম্‌নন্‌ থেস্‌ হইতে পাঁচহাজার পদাতিক ও হার্পালাস-প্রেরিত সাতহাজার পদাতিকসহ তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্ম্মও আনয়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার পুরাতন বর্ম্মগুলি ভস্মীভূত করিয়া নূতনগুলি সৈন্যদিগকে বিতরণের আদেশ করিলেন। সমুদ্রের দিকে এক সহস্র অর্ণবযান লইয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি পোরস্‌ ও তাক্ষিলিস্‌ নামক ভারতীয় নরপতিদিগকে (যাঁহারা এক্ষণে ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া পুনর্ব্বার পুরাতন কলহে ব্রতী হইতেছিলেন) পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার রণতরী নির্ম্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করাতে প্রত্যেককে নিজ নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি নিকাইয়া ও বুকেফালা

---

(২) এইস্থানে কার্টিয়াস্‌ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কৈনস্‌ হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আরিয়ান্‌ ৬।২ দ্রষ্টব্য। দায়দরস্‌ ও কার্টিয়াস্‌ উভয়েই লিখিয়াছেন যে নৌবাহিনী আকিসাইন্‌ হইতে যাত্রা করে। ইহাও ভ্রমপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ইহা হাইডাস্‌পিস্‌ হইতেই অগ্রসর হইয়াছিল।

নামক দুইটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া শেষোক্তটীকে তাঁহার মৃত অশ্বের নামানুসারে অভিহিত করিলেন। পরে হস্তী ও পট্টাবাস প্রভৃতি স্থলপথে প্রেরণের আদেশ করিয়া, দৈনিক চল্লিশ ষ্টাডিয়া করিয়া নদী পথে যাত্রা এবং সময়ে সময়ে সৈন্যগণকে তীরভূমিতে সুবিধা মত অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন জাতির পরাভব

যেস্থানে হাইডাস্‌পিস্‌ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইয়া শিবি (১) জাতির জনপদে প্রবাহিত হইয়াছে, আলেকজান্দার অবশেষে তথায় উপনীত হইলেন। এই জাতি প্রচার করে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হার্কিউলিসের সৈন্যাবলী-ভুক্ত ছিল কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পরিত্যক্ত হওয়াতে এই ভূভাগ অধিকার করে এবং তাহাদের বংশধরগণই এক্ষণে ঐসকল জনপদে বাস করিতেছে। ইহারা বন্য-জন্তুর চর্ম্ম পরিধান ও অস্ত্রস্বরূপ গদা ব্যবহার করিত। সময়গুণে গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার অপ্রচলিত হইলেও, এই জাতির মধ্যে এক্ষণেও উৎপত্তির অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। আলেকজান্দার উপকূলে অবতীর্ণ ও দুইশত পঞ্চাশ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইয়া, এই ভূভাগ জনশূন্য করিলেন।

---

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি রাজধানীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিলেন। এই জাতিভুক্ত চল্লিশ সহস্র পদাতিক তাঁহার নদীতীরে অবতরণে বাধাদিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুকে পলায়নে ও নগর অধিকার করিয়া নগরমধ্যস্থ সকলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। প্রাপ্তবয়স্কব্যক্তিগণকে নিহত ও অবশিষ্টাংশকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইল।

অতঃপর তিনি অন্য একটী নগর অবরোধ করিলেন (২)। কিন্তু অবরুদ্ধ সৈন্যগণ এরূপভাবে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি তাঁহার অনেক মাসিদোনিয় সৈন্য হারাইয়া পশ্চাদ্পদ হইলেন। যাহাহউক, তিনি অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অবশেষে অধিবাসিবৃন্দ হতাশ হইয়া আপনাদের গৃহে অগ্নি-প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদিসহ ঐ অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিল। তখন যুদ্ধ ভিন্ন-ভাব ধারণ করিল; অধিবাসীরা অগ্নির প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া নগরধ্বংসের ও আক্রমণকারীরা অগ্নিনির্ব্বাপিত করিয়া নগর রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। নগরের দুর্গ ধ্বংস না হওয়াতে, আলেকজান্দার তথায় সৈন্যস্থাপন করিলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে ভারতবর্ষের (গঙ্গাব্যতীত) অন্য তিনটী বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া, আলেকজান্দার নৌকাপথে দুর্গের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিলেন। দুর্গের উত্তর দিকে

---

(২) কার্টিয়াস্ এই নগরবাসীর নাম প্রদান করেন নাই; কিন্তু দায়দরস্ আগালেসিস্ নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সেণ্টমার্টিন্ অনুমান করেন যে, এইজাতি হাইডাস্পিস্ ও আকিসাইনের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বাস করিত। ম্যাক্রিণ্ডল ইহাদিগকে পাণিনি ও বরাহসংহিতায় উল্লিখিত অর্জ্জুনায়ন জাতি বলিয়া মনে করেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভেও এই নাম পাওয়া যায়।

সিন্ধু এবং দক্ষিণে আকিসাইন্ হাইডাস্পিসের সহিত মিলিত হইয়াছে (৩)।

নদীগুলির একত্র সম্মিলনে জলরাশি সমুদ্রের লহরীর ন্যায় উত্থিত হয় এবং একত্রীভূত জলের বেগে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনীয় কর্দ্দমাক্ত তীরগুলির মধ্যদিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। সুতরাং ক্রমাগত তরীগুলির সহিত উর্ম্মিমালার দ্রুতসংঘাতে, নাবিক্গণ পাল বিস্তার করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু নিজেদের ব্যাকুলতা ও তরঙ্গাঘাতে তাহারা সময়মত আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হওয়ায় সকলের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইল। ক্ষুদ্র তরীগুলি সামলাইতে না পারিলেও ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াই উপকূলে পৌঁছিল। যে জাহাজে আলেকজান্দার স্বয়ং আরূঢ় ছিলেন, সেখানিও অত্যন্ত বেগবান আবর্ত্তে পতিত হইয়া জাহাজের কর্ণধারের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আড়া-আড়িভাবে ঘূর্ণিত হইতেছিল।

আলেকজান্দার নদীতে ঝম্প প্রদানের ইচ্ছায় বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুরাও তাঁহার উদ্ধারার্থ নিকটেই সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু নদীমধ্যে অথবা জাহাজের উপরে, যেখানেই থাকুন, বিপদ একইপ্রকার বলিয়া নাবিকেরা উত্তালতরঙ্গ মধ্যদিয়া জাহাজকে লইয়া যাইবার জন্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন উর্ম্মিমালা দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তগুলি পলায়ন করিতেছে। অবশেষে জাহাজখানি রক্ষা পাইল। তথাপি জাহাজখানি নিরাপদে উপকূলে

---

(৩) কার্টিয়াস্ এইস্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এরূপভাবে নদীগুলি সম্মিলিত হয় নাই।

উপনীত হইতে পারিল না; নিকটবর্ত্তী চড়ায় আবদ্ধ হইল। বোধ হইল যেন নদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে। আলেকজান্দার তথায় তিনটী বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিলেন এবং ত্রিশ ষ্টাডিয়া হিসাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি শূদ্রক ও মাল্লিজাতির রাজ্যে উপনীত হইলেন। এই দুইজাতি ইতঃপূর্ব্বে একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত, কিন্তু সাধারণ বিবাদের জন্য ইহারা একত্রীভূত হইল। সম্মিলিত সৈন্যাবলীতে নব্বইসহস্র যুদ্ধোপযোগী পদাতিক, দশসহস্র অশ্বারোহী ও নয়শত রথ ছিল। মাসিদোনিয়গণের ধারণা ছিল যে, তাহারা সকল বিপদ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ভারতের সকল সমরাসক্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা আকস্মিক ভয়ে ভীত হইল এবং পুনর্ব্বার রাজদ্রোহসূচক বাক্যে আলেকজান্দারের নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, আলেকজান্দার গঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগ পরিত্যাগ করিলেও, যুদ্ধের অবসান করেন নাই; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। যাহাতে ভীষণ জাতিগণের সহিত যুদ্ধে রক্তপাত করিয়া তাঁহার সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করিতে পারে, তজ্জন্যই তাহারা এইস্থানে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের দেশের নক্ষত্রপুঞ্জ ও সূর্য্যের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া আনা হইয়াছে এবং মনুষ্যের অদৃষ্ট স্থানসমূহে যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। নূতন নূতন শত্রু, নূতন নূতন অস্ত্রসহ ক্রমাগতই উদ্ভূত হইতেছে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেও, কি পুরস্কার লাভ হইতেছে? সমুদ্রের অতলস্পর্শী বারিরাশির উপরে কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার এবং অবিশ্রান্ত রজনী ব্যতীত আর কি রহিয়াছে? যে ভীষণ বিকটাকার জন্তুপূর্ণ অবিশ্রান্ত সমুদ্র

দেখিলে সর্ব্বগ্রাসী প্রকৃতিও ভয় পায়, আমাদের সম্মুখে তাহাই দেখিতেছি—ইহাব্যতীত আমাদের আর কি পুরস্কার হইতে পারে ?

আলেকজান্দার স্বয়ং ভীত না হইলেও, সৈন্যগণের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া—যে শত্রুর ভয়ে তাহারা ভীত হইয়াছে তাহারা যে দুর্ব্বল ও অসামরিক, এই জাতিদ্বয়কে পরাজিত করিলে যে আর কোনও প্রতিবন্ধক নাই, এইস্থান ও সমুদ্রমধ্যস্থিত পথ অতিক্রম করিলে যে তাহাদের পরিশ্রমের অবসান হইবে, গঙ্গা ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী জাতিগণের ভয়ে তাহারা ভীত হওয়াতে তিনি ঐদিকে অগ্রসর হইতে বিরত হইয়া যথায় ক্লেশ কম হইলেও একইপ্রকার সুযশ লাভ হইবে, সেইপথে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে-ছেন; তাহারা সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী (৪) হইয়াছে এবং সমুদ্রোত্থিত বায়ু তাহাদের গাত্রস্পর্শ করিতেছে—এইসকল কথা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন। তাহারা যেন তাঁহার সুযশলাভের অন্তরায় না হয়; হার্কিউলিস্ ও ফাদার ব্যাকাস্ অপেক্ষাও তাহারা অধিকস্থান অতিক্রমে সমর্থ হইবে এবং এবম্প্রকারে তাহারা তাহাদের রাজার উপরে অবিনশ্বর খ্যাতি সম্প্রদান করিতে পারিবে। তাহারা যেন তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে সম্মানের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেয়, পলাতকের ন্যায় পলায়ন করিতে না হয়।

প্রত্যেক জনসঙ্ঘ, বিশেষতঃ, সৈন্যগণের জনসঙ্ঘ, সহজেই উত্তেজিত হয় এবং এইজন্য বিদ্রোহদমনের পন্থা অপেক্ষা যে কারণে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তাহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর। তাহাদিগকে চালিত করিবার জন্য সৈন্যগণ যেরূপ উৎসুক ও আহ্লাদসহকারে জয়ধ্বনি

---

(৪) প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র এইস্থান হইতে ছয়শত মাইল ব্যবধান ছিল।

করিয়াছিল, এরূপ কোনদিন আর তাহারা করে নাই এবং দেবতাগণ যাহাতে তাঁহার অস্ত্রকে বিজয়ী করেন এবং তিনি যেসকল বীরের অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই ন্যায় যেন সুযশলাভ হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিল। এইসকল জয়ধ্বনিতে উৎসাহান্বিত হইয়া আলেকজান্দার তৎক্ষণাৎ শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয় জাতিবর্গের মধ্যে এই শত্রু সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। শত্রু-সৈন্য যুদ্ধের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া শূদ্রক (৫) জাতিভুক্ত একজন সাহসী যোদ্ধাকে অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিল। এই বহুদর্শী সেনাপতি এক পর্ব্বতের সানুদেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় সৈন্য যে আরও অধিক ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য অনেকস্থান ব্যাপিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার আদেশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি তদ্দেশীয় বর্ব্বরোচিত প্রথায় চীৎকার ও গর্জ্জন করিয়া বিশ্রামসুখ-নিমগ্ন মাসিদোনিয়গণের ভয় উদ্রেকে বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আলেকজান্দার আশা ও ভরসাপূর্ণ হৃদয়ে, যুদ্ধার্থপ্রস্তুত সৈন্যগণকে অস্ত্রসহ অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বর্ব্বরগণ অকস্মাৎ পলায়ন করিল, ভয় বা গৃহবিবাদের জন্য তাহারা এরূপ করিল, তাহার কোন কারণ অবগত হওয়া যায়না। যাহা হউক, তাহারা সময়মতই তাহাদের পার্ব্বত্যগৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিল। নরপতি বৃথা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। যাহা হউক, তিনি তাহাদের শিবির লুণ্ঠন করিলেন।

(৫) আরিয়ান্ 'অক্সিড্রাকাই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কার্টিয়াস্ ও দায়দরসে এইস্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দায়দরস্ বলিয়াছেন যে সেনাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে দুইজাতিতে অনৈক্য হওয়ায় উভয়ে পৃথক হয়।

অতঃপর তিনি শূদ্রকগণের নগরে উপনীত হইলেন (৬)। অধিকাংশ শত্রুই এইস্থানে আশ্রয়লাভার্থ এই স্থরক্ষিত নগরে অস্ত্রসহ পলায়ন করিয়াছিল। আলেকজান্দার এইস্থান আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলে, ডিমফোন্ নামক দৈবজ্ঞ অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে নগরাক্রমণে নিষেধ করিল। আলেকজান্দার তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যদি কেহ এইপ্রকারে তোমার কার্য্যে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে কি তুমি তাহাকে ধৃষ্ট বিরক্তকারী বলিয়া বিবেচনা কর না?" দৈবজ্ঞ উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই করি।" তখন আলেকজান্দার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি কি মনে করনা যে, যখন আমি এইপ্রকার গুরুতর কার্য্য করিতে উদ্যত এবং তোমার ন্যায় পশ্বাদির অন্ত্র পরীক্ষায় (৭) নিযুক্ত নহি, তখন কি কুসংস্কারের দাস দৈবজ্ঞের এইপ্রকার প্রতিবন্ধক অসাময়িক বলিয়া মনে করিব না?" (৮) এই উত্তর দিয়াই তিনি প্রাচীরগাত্রে অধিরোহণী সংলগ্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং অন্য সকলে অধিরোহণী আরোহণে ইতস্ততঃ করিলে, তিনি স্বয়ং দুর্গপ্রাচীরে আরোহণ করিলেন।

কিন্তু দুর্গপ্রাচীর অপ্রশস্ত ছিল এবং তাহাতে বপ্রেও ছিদ্র ছিলনা, এইজন্য আক্রমণকারীরা ইহা উল্লঙ্ঘন করিতে অপারগ হইতেছিল। আলেকজান্দার বপ্রের প্রান্তসীমা অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আগত বাণ হইতে আপনাকে চর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিতেছিলেন

(৬) আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো ও প্লুটার্ক লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার মল্ল জাতির নগরেই আহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) গ্রীকদের দৈবজ্ঞগণ পশ্বাদি হনন ও তাহাদের অন্ত্রপরীক্ষাদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিতেন।

(৮) দায়দরস্‌ও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯)। ঊর্দ্ধ হইতে এত অধিক পরিমণে তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে সৈন্যেরা প্রাচীরোপরি উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে তাহাদের নরপতি শত্রুহস্তে পতিত হইবেন এই আশঙ্কায় তাহারা আপনাদের সমূহ বিপদ বিস্মৃত হইল। প্রত্যেকেই প্রাচীরোপরি শীঘ্র শীঘ্র উঠিবার আশায় গোলমাল করায় অধিরোহণী হইতে তাহারা নিম্নে পতিত হইতে লাগিল এবং অত্যধিক সৈন্য উহাতে আরোহণ করায় এবং ঐ গুলিও ভগ্ন হওয়ায় আলেকজান্দারের শেষ আশা অন্তর্হিত হইল। এইজন্য তিনি তাঁহার অসংখ্য শত্রু সৈন্যের সম্মুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তাঁহাকে জগৎ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নির্ব্বাসিত ব্যক্তির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

আলেকজান্দারের আঘাত

এই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত (যদ্দ্বারা তিনি চর্ম্ম ধারণ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন) অত্যন্ত অবশ হইয়া পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে পতিত হইতে বলিল। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন না করিয়া তিনি এক অভূতপূর্ব্ব ও অবিশ্বাস্য কর্ম্ম করিলেন—এরূপ ঘটনায় তাঁহার সুযশ বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার খ্যাতিই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারণ তিনি শত্রুপূর্ণ নগর মধ্যেই লম্ফ প্রদান

(৯) আরিয়ান্ ও দায়দরস্ লিখিয়াছেন যে দুর্গমধ্যে এই ঘটনা ঘটে, দুর্গের বহির্দ্দেশে নহে।

করিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশা ছিল না, ভূমি হইতে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই পরাভূত হইয়া তাঁহার বন্দী হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অদৃষ্টবশে, তিনি এরূপ সুন্দর ভাবে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তিনি ভূমিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পতিত হইলেন এবং ইহাতে তিনি সোজা হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। পত্র ও শাখা সম্বলিত একটী পুরাতন বৃক্ষ যেন তাঁহারই রক্ষার্থ প্রাচীরের নিকটে ছিল। এই বৃক্ষের কাণ্ডের পার্শ্বে তিনি এরূপ ভাবে আপনাকে স্থাপন করিলেন যাহাতে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত না হইতে পারেন এবং এবম্প্রকারে পশ্চাদ্দিকে রক্ষিত হইয়া তিনি সম্মুখবর্ত্তী তীর হইতে চর্ম্ম দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। একাকী হইলেও তাঁহার কোন শত্রু তাঁহার নিকটে আসিতে সাহসী হইতেছিলনা। এবং শত্রু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের অধিকাংশই তাঁহার চর্ম্মে না লাগিয়া বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় বিদ্ধ হইতেছিল।

এ সময়ে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি ও নৈরাশ্যই তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাঁহার চর্ম্ম এই সময়ে শত্রুনিক্ষিপ্ত তীরে পূর্ণ এবং তাঁহার উষ্ণীষ লোষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমাগত পরিশ্রমে ক্লান্তির জন্য তাঁহার জানুও অবনত হইয়া আসিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সন্নিকটস্থ কয়েকজন শত্রু বিপদ তুচ্ছ করিয়া অসাবধানতার সহিত তাঁহাকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল। ইহাদের দুইজনকে তিনি তরবারীর আঘাতে নিহত করিলে অন্য কেহই সাহস সহকারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে ভরসা পাইল না। তাহারা কেবল দূর হইতে তাঁহার প্রতি বাণ ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই প্রকারে প্রত্যেক শত্রুর লক্ষ্য হইলেও, তিনি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে সহজেই রক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে একজন ভারতবাসী দুইহস্ত দীর্ঘ একটী তীর (আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতীয়গণ এই আকারের তীরই ব্যবহার করে) নিক্ষেপে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে আঘাত করিল। ইহাতে প্রবলবেগে শোণিত নির্গত হইতে আরম্ভ করিল এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এই তীর উৎপাটনে অসমর্থ ও বলশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিলে তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত হইল। ইহাতে যে তীরন্দাজ তাঁহাকে আহত করিয়াছিল, সে স্বীয় সাফল্যে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অঙ্গাবরণাদি উন্মোচনার্থ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু আলেকজান্দারের গাত্রে হস্তার্পণ করিবামাত্র তিনি এই অপমানে এরূপ নিদারুণ কুপিত হইলেন যে, তিনি কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া ও তরবারী উত্তোলন করিয়া তাঁহার শত্রুকে আঘাত করিলেন। এবম্প্রকারে তাঁহার তিনজন আততায়ী তাঁহার পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিল এবং তাঁহার অপর শত্রুগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

ইতোমধ্যে যাহাতে তরবারী হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার চর্ম্মের সাহায্যে উত্থিত হইবার চেষ্টাও বিফল হইলে তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বৃক্ষের শাখার উপরে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার এরূপ শক্তি ছিল না সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার জানুর উপরে ভর দিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য হস্তসঙ্কেতে শত্রুকে আহ্বান করিলেন। অবশেষে নগরের অপর পার্শ্বে পিউসেষ্টাস্ শত্রুকে পরাভূত করিয়া, যেস্থানে আলেকজান্দার ছিলেন তথায়

উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার মনে করিলেন যে, তাঁহার আর আর জীবনের আশা নাই ও পিউসেষ্টাস্ তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন এবং অতিরিক্ত অবসাদ হেতু তাঁহার চর্ম্মের উপরে পতিত হইলেন।

এই সময়ে টিমিয়াস্ ও কিছুক্ষণ পরেই লিওনেটাস্ ও আরিষ্টো-নাস্ (১) তথায় উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার নগর মধ্যে আছেন ইহা ভারতীয়গণ জানিতে পারিয়া অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া তিনি যথায় ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার রক্ষাকারিগণকে আক্রমণ করিল। ইঁহাদের একজন, টিসিয়াস্ বহু বর্শাঘাতে বীরের ন্যায় পতিত হইলেন। আর একজন পিউসেষ্টাস্ তিনটী বর্শাঘাত সহিয়াও নরপতির রক্ষার্থ স্বীয় চর্ম্ম ধারণ করিয়া রহিলেন। লিওনেটাস্ আক্রমণকারী বর্ব্বরগণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়া স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নরপতির পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। পিউসেষ্টাস্ও এতক্ষণ অতিরিক্ত রক্তপাতে অবসন্ন হইয়া, আর চর্ম্ম ধারণ করিয়া আলেকজান্দারকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। একমাত্র আরিষ্টোনাস্ অবশিষ্ট রহিলেন, কিন্তু তিনিও অত্যন্ত আহত হইয়া, বহুসংখ্যক আক্রমণ-কারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইতেছিলেন না। ইতোমধ্যে মাসিদোনিয়-গণের নিকট জনশ্রুতি পৌছিল যে, আলেকজান্দারের মৃত্যু হইয়াছে।

এইরূপ সংবাদে অপর লোক ভীত হইত, কিন্তু ইহাতে মাসি-দোনিয়গণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। তাহারা সকল বিপদ

(১) কেবল কার্টিয়াস্ই দুইজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

করিয়া তাহাদের কুঠার দ্বারা নগর প্রাচীর ভগ্ন করিল এবং সেই ছিদ্রপথে নগরে প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক পলায়িত ভারতবাসীকে হত্যা করিল; অতি অল্প সংখ্যক শত্রুই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। মাসিদোনিয় সৈন্যগণ বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা বালকবালিকা কাহাকেও ছাড়িল না; প্রত্যেককেই তাহাদের নরপতির আঘাতকারী বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং এবম্প্রকারে তাহাদের অবজ্ঞা-মিশ্রিত রোষের পরিতৃপ্তি সাধন করিল।

ক্লিটার্কাস্ ও টিমাগিনিস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, টলেমী (যিনি অতঃপর রাজা হইয়াছিলেন) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং টলেমী (যিনি অবশ্যই নিজের সুযশের খর্ব্বতা করিবেন না) তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি এই সময়ে অন্যত্র ছিলেন; নরপতি তাঁহাকে অন্য এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের অযত্নশীলতা প্রতীয়মান হইবে; অথবা ইহাতে তাঁহাদের অসন্দিগ্ধতা জানা যাইবে; ইহাও অবশ্য তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী। আলেকজান্দারকে একটী পট্টাবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইস্থানে বিদ্ধ তীরের কাষ্ঠময় অংশটুকু কর্ত্তিত হইল। তাঁহার বর্ম্ম অপসারিত হইলে চিকিৎসকগণ দেখিতে পাইল যে, তীরের ফলার অগ্রভাগ বক্র রহিয়াছে। ক্ষত স্থান উন্মুক্ত না করিলে ইহা বহির্গত করিবার উপায় ছিল না এবং এরূপ কার্য্যও বিপজ্জনক। অস্ত্র করিলে পাছে তাহারা রক্তস্রাব নিবারণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা ভীত হইল। বিদ্ধ তীর বৃহৎ ছিল এবং এরূপ বল পূর্ব্বক প্রযুক্ত হইয়াছিল যে নিশ্চয়ই ইহা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল।

অস্ত্রচিকিৎসায় সুদক্ষ ক্রিটোবেলস্ও এইরূপ অনিশ্চিত স্থলে অত্যন্ত

ভীত হইয়াছিলেন এবং পাছে অকৃতকার্য্য হইলে তিনি বিপদে পতিত হন এই মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আলেকজান্দার তাঁহার ক্রন্দন এবং তাঁহার ভীত ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন "কিজন্য তোমরা অপেক্ষা করিতেছ এবং শীঘ্র কার্য্য করিতেছনা? আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও, যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি তাহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দেও। আমি দুরারোগ্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আরোগ্য-লাভ না করাইতে পারিলে তুমি কি নিন্দনীয় হইবে এইরূপ মনে করিতেছ?" তখন ক্রিষ্টোবোলাস্, অবশেষে তাঁহার ভয় দূরীভূত করিয়া অথবা ভয়ের ভাণ করিয়া, অস্ত্র করিবার কালে যাহাতে অপরে আলেকজান্দারকে ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কারণ শরীরের সামান্য উত্তেজনাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। ইহাতে নরপতি উত্তর করিলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য লোকের আবশ্যকতা নাই, পরে উপদেশানুযায়ী অস্ত্র করিবার সময় বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হইলেন না (২)।

ক্ষতস্থান উন্মুক্ত ও তীরের অগ্রভাগ নিষ্কাশিত হইলে, এত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে লাগিল যে, আলেকজান্দারের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল ও সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং বোধ হইতে লাগিল যে তিনি মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। রক্তস্রাব নিবারণের জন্য সকলপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইল,

(২) প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ক্রিটোবোলস্ নামক চিকিৎসক আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপের চক্ষু হইতে তীর নিষ্কাশন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু কোন ফলই হইল না এবং রাজার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রক্তস্রাব নিবারিত হইল এবং রোগী ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ ও ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারিলেন। সৈন্যগণ দিবারাত্র সশস্ত্রাবস্থায় রাজকীয় পট্টাবাসের চতুষ্পার্শ্বে রহিল। তাহারা সকলেই স্বীকার করিল যে, আলেকজান্দারের জীবনের উপরেই সকলের জীবন নির্ভর করিতেছে এবং তাঁহার সুনিদ্রা হইবার পূর্ব্বেই কেহই সে স্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার আরোগ্যের সম্ভাবনা বুঝিয়া সৈন্যেরা শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলেকজান্দারের আরোগ্যলাভ

আলেকজান্দার তাঁহার ক্ষতের জন্য সাতদিবস চিকিৎসাধীন রহিলেন; তিনি অবগত হইলেন যে বর্ব্বরদের মধ্যে জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই ক্ষতস্থান পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দুইখানি জাহাজ একত্র বন্ধন করিয়া উহাদের মধ্যস্থলে নিজ পট্টাবাস স্থাপন পূর্ব্বক যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সেইস্থানে উত্তমরূপে দেখিতে পায় এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এবম্প্রকারে অধিবাসিবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হইয়া, শত্রুগণ যে তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে আশান্বিত হইয়াছিল তাহা দূর করিলেন। তৎপরে, যাহাতে ক্ষেপণীরশব্দে তাঁহার অবসাদগ্রস্ত শরীরের শান্তিহানি

না হয়, তজ্জন্য নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশের যাত্রার বহুপূর্ব্বে একাকী নদীপথে (১) অগ্রগামী হইলেন। তিনি চতুর্থদিবসে অধিবাসী-পরিত্যক্ত কিন্তু শস্য ও পশ্বাদি পরিপূর্ণ জনপদে উপনীত হইলেন। তিনি সসৈন্যে এইস্থানে আরামদায়ক বিশ্রাম ভোগ করিলেন।

মাসিদোনিয়দিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, নরপতির বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও তাঁহার শরীররক্ষিগণ ব্যাধিকালে তাঁহার শিবিরের সম্মুখে অবস্থান করিতেন। এই প্রথা পূর্ব্বাপরের ন্যায় আচরিত হওয়ায়, তাঁহারা একত্রে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলন। আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে কক্ষমধ্যে একত্র প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশঙ্কা করিলেন যে তাঁহারা কোন দুঃসংবাদ আনয়ন করিয়াছেন এবং শত্রু সেই মুহূর্ত্তে তথায় আগমন করিয়াছে কিনা তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ক্রাটেরস্ নিম্নোক্তমর্ম্মে আলেকজান্দারকে সম্বোধন করিলেন "আপনি কি অনুমান করিতে পারেন যে শত্রু কর্ত্তৃক আমাদিগের শিবির আক্রমণে আমরা যেরূপ চিন্তিত হই, আপনার নির্ব্বিঘ্নতার জন্য আমরা ততোধিক উদ্বিগ্ন থাকি? কিন্তু আপনি শেষোক্ত বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। যদি সম্মিলিত জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যদি ভূমণ্ডলের সকলজাতি অস্ত্র ও সৈন্য দ্বারা পৃথিবী আবৃত করে, সকল সমুদ্র রণতরী দ্বারা আচ্ছন্ন করে, অথবা ভীষণ বন্যজন্তুসমূহ আমাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তথাপি আপনার অধিনায়কত্বে আমরা অপরাজেয় হইব। কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন

(১) হাইড্রাওটীস্ বা রাবি। আলেকজান্দারের সময়ে মুলতানের নিম্নভাগে হাইড্রাওটীস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত ছিল।

ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার এতগুলি স্বদেশবাসীর জীবন বিপন্ন করেন, তখন কোন্ দেবতা বলিতে পারেন যে মাসিদনের রক্ষাকর্ত্তা ও গৌরব-রক্ষক বহুদিন রক্ষা পাইবেন? আমাদের মধ্যে কে আপনার অপেক্ষা অধিকদিন জীবিত থাকিতে চাহে অথবা আপনার অভাব হইলে কে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? আপনার অধীনে ও পরিচালনায় আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেহই আমাদিগকে আমাদের গৃহে লইয়া যাইতে পারেন না।

"আপনি যখন দারিয়াসের সহিত পারস্যের আধিপত্যের জন্য বিবাদ করিতেছিলেন, তখনও আপনি সদাসর্ব্বদা বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন বলিয়া প্রত্যেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত, কারণ যে ক্ষেত্রে বিপদ ও পুরস্কার একই প্রকার, তথায় সফলতায় লাভ যে কেবল অধিক তাহা নহে, পরাজয়েও যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একটি অজ্ঞাত গ্রামের জন্য আপনি আপনার অমূল্য জীবন বিপন্ন করিলে আপনার কোন্ সৈন্য, (সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, কোন্ বর্ব্বর যে আপনার সুযশের কথা অবগত হইয়াছে) এরূপ কার্য্য অনুমোদন করিতে পারে? আমাদের সম্মুখে যে দৃশ্য ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হইলে আমাদের অন্তরাত্মা ভীত হইয়া পড়ে।

"অপরাজেয় আলেকজান্দারের গাত্র হইতে উন্মোচিত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ভীরুর হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইত, এই কথা মনে হইলে আমরা কম্পিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আপনি যখন বিপদের সম্মুখীন হইয়া ছিলেন, তখন আপনার সহিত যাহারা সহগামী হইতে পারে নাই, তাহারা বিশ্বাসঘাতক, পলাতক ব্যতীত কিছুই নহে; এবং যদি আপনি আমাদিগকে সেই কলঙ্কে অসম্মানিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, (যে কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব

না) সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য কেহই পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের জীবনের মূল্য আপনি যে অত্যন্ত অল্প মনে করেন, তাহা অন্যপ্রকারে প্রমাণিত করুন। আমরা নিবেদন করি যে, আপনি ক্ষুদ্র বিপদ ও খণ্ডযুদ্ধের জন্য আমাদিগকে রাখিয়া কেবল আপনার মহত্ত্বের উপযুক্ত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। অনুপযুক্ত প্রতিদ্বন্দিগণের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জিত সুযশ শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যথায় আপনার বীরত্ব প্রদর্শন করিবার স্থান নহে, তথায় ইহা নষ্ট করা অপেক্ষা অসঙ্গত অন্য কিছুই নহে।"

টলেমী ও অন্যান্য উপস্থিত সেনাপতিগণও এই ভাবে আলেক-জান্দারকে সম্বোধন করিলেন এবং সকলে সমবেতস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, যদিও তিনি অত্যন্ত সুযশ-প্রার্থী, তথাপি তিনি যেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ করিয়া নিজ জীবন ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মঙ্গলের প্রতি অধিকতর দৃষ্টিপাত করেন। বন্ধুবর্গের স্নেহ ও রাজভক্তি নরপতির নিকট এরূপ প্রীতিকর হইল যে, (২) তিনি তাঁহার অভ্যস্ত অনুরাগ অপেক্ষা অধিকতর আবেগে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া সকলকেই উপবেশনার্থ অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বিগত জীবনের কার্য্য সমালোচনা পূর্ব্বক বলিলেন "হে চিরবিশ্বস্ত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ প্রজা ও বন্ধুগণ! তোমরা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ

(২) পক্ষান্তরে আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার বন্ধুবর্গের এরূপ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

কর। তোমরা কেবল এক্ষণেই তোমাদের নিজের নির্ব্বিঘ্নতা অপেক্ষা আমার জীবন অধিক আবশ্যকীয় বিবেচনা কর নাই; পরন্তু তোমরা এই অভিযানের প্রারম্ভ হইতেই প্রত্যেক প্রকারে আমার প্রতি তোমাদের সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিবার কোন সুযোগই উপেক্ষা কর নাই। সুতরাং আমি বলিতে বাধ্য যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোনকালেই আমার জীবন আমার নিকট অধিকতর মূল্যবান বোধ হইতেছে না; বিশেষতঃ যাহাতে দীর্ঘকাল তোমাদের সাহচর্য্যভোগ করিতে পারি এই আশায় জীবন ধারণ অধিকতর প্রীতিকর মনে হইতেছে। তথাপি, ইহাও আমার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যাহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহারা আমা অপেক্ষা ভিন্ন ভাবে এই কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, কারণ আমি মনে করি যে আমার বীরত্বেই তোমরা আমার প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট। সম্ভবতঃ, আমার অনুগ্রহলব্ধ ফল তোমরা দীর্ঘকাল —হয়ত চিরকাল ভোগ করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু আমি কেবল খ্যাতি-দ্বারা জীবনের পরিমাণ করি—সময়ের দ্বারা নহে।

"আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিলে মাসিদোনিয়াতেই অলসভাবে নিরুদ্বেগে জীবনাতিপাত করিয়া অজ্ঞাত ও যশোহীন হইয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। অবশ্য যাহারা গৃহে অলসের ন্যায় জীবনাতিপাত করে, অদৃষ্ট তাহাদেরও করায়ত্ত নহে—তাহারা সুদীর্ঘ কাল জীবন যাপনই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর মনে করিলেও, অনেক সময়েই তাহারা অকস্মাৎ মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া থাকে। আমি বৎসর হিসাবে আমার জীবন গণনা করি না—জয়লাভের হিসাবেই ইহা গণনা করি এবং ভাগ্যবিধাতার অসংখ্য বর লাভ নির্ণয় করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছি মনে করি। মাসিদোনিয়ায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ

করিয়া এক্ষণে আমি সমগ্র গ্রীসের আধিপত্য ভোগ করিতেছি। আমি থ্রেস্ ও ইলিরিয়া পরাভূত করিয়াছি; ট্রিবালী, ও মীডীগণ (৩) আমারই অধীন এবং হেলেসপণ্টের উপকূল হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত এসিয়ার বিস্তৃত ভূভাগ আমার করতলগত। এক্ষণে আমি পৃথিবীর প্রান্তসীমা হইতে দূরে নাই এবং ইহা অতিক্রম করিয়া আমি এক নূতন পৃথিবীতে গমন করিতে ইচ্ছুক। শুভ ক্ষণে (৪) আমি এসিয়া হইতে ইউরোপের সামান্তে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তোমরা কি মনে কর আমার রাজত্বের নবমবর্ষে এবং জীবনের অষ্টাবিংশবৎসরে এই উভয় মহাদেশ পরাজিত করিয়া, আমি আমার সুযশ সম্পূর্ণ করিতে (একমাত্র যাহাতে আমি অনুরক্ত) পরাঙ্মুখ হইব? না—আমি আমার কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইব না এবং আমি যে স্থানেই যুদ্ধ করিব, সেই স্থানেই আমি আমাকে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে, মানবজাতিকে দর্শকরূপে মনে করিয়া যুদ্ধ করিব। অজ্ঞাতস্থান সমূহকে আমি সুবিখ্যাত করিব। প্রকৃতি যে সকল স্থানকে এতদিন অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি সকল জাতির নিকটই সেই সকল স্থানকে সহজগম্য করিব।

"এই সকল মহোদ্যমের মধ্যে অদৃষ্টদোষে আমার মৃত্যু হইলে আমার সুযশ আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমি যে বংশসম্ভূত সে বংশ (৫) অধিকদিন জীবন ধারণ করা অপেক্ষা অল্পকাল জীবিত থাকিয়া

(৩) থ্রেস্ প্রদেশস্থ জাতি।

(৪) সিথিয়াবাসিগণকে আক্রমণে জাক্সার্টীস্ উত্তীর্ণ হইবার সময়ে।

(৫) আলেকজান্দার সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর আকিলিসের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন।

অধিক কার্য্য করাই সমীচীন মনে করে। আমার অনুরোধে তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আমরা যেদেশে আসিয়াছি তথায় একটী স্ত্রীলোক বীরত্বের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেমিরামিস্ কয়টী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? তিনি কোন্ মহোদ্যমে ব্রতী হইয়াছিলেন? তিনি কোনজাতি পরাভূত করিয়াছিলেন? এক্ষণেও আমরা একটী রমণীর যশস্কর কার্য্যের সমান কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং আমাদের কার্য্যের কি পরিসমাপ্তি হইয়াছে? আমি বলিতেছি, না। দেবতাগণ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদিগের করিবার বহুকার্য্য রহিয়াছে। তোমরা আমাকে গৃহশত্রু (৬) হইতে রক্ষা কর তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হইব।

"ফিলিপ (৭) রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপদ ছিলেন। তিনি অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও, প্রজার হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ কিপ্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তাহা যদি তোমরা অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে যে, শত্রু অপেক্ষা প্রজাবর্গের হস্তেই অধিকসংখ্যক রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বহুকাল আমি যে বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছি সেইকথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি প্রকাশ করিতেছি যে, আমার সকল বিপদ বা কার্য্যের এই পুরস্কার প্রার্থনা করি যে, আমার গর্ভধারিণী অলিম্পিয়াস্

(৬) হার্ম্মালস্ ও বালকভৃত্যগণের চক্রান্তের কথাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছেন।

(৭) আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপ পারস্য অভিযানের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া শোভাযাত্রাকালে নিহত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যেন দেবতার ন্যায় পূজিতা হইতে পারেন। আমি জীবিত থাকিলে এই কার্য্য আমিই সম্পন্ন করিব, কিন্তু যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে তোমরা স্মরণ রাখিও যে, এই কার্য্যভার তোমাদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি বন্ধুবর্গকে বিদায় করিলেন, কিন্তু তিনি বহুদিবস সেই স্কন্ধাবারে অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বাইটন্ ও বক্কাস্

যখন ভারতবর্ষে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তখন অনতিকালপূর্ব্বে বাক্ট্রায় স্থাপিত গ্রীক্ সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল। অধিকতর বলবান পক্ষ রাজভক্ত কয়েকজনকে বধ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ ও অনুপযুক্তরূপে রক্ষিত বাক্ট্রার দুর্গ অধিকার করিয়া বর্ব্বরগণকে তাহাদের স্বদলভুক্ত করিতে বাধ্য করিল। ইহাদের অধিনায়ক আথেনোডোরাস্ রাজোপাধি ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যশাসন অপেক্ষা অধীন সৈন্যগণ সহ স্বদেশ প্রত্যাগমনের ইচ্ছাতেই সে এরূপ করিয়াছিল। এই আথেনোডোরাসের বিরুদ্ধে একই স্থানভুক্ত বাইটন্ নামক একব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হইয়া চক্রান্ত করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণকালে বক্কাস্ নামক জনৈক জর্জ্জিয়ানাবাসী দ্বারা হত্যা করিয়াছিল। পরদিবস বাইটন্ এক সাধারণ সভা আহূত করিয়া অধিকাংশের নিকট প্রতীয়মান করিতে সমর্থ হইল যে, আথেনোডোরাস্ বিনা কারণে তাহার জীবন নাশ করিতে চক্রান্ত করিয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ সন্দেহ করিল যে, বাইটন্ই অন্যায়

আচরণ করিয়াছে এবং অন্য সকলে ধীরে ধীরে এই মত গ্রহণ করিল। এইজন্য গ্রীকসৈন্যগণ সুযোগ পাইলে বাইটন্কে বধ করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিল।

কিন্তু সৈন্যদলের প্রধান ব্যক্তিগণ জনসঙ্ঘের ক্রোধ অপনয়ন করিলে এবং বাইটন্ অপ্রত্যাশিতভাবে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া, যে সকল ব্যক্তির জন্য নিজ জীবন লাভ করিয়াছিল তাহাদেরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিল। তখন বাইটনের বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদের গোচরীভূত হইলে ইহারা বাইটন্ ও বক্সাস্ উভয়কে ধৃত করিল। তাহারা বক্সাস্কে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আজ্ঞাপ্রদান করিল কিন্তু প্রথমতঃ নির্য্যাতন করিয়া পরে বাইটনের মৃত্যু হইবে এইরূপ আদেশ করিল। নির্য্যাতনের যন্ত্রগুলি বাইটনের শরীরে প্রযুক্ত হইবার সময়, কি এক অজ্ঞাত কারণে সৈন্যগণ উন্মাদের ন্যায় স্বীয় স্বীয় অস্ত্রগ্রহণার্থ গমন করিল। সৈন্যগণের কোলাহলে, নির্য্যাতনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, সৈন্যগণ তাহাদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে বিরত করিবে মনে করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। বিবস্ত্র বাইটন্ প্রাণ রক্ষার্থ গ্রীকগণের নিকট দৌড়াইয়া গমন করিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ করুণোদ্দীপক অবস্থা দেখিয়া গ্রীকগণের মত পরিবর্ত্তন হইল এবং তাহারা বাইটন্কে স্বাধীনতাপ্রদানে আদেশ করিল। এবম্প্রকারে দুইবার শাস্তির হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া বাইটন্ উপনিবেশ-পরিত্যাগে ইচ্ছুক অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল (১)। এই সকল ঘটনা বাকৃট্রা ও সিথিয়ার প্রান্তদেশে ঘটিয়াছিল।

(১) দায়দরস্ও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। যে তিনসহস্র গ্রীক স্বদেশাভিমুখে গমন করিয়াছিল তাহারা পথিমধ্যে অসহনীয় ক্লেশভোগ করে এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে মাসিদোনিয়গণ উহাদিগকে হত্যা করে।

ইতোমধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী (২) জাতির একশত দূত রথারোহণে রাজার নিকট আগমন করিল। ইহারা সকলেই অত্যন্ত দীর্ঘাকারের ও সম্ভ্রমাকর্ষক আকৃতিবিশিষ্ট ছিল এবং ইহারা স্বর্ণ খচিত লোহিতবর্ণের পুষ্প শোভিত কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। ইহারা আলেকজান্দারকে নিবেদন করিল যে, তাহারা নগর ও ভূভাগ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল এবং এতদিন যে স্বাধীনতা তাহারা অক্ষতভাবে ভোগ করিতেছিল, তাহা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই নিকট রক্ষার্থ ন্যস্ত করিল (৩)। তাহারা ইহাও বলিল যে, দেবতাগণই এই অধীনতা আনয়ন করিয়াছেন এবং অপরাজেয় অবস্থায় তাঁহারা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়েছে। নরপতি মন্ত্রিসভায় তাহাদের বশ্যতা ও রাজভক্তি সূচক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ঐ দুইজাতি আরোখোসিয়াবাসিগণকে যে করপ্রদান করিত তাহাই তাঁহাকে প্রদানের আদেশ করিলেন। তিনি ইহাও আদেশ করিলেন যে বর্ব্বরগণ যেন তাঁহাকে সার্দ্ধ দুইসহস্র অশ্বারোহী প্রদান করে। এই আদেশসমূহ তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিল। অতঃপর তিনি একটী বৃহৎ ভোজে দূত ও নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে স্বল্প দূরে দূরে একশত পালঙ্ক স্থাপিত হইল এবং স্বর্ণ খচিত রক্তপুষ্প শোভিত বস্ত্রসমূহ ইহাদের চতুর্দ্দিকে লম্বিত হইল। সংক্ষেপে তিনি প্রাচীন পারসীকগণের বিলাসিতার সহিত মাসিদোনিয়গণ কর্ত্তৃক সম্প্রতি অবলম্বিত আচার প্রদর্শন দ্বারা উভয়ের দোষ একত্রে প্রচলিত করিয়াছিলেন।

---

(২) শূদ্রক ও মল্ল।

(৩) ঐতিহাসিক থির্লওয়াল্ লিখিয়াছেন যে এরূপ উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

এই প্রমোদক্ষেত্রে আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ মুষ্টিযোধ ডিওক্সিপাস্ অত্যাশ্চর্য্য বলের জন্য রাজার নিকট সুপরিজ্ঞাত, এমন কি তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। কেহ কেহ ঈর্ষা ও দ্বেশ বশতঃ কোন কোন সময় পরিহাসের সহিত এবং অন্য সময় যথার্থই তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া নিন্দা করিত। এই প্রমোদকালে হোরেটাস্ নামক জনৈক মাসিদন্বাসী মদোন্মত্ত হইয়া স্বাভাবিকভাবে ডিওক্সিপাস্কে উপহাস করিয়া পরবর্ত্তী দিবসে তরবারীসহ দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিল ও যুদ্ধের ফলাফল অনুযায়ী আলেকজান্দার বীরত্ব ও ভীরুতার বিচার করিবেন এইরূপ প্রকাশ করিল। প্রগল্ভ মাসিদোনিয় সৈন্যের আহ্বান আথেন্স-বাসী ঘৃণার সহিত গ্রহণ করিল। পরদিন নরপতি উভয়কে দ্বন্দযুদ্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত দেখিয়া এবং তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে সম্মিলিত হইল এবং সৈন্যদলস্থ গ্রীকগণ ডিওক্সিপাসের পক্ষাবলম্বন করিল।

মাসিদোনিয় হোরেটাস্ বামহস্তে পিত্তলনির্ম্মিত ঢাল ও "সারিসা" নামক দীর্ঘ বর্শা ও দক্ষিণ হস্তে ক্ষুদ্রবর্শা সুশোভিত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। সে তরবারীও সঙ্গে রাখিয়াছিল, বোধ হইতেছিল যেন সে একই সময়ে অনেকগুলি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। পক্ষান্তরে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈল মর্দ্দনান্তে কপোলদেশে মাল্যধারণ ও বামহস্তে লোহিতবর্ণের অঙ্গাবরণ জড়াইয়া ও দক্ষিণহস্তে গ্রন্থি-বিশিষ্ট স্থূল গদা সহ আগমন করিল। এই অত্যাশ্চর্য্য সজ্জা দর্শনে দর্শকগণ কিয়ৎকাল সন্দেহমগ্ন রহিল—কারণ আপাদমস্তক সুরক্ষিত ব্যক্তির সহিত বিবস্ত্র ব্যক্তির যুদ্ধ করা ঔদ্ধত্য নহে—উন্মত্ততা মাত্র। এই জন্য মাসিদোনিয় হোরেটাস্ মুহূর্ত্তমাত্র সন্দেহ

না করিয়া দূর হইতে ক্ষুদ্র বর্শা নিক্ষেপ করিল; কিন্তু, প্রতিপক্ষ সামান্য মাত্র বক্র ভাবাপন্ন হইলে ইহা তাহাকে স্পর্শ করিল না এবং বিপক্ষ দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘবর্শা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই হোরেটাস্‌কে আক্রমণ করিয়া গদাদ্বারা তাহার দীর্ঘবর্শা দুইভাগে বিভক্ত করিল। এবম্প্রকারে হোরেটাস্ তাহার দুইখানি অস্ত্রচ্যুত হইয়া তরবারী নিষ্কাশনে উদ্যোগী হইল কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ডিওক্সিপাস্ বিপক্ষকে পদস্খালন করাইয়া ভূমিতে নিপতিত করিল। পরে সে হোরেটাসের হস্ত হইতে তরবারী কাড়িয়া লইয়া ভূপতিত শত্রুর গলদেশে পাদদেশ স্থাপন করিয়া গদাঘাতে তাহার মুণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্যত হইলে আলেকজান্দার তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

এই দ্বন্দযুদ্ধের ফলাফল কেবল মাসিদোনিয়গণের নিকটে নহে, আলেকজান্দারের নিকটও অপ্রীতিকর হইয়াছিল। তিনি বিরক্তির সহিত দেখিলেন যে মাসিদোনিয়গণের গর্ব্বপূর্ণ বীরত্ব বর্ব্বরদর্শকগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছিল। ইহাতে ডিওস্কিপাস্‌কে যে সকল ব্যক্তি ঈর্ষা করিত, আলেকজান্দার সহজেই তাহাদের বাক্যে প্রত্যয়স্থাপন করিলেন। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিবস পরবর্ত্তী এক ভোজে গুপ্ত ব্যবস্থামত একটী সুবর্ণের পাত্র টেবিল হইতে রাজভৃত্যগণ কর্ত্তৃক অপসৃত হইল এবং ইহা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া আলেকজান্দারকে সংবাদ প্রদত্ত হইল। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে প্রকৃত দোষী অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিই অধিক লজ্জিত হয়। চৌর্য্যা-পরাধে অভিযুক্ত ডিওস্কিপাস্ রাজাকে এক পত্র লিখিয়া নিজ তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করিল। আলেকজান্দার তাহার মৃত্যুতে যৎপরো-নাস্তি দুঃখিত হইলেন, কারণ তিনি বুঝিলেন যে ঐ ব্যক্তি অনুতাপের জন্য আত্মহত্যা করে নাই, কেবল অবজ্ঞামিশ্রিত রোষের জন্যই

এরূপ করিয়াছে। তাহার শত্রুগণের অত্যধিক উল্লাসেই প্রতীয়মান হইল যে তাহাকে মিথ্যা অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

মালয় জাতির পরাজয় স্বীকার

ভারতীয় দূতগণকে বিদায় দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই আলেকজান্দারের জন্য উপহারস্বরূপ তিনশত অশ্বারোহী, চতুরশ্বযোজিত একসহস্র ত্রিশখানি রথ, একসহস্র ভারতবর্ষীয় ঢাল, প্রচুর কার্পাসবস্ত্র, একশত ট্যালেণ্ট ইস্পাত, (১) বৃহদাকারের কয়েকটী সিংহ ও ব্যাঘ্র এবং কূর্ম্মের বহুপরিমাণ খোলা (২) আনয়ন করিল। নরপতি ক্রাটেরস্কে সসৈন্যে নদীর নিকটে থাকিয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং নদীপথে অগ্রগামী হইতে ইচ্ছুক হইয়া আবশ্যকীয় অনুচরগণ পরিবৃত হইয়া নৌকাযোগে মাল্লীদিগের (৩) ভূভাগে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি পরাক্রান্ত সাবার্কি

(১) অনেক গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষজাত তরবারি পূর্ব্বাঞ্চলে অত্যন্ত সমাদৃত হইত এবং ইহা ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক সময়েও পারস্যে রপ্তানি হইত। পেরিপ্লাস্, টীসীয়াস্ প্রভৃতি গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) পেরিপ্লাস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে কূর্ম্ম ও অন্যান্য জন্তুর খোলা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে পশ্চিমে রপ্তানি হইত।

(৩) ইতোমধ্যে আলেকজান্দার ইহাদের রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। আরিয়ানে আমরা অবগত হই যে, সিন্ধু ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

(৪) জাতির রাজ্যে পৌঁছিলেন। ইহাদের দেশে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত হইল। ইহাদের ৬০,০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথীসৈন্য ছিল।

বীরত্ব ও সামরিক কৌশলদক্ষ তিনজন সেনাপতিকে সাবার্কিগণ তাহাদের অধিনায়করূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। কিন্তু নদীতীরে তাহাদের যে অসংখ্য গ্রাম ছিল (৫) তাহাদের অধিবাসিবৃন্দ, বহুদূর পর্য্যন্ত জাহাজ পরিপূর্ণ নদী এবং বহুসহস্র সৈন্য ও তাহাদের উজ্জ্বল অস্ত্র দেখিয়া ভীত হইয়া মনে করিয়া ছিল, দ্বিতীয় ফাদার ব্যাকাস ও এক দেববাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। মাসিদোনিয় সৈন্যগণের চীৎকার, ক্ষেপণীশব্দ এবং নাবিকগণের উৎসাহসূচক শব্দ তাহাদের কর্ণকুহর পূর্ণ করিয়া এরূপ ভীতি জন্মাইল যে, তাহারা স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের নিকট দ্রুতবেগে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইল যে, দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ বাতুলতামাত্র এবং এই সকল অপরাজেয় যোদ্ধৃপূর্ণ জাহাজের সংখ্যা গণনাতীত। (৬) এই সকল সংবাদে তাহাদের সৈন্যগণের হৃদয়ে এরূপ ত্রাস জন্মিল যে, তাহারা আত্মসমর্পণার্থ আলেকজান্দারের নিকটে দূত প্রেরণ করিল।

ইহাদের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া, তিনি চতুর্থ দিবসে অন্যান্য জাতি-

(৪) লাসেন্ এই জাতিকে দায়দরস্ কথিত সমষ্টি জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আরিয়ান্ ইহাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন। পূর্ব্বেদ্রষ্টব্য।

(৫) আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে অন্য দুইটা জাতি আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৬) প্লিনি বলিয়াছেন যে জাহাজে অনেকগুলি রঙ্গীন পতাকা ছিল এবং বিভিন্ন বর্ণের পতাকা দেখিয়া ভারতবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

গণের জনপদে উপনীত হইলেন; ইহারাও যুদ্ধ করিতে ইহাদের প্রতিবেশীর ন্যায় বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক হইল না। সুতরাং এইস্থানে তিনি একটী নগর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে ইহা "আলেকজান্দ্রী (৭)" নামে অভিহিত হইল। অতঃপর, তিনি "মুইসিকানি" (৮) নামক জাতির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে তিনি, পারাপামিসাদী নামক জাতি টেরিওল্‌টীস্ (৯) নামক ক্ষত্রপের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া ও তাহাকে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দোষী দেখিয়া বধ করিবার আদেশ দিলেন। পক্ষান্তরে, অক্সিআর্টেস্ (১০) বাকট্রীয়ানীর শাসনকর্ত্তাকে অব্যাহতি দিলেন এবং তিনি আলেকজান্দারের স্নেহভাজন ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধীন ভূভাগ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। তৎপরে তিনি মুইসিকানিজাতিকে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজধানীতে নিজ সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক অন্যতম ভারতীয় জাতি "প্রীস্তি"র রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পোর্টিকানস্ ইহাদের রাজা ছিলেন; ইনি বহু সৈন্যসহ সুরক্ষিত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি আলেকজান্দার এই নগর অবরোধ করিয়া তিনদিবসে অধিকার করিলেন। নগর অধিকারের পরে পোর্টিকানস্ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মসমর্পণের ব্যবস্থার

(৭) মিথান্‌কোটের অপর পার্শ্বে অবস্থিত কচোর নামক নগর।

(৮) মুষিকজাতি। পূর্ব্বেদ্রষ্টব্য।

(৯) আরিয়ান্ ইহাকে টিরিয়াস্‌পিস্ বলিয়াছেন।

(১০) আলেকজান্দার অক্সিআর্টিসের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

জন্য দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু আলেকজান্দারের নিকট ইহাঁদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দুর্গের দুইটী বপ্র ভীষণ শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল এবং ভগ্নাবশেষের মধ্য হইয়া মাসিদোসিয়গণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিল। পোর্টিকানস্ ও তাঁহার কতিপয় সৈন্য বাধা দেওয়াতে হত হইলেন।

দুর্গধ্বংস এবং বন্দীদিগকে বিক্রয় করিয়া আলেকজান্দার সাম্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন; এইস্থানে অনেক নগর তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই জাতির অধিকৃত সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত নগরের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তিনি অধিকার করিলেন। সুরক্ষিত স্থান প্রবেশের এইরূপ কৌশল বর্ব্বরগণ ইতঃপূর্ব্বে অবগত থাকাতে তাহাদের নিকট ইহা ঐশ্বরিক কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্লিটার্কাস্ বলিয়াছেন যে অশীতি সহস্র বর্ব্বর এই প্রদেশে নিহত ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। মুইসিকানি জাতি পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইল এবং পিথন্ ইহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তিনি বিদ্রোহের অধিনায়ক ও ঐ জাতির প্রধান ব্যক্তিকে আলেকজান্দারের নিকটে আনয়ন করিলে তিনি উহাকে ক্রূসবিদ্ধ করিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি নদীমধ্যস্থ রণতরী-বহরে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ দিবসে তিনি সাম্বাসের রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটী নগরে উপনীত হইলেন। এই রাজপুত্র সম্প্রতি আলেকজান্দারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নগরবাসিগণ রাজপুত্রের আদেশ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, নগরদ্বার পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার তাহাদের সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন পাঁচশত আগ্রিয়ানিয়ান্‌কে নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে প্রেরণ করিয়া ও পরে তাহাদিগকে

লোভপ্রদর্শনার্থ ধীরে ধীরে পশ্চাদ্গমন করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাহারা মাসিদোনিয়গণকে পলায়নপর মনে করিয়া নিশ্চয়ই পশ্চাদ্ধাবন করিবে। আগ্রিয়ানিয়ান্‌গণ সামান্য খণ্ডযুদ্ধের পরে আদেশানুযায়ী অকস্মাৎ পলায়ন করিলে বর্ব্বরগণ দ্রুতবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন আলেকজান্দার সসৈন্যে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। ফলে তিনসহস্র বর্ব্বরের মধ্যে ছয়শত হত, একসহস্র বন্দী ও অবশিষ্টাংশ নগরমধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু, প্রথমে যেরূপ মনে হইয়াছিল, এই জয়লাভ সেরূপ সহজে ঘটে নাই। বর্ব্বরগণ বিষাক্ত তরবারী ব্যবহার করিয়াছিল এবং ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। সামান্য ক্ষত কি কারণে অচিকিৎস্য হইতেছিল অস্ত্রচিকিৎসকগণ তাহা বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না। বর্ব্বরগণ আশা করিয়াছিল যে তাহারা আলেকজান্দারকে এই প্রকারে অপসারিত করিতে সমর্থ হইবে; কারণ তিনি নিজের নির্ব্বিঘ্নতার দিকে আদৌ দৃকপাত করিতেন না বরঞ্চ তিনি সৈন্যাবলীর পুরোভাগে যুদ্ধ করিয়া কেবল শুভাদৃষ্টবশেই অক্ষত ছিলেন।

টলেমী বামস্কন্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই আঘাত সামান্য হইলেও শত্রুর অস্ত্রগুলি বিষাক্ত ছিল বলিয়া ভয়ের কারণ ছিল। আলেকজান্দার তাঁহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। টলেমী তাঁহার জ্ঞাতি ছিলেন; কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, ফিলিপের ঔরসেই (১১) তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং ইহা সত্য যে, তিনি ফিলিপের কোন উপপত্নীর পুত্র ছিলেন। তিনি রাজকীয় শরীররক্ষিভুক্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্য ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি রাজশাসনকার্য্যে

১১) মাসিদন রাজ—আলেকজান্দারের পিতা।

অধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যের ন্যায় সাদাসিদে ভাবে জীবনাতিপাত করিতেন ; অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, সকলের সহিত মিশিতেন অথচ সভাসদ্‌গণের ন্যায় দাম্ভিক ছিলেন না। এই সকল গুণের জন্য তাঁহাকে রাজা কি প্রজাগণ অধিক স্নেহ করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার এই বিপদকালে মাসিদোনিয়গণ তাঁহাকে কি প্রকার স্নেহচক্ষে দেখিত তাহা তিনি বোধগম্য করিতে সমর্থ হইলেন। বস্তুতঃ পক্ষে মাসিদোনিয়গণ তাঁহার পরবর্ত্তী মহত্ত্বের (১২) সূচনা দেখিয়াই যেন এরূপ করিয়াছিল ; কারণ তাহারা স্বয়ং আলেকজান্দারের জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল। যুদ্ধ ও উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত হইলেও, আলেকজান্দার তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন। তিনি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক হইলে, পীড়িতের শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেইস্থানে তাঁহার শয্যা আনয়ন করিয়াছিলেন।

শয়ন মাত্র তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, এবং জাগরিত হইয়া পরিচালকবর্গকে বলিলেন যে, স্বপ্নে সর্পজাতীয় এক জন্তুকে মুখে করিয়া একটী বিষঘ্ন ওষধি তাঁহাকে প্রদান করিতে দেখিয়াছেন। তিনি এই ওষধির বর্ণের এরূপ বর্ণনা প্রদান করিলেন যাহা হইতে ইহা দেখিলে সহজেই চিনিতে পারা যায়। এই ওষধি শীঘ্রই পাওয়া গিয়াছিল—অনেকেই ইহার অনুসন্ধানে রত হইয়াছিল এবং আলেকজান্দার স্বয়ং ইহা ক্ষতস্থানের উপরে স্থাপন করিলেন। প্রয়োগমাত্র বেদনা দূরীভূত হইল এবং শীঘ্রই ক্ষতস্থান শুষ্ক হইল। বর্ব্বরগণ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নগর সমর্পণ করিল।

---

(১২) পরে টলেমী মিশরে স্বাধীনরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে আলেকজান্দার পাটল প্রদেশে যাত্রা করিলেন। মোয়েরীস্ এই ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ার্থ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার নগর অধিকার করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য ও পশ্বাদি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর, নদীর গতি পরিজ্ঞাত কয়েকজন তদ্দেশবাসীকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া তিনি নদীমধ্যস্থ এক দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম অধ্যায়

আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন

এইস্থানে তাঁহাকে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইলেন যে রণতরী-পরিচালকগণ রীতিমতভাবে প্রহরী বেষ্টিত না থাকাতে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল। অন্য পরিচালক অনুসন্ধানার্থ তিনি অন্যলোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা কাহাকেও না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু সমুদ্র দেখিবার ও পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে পৌছিবার অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা আলেকজান্দারের নিজ ও অনেকগুলি সাহসী সৈনিকের জীবন আবশ্যকীয় স্থানীয় তথ্যাভিজ্ঞ পরিচালক ব্যতীত অজ্ঞাত নদী পথে সমর্পণ করিল। এবম্প্রকারে তাহারা সকল বিষয় অনবগত থাকিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সমুদ্র হইতে তাহারা কত দূরে ছিল, কোন্ কোন্ জাতি নদীতীরে বাস করিত, সঙ্গমমুখে

নদী প্রশান্ত ছিল কিনা এবং ঐ স্থানে নদীমুখ তাহাদের যুদ্ধ পোতের আবশ্যকীয় গভীরতা বিশিষ্ট ছিল কিনা, এই সকল বিষয়েই তাহারা ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এই অবিমৃষ্যকারী দুঃসাহসিকতার মধ্যে আলেকজান্দারের চিরন্তন শুভাদৃষ্টই তাহাদের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় ছিল। এই প্রকারে অভিযান চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে পরিচালকগণ সংবাদ আনয়ন করিল যে তাহারা সামুদ্রিকবায়ুর স্পর্শানুভব করিতেছে এবং সমুদ্র যে আর বহুদূরে অবস্থিত নহে, তাহারা সেইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

নরপতি, এই সংবাদে উৎসাহান্বিত হইয়া নাবিকগণকে তৎপরতার সহিত ক্ষেপণী নিক্ষেপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাহারা যাহার জন্য এতদিন আশা ও প্রার্থনা করিতে-ছিল, তাহা পূর্ণ হইতেছে; তাহাদের সুযশ পূর্ণ করিবার এক্ষণে আর কিছুরই অভাব বা তাহাদের বীরত্ব প্রতিহত করিবার আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে তাহারা বিনাযুদ্ধে বিনা রক্তপাতে সমস্ত ধরণী স্বীয় অধিকারে আনিতে পারিবে, স্বয়ং প্রকৃতিদেবীও আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না এবং অমর দেবগণ ব্যতীত যাহা অন্য সকলের নিকট এতদিন অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহাই তাহারা স্বল্পক্ষণ মধ্যে দেখিতে পাইবে। তথাপি তিনি ক্ষুদ্র একটী দলকে নৌকা করিয়া তীরভূমিতে প্রেরণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল তদ্দেশবাসীর নিকট হইতে সংবাদসংগ্রহের আদেশ করিলেন। নদীতীরস্থ কুটীরগুলি অনুসন্ধানান্তর তন্মধ্যে লুক্কায়িত কয়েকটী লোক পাওয়া গেল। সমুদ্র কতদূরে অবস্থিত এই কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল যে, তাহারা সমুদ্র বলিয়া কোন কথা শ্রবণ করে নাই, তবে তৃতীয়

দিবসে সুপেয় বারি দূষিতকারী তিক্তজলের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। তাহারা যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিল ইহা হইতে তাহাই প্রতীয়মান হইল। এই জন্য নাবিকগণ অধিকতর তৎপরতার সহিত ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পরবর্ত্তী দিবসে উদ্দেশ্য সাধনের অধিকতর সম্ভাবনা দেখিয়া আরও উৎসাহান্বিত হইল।

তৃতীয় দিবসে তাহারা লক্ষ্য করিল যে, ধীরে ধীরে নদীর সুপেয় জলের সহিত সমুদ্রের লবণাক্ত বারি মিশ্রিত হইতেছে। তৎপরে নাবিকগণ নদীমধ্যস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। নদীর জল সমুদ্রের জলদ্বারা বিতাড়িত হওয়ায় জন্য তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরভাবে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা দ্বীপে তরী সংলগ্ন করিল এবং জোয়ার ভাটার জন্য যে বিপদ ঘটিতে পারে তাহা অজ্ঞাত থাকায় কেহ কেহ দ্বীপে অবতরণ করিয়া আহারান্বেষণে ব্রতী হইল। দিবসের তৃতীয়ভাগে সমুদ্রের জোয়ার আরম্ভ হইল এবং নিম্নগামী জলস্রোতের বেগ অপেক্ষা অধিকতর বেগে নদীর জলকে উজান দিকে লইয়া চলিল। সাধারণতঃ নাবিকগণ সমুদ্রের বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল, তজ্জন্য তাহারা, সমুদ্রকে ক্রমাগত স্ফীত হইতে ও কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে শুষ্ক তীরভূমিকে জলপ্লাবিত হইতে দেখিয়া ইহাকে তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার অপরাধের ঐশ্বরিক শাস্তি বলিয়া মনে করিল।

সমস্ত পোতগুলি ভাসমান ও যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত হইলে, দ্বীপস্থ সৈন্যগণ ভীত হইয়া পোতে প্রত্যাগমনার্থ নদীতীরে উপনীত হইয়া অভাবনীয় বিপদে মুহ্যমান হইল। কিন্তু গণ্ডগোলের মধ্যে তাহাদের ব্যস্ততা তাহাদের কৃতকার্য্যতার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। কেহ কেহ দণ্ড দ্বারা পোতগুলিকে ধাক্কা দিতে লাগিল; অন্যান্য সকলে ক্ষেপণী

সংযত না করিয়া ক্ষেপণী নিক্ষেপের জন্য আসন গ্রহণ করিল। অনেকে উপযুক্ত নাবিক ও পরিচালক ব্যতীত অবিন্যস্ত পোতগুলি সংযত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকটী পোত উপযুক্ত সংখ্যক নাবিক ব্যতিরেকে স্রোতে ভাসমান হইল। একদিক হইতে অপেক্ষা করিবার আদেশ ও অন্যদিক হইতে অগ্রসরের আদেশ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং এইরূপ পরস্পর বিরোধী আদেশের গোলমালে কোন কথা শ্রবণ করিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হইল। এইরূপ আকস্মিক বিপদকালে পরিচালকদের আদেশ শ্রুত ও ভীত নাবিকগণ কর্ত্তৃক আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় তাহারাও কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইল না।

এইজন্য এক পোতের সহিত অন্য পোতের সংঘর্ষ হওয়ায় একে অপরের ক্ষেপণী ও পশ্চাদভাগ ভগ্ন করিতে লাগিল। কোন দর্শকই পোতগুলিকে একই বাহিনীভুক্ত মনে করিতে পারিত না—সামুদ্রিক-যুদ্ধে ব্রতী দুইটী শত্রুবাহিনী বলিয়া মনে করিত। এক পোতের অগ্রভাগের সহিত অপর পোতের পশ্চাদ্ভাগের সংঘর্ষ হইতে লাগিল এবং যে পোত সম্মুখবর্ত্তী পোতের ক্ষতিসাধন করিল, তাহারই পশ্চাদ্দেশস্থ পোত কর্ত্তৃক তাহার ক্ষতি হইল। সৈন্যগণ স্বভাবতঃই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিতর্ক ও পরে মারামারি করিতে লাগিল। এই সময়ে জোয়ারে নদীতীরস্থ সকল সমতুলভূমি প্লাবিত করিয়াছিল এবং কেবল বালুকাস্তূপগুলি দ্বীপের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। পরিত্যক্ত পোতগুলির কি দশা হইবে তাহা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া অসংখ্য সৈন্য এই সকল বালুকাস্তূপে আশ্রয়গ্রহণার্থ সন্তরণে অগ্রসর হইল। পোতগুলির কোন কোনটী গভীর জলে এবং কোন কোনটী অগভীর

জলে তটভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু, এক্ষণে তাহারা সমূহতর বিপদে অভিভূত হইল। সমুদ্রে ভাঁটা আরম্ভ হওয়ায় ইহা প্রচণ্ড স্রোতরূপে প্রত্যাগমন করিয়া যেস্থান কিয়ৎপূর্ব্বে মজ্জিত ছিল তাহাই শুষ্কস্থানে পরিণত করিল। ইহাতে কয়েকটী তীরসংলগ্ন পোত এরূপ-ভাবে স্থাপিত হইল যে নিকটবর্ত্তী ভূভাগ অস্ত্র, রসদ, ভগ্নপোত ও ক্ষেপণীতে পূর্ণ হইল।

ইতোমধ্যে সৈন্যগণ উপকূলে আশ্রয়গ্রহণ অথবা স্বীয় স্বীয় পোত পরিত্যাগ করিবে এইসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইল। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। তাহারা শুষ্কভূমিতে ভগ্নপোত ও নদীমধ্যে সমুদ্রের অবস্থিতি দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের দুর্দ্দশারও এইস্থানে পরিসমাপ্তি হইল না; তাহারা জানিত না যে পুনর্ব্বার জোয়ার আরম্ভ হইয়া তাহাদের জাহাজগুলি ভাসমান হইবে এবং তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল যে দুর্ভিক্ষে তাহারা অত্যন্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইবে। তাহাদের ভীতি বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপরিত্যক্ত ভীষণাকারের বৃহৎ বৃহৎ জন্তু এদিক ওদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

রাত্রি সমাগমে ভরসাহীন অবস্থাদর্শনে স্বয়ং নরপতিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কোন অবস্থাই তাঁহার অদমনীয় প্রকৃতিকে ভীতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও সমস্ত রাত্রি সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ ও আদেশ প্রদানে বিরত রহিলেন না। এক্ষণ তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে এই উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তাহারা জোয়ার আসিতে দেখিলেই পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে সংবাদ দিবে। তিনি ইতোমধ্যে ভগ্ন তরীগুলি মেরামত করাইলেন,

যেগুলি উল্টাইয়া গিয়াছিল সে গুলিকে সোজা করাইলেন এবং স্থলভাগ জোয়ারে প্লাবিত হইবার সময় লোকজনকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। নরপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার লোকজনকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। অবশেষে অশ্বারোহিগণ দ্রুতবেগে জোয়ারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। জোয়ার প্রথমে সামান্য বেগে আসিলে নৌকাগুলি ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে স্রোতো-বেগে সমস্ত বাহিনী চলিতে লাগিল, তখন সৈন্য ও নাবিকদলের অপ্রত্যাশিত বিপন্মুক্তিতে আহ্লাদের সীমা পরিসীমা থাকিল না; তাহাদের আনন্দ কোলাহলে নদীতীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—এই বিশাল সাগর কোথা হইতে আসিল, পূর্ব্বদিন ইহা কোথায় গিয়াছিল, এই অদ্ভুত ভূতের প্রকৃতি কিরূপ, ইহা এক সময়ে স্থান সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের বশীভূত নহে, আবার অপর সময়ে সময় সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে। পূর্ব্ব ঘটনা হইতে নরপতি অনুমান করিলেন যে সূর্য্যোদয়ের পরেই জোয়ার আসিবে। তিনি তজ্জন্য নিশীথে কয়েকখানি পোত ছাড়িয়া নদীসঙ্গম পার হইয়া ৪০০ ষ্টাডিয়া দূরে সমুদ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন এবং এইরূপে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তৎপরে সমুদ্র ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নিকট বলি প্রদান করিয়া তিনি স্বীয় পোতবাহিনীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্থলপথে গৃহাভিমুখে যাত্রা

তিনি তথা হইতে উজান দিকে যাত্রা করিয়া পরদিন একটি লবণাক্ত হ্রদের (১) নিকটে নগর করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই হ্রদের জলের বিশেষ গুণ অবগত না থাকায় তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে যাহারা কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই হ্রদের জলে অবগাহন করিয়াছিল তাহারা প্রতারিত হইল। কারণ যাহারা হ্রদের জলে স্নান করিয়াছিল তাহাদের গাত্রে এক প্রকার সংক্রামক ক্ষত দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে যাহারা স্নান করে নাই তাহাদের গাত্রেও এই ক্ষত দেখা দিল। শেষে তৈল প্রয়োগে এই ক্ষত আরোগ্য হইল। যে প্রদেশ দিয়া তাঁহার সৈন্যদল যাত্রা করিবে, তাহা শুষ্ক ও জলশূন্য বলিয়া, আলেকজান্দার লিওনেটস্‌কে কূপ খনন করিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্বয়ং বসন্ত সমাগমের জন্য, যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে তিনি বহু সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সুদক্ষ নাবিক নিয়ার্কাস ও অনিসীক্রটীস্‌কে আদেশ করিলেন, “তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় জাহাজগুলি লইয়া সমুদ্রে গমন কর এবং এইস্থানের সমুদ্রের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যতদূর সমুদ্রমধ্যে গমন করা প্রয়োজন মনে

(১) প্রকৃতপক্ষে এই হ্রদ এই সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ইহা সিন্ধুর এই শাখাতেও দৃষ্ট হয় নাই। পরবর্ত্তী এক জলযাত্রায় ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

করিবে, যাইবে। ইহা শেষ করিয়া এই নদীপথে বা ইউফ্রেটীস্ দিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার সহিত যোগদান করিবে।" (২)

এক্ষণে শীতকাল বিগতপ্রায় হইলে, তিনি অকর্ম্মণ্য জাহাজগুলি ভস্মীভূত করিয়া স্থলপথে সৈন্য সমেত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নয়টি স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিবার পরে তিনি আরবদিগের দেশে উপস্থিত হইলেন এবং আরও নয়টি স্থানে শিবির সন্নিবেশের পরে সেড্রোসিয়াই নামক এক স্বাধীন জাতির দেশে পৌছিলেন। তাহারা এক মন্ত্রণাসভায় পরামর্শের পরে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিল। তাহারা স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের নিকট আদায় করা হয় নাই। ইহার পরে পঞ্চম দিনে তিনি এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই দেশীয় লোকে ইহাকে আরোস্ নদী বলে। নদীর অপর পারের ভূমি বারিহীন ও অনুর্ব্বর। তিনি এই প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ওরিইটাই-দিগের দেশে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই স্থানে হিফেষ্টীয়নকে অধিকাংশ সৈন্যের ভার দিয়া লঘুবর্ম্মাবৃত অবশিষ্ট সৈন্যদলকে টলেমী, লিওনেটস্ ও নিজের অধীনে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। এই তিনদল সৈন্য একসময়ে ভারতীয়গণকে আক্রমণ করিয়া বহু লুন্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিল। টলেমী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ভূভাগ লুণ্ঠন করিলেন এবং লিওনেটস্ ও স্বয়ং আলেকজান্দার একত্রে অবশিষ্ট ভূভাগ ধ্বংস করিলেন। তিনি এই স্থানেও একটি নগর নির্ম্মাণ

(২) নিয়ার্কাস্ রণতরী বাহিনীসহ কারুণ (বর্ত্তমান আওয়াজ) নামক স্থানে আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই স্থানের সেতু দ্বারা আলেক-জান্দার নিজ সৈন্যবাহিনীসহ পার্সিস্ হইতে সৌসা পৌছিয়াছিলেন।

করিয়া আরাখোসীয়দিগকে বাস করাইলেন। তথা হইতে তিনি সমুদ্রতীরবাসী ভারতীয়গণের দেশে আগমন করিলেন। ইহারা বিস্তৃত ভূভাগের অধিপতি এবং নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীর সহিত ইহারা কোন সম্বন্ধ রাখে না।

একে ত ইহাদের স্বভাবে দয়ার লেশ ছিল না, তাহার উপরে সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ইহারা পশুতুল্য হইয়াছে। ইহাদের দীর্ঘ নখর ও কেশ আছে, কারণ তাহারা এগুলি কর্ত্তন করে না। তাহারা সামুদ্রিক জীবের খোলা ও অন্যান্য সামুদ্রিক আবর্জ্জনা দ্বারা নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বন্য জন্তুর চর্ম্মই তাহাদের পরিধেয় এবং সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক মৎস্য ও ঝটিকার সময় সমুদ্রোপকূলে নিক্ষিপ্ত সামুদ্রিক জীবের মাংস তাহাদের খাদ্য (৩)। এই সময়ে মাসিদোনীয়গণের খাদ্য নিঃশেষ হওয়ায় প্রথমে খাদ্যাভাব জনিত কষ্ট হইল; শেষে তাহারা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে লাগিল। সেইজন্য তাহারা এই দেশের একমাত্র বৃক্ষ তালের মূল সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইল। যখন এরূপ খাদ্যও আর পাওয়া গেল না, তখন ভারবাহী পশু, এমনকি অশ্বগুলিকেও তাহারা বধ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল লুণ্ঠনদ্রব্যের জন্য তাহারা প্রাচ্য জগতের প্রান্তদেশে অভিযান করিয়াছিল, সেগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপায়বিহীন হইয়া শেষে সেই মূল্যবান্ লুণ্ঠিত দ্রব্য-গুলিকে পোড়াইয়া ফেলিল।

খাদ্যাভাবের পরে মহামারী দেখা দিল, কারণ পথশ্রমের ক্লান্তি

(৩) এই জাতি মৎস্যখাদক (Ichthyophagoi) নামে অভিহিত হইত। "সমসাময়িক ভারত", তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ও মানসিক দুর্ভাবনার উপরে অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্যদ্রব্যের নূতন রসের যোগ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল। সুতরাং তাহারা যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই অবস্থিতি করুক অথবা অগ্রসর হউক উভয় প্রকারেই তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাহারা থাকিলে খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইবে আর অগ্রসর হইলে ঘোরতর মারাত্মক শত্রু মহামারী তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। ফলতঃ এই স্থানের সমতল ক্ষেত্র মৃত অপেক্ষা মরণোন্মুখ সৈন্য-দলের দেহে আবৃত হইল। যাহারা ব্যাধি হইতে যৎ কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতেছিল তাহারাও দ্রুতগামী প্রধান সৈন্যদলের সহিত সমানভাবে পথ চলিতে পারিতেছিল না; কারণ সুস্থ সৈন্যগণের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, যত দ্রুত গমন করা যাইবে ততই শীঘ্র স্বাস্থ্য ও নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে। সেই জন্য যে সকল ব্যক্তির শক্তি ক্ষয় হইতেছিল তাহারা পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন এমন কোন ভারবাহী পশু ছিল না যাহার উপর তাহাদিগকে আরোহণ করান যাইতে পারে, স্বীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করাই সৈন্যগণের পক্ষে যথেষ্ট কার্য্য হইয়াছিল। আবার মহামারীর আশঙ্কা তাহাদেরও যে আছে একথা তাহারা একমুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। তাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের সঙ্গিগণের প্রতি ফিরিয়া দেখিতে পারে নাই। অপরের প্রতি করুণা স্বীয় প্রাণের মমতার নিকট পরাজিত হইল।

যাহারা এইরূপে পরিত্যক্ত হইল তাহারা দেবতা ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নরপতির নিকটে এই বিষম বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিল কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল যে, তাহারা বধির কর্ণের নিকট

বৃথা অনুরোধ জানাইতেছে তখন তাহাদের নিরাশা প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হইল। যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করে নাই তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের ন্যায় তোমাদেরও যেন মরণ ও বন্ধুপ্রাপ্তি ঘটে"। নরপতি, আপনাকে এই দুর্ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া শোক ও লজ্জায় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি পার্থিয়ান্দিগের ক্ষত্রপ ফ্রাটাফার্নিস্কে (৪) পক্ক খাদ্যদ্রব্য উষ্ট্রের উপর বোঝাই দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগকেও নিজের অভাব জানাইলেন। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র খাদ্যদ্রব্য তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ এইরূপে অন্ততঃ খাদ্যাভাব জনিত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইয়া অবশেষে গেড্রোসিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হইল। এ অঞ্চলে কেবল এই গেড্রোসিয়াই সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; সেইজন্য তিনি তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিবার জন্য এখানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন।

তিনি ইতোমধ্যে লিওনেটসের পত্র পাইলেন যে, তিনি ওরিইটাইকে পরাজিত করিয়াছেন। ওরিইটাই লিওনেটসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৮০০০ পদাতিক ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য আনয়ন করিয়াছিল। তিনি ক্রাটেরসের নিকট হইতেও সংবাদ পাইলেন যে, তিনি দুইজন পারসীক অভিজন ওজীনেস্ ও জারিয়াস্পিস্ কর্ত্তৃক উত্তেজিত বিদ্রোহ অঙ্কুরে দমন করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মেম্নন্ সম্প্রতি

(৪) আরিয়ান বলিয়াছেন যে ফ্রাটাফার্নিস স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই এই সকল আহার্য্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

কোন পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার সিবীর্টিয়াস্‌কে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া কার্ম্মেনিয়া প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এখানে আস্পাষ্টিস্‌ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আলেকজান্দারের সন্দেহ হইয়া ছিল যে, যখন তিনি দূর ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন তখন আস্পাষ্টিস্‌ স্বাধীন হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি স্বীয় অসন্তোষ গোপন করিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অনুসন্ধান না হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে .শিবিরে থাকিতে দিলেন। তাঁহার উপদেশমত বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ স্বীয় স্বীয় প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও ভারবাহী পশু প্রেরণ করিলে তাঁহার সৈন্তদলের মধ্যে যাহার অশ্ব ও শকটের প্রয়োজন ছিল তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন তাহারা এক্ষণে পারস্য হইতে অধিক দূরে ছিল না,—এই পারস্য তখন সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ দেশ ছিল।

আলেকজান্দারের হৃদয় মানবের মহত্ব অপেক্ষাও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল কারণ ফাদার ব্যাকাসের ভারত জয়ের তুলনায় তিনি তাঁহার সমকক্ষ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ব্যাকাসের শোভাযাত্রার অনুকরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় খ্যাতি লাভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, জয়লাভের চিহ্নস্বরূপ অথবা তাঁহার ভক্তগণের আমোদ আহ্লাদের জন্য ব্যাকাস্‌ কর্ত্তৃক এইরূপ শোভাযাত্রা উদ্ভাবিত হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে পথ দিয়া তিনি গমন করিবেন তাহা পুষ্পাচ্ছাদিত ও মাল্যশোভিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক গৃহের দ্বারে পানপাত্র ও অন্যান্য বৃহৎ পাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া রাখিতে

হইবে। তৎপরে যাহাতে বহুসৈন্য উপবেশন করিতে পারে, এরূপ শকট নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। এই শকটগুলি শ্বেতবস্ত্র ও চিত্রিত আচ্ছাদন দ্বারা পট মণ্ডপের ন্যায় সজ্জিত করিতে হইল।

নরপতি তাঁহার বন্ধুবর্গ ও কতিপয় মনোনীত শরীররক্ষীর সহিত শোভাযাত্রার অগ্রে গমন করিতেছিলেন। সকলেরই মস্তক বিবিধ পুষ্পের মাল্যদামে শোভিত ছিল। শোভাযাত্রার সর্ব্বাংশ হইতে সঙ্গীত ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল—কোথাও বংশীরব কোথাও বীণাধ্বনি। শকটের উপর আরোহণ করিয়া পান ভোজন করিতে করিতে সৈন্যদল শোভা-যাত্রার মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা শকটগুলিকে যথা সাধ্য সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিল, চতুর্দ্দিকে অত্যুৎকৃষ্ট নয়নরঞ্জন অস্ত্রগুলি বিলম্বিত করিয়া দিয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহার উৎসবের সঙ্গীদিগকে লইয়া একখানি রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। রথখানি বহুসংখ্যক স্বর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ পান পাত্রের ভারে প্রপীড়িত ছিল। সৈন্যদল সাত দিন ধরিয়া পান ভোজনোৎসবে মত্ত হইয়াছিল। এইরূপ মত্তাবস্থায় আক্রমণ করিবার জন্য যদি বিজিত-দিগের কিঞ্চিন্মাত্র সাহস থাকিত তাহা হইলে আলেকজান্দারের সৈন্যদল সহজেই পরাভূত হইত। বলিতে কি, ৭ দিন পানোৎসবে ইহারা যেরূপ মত্ত হইয়াছিল তাহাতে মাত্র এক সহস্র সাহসী ব্যক্তি এই সমস্ত সৈন্যদলকে সহজেই বন্দী করিতে পারিত।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা প্রত্যেক ঘটনাকেই জগতের চক্ষে যশঃশালী ও মূল্যবান্ করিয়া তুলে—তাই এই নিন্দিত সামরিক কলঙ্কও কীর্ত্তিতে পরিণত হইল। যে জাতি সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই, তাহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার মদোন্মত্ত সৈন্যগণ নিরাপদে গমনাগমন করিল, বর্ব্বর-গণের নিকট ভীরুর কার্য্য সম্পূর্ণ দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া পরিণত

হইল। ইহাতে আলেকজান্দারের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ এই কার্য্যকে অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন (৫)। কিন্তু এত বড় আড়ম্বরও জল্লাদের কার্য্যে কলঙ্কিত হইল; পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত্রপ আস্পাষ্টিস্‌কে (৬) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিষ্ঠুরতা বিলাসিতার এবং বিলাসিতা নিষ্ঠুরতার অন্তরায় নহে।

(৫) এই উক্তি অতিরঞ্জিত।

(৬) আরিয়ান্‌ও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।
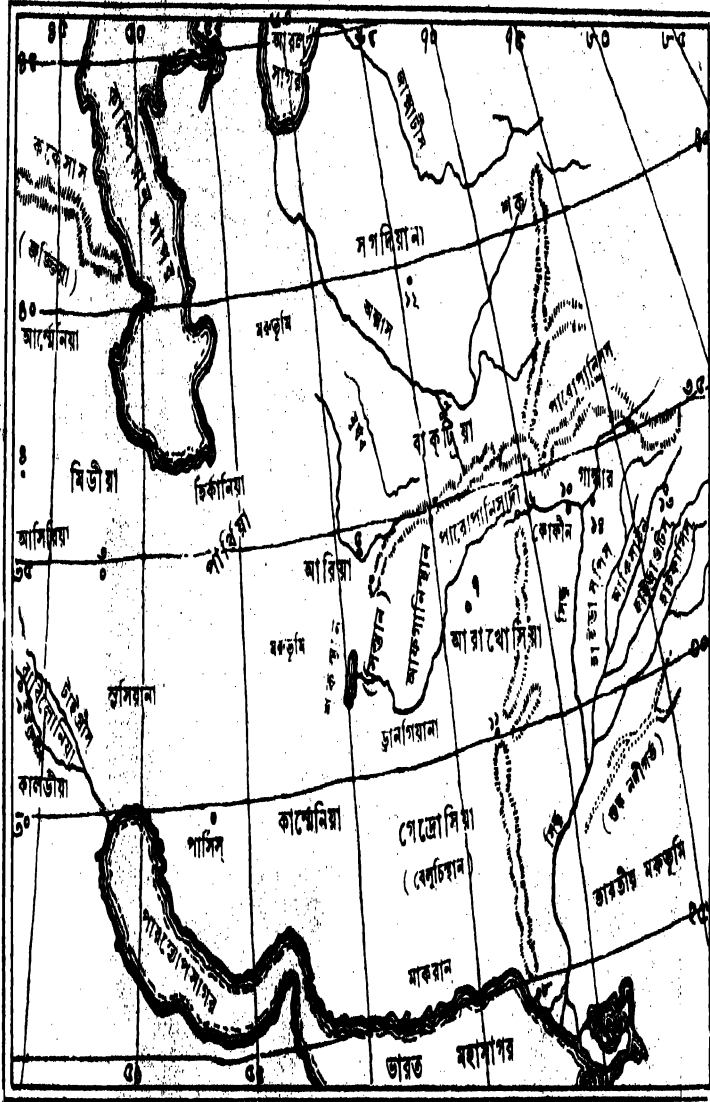
নগরসমূহ

১। বাবিলন
২। বল্খ্
৩। এক্‌বাটানা
৪। গোগামেলা
৫। হিরাট্
৬। কাবুল
৭। কান্দাহার
৮। করাচি
৯। পার্সিপোলিস্
১০। পেশোয়ার
১১। কোয়েটা
১২। সমরকন্দ
১৩। সিয়ালকোট
১৪। তক্ষশিলা

আলেকজান্দারের অভিযানকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ

দায়দরস্ সিকুলাস্

সপ্তদশ
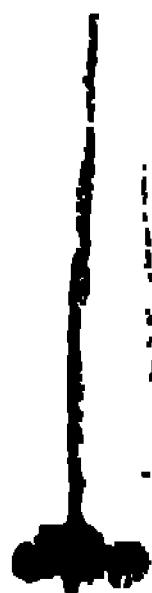
চতুরশীতিতম অধ্যায়

মাসাগায় আলেকজান্দার

উক্ত শর্ত্তে আত্মসমর্পণের কথা শপথদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইলে, আলেকজান্দারের মহত্ত্বের জন্য মাসাগার রাজ্ঞী তাঁহার কিরূপ অনুরক্ত তাহাই দেখাইবার জন্য বহু মূল্যবান্ উপহার প্রেরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে তিনি সমস্ত শর্ত্তই পালন করিবেন। তখন বেতনভোগী সৈন্যগণ অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া যুক্তির শর্ত্তমত ৮০ ষ্টাডিয়া দূরে নির্ব্বিঘ্নে শিবির সন্নিবেশ করিল। কিন্তু আলেকজান্দার শত্রুর প্রতি অদম্য ক্রোধবশতঃ স্বীয় সৈন্যগণকে সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। বর্ব্বরগণ প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে আপত্তি করিল যে, শপথপূর্ব্বক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইতেছে এবং আলেকজান্দার দেবতাদের নামে মিথ্যা শপথ করিয়া তাঁহাদিগের নাম অপবিত্র করিয়াছেন বলিয়া তাহারা দেবতাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু আলেকজান্দার উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেন যে, আমি অঙ্গীকার দ্বারা তোমাদিগকে নগর হইতে নিরাপদে প্রস্থান করিতে দিতে বাধ্য, মাসিদনীয়গণের ও তোমাদের মধ্যে চিরবন্ধুত্ব থাকিবে প্রতিশ্রুতির

এরূপ অর্থ নহে। ভারতীয় বেতনভুক্ সৈন্যগণ বিপদের গুরুত্বে ভীত না হইয়া চক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মধ্যস্থলে নারী ও শিশুগণকে স্থাপনপূর্ব্বক আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল, এক্ষণে তাহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এরূপ দুঃসাহসিক ও বীরোচিত কর্ম্ম করিতে লাগিল যে, এই যুদ্ধ তাহাদের শত্রুগণের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। একদল বর্ব্বরের নিকট এতাদৃশ কার্য্যে মাসিদনীয়গণের পরাস্ত হওয়া অত্যন্ত অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইল। এই সঙ্কটকালের আশঙ্কায় সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহারা নানাপ্রকারে হতাহত হইতে লাগিল। একপক্ষে মাসিদনীয়গণ দীর্ঘ বর্শাদ্বারা বর্ব্বরগণের চর্ম্ম চূর্ণ করিয়া তীক্ষ্ণ বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের বক্ষ ভেদ করিতে লাগিল; অপর পক্ষে বেতনভুক্ সৈন্যগণ শত্রুর ঘন সন্নিবিষ্ট সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বর্শানিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে যখন বহুলোক হতাহত হইল, তখন নারীগণ নিহতদিগের অস্ত্রগ্রহণ করিয়া পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপদের আসন্নতা এবং স্বার্থ ও প্রতিপত্তিনাশের সম্ভাবনায় নারীগণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আত্মরক্ষার্থে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইল। সুতরাং যে সকল নারী অস্ত্র পাইয়াছিল তাহারা বর্ম্মদ্বারা স্ব স্ব স্বামীকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, আর যাহারা অস্ত্র পায় নাই তাহারা আক্রমণকারিগণের উপরে পড়িয়া এবং তাহাদের চর্ম্ম বলপূর্ব্বক ধরিয়া শত্রুর বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল। আক্রান্ত বর্ব্বরগণ নিরাশ-ভাবে সপত্নীক যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন পরাস্ত হইল এবং অপমানিত হইয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা প্রশংসনীয়

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল (১)। আলেকজান্দার যুদ্ধে অনুপযুক্ত ও নিরস্ত্র জনসঙ্ঘ এবং যে সকল স্ত্রীলোক এখনও বাঁচিয়াছিল তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে অশ্বারোহী সৈন্যের রক্ষণাধীনে স্থাপন করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের আয়র্ণস্ পর্ব্বত অধিকার

তিনি অন্যান্য বহুনগর অধিকার করিলেন এবং যাহারা তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাগিকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি আয়র্ণস্‌গিরির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহা অদ্বিতীয় সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়া নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা পলায়ন করিয়া এইস্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, হীরাক্লিস্ পূর্ব্বকালে এই গিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটায় এবং স্বর্গ হইতে সঙ্কেত পাইয়া অবরোধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কাহিনী আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হইলে দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। এইরূপ যশোলাভে তিনি দেবতার সমকক্ষ হইবার প্রয়াস পাইলেন। এই গিরির পরিধি ১০০ ষ্টাডিয়া ও উচ্চতা ১৬ ষ্টাডিয়া এবং ইহার উপরিভাগে বৃত্তাকারের সমতলভূমি আছে। দক্ষিণদিকে ভার-

(১) ইহা মাসাগায় ঘটিয়াছিল। প্লুটার্ক এই ঘটনায় আলেকজান্দারকে নিন্দা করিয়াছেন।

তের বৃহত্তম নদী সিন্ধু ইহার পাদদেশ ধৌত করিতেছে। অপর দিকে ইহা গভীর গহ্বর বা দুর্গম উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। আলেকজান্দার দুর্গের দুরূহ অবস্থান অবলোকন করিয়া যখন আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে দুই পুত্র সমভিব্যাহারে এক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এই লোকটি নিতান্তই দরিদ্র। সে বহুকাল হইতে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতকন্দরে বাস করিত। তথায় তিনটি শয্যা রচনা করিয়া পিতাপুত্রে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিত। সুতরাং এইস্থান তাহার নিকটে সম্পূর্ণ পরিচিত। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি নরপতির সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে দুরূহ পর্ব্বতারোহণের পথ প্রদর্শন করিতে চাহিল। সে সৈন্যদলকে এরূপ উচ্চতর স্থানে লইয়া যাইতে চাহিল যেখান হইতে এই আয়র্ণসগিরি সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। আলেকজান্দার এই কার্য্যের জন্য লোকটিকে প্রচুর পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাহার পরামর্শানুযায়ী গিরি আরোহণের একমাত্র পথ একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অধিকার করিলেন। এই গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অন্য কোন পথ না থাকায় তিনি শত্রুকে এরূপভাবে অবরোধ করিলেন যে, কোনদিক হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিল না। তৎপরে গিরিপাদমূলে যে গহ্বর ছিল তাহা মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে দুর্গের নিকটস্থ হইয়া, তিনি অবরোধ দৃঢ়তর করিলেন এবং অবিচ্ছেদে সপ্তদিবস তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সৈন্যদল পালাক্রমে কর্ত্তব্যে যোগদান করিত। ইহাতে প্রথম প্রথম বর্ব্বরদিগেরই সুবিধা হইয়াছিল কারণ তাহারা উচ্চতর স্থান হইতে যুদ্ধ করিতেছিল সুতরাং যাহারা

অবিবেচকের ন্যায় আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের বহুলোক হত হইল। কিন্তু যখন মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত হইলে "ক্যাটাপল্ট" (ফিঙ্গে) ও যুদ্ধের অন্যান্য কল তাহাদের বিরুদ্ধে স্থাপিত হইল এবং দূরে দূরে বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে নরপতি কোনরূপেই অবরোধ পরিত্যাগ করিবেন না। তখন ভারতীয়গণ নিরাশ হইল। আলেকজান্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কি ঘটিবে, তিনি তজ্জন্য গিরিশঙ্কটের প্রহরীগণকে অপসারিত করিলেন। গিরিদুর্গের লোকে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলে নিরাপদ পথ পাইল। মাসিদনীয়গণের সাহসিকতা ও রাজার দুর্গাধিকারে স্থির সঙ্কল্পে ভীত হইয়া বর্ব্বরগণ রাত্রিযোগে গিরিদুর্গ পরিত্যাগ করিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

আলেজান্দারের সিন্ধু উত্তরণ ও তাক্ষিলিস্ কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা

আলেকজান্দার এইরূপ চাতুরী দ্বারা বর্ব্বরগণকে পরাস্ত করিয়া অনায়াসে গিরি অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি পথপ্রদর্শককে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং যখন ভারতীয় যোদ্ধা আফ্রিকিস্ ২০,০০০ সৈন্য ও ১৫টি হস্তী লইয়া আশে পাশে ঘুরিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি সসৈন্যে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যক্তির কতিপয় অনুচর তাঁহাকে বধ করিয়া এরূপ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ

স্বীয় স্বীয় নির্ব্বিঘ্নতা লাভার্থে আলেকজান্দারের নিকট আফ্রিকিসের মস্তক আনয়ন করিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলভুক্ত করিলেন এবং যে হস্তীগুলি যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিল সেগুলিকে ধৃত করিয়া অধিকার করিলেন।

তদনন্তর তিনি সিন্ধুতীরে আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার আদেশানুসারে ত্রিংশৎ ক্ষেপণী সমন্বিত তরী নির্ম্মিত এবং পারাপারের সেতুও প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে ৩০ দিবসের জন্য বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্রামানন্তর ধূমধামের সহিত দেবতাগণকে বলি প্রদান করিয়া তিনি সৈন্যগণকে নদীর অপর পারে লইয়া গেলেন। এইস্থানে একটি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। এতদিনে তাক্ষিলিসের মৃত্যু ঘটায় তাঁহার পুত্র মোফিস্ (১) শাসনকার্য্যে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যখন সগ্ডিয়ানায় ছিলেন তখন মোফিস্ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, কোন ভারতবাসী আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিব। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার রাজ্য আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন এ সংবাদ তিনি দূতমুখে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে যখন আলেকজান্দার ৪০ ষ্টাডিয়া দূরে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ও হস্তীগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত করিয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এক বৃহৎ সৈন্যদলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, মাসিদনীয়গণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে

---

(১) অম্ফিস্ (কার্টিয়াস্)।

আক্রমণ করিবার জন্য কোন ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছে। তজ্জন্য তিনি যুদ্ধ সজ্জার আদেশ সূচক তূরীধ্বনি করিবার জন্য তূরীবাদককে আদেশ দিয়া সৈন্য দলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভারতীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মোফিস্ মাসিদনীয় সৈন্যদলের মধ্যে চাঞ্চল্য দর্শনে ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বীয় সৈন্যদলকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অনুচরসহ অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন এবং মাসিদনীয়গণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। আলেকজান্দার এই আচরণের অনুমোদনের চিহ্ন স্বরূপ মোফিস্‌কে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাক্ষিলিস্ রাখিলেন (২)।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

পোরসের বিরুদ্ধে আলেকজান্দারের যাত্রা

তৎপরে আলেকজান্দার তাক্ষিলিসের রাজ্যে বিশ্রাম কালে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভারতীয়গণের রাজা পোরসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। পোরসের পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক পদাতিক, প্রায় তিনসহস্র অশ্বারোহী, সহস্রাধিক রথ এবং ১৩০টী হস্তী ছিল। এম্বিসারস্ নামক অপর এক রাজার সহিত ইহার মিত্রতা ছিল।

---

(২) আলেকজান্দারের অনুমতিগ্রহণান্তর অম্ফিস্ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এম্বিসারস্ একটি নিকটবর্ত্তী জাতির শাসনকর্ত্তা ছিলেন ও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা পোরসের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ইনি ৪০০ ষ্টাডিয়া দূরে আছেন, আলেকজান্দার ইহা অবগত হইয়া মিত্রশক্তির সহায়তা পাইবার পূর্ব্বেই পোরস্কে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, শত্রুর সমীপাগমন অবগত হইয়া পোরস্ যুদ্ধার্থে ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি পার্শ্বে অশ্ব রাখিয়া সম্মুখের পংক্তিতে সমদূরে হস্তীগুলিকে স্থাপন করিলেন। ইহাতে শত্রুর ভীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। হস্তী ও অশ্বের মধ্যে তিনি অন্যান্য সৈন্য বিন্যাস করিলেন। তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা হস্তীগুলির পার্শ্বদেশ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। সমস্ত ব্যূহ একটি নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; দণ্ডায়মান মাতঙ্গনিচয় নগরের বুরুজ ও সৈন্যবৃন্দ বুরুজের মধ্যস্থ প্রাচীর বলিয়া ভ্রম হইতে ছিল। কিন্তু আলেকজান্দার, শত্রুর সৈন্য রচনার প্রণালী লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য বিন্যাসের প্রণালী স্থির করিলেন (১)।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

পোরসের পরাজয়

মাসিদনীয় অশ্বারোহী দল প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করিয়া, ভারতীয়গণের রথগুলিকে ধ্বংস করিলে, হস্তিবৃন্দ তাহাদের বিশালকায় ও শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া অনেক শত্রুকে পদদলিত করিয়া

(১) এম্বিসারস্-অভিসারিস্।

নিহত করিল, কাহারও বর্ম্ম ও অস্থি চূর্ণ করিল আবার কাহারও বা ভীষণরূপে মৃত্যু ঘটিল কারণ হস্তীগুলি প্রথমে শুণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল আবার কাহাকেও বা শরীরে বৃহৎ দন্ত বিদ্ধ করিয়া নিহত করিল। কিন্তু মাসিদনীয়গণ বীরের ন্যায় এরূপ ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিয়াও মাতঙ্গগণের মধ্যস্থ পদাতিক দলকে দীর্ঘবর্শা সহযোগে বধ করিয়া যুদ্ধের ফলাফল সাম্যাবস্থ করিয়া তুলিল। অতঃপর তাহারা হস্তীগুলিকেই ক্ষুদ্রবর্শা লইয়া আক্রমণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন তাহারা যন্ত্রণায় এরূপ অস্থির হইয়া উঠিল যে, হস্তীর আরোহী ভারতীয়গণের সাধ্য হইল না যে, তাহাদের গতির অস্থিরতা দমন করে কারণ হস্তীগুলি স্বীয় সৈন্য দলের দিকে মুখ ফিরাইয়া এরূপ অদম্য প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইল যে, তাহাতে বহু স্বকীয় সৈন্য পদদলিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল কিন্তু পোরস্ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান মাতঙ্গের উপরে আরূঢ় থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়া, যে হস্তীগুলি এখনও সংযত ছিল তাহার মধ্য হইতে ৪০টি একত্র করিলেন এবং সমস্ত হস্তীর দলের সহিত প্রচণ্ডবেগে স্বয়ং শত্রুকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যের মধ্যে শারিরীক বলে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি উচ্চতায় পঞ্চহস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাঁহার শরীরের পরিধি এরূপ যে, তাঁহার বক্ষবর্ম্ম সাধারণ লোকের অপেক্ষা আয়তনে দ্বিগুণ ছিল। এই জন্য তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রবর্শা ক্যাটাপল্ট্ (ফিঙ্গে) হইতে নিক্ষিপ্ত শায়কের ন্যায় ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইত। তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মাসিদনীয়গণ তাঁহার বিস্ময়জনক বীরত্বে ভীত হইলে, আলেকজান্দার তাহাদের সাহায্যার্থ

ধনুর্দ্ধারী ও লঘুবর্ম্মাবৃত বিভাগীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেকেই পোরস্‌কে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রনিক্ষেপ করিবে। সৈন্যগণ অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহাদের অস্ত্র ঘনঘন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং ভারতীয় রাজা সকলের পক্ষে প্রশস্ত লক্ষ্য ছিলেন বলিয়া কোন অস্ত্রই ব্যর্থ হইল না। পোরস্‌ বীরোচিত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু অস্ত্রাঘাত জনিত রক্তস্রাবের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং হস্তীকে আশ্রয় অবলম্বন করিতে গিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তাহাদের রাজার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হওয়ায় অবশিষ্ট ভারতীয়-গণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং পলায়নকালে অনেকে নিহত হইল।

নবাশীতিতম অধ্যায়

হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষের ক্ষতি—হাইডাস্‌পিসে রণতরীবাহিনী নির্ম্মাণের জন্য আলেকজান্দারের আদেশ

আলেকজান্দার এই বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তূরীধ্বনি দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্যদলকে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে দ্বাদশ সহস্রাধিক ভারতীয় নিহত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পোরসের দুই পুত্র, সেনাপতি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। নয় সহস্রের অধিক সৈন্য ও ৮০টি

হস্তী বন্দী হইয়াছিল। পোরস্ স্বয়ং জীবিত ছিলেন, তাঁহার ক্ষত-স্থানগুলি আরাম করিবার জন্য তাঁহাকে ভারতীয়গণের হস্তে অর্পণ করা হইল। মাসিদনীয়গণের পক্ষে ২৮০ অশ্বারোহী ও ৭০০র অধিক পদাতিক নিহত হইয়াছিল। নরপতি মৃত ব্যক্তিগণের সমাধি সৎকার সম্পন্ন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া ছিল তাহাদিগের গুণানুযায়ী পুরস্কৃত করিলেন। তৎপরে তিনি প্রাচ্যজগতের অধিকার-প্রদানকারী সূর্য্যদেবের নিকট বলিপ্রদান করিলেন। নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে পোত নির্ম্মাণোপযোগী দেবদারুজাতীয় ও অন্যান্য বহুপ্রকারের সুন্দর বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনারূপ অর্ণবযান নির্ম্মাণ করাইলেন। কারণ তিনি ভারতের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অধিবাসিকে পরাজয় পূর্ব্বক নদী বাহিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। তিনি পোরসের পরাজয়ের স্থানে ও নদীর অপর পারে (যথায় তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন) তথায় দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, অর্ণবযান নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইল। পোরস্ এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পূর্ব্বে যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন আলেকজান্দার তাঁহাকে সেই স্থানের রাজা করিয়া দিলেন। এই স্থানে জীবনধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য ত্রিংশৎ দিবস বিশ্রামার্থ আদেশ দিলেন।

নবতিতম অধ্যায়

ভারতে মাসিদনীয়গণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট সর্প, বানর ও বৃক্ষের বিবরণ

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে অর্ণবযান নির্ম্মাণের জন্য বাহাদুরী কাষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য অসাধারণ পদার্থও নয়ন গোচর হইত। এখানে অসাধারণ আকারের সর্প প্রভূত পরিমাণে দেখা যাইত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ হস্ত পরিমিত এবং আকারের জন্য প্রসিদ্ধ বহুপ্রকারের বানরও দৃষ্টিগোচর হইত। বানর শীকার করিতে হইলে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে তাহা বানরগুলি স্বয়ং সঙ্কেতে দেখাইত, কারণ তাহারা মানবকে যাহা করিতে দেখে তাহারই অনুকরণ করে; কিন্তু তাহাদের যথেষ্ট শারীরিক শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উভয়ই আছে বলিয়া কেবল বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে পরাস্ত করা যায় না। সেইজন্য শীকারি দলের কেহ কেহ চক্ষে মধু লেপন করে, অপরে শীকারের সম্মুখে থাকিয়া জুতা পরে আবার কেহবা নিজের গলদেশে দর্পণ ঝুলাইয়া রাখে। তৎপরে পাদুকায় ফাঁস লাগাইয়া সেগুলি ফেলিয়া রাখে, মধুর পরিবর্ত্তে গঁদ রাখে এবং দর্পণের সহিত রজ্জু বাঁধিয়া রাখে। মানুষকে যাহা করিতে দেখিয়াছে বানরেরা তাহা করিতে চেষ্টা করিলেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে, কারণ তাহাদের চক্ষের পাতা আঁটিয়া যায়, পদদ্বয় ফাঁসে বাধিয়া যায় এবং তাহাদের শরীর রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় তাহারা সহজেই শীকারিদের হস্তগত হয়।

রাজা এম্বিসারস্ (১) পোরসকে সাহায্য করিতে বিলম্বে আসিলে আলেকজান্দার তাঁহার মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য করিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অতি উর্ব্বর প্রদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। কারণ এখানে বিবিধ প্রকারের বৃক্ষ আছে, তাহার উচ্চতা ৭০ হস্ত এবং বেড় এত অধিক যে চারি জন লোকের কমে ইহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে পারে না। ইহার ছায়া ৩০০ ফীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই প্রদেশও অত্যন্ত সর্পপূর্ণ। এগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং বিবিধ বর্ণে চিত্রিত,—কতকগুলি পিত্তল বর্ণের যষ্ঠির ন্যায়, আবার কতক-গুলির ঘন কেশের ন্যায় কেশর আছে; ইহাদের দংশনে রক্তের ন্যায় ঘর্ম্মস্রোত নির্গত হয় এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটে। এইজন্য মাসিদনীয়গণ তাহাদের দংশনভয়ে বৃক্ষশাখা হইতে তাহাদের শয্যা ঝুলাইয়া রাখিত এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় জাগিয়া কাটাইত। কিন্তু যখন তাহারা দেশীয়দিগের নিকট জানিতে পারিল যে, কোন গাছের শিকড় ইহার প্রতিষেধক ঔষধ, তখন হইতে তাহারা ইহার প্রয়োগে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত।

(১) পূর্ব্বোল্লিখিত অভিসার রাজ

একনবতিতম অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রথম পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পোরসের পশ্চাদ্ধাবন—আদ্রেষ্টাই ও কাথেয়াবাসিগণের পরাজয় ও সোপীথিসের রাজ্যে প্রবেশ—এই অঞ্চলের লোকের অপূর্ব্ব কথা

আলেকজান্দার সসৈন্যে অগ্রসর হইলে কতিপয় লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, যে পোরস্‌কে তিনি পরাজিত করিয়াছেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পোরস্ স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গণ্ডরিডাই নামক জাতির নিকট পলায়ন করিয়াছে। তিনি এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া হিফেষ্টীয়ন্‌কে সৈন্য সহ তাহার রাজ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক আদেশ দিলেন যে, ইহার রাজ্য যেন আমার পক্ষভুক্ত পোরস্‌কে অর্পণ করা হয়। তৎপরে তিনি স্বয়ং আদ্রেষ্টাইদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া যে সকল নগর প্রতিরোধ করিল সেগুলি অধিকারপূর্ব্বক অপর গুলিকে আত্মসমর্পণ করিতে প্ররোচিত করিলেন। অনন্তর তিনি কাথেয়াবাসীদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাদের দেশে এক প্রথা আছে যে, বিধবা তাহার স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কোন স্ত্রীলোক বিষপ্রয়োগে তাহার স্বামীকে বধ করিয়াছিল বলিয়া বর্ব্বরগণ এইরূপ আদেশ প্রচলিত করিয়াছে। নরপতি তাহাদের বৃহত্তম ও দৃঢ়তম নগর অবরোধ করিয়া ভস্মীভূত করিলেন। ইহা অধিকার করিতে বহু কষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একটি বৃহৎ নগর অবরোধ করিয়া-

ছিলেন, তথাকার ভারতীয়গণ বিনয়সহকারে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে তিনি দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন।

তদনন্তর তিনি সোপীথিসের অধীন নগরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এগুলি অত্যন্ত হিতকর ব্যবস্থায় শাসিত হইত; কারণ ইহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্যান্য বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য হইলেও, তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত আদর ছিল। এই কারণে শৈশবে সন্তান সমূহের মধ্যে প্রভেদ করা হয়—যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখাকৃতি নির্দ্দোষ এবং যাহাদের দেহে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সমবায় হইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহাদিগকেই পালন করিবার আদেশ দেওয়া হয়, আর যাহাদের কোনরূপ শারীরিক অসম্পূর্ণতা আছে, তাহারা পালনের অনুপযুক্ত বলিয়া নিহত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। এইমতে তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা হয়, কারণ কন্যা মনোনীত করিবার সময় তাহারা যৌতুক বা সম্পত্তির বিষয় বিবেচনা করেনা, পরন্তু, সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য শারীরিক সম্পূর্ণতার বিষয় বিবেচনা করে। সুতরাং এই নগরগুলির অধিবাসিবৃন্দকে দেশের অপরলোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সকলেই রাজা সোপীথিসের সুন্দর ও চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ দেহের প্রশংসা করিত। যে নগরে তাঁহার প্রাসাদ ছিল তিনি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে বিজেতার দয়ায় তিনি স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোপীথিস্ সানন্দে কতিপয় দিবস সমস্ত সৈন্যকে সুচারুরূপে ভোজন করাইলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

সোপীথিসের রাজ্যের কুকুরের সাহস ও ভীষণতা

সোপীথিস্ আলেকজান্দারকে যে সকল মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আকার ও শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ দেড়শত কুক্কুর ছিল। ইহারা অন্যান্য বিষয়েও শ্রেষ্ঠ এবং কথিত আছে যে ইহারা ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। আলেকজান্দারকে কার্য্যের দ্বারা ইহাদের শক্তির প্রমাণ দেখাইবার ইচ্ছায়, সোপীথিস্ এক বৃহৎ সিংহকে আবদ্ধস্থানে স্থাপন করিলেন এবং এই উপহৃত কুক্কুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটিকে বাঁধিয়া লইয়া সিংহের নিকট নিক্ষেপ করিলেন। যখন পশুরাজের নিকট ইহাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেন, তখন তিনি আর দুইটি কুক্কুর ছাড়িয়া দিলেন। যখন চারিটি কুক্কুরের সমবেত শক্তি সিংহ অপেক্ষা অধিক হইল, তখন একজন লোক আবদ্ধস্থানে যাইয়া একটি কুক্কুরের দক্ষিণপদ কর্ত্তন করিল। নরপতি ইহাতে আপত্তি করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীররক্ষিগণ ধাবমান হইয়া লোকটির হস্তধারণ করিল। তখন সোপীথিস্ বলিলেন "আমি একটি বিকলাঙ্গ কুক্কুরের পরিবর্ত্তে আপনাকে তিনটি উত্তম কুক্কুর প্রদান করিব।" তৎপরে শীকারিটি কুক্কুরের সেই পদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া সম্পূর্ণ কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কুক্কুরটি কোনরূপ যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি না করিয়া দৃঢ়রূপে দংশন করিয়া রহিল। অবশেষে রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া সিংহের দেহের উপর কুক্কুর প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ফিজিয়াসের বশ্যতা স্বীকার—আলেকজান্দারের হাইপানিস্ গমন—ফিজিয়াস্ কর্ত্তৃক হাই-পানিসের অপর তীরবর্ত্তী দেশের বর্ণনা—প্রাইসিয়ান্ ও তাহাদের রাজা জান্দ্রামিসের বিবরণ

হিফেষ্টীয়ন্ এই সময়ে স্বীয় সৈন্যদল লইয়া ভারতের বহুস্থান অধিকার পূর্ব্বক আলেকজান্দারের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। তিনি সেনানীকে তাঁহার সাহস ও কার্য্যে অনুরক্তির জন্য প্রশংসা করিয়া স্বীয় সৈন্য সহ ফিজিয়াসের (১) রাজ্যে যাত্রা করিলেন। এখানে দেশবাসীরা মাসিদনীয়গণকে অভ্যর্থনা করিল এবং ফিজিয়াস্ বহু উপহার সহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তজ্জন্য আলেকজান্দার তাঁহাকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে তিনি দুই দিবস কাল এই রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হাইপানিসের (২) দিকে অগ্রসর হইলেন। এই নদীর বিস্তার ৭ ষ্টাডিয়া ও গভীরতা ৬ "ফ্যাদম" (৩) এবং ইহার প্রচণ্ড বেগের জন্য ইহা পারাপার হওয়া কঠিন। তিনি ফিজিয়াসের নিকট সিন্ধুর অপর পারের দেশের বিবরণ শ্রবণ করিলেন—

(১) আরিয়ান্ এই রাজাকে ফেগেলাস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি হাইড্রাওটীস্ ও হাইফাসিস্ মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন।

(২) অর্থাৎ হাইফাসিস্—বর্ত্তমান বেয়াস্।

(৩) ফাদম—৪ হাত।

প্রথমতঃ এত মরুভূমি আছে ইহা অতিক্রম করিতে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিতে হয়; ইহার পরে গঙ্গা নামে এক নদী আছে, তাহার বিস্তৃতি ৩২ ষ্টাডিয়া এবং ভারতের সকল নদী অপেক্ষা ইহা গভীর; ইহার অপর পারে প্রাসিয়াই ও গণ্ডারিডাই (৪) দিগের রাজ্য অবস্থিত; এখানকার রাজা জান্দ্রামিসের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক ২০০০ রথ, এবং ৪০০০ শিক্ষিত ও যুদ্ধোপযোগী হস্তী আছে; আলেকজান্দার এ বিবরণ অবিশ্বাস করিয়া পোরস্‌কে ডাকিয়া এই বিবরণের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। পোরস্‌ সমস্ত বিবরণ সত্য বলিয়া নিবেদন করিয়া বলিলেন যে, গণ্ডারিডাইদিগের রাজা নিতান্তই হীনচরিত্র এবং লোকে তাঁহাকে নাপিতের পুত্র (৫) বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন করে না; রাজার জনক সুশ্রী ছিলেন বলিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী তাঁহার রূপে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাজ্ঞী কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হইলে বর্ত্তমান রাজা রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিতে পারিলেও, আলেকজান্দার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ হইতে বিচ্যুত হইবার কথা মনে স্থান দিলেন না, বরঞ্চ দৈববাণীর উত্তর ও মাসিদনীয়দিগের সাহস তাঁহার পক্ষে আছে মনে করিয়া বর্ব্বরদিগকে পরাভূত করিবেন বলিয়া তিনি আশান্বিত হইলেন। কারণ পাইথিয়ান রমণী-পুরোহিত তাঁহাকে অজেয় বলিয়াছে এবং আমন্‌ তাঁহাকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন (৬)।

---

(৪) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) চন্দ্রগুপ্ত—মুরার পুত্র।

(৬) ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়

মাসিদনীয় সৈন্যের দুরবস্থা—হাইপানিসের অপর তীরে গমনের অনিচ্ছা

তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ অনন্ত যুদ্ধযাত্রায় সাহস-হীন হইয়াছে এবং প্রায় অষ্টবর্ষ কাল পরিশ্রম ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি বিবেচনা করিলেন যে, গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে যথোপযুক্ত যুক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে। কারণ মৃত্যু তাঁহার সৈন্যদলে তাহার সংহার লীলা প্রকাশ করি-য়াছে অথচ এমন আশাও নাই যে, তাঁহার সমরের কোন দিন অবসান হইবে। অবিরত অভিযানে অশ্বের ক্ষুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্যবহারে অস্ত্রের আর তীক্ষ্ণতা নাই। এতদিনে গ্রীক দেশীয় পরিচ্ছদ তন্তুবিহীন হইয়াছে অথচ তাহার পরিবর্ত্তে সেরূপ পরিচ্ছদ প্রদত্ত হয় নাই; তজ্জন্য সৈন্যদল বর্ব্বরদিগের প্রস্তুত বস্ত্র হইতে ভারতীয়গণের ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সপ্ততি দিবস ব্যাপিয়া মেঘ হইতে মুষল ধারে বারি বর্ষণ হইতে-ছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতও হইতেছিল। আলেকজান্দার এরূপ অবস্থাকে স্বীয় সঙ্কল্পের অন্তরায় মনে করিয়া ভরসা করিতে লাগিলেন যে, কোনরূপ বদান্যতা দ্বারা সৈন্যগণের আন্তরিক সহ-যোগিতা লাভ করিবেন। তজ্জন্য যেখানে সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় শত্রুর এইরূপ দেশ সৈন্যগণকে

লুণ্ঠনের অনুমতি দিলেন এবং যখন সৈন্যদল লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল তখন তিনি সৈন্যদলের স্ত্রী ও সন্তানগণকে একত্র আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোকে মাসিক সাহায্য এবং সন্তানগণ পিতার বেতনের অনুরূপ পুরস্কার পাইবে। যখন সৈন্যদল বহু মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল তখন তিনি তাহা-দিগকে একত্র করিয়া গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচিত বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন। কিন্তু যখন মাসিদনীয়গণ কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না তখন তিনি তাঁহার অভিযানের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

হাইপানিসের নিকট আলেকজান্দারের বেদী ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ এবং আকিসাইন্ তীরে প্রত্যাগমন

তৎপরে তিনি যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন তাহার সীমা নির্দ্দে-শক চিহ্ন নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। সেইজন্য তিনি প্রথমে দ্বাদশ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিবিরের তিনগুণ স্থান বেষ্টন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ৫০ ফীট প্রশস্ত ও ৪০ ফীট গভীর পরিখা খনন করাইলেন এবং উৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা অসাধারণ আয়তনের প্রাকার নির্ম্মাণ করা-ইলেন। তিনি সৈন্যগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন, প্রত্যেক

গৃহে প্রত্যেক পদাতিকের জন্য পাঁচ হস্ত দীর্ঘ দুইটি শয্যা থাকিবে এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য সাধারণ আকারের দ্বিগুণ আয়তনের দুইটি করিয়া মন্দুরা নির্ম্মিত হইবে। তদ্ভিন্ন যাহা এখানে পড়িয়া থাকিবে, তাহাই অনুপাতে বৃহদাকারের করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। ইহাতে এই স্থানকে কেবল বীরদিগের শিবির করিবারই সঙ্কল্প ছিলনা; পরন্তু দেশের লোকের মধ্যে এমন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই বীরদিগের কিরূপ অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ছিল। এইসকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি সসৈন্যে আকিসাইন্ (১) তীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নৌকাগুলি প্রস্তুত হইয়াছে; এগুলি সজ্জিত হইলে তিনি আরও কতকগুলি নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। এই সময়ে গ্রীস হইতে মিত্ররাজ্য কর্ত্তৃক প্রেরিত সৈন্য ও বেতনভোগী সৈন্য মিত্ররাজ্যের সেনাপতির নেতৃত্বে উপস্থিত হইল; এই সৈন্যদলে ত্রিশহাজারের অধিক পদাতিক ও অন্যূন ছয়হাজার অশ্বারোহী ছিল। তদ্ভিন্ন সমগ্র দেহ আবৃত করিবার উপযোগী জন্য ২৫০০০ উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ও ১০০ ট্যালেণ্ট ঔষধ আনীত হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্যই তিনি সৈন্যগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। যখন নৌবাহিনীর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হইল, দ্বিশত পার্শ্বে দ্বার শূন্য তরী এবং আটশত অনুগামী জাহাজ প্রস্তুত হইল, তখন তিনি নদীর তীরে নির্ম্মিত নগরগুলির নামকরণ করিলেন। তাঁহার বিজয়লাভের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটির নাম নিকাইয়া রাখা হইল এবং পোরসের সহিত যুদ্ধে নিহত স্বীয় অশ্বের নামে তিনি অপর নগরটির "বৌকেফালা" নাম রাখিলেন।

---

(১) প্রকৃতপক্ষে দায়দরসের হাইডাস্‌পিস্ বলিয়া উল্লেখ করা উচিত ছিল।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

দক্ষিণসাগরে যাত্রারম্ভ—শিবইজাতির বশ্যতা—আগালাসিয়ান্‌গণের আক্রমণ ও পরাভব (১)

আলেকজান্দার এক্ষণে বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে দক্ষিণ-সমুদ্রে যাত্রা করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য এককালে নদীর কূলে কূলে ক্রাটেরস্‌ ও হিফেষ্টীয়নের নেতৃত্বে যাত্রা করিল। আকিসাইন্‌ ও হাইডাস্‌পিস্‌ নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া আলেকজান্দার সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক শিবইজাতির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। কথিত আছে যে, যে সকল সৈন্য হার্কিউলিসের অধীনে আয়র্ণস্‌ গিরি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা তাহা অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিল। এই শিবইজাতি তাহাদেরই বংশধর। আলেকজান্দার তাহাদের রাজধানীর সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিলে, রাজ্যের শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী নাগরিকগণ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাদাভিলাষে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, একবংশে উৎপত্তির জন্য তাঁহার সহিত তাঁহাদের কিরূপ দৃঢ়বন্ধন আছে। এই জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন তাঁহারা তাঁহার আদেশমত সকল কার্য্যই করিতে ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত একথাও তাঁহারা নিবেদন করিয়া আলেকজান্দারকে মূল্যবান্‌ উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপ

---

(১) শিবই ও আগালসই জাতির কথা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

সদিচ্ছার নিবেদনে আলেকজান্দার এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাঁহাদের নগরগুলিকে স্বাধীনতা ভোগ করিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদের প্রতিবেশী জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। আগালাসিয়ান্ নামে অভিহিত এই জাতি ৪০,০০০ হাজার পদাতিক ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য একত্র করিয়াছে দেখিয়া আলেকজান্দার তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিজয় লাভান্তে তাহাদের অধিকাংশকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য যাহারা পার্শ্ববর্ত্তী নগর সমূহে পলায়ন করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করিলেন। অবশিষ্ট অধিবাসী এক স্থানে সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের আশ্রয়স্থান এই বৃহৎ নগরটি অধিকার করিয়া তিনি ২০০০০ অধিবাসীকে বন্দী করিলেন। ভারতবাসীরা সঙ্কীর্ণ পথে প্রতিবন্ধক স্থাপিত করিয়া গৃহসমূহ হইতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ করিয়াছিল তজ্জন্য আলেকজান্দার এই যুদ্ধে বড় অল্প মাসিদোনীয়গণকে হারান নাই। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া নগরের সহিত অধিকাংশ প্রতিরোধকারীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন (২)। যাহারা আশ্রয়ের জন্য দুর্গমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপ হতাবশিষ্ট ৩০০০ ব্যক্তি তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে তিনি তাহাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিলেন।

---

(২) কার্টিয়াস্ দ্রষ্টব্য।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

নদী সঙ্গমে সমরপোতবাহিনীর বিপদ

তিনি বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় নদীপথে যাত্রা করিয়া, যে স্থানে সিন্ধু পূর্ব্বোক্ত দুই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন। এই প্রবল জলস্রোত গুলি ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে মিলিত হইয়াছে এবং ইহাদের সঙ্গমস্থলে বহু ভয়ঙ্কর জলাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। কোন পোত আকৃষ্ট হইয়া জলাবর্ত্তের কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তদ্ভিন্ন স্রোতের গতি এত দ্রুত ও প্রবল যে, নাবিকের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইত। ইহার ফলে দুইটি সমরপোত নিমজ্জিত হইল এবং অপর পোতের মধ্যে অনেকগুলি চড়ায় লগ্ন হইয়া গেল। এক প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌসেনাপতির পোতে লাগিল; এই দুর্ঘটনা নরপতির পক্ষে প্রায় মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগ্নদেহে, যাহাতে প্রাণরক্ষার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা আছে তাহাই জড়াইয়া ধরিলেন। পোত উল্টাইয়া গেলে নরপতিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ পোতের পার্শ্বে সন্তরণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। পোতের মধ্যে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত, নাবিকগণ স্রোতের শক্তির সহিত যুঝিতেছিল এবং নদীও মানবের সকল নৈপুণ্য ও চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছিল সুতরাং আলেকজান্দার অতিকষ্টে কূলের দিকে অগ্রসর হইয়া তথায় পোতগুলির সহিত নিক্ষিপ্ত হইলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে নিষ্কৃতি পাইয়া

একিলিসের ন্যায় নদীর সহিত যুঝিয়া দারুণ বিপদ হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তিনি দেবতাগণকে বলিপ্রদান করিলেন (১)।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

সাইরাকৌসাই ও মল্ল জাতির সমবায়—জ্যোতিষীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আলেক-জান্দারের দুর্গ আক্রমণ

অতঃপর তিনি সাইরাকৌসাই (১) ও মল্ল নামক দুইটি সমরনিপুণ ও লোকবহুল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অধিবাসীরা ৮০,০০০ পদাতিক ১০,০০০ অশ্বা-রোহী ও ৭০০ রথ সংগ্রহ করিয়াছে। আলেকজান্দারের আগমনের পূর্ব্বে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদে ব্যাপৃত ছিল, কিন্তু তাঁহার আগমনে তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া বিবাহ বন্ধন দ্বারা পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে (২)। প্রত্যেক জাতিই ১০,০০০

---

(১) ইহা আকিসাইন্ ও হাইডাস্পিসের সঙ্গমস্থলেই ঘটিয়াছিল। আকিলিসের যুদ্ধ কাহিনী ইলিয়াদের একবিংশ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) অক্সিড্রাকাই।

(২) ঐতিহাসিক থির্ল্ওয়াল্ বলিয়াছেন যে এই দুই জাতির মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ ও অপরটী শূদ্র ছিল এবং এইজন্যই ইহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিল না। বিপদ সম্মুখীন দেখিয়াই ইহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা থির্ল্ওয়ালের এই যুক্তি গ্রহণ করিতে পারি না।

নারী বিবাহের জন্য দান ও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সম্মিলিত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই, কারণ সম্মিলিত সৈন্যদলের নেতৃত্ব লইয়া বিতর্ক হওয়ায় তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী নগর সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজান্দারের পথে প্রথমে যে নগর পড়িল তাহার নিকটে আসিয়া অবরোধান্তে প্রথম আক্রমণে কিরূপে নগর অধিকার করিবেন, তিনি তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ডেমোফন্ নামক জনৈক জ্যোতিষী তাঁহার নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, "আমি কতকগুলি লক্ষণ দর্শনে বুঝিয়াছি যে, আপনি এই নগর অবরোধকালে সাংঘাতিকরূপে আহত হইবেন। সেইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনি এখন এই নগরকে অব্যাহতি দিয়া অপর দুরূহ কার্য্যে মনোনিবেশ করুন।" কিন্তু কার্য্যে উত্তেজনার সময়ে লোকের সাহস দমিত করায় আলেকজান্দার জ্যোতিষীকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। তদনন্তর তিনি অবরোধ পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং নগরের পথে অগ্রসর হইলেন। প্রবলবেগে নগর আক্রমণ করিয়া স্বয়ং তাহা অধিকার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দ্বার ভগ্ন করিবার যন্ত্রগুলি আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি স্বয়ং পশ্চাতের দ্বার ভগ্ন করিয়া এই পথে তিনিই প্রথমে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বহু নগররক্ষককে বধ করায় অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তিনি দুর্গ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইতোমধ্যে মাসিদনীয়গণ প্রাচীরের নিকট যুদ্ধ করিতেছিল। তজ্জন্য তিনি দুর্গপ্রাকারে সোপান সংলগ্ন করিয়া মস্তকোপরি চর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক এত তৎপরতার সহিত আরোহণ করিতে লাগিলেন যে তিনি শীঘ্রই শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলেন। যে সকল বর্ব্বর তথায় প্রহরীরূপে স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা তাঁহার

কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভারতীয়গণ তাঁহার নিকট আসিয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি বাণ ও বর্শা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নরপতি এইরূপ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতোমধ্যে মাসিদনীয়গণ প্রাচীরে দুইখানি সোপান সংলগ্ন করিয়া আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু অত্যধিক লোকে এককালে আরোহণের চেষ্টা করায় সোপান দুইখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং আরোহণকারীরাও ভূমিতে পতিত হইল।

একোনশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের দুর্গ মধ্যে লম্ফ প্রদান, আত্মরক্ষা এবং সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তি—বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার ও দুর্গাধিকার—বাকৃট্রিয়ায় গ্রীক ঔপনিবেশিকদিগের বিদ্রোহ

নরপতি এইরূপে সকল প্রকার সহায়তা হীন হইয়া এমন আশ্চর্য্য দুঃসাহসের কার্য্য করিলেন যাহা উল্লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কারণ যদি তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পশ্চাদ্গমন করেন তাহা হইলে তাহা তাঁহার চিরাভ্যস্ত যশোভাগ্যের অনুপযোগী হইবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া তিনি সশস্ত্রাবস্থায় একাকীই দুর্গ মধ্যে লম্ফ প্রদান করিলেন। ভারতীয়গণ ত্বরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনিও অদম্য সাহসের সহিত তাহাদের আক্রমণ

প্রতিহত করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীর সন্নিহিত এক বৃক্ষের দ্বারা এবং বাম পার্শ্বে প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত থাকায় তিনি ভারতীয়গণকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইলেন। যাঁহার দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে তাঁহার ন্যায় সাহস দেখাইতে স্থির সঙ্কল্প করিয়া এবং তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা যশঃশালী অংশ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শিরস্ত্রাণ ও চর্ম্মে অসংখ্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে বক্ষের নিম্নদেশে বাণাহত হইয়া আঘাতের প্রাবল্য বশতঃ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। যে ভারতীয় সৈন্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল সে কোনরূপ বিপদের কথা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল। সে পুনরায় আঘাত করিবার উপক্রম করিবামাত্র, আলেকজান্দার তাহার পঞ্জরে অসির আঘাত করিলেন এবং এই সাংঘাতিক আঘাতে বর্ব্বরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। তৎপরে নরপতি এক নিকটস্থ বৃক্ষশাখা'অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া, যে কোন ভারতবাসী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। ঠিক এই সঙ্কটকালে পিউকেষ্টাস্ নামক জনৈক হাইপাস্‌ফিষ্ট্ ভিন্ন সোপানের দ্বারা আরোহণ করিয়াছিল। সেই প্রথমে নরপতিকে চর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইল। তাহার পশ্চাতে বহুলোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনে বর্ব্বরগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং আলেকজান্দারও রক্ষা পাইলেন। তৎপরে নগর আক্রমণ করা হইল এবং রাজা যে যন্ত্রণা পাইয়াছেন তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মাসিদনীয়গণ যেখানে যাহাকে পাইল তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। তাহাতে নগর শবদেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যখন বহুদিন যাবৎ আলেকজান্দার স্বীয় ক্ষতস্থানের চিকিৎসায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন

বাকৃট্রিয়া ও সগ্দিয়ানার গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ, নরপতির আঘাত-জনিত মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে মাসিদনীয়গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। বর্ব্বরগণের মধ্যে বাস করা বহুদিন হইতে এই ঔপনিবেশিকগণের কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল,সেইজন্য তাহারা তিন সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য যাত্রা করিল। পথে তাহাদিগকে অসহ্য কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইহারা সকলেই মাসিদনীয়গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।

শততম অধ্যায়

আঘাত হইতে আলেকজান্দারের আরোগ্যলাভ— কোরাগোস্ ও ডিওক্সিপসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ- ডিওক্সিপসের জয়লাভ

আলেকজান্দার আরোগ্যলাভ করিয়া দেবতাগণের পূজা করিলেন এবং বন্ধুবর্গকে বৃহৎভোজে আপ্যায়িত করিলেন। পান-ভোজন কালে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে কোরাগোস্ (১) নামক জনৈক মাসিদনীয় ছিলেন। এই ব্যক্তি শারীরিক শক্তি ও সমরে অসংখ্য দুঃসাহসিক অবদানের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মত্তাবস্থায় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে ডিওক্সিপস্ নামক জনৈক এথেন্সবাসীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তিনি সাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ প্রতিপত্তিপূর্ণ জয়লাভের জন্য

(১) কার্টিয়াস্ ইহাকে হোরেটাস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বহুবার পুরস্কার ও জয়মুকুট লাভ করিয়াছিলেন। পানভোজনোৎসবে উপস্থিত অতিথিগণের স্বভাবতঃই এই যুদ্ধে আগ্রহ হইয়াছিল এবং ডিওক্সিপস্ যুদ্ধে সম্মত হইলে আলেকজান্দার দ্বন্দ্বের দিন স্থির করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখিতে সমবেত হইল। কোরাগোসের স্বদেশবাসী মাসিদনীয়গণ ও স্বয়ং নরপতিও স্বদেশবাসীর সফলতার জন্য আগ্রহ দেখাইতে যোগদান করিলেন। গ্রীকগণ সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে ডিওক্সিপসের সফলতা কামনা করিল। প্রতিদ্বন্দ্বিদয় দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মাসিদনীয় মূল্যবান্ পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন এবং এথেন্সবাসী সর্ব্বদেহ তৈলম্রক্ষিত করিয়া মস্তকে লোম নির্ম্মিত টুপি পরিধান করিয়াছিলেন। উভয়ের বলবান্ দেহ ও অতুলনীয় সাহস দেখিয়া দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইল এবং সকলেই বিবেচনা করিল ইহাদের যুদ্ধ দুই দেবতার মধ্যে যুদ্ধের সদৃশ হইবে। কারণ দর্শকবৃন্দ মাসিদনীয়ের উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র সুশোভিত বিশাল বপু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে "মার্স" (২) দেবের সহিত তুলিত করিল এবং ডিওক্সিপস্ তাঁহার প্রচণ্ড শক্তি, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অভ্যাস ও অভ্যস্ত গদাধারণ হেতু হীরাক্লিসের (৩) ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। যখন তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন মাসিদনীয় কিয়দ্দূর হইতে ক্ষুদ্রবর্শা নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কিঞ্চিৎ সরিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিলেন; কোরাগোস্ তাঁহার দীর্ঘ মাসিদনীয় বর্শা লইয়া লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অত্যন্ত নিকটে আসিয়া গদাঘাতে বর্শা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মাসিদনীয় এইরূপে

(২) গ্রীসের পৌরাণিক যুদ্ধ-দেবতা্হা কিউলিস্

(৩) হার্কিউলিস্।

দুইবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া তরবারি ব্যবহার করিবার জন্ত তৃতীয়বার ঘুরিয়া আসিলেন, কিন্তু অসি নিষ্কাশনের উপক্রম করিবামাত্র, ডিওক্সিপস্ অপ্রত্যাশিত ভাবে লম্ফপ্রদানে অগ্রসর হইয়া, যে হস্ত অসি নিষ্কাশন করিতেছিল তাহা বাম হস্তে ধরিয়া ফেলিলেন ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধাক্কা দিয়া কোরাগোস্‌কে স্থানচ্যুত এবং তাঁহার পদদ্বয় আটকাইয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তৎপরে ডিওক্সিপস্ প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠদেশে পাদস্থাপনা পূর্ব্বক গদা উত্তোলন করিয়া দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়

ডিওক্সিপসের বিরুদ্ধে মাসিদনীয়গণের ষড়যন্ত্র ও তজ্জন্য তাঁহার আত্মহত্যা—তাঁহার আত্মহত্যায় আলেক-জান্দারের অনুশোচনা

সাহসের জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া জনসংঘ উচ্চৈঃস্বরে বিজেতার প্রশংসা করিয়া উঠিল এবং নরপতি তাঁহাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি জনসংঘকে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিয়া মাসি-দনীয়ের পরাভবে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া স্বীয় পট-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এখন ডিওক্সিপস্ পরাজিত শত্রুকে ছাড়িয়া বিজয়োল্লাসে দ্বন্দ্বক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই বিজয়-লাভে সমস্ত গ্রীক সম্মানিত হইয়াছে এই জন্ত তাঁহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কেশ-

বন্ধনী দ্বারা তাঁহার ললাট দেশ ভূষিত করিয়া দিল। কিন্তু ভাগ্য-দেবতা বিজেতাকে অধিক দিন এ জয়োল্লাস ভোগ করিতে দেয় নাই, কারণ ক্রমশঃ তিনি নরপতির স্নেহচ্যুত হইতে লাগিলেন এবং রাজসভায় আলেকজান্দারের যে সকল বন্ধু ও মাসিদোনীয় ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ও প্রশংসায় এত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া রাজকীয় প্রধান ভাণ্ডারীকে একটী সোণার পেয়ালা তাঁহার উপাধানের নীচে লুকাইয়া রাখিতে রাজি করিল। পরবর্ত্তী ভোজনোৎসবে যখন সুরা প্রদত্ত হইতেছিল, তখন তাঁহার নিকট পেয়ালা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে; ডিওক্সিপস্ লজ্জা ও অপমানে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে, মাসীদনীয়গণ সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তখন তিনি ভোজনোৎসব হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় কক্ষে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া আলেকজান্দারকে এক পত্র লিখিলেন। তিনি স্বীয় ভৃত্যগণকে এই পত্র রাজার হস্তে প্রদান করিবার উপদেশ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অবিবেচনা পূর্ব্বক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বানে সম্মতি দিয়া তিনি এইরূপে অধিকতর মূর্খতার কার্য্য করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। যাঁহারা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতেছিল তাঁহারা বিদ্রূপের স্বরে বলিতে লাগিল যে, "এইরূপ বিপুল শারীরিক শক্তির সহিত যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে"। নরপতি পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইলেন এবং পরে তাঁহার ন্যায় গুণশালী লোকের মৃত্যুতে প্রায় দুঃখ করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নরপতি তাঁহাকে তেমন কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার অভাব অনুভব

করিলেন তখন আর অনুশোচনায় কোন ফল নাই। তাঁহার নিন্দাকারী-দের নীচতার সহিত তুলনা করিয়া এই ব্যক্তির প্রকৃতির মহত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন (১)।

দ্বাধিকশততম অধ্যায়

সম্বষ্টাই, সোড্রাই ও মাসানয়দিগের বশ্যতা স্বীকার—নদীতীরে আলেকজান্দার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন—মৌসিকানস্, পোর্টিকানস্ ও সাম্বসের রাজ্যাধিকার ও সাম্বসের পলায়ন

স্থলসৈন্যকে নদী পথের সহিত সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া আলেকজান্দার নৌপথে স্বয়ং সমুদ্র যাত্রা করিলেন এবং সম্বষ্টাই জাতির (১) রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তাহারা সাহস ও সংখ্যায় ভারতীয় কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলনা। তাহারা যে সকল নগরে বাস করিত তথায় প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে আক্রমণার্থ আগমন করিতেছেন তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া ৬০,০০০ পদাতিক ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথ সংগ্রহ করিল। কিন্তু পোতবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইলে ইহার নূতন দৃশ্য

---

(১) এই ঘটনা সম্বন্ধে কার্টিয়াস্ দ্রষ্টব্য। ইহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) কার্টিয়াস্ দ্রষ্টব্য।

ও অকস্মাৎ আলেকজান্দারের উপস্থিতিতে তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। মাসিদনীয়গণ সম্বন্ধে জনশ্রুতিতে তাহারা পূর্ব্বেই নিরুৎসাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা বৃদ্ধগণের পরামর্শে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের প্রধান প্রধান ৫০ জন নাগরিকগণের এক দৌত্য প্রেরণ করিল। কারণ তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই দৌত্যবাহিনী সাদরে গৃহীত হইবে। নরপতি তাহাদের আগমনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলে অধিবাসীরা তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া বীরজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। তৎপরে তিনি সোড্রাই ও মাসানয় (২) জাতির রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহারা নদীর উভয় তীরে বাস করিত। তিনি এখানেও আলেকজান্দ্রিয়া নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় ১০,০০০ ব্যক্তির এক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি মৌসিকানসের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিয়া তাঁহার প্রজাবর্গকে বশে আনয়ন করিলেন। তদনন্তর তিনি পোর্টিকানসের রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রথম আক্রমণেই দুইটি নগর অধিকার করিলেন এবং নগর দুইটী লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করিতে স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন। পোর্টিকানস্ (৩) স্বীয় রাজ্যে আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানে পলায়ন করিলেন কিন্তু এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলেকজান্দার তাঁহার রাজ্যের সমস্ত নগর গুলি অধিকার করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এইরূপ কঠোর ব্যবহারে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণের মধ্যে ভয়সঞ্চার হইল। তৎপরে তিনি সাম্বসের রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন এবং তাঁহার অধিকাংশ নগর ধ্বংস

---

(২) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) আরিয়ান্ ইহাকে অক্সিকেনস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

করিয়া অশীতিসহস্রাধিক বর্ব্বরকে নিহত করিলেন। ব্রাহ্মণ জাতিও এইরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিল কিন্তু হতাবশিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে আলেকজান্দার সর্ব্বাপেক্ষা দোষী ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডিত করিয়া অবশিষ্ট সকলকে মুক্তি দিলেন। রাজা সাম্বস্ সিন্ধু পারে ত্রিশটি হস্তীসহ পলায়ন করিয়া বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন (৪)।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে হার্ম্মাটেলিয়া নগরের (১) আত্মরক্ষা—ইহার অধিবাসী কর্ত্তৃক টলেমীর বিষাক্তবাণের আঘাতপ্রাপ্তি এবং আলেকজান্দারের স্বপ্নলব্ধ ঔষধপ্রয়োগে আরোগ্য লাভ

"ব্রাক্মনদিগের"(২) রাজ্যের সীমান্তে দুর্গম অঞ্চলে হার্ম্মাটেলিয়া নামে এক নগর ছিল। অধিবাসীরা স্বীয় সাহস ও অবস্থানের নির্ব্বিঘ্নতা সম্বন্ধে গর্ব্ব করিত বলিয়া আলেকজান্দার কতিপয় লঘুবর্ম্মাবৃত সৈনিককে

(৪) সাম্বস্‌কে কার্টিয়াস্ সাবাস্ বলিয়াছেন। কেহ কেহ সিন্দিনাকে সেওয়ান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) কানিংহাম্ ইহাকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাবাদ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইলি ও সেণ্ট মার্টিন্ ইহাকে বেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) ব্রাহ্মণ (?)।

তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া উপদেশ দিলেন যে, তোমরা শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিবে এবং আক্রান্ত হইলেই পলায়নপর হইবে। ইহারা পরিখা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে ইহাদিগকে সংখ্যায় ৫০০ মাত্র দেখিয়া দুর্গবাসীরা তুচ্ছজ্ঞান করিল। ইহাদের বিরুদ্ধে নগর হইতে ৩০০০ সশস্ত্র সৈনিক নিষ্ক্রান্ত হইলে ইহারা ভীত হইবার ভাণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কিন্তু নরপতি কতিপয় অনুচরসহ পশ্চাদ্ধাবনকারী বর্ব্বরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধের পর কয়েকজনকে হত ও বন্দী করিলেন। নরপতির পক্ষে বড় অল্পলোকে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই কারণ বর্ব্বরগণ একপ্রকার মারাত্মক বিষের দ্বারা তাহাদের অস্ত্র ম্রক্ষিত করিয়াছিল এবং ইহার উপযোগিতায় আশ্বস্ত হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। এই উগ্রবীর্য্য বিষ একপ্রকার সর্প হইতে প্রস্তুত হয়। দেশীয়লোকে এগুলিকে শীকার ও বধ করিয়া উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণে মাংস পচিয়া যাইবে বলিয়া সর্পের মৃতদেহ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে। পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সর্পদেহ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া একপ্রকার রস পতিত হয় এবং ইহার সহিত সর্পদেহ হইতে বিষ নির্গত হয়। এই বিষাক্ত অস্ত্রে কেহ আহত হইলে, আহতস্থান প্রথমে অসাড় হইয়া উঠে, তৎপরে তীক্ষ্ণ বেদনা আরম্ভ হয় এবং সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে থাকে। তৎপরে গাত্রের চর্ম্ম শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে এবং পাকাশয় হইতে পিত্ত নির্গত হয়। অধিকন্তু ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণের পূতিগন্ধময় ফেন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বিষ শরীরের মর্ম্মস্থলে বিস্তৃত হয় এবং আহতব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং যাহারা অত্যন্ত আহত হইয়াছিল এবং যাহাদের সামান্য আঁচড় লাগিয়াছিল সকলেই সমান যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিল। যখন

আহতব্যক্তিগণের এইরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিতেছিল, তখন নরপতি অপরব্যক্তিগণের জন্য দুঃখিত হন নাই কিন্তু টলেমীর জন্য তিনি মনে মনে বড় আশঙ্কিত হইলেন। ইনি পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং আলেকজান্দার ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই সঙ্কটকালে এক বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিল। টলেমীর সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধ ছিল এবং কেহ কেহ তাঁহার নির্ব্বিঘ্নতার জন্য দেবগণের উদ্বেগই ইহার কারণ বলিয়া অনুমান করিল। তাঁহার সাহস ও অসাধারণ বদান্যতার জন্য তিনি সকল সৈনিকেরই প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি প্রয়োজনের সময়ে প্রার্থিত সাহায্য পাইলেন। আলেকজান্দার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে এক সর্পকে একটি গাছ মুখে করিয়া থাকিতে দেখিলেন। এই গাছের প্রকৃতি, গুণ ও জন্মস্থানও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি জাগরণের পর অনুসন্ধান করিয়া গাছটি পাইলেন। তিনি ইহা চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলেন এবং টলেমীকে পান করাইলেন। তাহাতে টলেমী আরোগ্যলাভ করিলেন। এই গাছের অদ্ভুতগুণ প্রচারিত হইলে যে সকল রোগী ইহা প্রয়োগ করিল তাহারা সকলেই এইরূপে আরোগ্যলাভ করিল। তদনন্তর তিনি হার্ম্মাটেলিয়দিগের রাজধানী অবরোধ করিলেন। এই নগর অত্যন্ত বৃহৎ ও সুরক্ষিত। কিন্তু অধিবাসিগণ বশ্যতাসূচক সামগ্রীসহ বশ্যতা স্বীকার করিতে আসিলে তিনি প্রতিশোধস্বরূপ কোন দণ্ডপ্রদান না করিয়াই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের সিন্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত নৌযাত্রা—তথা হইতে নৌপথে তৌয়ালায় প্রত্যাগমন—পোতবাহিনীসহ পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য নিয়ার্কাস্‌কে আদেশপ্রদানান্তর আলেকজান্দারের গৃহাভিমুখে যাত্রা—ওরিটিয়ান্‌দের দেশলুণ্ঠন ও অন্য একটি-আলেকজান্দ্রিয়া স্থাপন

তৎপরে তিনি বন্ধুবর্গসহ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন এবং তথায় দুইটী দ্বীপ দর্শন করিয়া ধূমধামে দেবগণের পূজা এবং সমুদ্রের বক্ষে বহু সুরাপূর্ণ সুবর্ণের পানপাত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর তিনি টেথীস্ ও ওকিয়ানসের জন্য বেদী নির্ম্মাণ করিয়া মনে করিলেন তাঁহার সঙ্কল্পিত অভিযান সম্পূর্ণ হইয়াছে। তৎপরে তিনি তৌয়ালা (১) নামক বিখ্যাত নগরে নৌপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই নগরের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ঠিক স্পার্টাবাসিদিগের ন্যায়; কারণ এই সমাজে যুদ্ধের নেতৃত্ব বিভিন্নবংশের দুইজন পুরুষানুক্রমিক রাজার হস্তে ন্যস্ত হয় এবং বৃদ্ধদের মন্ত্রণাসভাই অপ্রতিহত ক্ষমতার সহিত সমস্ত রাজ্য শাসন করেন। আলেকজান্দার এক্ষণে জীর্ণতরীগুলি দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট কার্য্যোপযোগী পোতগুলির ভার কয়েকজন বন্ধু ও নিয়ার্কাসের হস্তে অর্পণ করিয়া উপদেশ দিলেন যে, 'তুমি

(১) পাটল।

সমুদ্রের উপকূল দিয়া অগ্রসর হইবে এবং পথিমধ্যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীমুখে আমার সহিত সম্মিলিত হইবে।" যাহারা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়াছিল তাহাদিগকে পরাস্ত ও যাহারা বশ্যতাস্বীকারে অগ্রসর হইল তাহাদের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া আলেকজান্দার বিস্তৃত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি এইরূপে বিনাযুদ্ধে আর্বিটাই নামক জাতি ও কেড্রোসিয়া (২) নগরের অধিবাসিগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। তৎপরে তিনি বিস্তৃত বারিহীন প্রদেশের (ইহার অধিকাংশই মরুভূমি) মধ্য দিয়া ওরিটিসের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি এইস্থানে সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া টলেমীকে প্রথম বিভাগের ও লেওনেটস্‌কে দ্বিতীয় বিভাগের নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। টলেমীকে সমুদ্রোপকূল ও লিওনেটস্‌কে অভ্যন্তর প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিলেন এবং আলেকজান্দার স্বয়ং তৃতীয় বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চল ও তন্নিকটস্থ সমতলভূমি বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। যখন যুদ্ধের প্রচণ্ডতা দেশের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইল তখন স্থানে স্থানে অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও নরহত্যার প্রাবল্য লক্ষিত হইল। সৈনিকেরা বহুপরিমাণে লুণ্ঠিতসামগ্রী সংগ্রহ করিল এবং তরবারির আঘাতে মৃত লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইল। এই হতভাগ্য জাতিদের প্রতিবেশীরা তাহাদের ধ্বংশে ভীত হইয়া বশ্যতাস্বীকার করিল। আলেকজান্দারের সমুদ্রোপকূলে নগরস্থাপন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত হইতে সুরক্ষিত কূল এবং নিকটেই নগরাপযোগী স্থান দেখিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন।

---

(২) গেড্রোসিয়া।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

ওরিটিয়ান্‌দের সমাধির প্রথা—মৎস্যভুকদের বিবরণ—কেড্রোসিয়ার মরুভূমিতে সৈন্যদলের কষ্ট ও ক্ষতি—বিভিন্ন ক্ষত্রপ কর্ত্তৃক সাহায্য প্রেরণ—ওরিটিয়ান্‌দের লিওনেটস্‌কে আক্রমণ

আলেকজান্দার গোপনে গিরিসঙ্কটের পথে ওরিটিয়ান্‌দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। ওরিটিয়ান্‌দের সহিত ভারতবাসীর অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও একটি বিভিন্ন প্রকারের প্রথা আছে। ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়গণ উলঙ্গ হইয়া বর্শা হস্তে ঐ দেশ জাত "ওক" বৃক্ষের কুঞ্জ মধ্যে শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং যে সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত থাকে তাহা উন্মোচন করিয়া শবদেহ বন্য জন্তুর ভক্ষ্যরূপে রাখিয়া যায়। মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়া এক্ষণে নিম্ন জগতে অবস্থিত বীরের জন্য বলী প্রদান করে এবং তাহার গৃহস্থ ব্যক্তিদিগকে পান ভোজনে আপ্যায়িত করে।

আলেকজান্দার তৎপরে সমুদ্রোপকূলের পথে কেড্রোসিয়ার (১) দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি পথে এক অতিথিসেবা পরাঙ্মুখ

---

(১) গেড্রোসিয়া। এই সকল বিষয়ের জন্য 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত অসভ্য জাতির সাক্ষাৎ পাইলেন। এই দেশীয় লোকে জন্মদিবস হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নখ কাটে না, সেগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কেশ বাড়াইয়া মস্তকে জটা বাঁধে। ইহাদের গাত্রের বর্ণ সূর্য্যোত্তাপদগ্ধ এবং বন্য জন্তুর চর্ম্মই ইহাদের পরিচ্ছদ। ইহারা সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত তিমি মৎস্যের মাংসে জীবন ধারণ করে। প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া এবং তিমি-পঞ্জরে ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া ইহারা বাসগৃহ প্রস্তুত করে। তিমি-পঞ্জর হইতে ১৮ হস্ত দীর্ঘ কড়িকাষ্ঠ পাওয়া যায়। ছাদের আবরণের জন্য টালী ব্যবহার না করিয়া তাহারা মৎস্যের শল্ক ব্যবহার করে। এই অসভ্যদের দেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে আলেকজান্দার খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী রাজ্যে তাঁহার কষ্ট আরও বাড়িল; কারণ এই প্রদেশ মরুভূমি এবং জীবনধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার খাদ্যবর্জ্জিত, খাদ্যাভাবে বহুলোকের মৃত্যু হওয়ায়, সাহসী মাসিদোনীয়গণের হৃদয় দমিয়া গেল এবং আলেকজান্দারও বড় সাধারণভাবে শোকগ্রস্ত ও চিন্তান্বিত হইলেন না। তাঁহার যে সৈন্যদল মানবজাতিকে শৌর্য্য ও বীর্য্যে অতিক্রম করিয়াছে তাহারা যশোহীন হইয়া মরুভূমিতে খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে—এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ পার্থিয়া, ড্রাঙ্গিয়ানি, এরিয়া (২) ও মরুভূমির পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশে দূত প্রেরণ করিলেন ও এই সকল দেশের শাসনকর্ত্তৃগণকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা যেন উষ্ট্র ও অন্যান্য ভারবাহী পশুর উপর খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

(২) পারস্য-রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র প্রদেশ—মেশেদ্ হইতে হিরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বোঝাই দিয়া শীঘ্রগতি কার্ম্মেনিয়ায় গিরিসঙ্কটে প্রেরণ করেন। এই দূতগণ প্রাদেশিক ক্ষত্রপগণের নিকট শীঘ্র উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রচুর খাদ্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু এসকল সামগ্রী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অভাবপূরণে অসামর্থ্য নিবন্ধ আলেকজান্দার বহু সৈন্য হারাইলেন; সুতরাং পরে যখন তিনি সসৈন্যে পথ চলিতেছিলেন তখন কতিপয় ওরিটিয়ান্, লিওনেটস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া বহু সৈনিককে নিহত করিলেও নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল (৩)।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়

মরুভূমি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যদলের আনন্দোৎসব—যে সকল কর্ম্মচারী তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছিল তাহাদের কৈফিয়ত তলব—সালমৌসে আলেক-জান্দারের সহিত নিয়ার্কাসের সাক্ষাৎ ও সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ প্রদান

এইরূপ বহু কষ্টের পরে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এক লোকালয়ে আসিলেন। এস্থানে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই স্থানে অপচিত শক্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তিনি সৈন্যদলকে

(৩) আরিয়ান্ 'ইণ্ডিকা'য় বলিয়াছেন যে লিওনেটস্ ওরিইটাইদিগকে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন।

বিশ্রামার্থ আদেশ দিলেন। তৎপরে সাধারণ সমারোহের ন্যায় সৈনিকগণকে সুসজ্জিত করিয়া সপ্তদিবসকাল অভিযান করিলেন এবং পানোন্মত্ত সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া সুরাপান করিতে করিতে তিনি ডায়নিসসের সম্মানার্থ এক উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে বহু উচ্চ কর্ম্মচারী ক্ষমতার যথেচ্ছাচার অপব্যবহার দ্বারা আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রপ ও সেনাপতির মধ্যে অনেককেই দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। আইনের নিন্দিত অপব্যবহার জন্য এই সকল প্রধান ব্যক্তির কলঙ্কের কথা সর্ব্বজন বিদিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যদলে উচ্চ সেনানীর কার্য্য করিতেন এবং যাঁহাদের বিবেক অত্যাচার ও অন্যান্য কর্ত্তব্য বিচ্যুতির জন্য যাঁহাদিগকে দোষী করিত, তাঁহারা অত্যন্ত আশঙ্কিত হইলেন। যে সকল সেনানীর অধীনে বেতনভুক্ত সৈন্য ছিল তাঁহারা বিদ্রোহী হইলেন এবং যাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা পলায়ন করিলেন। নরপতি এই সংবাদ শ্রবণে এসিয়ার সমস্ত সেনানী ও ক্ষত্রপদিগকে লিখিলেন যে পত্রপাঠ মাত্র তাঁহারা সমস্ত বেতনভুক সৈনিককে পদচ্যুত করিবেন। যখন আলেকজান্দার এই সময়ে সালমোস্ নামক সমুদ্রতীরস্থ নগরে অভিনয় দর্শনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন যে সৈন্যদল সমুদ্রতীরের পার্শ্বে পার্শ্বে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তাহাদের কর্ম্মচারীরা বন্দরে অবতরণপূর্ব্বক একেবারে রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসিদনীয়গণ তাহাদের পুরাতন সঙ্গীগণকে পুনরায় আপনাদের মধ্যে দেখিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং সমগ্র রঙ্গালয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। সমুদ্রযাত্রীরা বর্ণনা করিতে লাগিল,—কিরূপে

সমুদ্রে সমুদ্রবারির হ্রাসবৃদ্ধিরূপ আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ভাটা হইলে তীর সংলগ্ন বহু দ্বীপ অপ্রত্যাশিত ভাবে দৃষ্ট হয়, আবার জোয়ারের সময় এগুলি পুনরায় জলমগ্ন হয়, তীরের দিকে জোরে বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে এবং জলের উপরিভাগ শুভ্র ফেনে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু তাহাদের বিবরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য অংশ এই যে, তাহারা বহু তিমি মৎস্য দেখিয়াছে—এগুলির আকারের কথা একেবারে অবিশ্বাস্য। তাহারা এই ভয়াবহ জন্তুকে অত্যন্ত ভয় করিত; এই জন্তুগুলি যে কোন মুহূর্ত্তে পোতসমেত তাহাদিগকে ধ্বংসপথে প্রেরণ করিতে পারে এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমে জীবনের সকল আশাই পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ভয় দূর করিয়া তাহারা যখন সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অস্ত্রের ঝনঝনা ও তুরীধ্বনি সহকারে এই কোলাহল বৃদ্ধি করিয়া তুলিল, তখন জন্তুগুলি এই অদ্ভুত কোলাহলে ভীত হইয়া জলমধ্যে অন্তর্হিত হইল (১)।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ভারতীয় দার্শনিক কালানসের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন—দারিয়াসের কন্যার সহিত আলেকজান্দারের বিবাহ

নরপতি তাহাদের বিবরণ আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া সামুদ্রিক অভিযানের নেতৃবৃন্দকে ইউফ্রেটীস্ নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত আসিতে বলিলেন।

(১) 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তিনি স্বীয় সৈন্যদলের অগ্রণীরূপে বিস্তৃত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া সৌসিয়ানার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। ভারতীয় কালানস্ দর্শনে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং আলেকজান্দারও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি প্রায় এই সময়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য- রূপে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি ৭৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্যাধি কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি প্রকৃতি ও অদৃষ্টের নিকট পূর্ণমাত্রায় সুখ পাইয়াছেন সুতরাং তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এক্ষণে ব্যাধিপ্রপীড়িত হওয়ায় জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, এবং আলেকজান্দারকে অনুরোধ করিলেন "আমার জন্য এক বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করা হউক। আমি তাহাতে আরোহণ করিলে যেন আপনার ভৃত্যগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়।" আলেকজান্দার প্রথমতঃ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। চিতাসজ্জার আদেশ প্রদত্ত হইলে, যখন চিতা প্রস্তুত হইল, তখন সমগ্র সৈন্যদল এই অসাধারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সমবেত হইল; তৎপরে কালানস্ তাঁহার দর্শনের নিয়মানুসারে, অদম্য সাহসে চিতাশীর্ষে আসীন হইলে অগ্নিশিখা তাঁহার দেহ ভস্মসাৎ করিল। কোন কোন দর্শক তাঁহার বাতুলতার জন্য, কেহ বা তাঁহার কষ্ট সহিষ্ণুতার গর্ব্বের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। আবার কেহ বা তাঁহার মনের তেজ ও মরণে তাচ্ছিল্য দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নরপতি এক বিরাট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া সৌসায় উপনীত হইলেন এবং তথায় দারিয়াসের জ্যেষ্ঠাকন্যা ষ্টাটিরার পাণিগ্রহণ করিলেন।

প্লুটার্ক-লিখিত

আলেকজান্দার-জীবনী

অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়

নিসায় আলেকজান্দার

নিসার সম্মুখবর্ত্তী নদী গভীর বলিয়া যখন মাসিদোনীয়গণ নিসা-নগর আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন আলেকজান্দার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায় হতভাগ্য আমি! কেন আমি সন্তরণ শিক্ষা করি নাই?" এই বলিয়া তিনি হাঁটিয়া নদীপার হইতে উদ্যত হইলেন। তিনি নগরাক্রমণ হইতে কিঞ্চিৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, অবরুদ্ধ নগরে দূতদল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লইয়া উপনীত হইল। তাহারা তাঁহাকে রণরক্ত রঞ্জিত ও ধূলিধূসরিত বর্ম্ম পরিধান দেখিয়া বিস্মিত হইল। একখানি আসন আনীত হইলে আলেকজান্দার দূতদলের মধ্যে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম আকৌফিস্। ইনি অভ্যর্থনার শিষ্টাচার ও জাঁকজমক দেখিয়া এতই মোহিত হইলেন যে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্বদেশবাসীরা আপনার বন্ধুত্ব লাভের জন্য কি করিবে?" আলেকজান্দার উত্তর করিলেন, "তাহারা আপনাকে তাহাদের শাসনকর্ত্তা করিয়া একশত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ করিবে।" ইহাতে আকৌফিস্ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না লইয়া আপনি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে লইলে আমি সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিতে পারিব।"

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দার ও তাক্ষিলিসের শিষ্টাচার বিনিময়—আলেকজান্দার কর্ত্তৃক কতিপয় ভারতীয় দার্শনিকের পাশবন্ধনে হত্যা

কথিত আছে যে তাক্ষিলিস্ মিশর সদৃশ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। এই রাজ্যে সুন্দর গোচরভূমি ছিল এবং এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর। তাক্ষিলিস্ অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন; তিনি আলেকজান্দারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হে আলেকজান্দার, বুদ্ধিমান লোকে যে জল ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য বিবাদ ও যুদ্ধ করে, যদি তুমি তাহাই না লইতে আসিয়াছ, তবে আমরা পরস্পরের সহিত কেন যুদ্ধ করিব? আর অন্য সামগ্রী সম্বন্ধে ধরিলে (তাহাকে অর্থই বল, আর সম্পত্তিই বল) আমি যদি তোমা অপেক্ষা ধনবান্ হই, তবে আমার যাহা আছে, তাহা তোমারই হস্তে দিতেছি। কিন্তু যদি আমি তোমা অপেক্ষা দরিদ্র হই, তবে তোমার দানশীলতার জন্য ঋণী থাকিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।" আলেকজান্দার তাঁহার বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া এবং বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে দক্ষিণহস্ত অর্পণ করিয়া কহিলেন, "বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের অভ্যর্থনায় বোধ হয় তুমি মনে করিয়াছ যে, বিনা দ্বন্দ্বে আমাদের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা তোমার ভ্রম, কারণ সৎকার্য্যে আমি শেষ পর্য্যন্ত তোমার সহিত প্রতিযোগিতা করিব এবং লক্ষ্য রাখিব যাহাতে তুমি সদাশয়তায় আমাকে অতিক্রম করিতে না পার।" সেই জন্য

আলেকজান্দার তাক্ষিলিসের নিকট বহু উপহার পাইয়া ও প্রতিদানে অধিক উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে সুরাপান করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাকে সহস্র ট্যালেণ্ট মুদ্রা প্রদান করিলেন। বর্ব্বরদের নিকট ইহাতে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু আলেকজান্দারের বন্ধুবর্গ বিরক্ত হইলেন। ভারতীয় বেতনভুক্ত সৈন্য-দলে দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল। আলেকজান্দার যে নগর আক্রমণ করিতেন ইহারা দলে দলে সেই স্থানেই যাইয়া প্রাণপণে নগর রক্ষা করিত। ইহার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায় তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু পরে তাহারা যখন প্রস্থান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। ইহাই তাঁহার সামরিক যশের প্রধান কলঙ্ক (১)—কারণ তিনি অন্য সময়ে রাজার ন্যায় সভ্যসমাজের সমরের নিয়ম পালন করিয়াছেন। দার্শনিকেরা বেতনভুক্ত সৈনিক অপেক্ষা তাঁহাকে অল্প কষ্ট দেয় নাই কারণ যে সকল রাজা আলেকজান্দারের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাদিগের অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল এবং আলেকজান্দারের অধীন রাজন্যবর্গকে বিদ্রোহী হইবার জন্য উত্তেজিত করিল। আলেকজান্দার তজ্জন্য ইহাদের বহুলোককে পাশবন্ধনে হত্যা করিলেন (২)।

---

(১) এই ঘটনা মাসাগায় ঘটিয়াছিল।

(২) সিন্ধুপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ-হত্যার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়

পোরসের সহিত যুদ্ধের বিবরণ (আলেকজান্দারের স্বীয় বিবরণ)—পোরসের সহিত আলেকজান্দারের সহৃদয় ব্যবহার

পোরসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিরূপে পরিচালিত হইয়াছিল আলেকজান্দার স্বীয় পত্রে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,— দুই শিবিরের মধ্য দিয়া হাইডাস্‌পিস নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং পোরস্‌ নদীর দিকে হস্তীগুলির মুখ রাখিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত করিয়া নদীর পারাপারের পথ রক্ষা করিতেছিলেন। যাহাতে বর্ব্বরেরা ক্রমশঃ নির্ভয়ে তাঁহার গমনাগমন দর্শন করে তজ্জন্য আলেকজান্দার প্রত্যহ স্বীয় শিবিরে অত্যন্ত কোলাহল ও বিশৃঙ্খলতা করাইতেন। অবশেষে এক তমসাচ্ছন্ন ঝটিকাময়ী রজনীতে একদল পদাতিক ও নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুর নিকট হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া নদীপার হইয়া এক বৃহৎ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি সসৈন্যে আশ্রয়হীন অবস্থায় ভয়ঙ্কর ঝটিকার মধ্যে পড়িলেন, মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল এবং যদিও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বহুসৈনিক বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল তথাপি তিনি অগ্রসর হইয়া দ্বীপের অপর তীরে উপস্থিত হইলেন। বারিবর্ষণে হাইডাস্‌পিসে তখন বন্যা হইয়াছে, বেগবতী বারিধারা বিস্তৃত নব পথে ধাবমান হইয়াছে। নদীর এই নূতন গর্ভ পার হইবার সময়ে তলদেশ বন্ধুর ও পিচ্ছিল বলিয়া তিনি অতি কষ্টে পদ স্থির রাখিতে পারিলেন।

কথিত আছে যে, আলেকজান্দার এই স্থানেই বলিয়াছিলেন "হে এথেনীয়গণ! তোমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিবার জন্য আমি কিরূপ বিপদের মুখে অগ্রসর হই তাহা কি তোমরা জান?" অনিসিক্রিটসের মতে ইহা সত্য কিন্তু আলেকজান্দার স্বয়ং এইমাত্র বলেন যে, তিনি ও তাঁহার লোকে ভেলা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্র দ্বিতীয় জলধারার মধ্যে আবক্ষ জলে নামিয়া পড়িলেন। উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বয়ং পদাতিকদলের কুড়ি ষ্টাডিয়া অগ্রে গমন করিতে-ছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, শত্রু কেবল অশ্বারোহী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সহজেই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন; কিন্তু যদি তাহারা সমগ্রবাহিনী লইয়া অগ্রসর হয় তবে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি পদাতিকদল রণক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার উভয় সিদ্ধান্তই ঠিক, কারণ তিনি শত্রুর একসহস্র অশ্বারোহী ও ষাইটখানি রথ দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং ৪০০ অশ্বারোহীকে নিহত ও সমস্ত রথারোহীকে বন্দী করিলেন। পোরস্ এইরূপে বুঝিতে পারিলেন যে আলেকজান্দার নদী পার হইয়াছেন। মাসিদনীয়গণ বিপরীত কূল হইতে নদী পার হইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া শিবির-রক্ষার্থ কতিপয় সৈনিক রাখিয়া পোরস্ সমগ্রবাহিনী লইয়া আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আলেকজান্দার শত্রুর সংখ্যাধিক্য ও হস্তীগুলির ভয়ে শত্রুকে সম্মুখে আক্রমণ না করিয়া স্বয়ং বামপার্শ্বে আক্রমণ করিলেন এবং কৈনস্‌কে দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণের আদেশ করিলেন। উভয় পার্শ্ব ভগ্ন হইলে শত্রুদল স্থানচ্যুত হইয়া যেখানে মধ্যভাগে হস্তীগুলি স্থাপিত ছিল তথায় সকলেই সমবেত হইল। যুদ্ধ এরূপ অদম্যভাবে চলিয়াছিল যে, অতি প্রত্যূষ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত

ভারতীয়গণ যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন আর বাধাপ্রদানের চেষ্টা বিফল জানিয়া তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল। যুদ্ধের এই বিবরণ স্বয়ং প্রধান অভিনেতৃকর্তৃক তাঁহার পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক-গণ এ বিষয়ে একমত যে, পোরস্ দৈর্ঘে ৪॥৹ হস্ত পরিমিত, এবং একজন সাধারণ অশ্বারোহীর সহিত তাহার অশ্বের যেরূপ অনুপাত, পোরস্ যে হস্তীর উপরে আরূঢ় ছিলেন তাহা তাঁহার বৃহত্তম হস্তী হইলেও তাঁহার বিশাল কায়ার সহিত এই হস্তীরও সেই অনুপাত। এই হস্তীর আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল এবং সে তাহার রাজকীয় প্রভুর জন্য যথেষ্ট যত্ন লইত। যতক্ষণ ইহার শক্তি ছিল ততক্ষণ সে তাহার প্রভুকে আক্রমণকারী হইতে রক্ষা করিয়াছে ও তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছে কিন্তু যখন সে বুঝিত পারিল যে তাহার প্রভুর অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তখন সে ধীরে ধীরে জানুপাতিয়া বসিয়া প্রভুর দেহ হইতে বাণগুলি আস্তে আস্তে শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। পোরস্ বন্দী হইলে আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন ?" পোরস্ উত্তর করিলেন, "রাজার ন্যায়"। আর কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা, আলেকজান্দার পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পোরস্ প্রত্যুত্তর দিলেন, "আমার সমস্ত প্রার্থনা, "রাজার ন্যায়" এই কথার মধ্যেই নিহিত আছে।" তৎপরে আলেকজান্দার কেবল যে তাঁহাকে ক্ষত্রপ উপাধি দিয়া স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা নহে, যে সকল প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহার অধিবাসিগণকে পরাভূত করিয়া এক বৃহৎ প্রদেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়াছিলেন। এই

প্রদেশে ১৫টি জাতি, ৫০০০ বৃহৎ নগর ও অসংখ্য গ্রাম আছে। তিনি ইহার তিনগুণ বৃহৎ এক প্রদেশ জয় করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু ফিলিপস্‌কে তথায় ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন (১)।

একষষ্টিতম অধ্যায়

বৌকেফেলাসের মৃত্যু ও তজ্জন্য আলেকজান্দারের শোক

পোরসের সহিত যুদ্ধের পরে (ঠিক অনতিবিলম্বেই নহে, কিয়ৎ-কাল অতীত হইলে) যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতে বৌকেফেলাসের মৃত্যু হয়। এইরূপ বিবরণই প্রায় সকল ঐতিহাসিকই প্রদান করেন, কিন্তু অনিসিক্রিটস্ বলেন যে, বার্দ্ধক্য ও অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন ত্রিংশৎবর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহার মৃত্যুতে আলেকজান্দার গভীর শোক পাইয়াছিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধু ও সঙ্গীর মরণে যেরূপ হয়, আলেকজান্দার ইহাতেও সেইরূপ মর্ম্মে ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার সম্মানের জন্য হাইডাস্‌পিস্ নদীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া "বৌকেফেলিয়া" বলিয়া তাহার নামকরণ করিলেন। ইহাও বিবৃত হইয়াছে যে, আলেকজান্দার পেরিটাস্ নামে একটি কুক্কুরকে পালন করিয়াছিলেন, এবং সে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল; ইহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই কুক্কুরের নামে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। সোটিয়ন্ বলেন তিনি লেস্‌বস্ নগরের পোটামোনের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

---

(১) বান্‌বারী বলিয়াছেন যে এই বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

গঙ্গাতীরে অগ্রসর হইতে সৈনিকদলের অস্বীকার—আলেকজান্দারের প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রমে বেদী নির্ম্মাণ—আন্দ্রোকোট্টসের অভিমত

পোরসের সহিত যুদ্ধে মাসিদনীয়গণের উৎসাহ এমন দমিয়া গেল যে, তাহারা ভারতবর্ষে আর অধিক অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইল। যখন তাহারা কেবলমাত্র ২০০০০ পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহীর সৈন্যদলকে অতি কষ্টে পরাভূত করিয়াছে, তখন আলেকজান্দার গঙ্গা নদী (১) পার হইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহারা দৃঢ়ভাবে আলেকজান্দারের কথায় প্রতিবাদ করিল। তাহারা শুনিয়াছিল যে, এই নদীর বিস্তৃতি ৩২ ষ্টাডিয়া ও গভীরতা ২০০ গজ এবং ইহার অপর তীর সশস্ত্র সৈনিক, অশ্ব ও হস্তী কর্তৃক সুরক্ষিত। গণ্ডারিডাই ও প্রাইসিয়াইদিগের রাজারা ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ৮০০০ রথ ও ৬০০০ হস্তী লইয়া আলেকজান্দারের আগমনের প্রতীক্ষায় আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে; কারণ কিয়ৎকাল পরে আণ্ড্রোকোট্টস্ (২) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেলুকস্‌কে ৫০০ হস্তী উপহার দিয়া ৬,০০০,০০ সৈন্যসহ সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন।

---

(১) প্লুটার্কের ন্যায় ইরিথ্রিয়ান্ সাগরের গ্রন্থকারও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

(২) চন্দ্রগুপ্ত।

আলেকজান্দার প্রথমে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহাকে গঙ্গাপার হইবার সঙ্কল্পচ্যুত করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন পশ্চাদ্বর্ত্তন ও পরাজয় স্বীকার উভয়ই সমান। কিন্তু অবশেষে তিনি বন্ধুবর্গের অনুরোধে ও পট্টাবাস দ্বারে ক্রন্দনকারী সৈন্যগণের মিনতিতে প্রণোদিত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ দেশীয় লোকের মধ্যে স্বীয় যশ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কতক-গুলি অন্যায় কৌশল উদ্ভাবন করিলেন; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি সৈন্যের জন্য অস্ত্র এবং অশ্বের জন্য বল্গা ও মন্দুরা অসাধারণ আকারের নির্ম্মাণ করাইয়া দেশের মধ্যে যেখানে সেখানে রাখিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের উদ্দেশে বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলিকে প্রাইসিয়াইদিগের রাজারা এখনও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক প্রথায় তথায় বলি প্রদান করিলেন। আণ্ড্রাকোট্টস্ তখন মাত্র যুবক ছিলেন- তিনি স্বয়ং আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পরে বলিতেন যে, আলেকজান্দার অনায়াসে সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিতেন কারণ রাজা দুর্নীতিপরায়ণ ও নীচকুলোদ্ভব বলিয়া প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত (৩)।

---

(৩) একমাত্র প্লুটার্কই উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্রোতাভিমুখে নদীপথে যাত্রা ও পথিমধ্যে কয়েকটী জাতির পরাভব—মাল্লয়দিগের রাজধানীতে তাঁহার সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্তি—আহতস্থান হইতে বাণ নিষ্কাসন—তাঁহার আরোগ্য লাভ

বহিঃসমুদ্র দেখিবার বাসনায় তথা হইতে অগ্রসর হইয়া আলেকজান্দার ভেলা ও ক্ষেপণীযুক্ত তরী নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি ধীরে ধীরে স্রোতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই নদীপথে যাত্রা আলস্যে বা বিনা যুদ্ধে নির্ব্বাহিত হয় নাই; কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে তরী হইতে অবতরণ করিতেন এবং তত্রস্থ নগর আক্রমণ করিয়া নগরবাসীকে পরাস্ত করিতেন। কিন্তু তিনি মাল্লয় জাতিদের মধ্যে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। এই মাল্লয়গণ ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমরপ্রিয় জাতি। তাহাদের নগর অবরোধ কালে শত্রুপক্ষের যোদ্ধৃদলকে অস্ত্রনিক্ষেপে প্রাচীর হইতে তাড়াইয়া দিয়া তিনিই প্রথমে সোপান সংযোগে প্রাচীর শীর্ষে উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে সোপান ভগ্ন হওয়ায় তিনি প্রায় একাকী পরিত্যক্ত হইলেন এবং বর্ব্বরগণ দুর্গ মধ্যে প্রাকার পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন হইতে তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করায় তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইতে লাগিলেন।

তজ্জন্য তিনি লম্ফ প্রদান করিয়া শত্রু মধ্যে পতিত হইলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পদদ্বয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিলেন। তাঁহার অস্ত্র-চালনা কালীন অস্ত্রের চাকচিক্য দেখিয়া বর্ব্বরগণ মনে করিল যে বিদ্যুদ্দাম বা কোন অতিপ্রাকৃত জ্যোতিঃ তাঁহার দেহের চতুষ্পার্শে খেলিতেছে। তজ্জন্য তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল কিন্তু দুই জন মাত্র অনুচর তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বর্শা ও তরবারিসহ আক্রমণ করিল। অপর একব্যক্তি দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া এত জোরে একটি তীর নিক্ষেপ করিল (১) যে তাহা তাঁহার বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষের অস্থিতে বিদ্ধ হইল। তিনি আহত হইয়া টলিতে টলিতে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলে বর্ব্বর নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে তাঁহাকে বধ করিতে ধাবমান হইল। পিউকেষ্টাস্ ও লিয়েয়স্ (২) আলেকজান্দারকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; উভয়েই আহত হইল, এক জনের আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল; পিউকেষ্টাস্ বাঁচিয়া থাকিয়া কিয়ৎপরিমাণে বাধা দিতে লাগিল এবং আলেকজান্দার ভারতবাসীকে স্বহস্তে বধ করিলেন। আলেকজান্দার বহুস্থানে আহত হইয়াছিলেন, অবশেষে গ্রীবাদেশে গদাঘাতে আহত হইয়া অবলম্বনস্বরূপ প্রাচীর গাত্রে অবলম্বন দিয়া শত্রুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে মাসিদোনীয়গণ আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পটমণ্ডপে লইয়া গেল। শিবিরের সর্ব্বত্র

---

(১) ভারতীয়গণ যে তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) কার্টিয়াস্ ইহাকে টিসিয়াস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনুচর-বর্গ বহুকষ্টে বাণের কাষ্ঠদণ্ড কর্ত্তন করিয়া বক্ষস্ত্রাণ উন্মোচন করিতে সমর্থ হইল। তৎপরে তাহাদিগকে তাঁহার পঞ্জরাস্থিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন বক্রশীর্ষ বাণের অগ্রভাগ নিষ্কাশন করিতে হইল। এই বাণের অগ্রভাগ ৩ অঙ্গুলি প্রশস্ত ও ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ইহা নিষ্ক্রান্ত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুর দ্বারের অতি নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। যখন তাঁহার আর কোন জীবনের আশঙ্কা ছিল না অথচ দুর্ব্বল ছিলেন তখন যাহাতে তিনি স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বহুদিবস ব্যাপিয়া সেইরূপ ভাবে জীবনযাপন করিতে হইত। এই সময়ে একদিন তিনি পটমণ্ডপের বহির্দ্দেশে গোলমাল শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাসিদনীয়গণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া তাহাদের নিকট বাহিরে আসিলেন। দেবতাগণকে বলিপ্রদান করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইলেন এবং অগ্রসর হইবার পথে অনেক বহু বিস্তৃত প্রদেশ ও বৃহৎ নগর অধিকার করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ভারতীয় যোগীদের সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ

যে সকল যোগী সাব্বস্‌কে (১) বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং অন্যরূপে মাসিদোনীয়গণের বহু অনিষ্ট করিয়াছিল

(১) আরিয়ান্ ইঁহাকে সাম্বস্ বলিয়াছেন।

আলেকজান্দার তাহাদের মধ্যে ১০ জনকে ধরিয়া আনাইলেন। ইহারা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিবার কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদের সমাধানের জন্য কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে প্রথমে ঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হইবে তাহার প্রাণনাশ করিয়া অপর সকলকে ক্রমে ক্রমে বধ করিব।"

তিনি প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাদিগকে তুমি সংখ্যায় অধিক বিবেচনা কর, জীবিত না মৃত?" তিনি উত্তর দিলেন, "জীবিত, কারণ মৃতেরা নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "কোথায় বৃহত্তম প্রাণী জন্মে, সমুদ্রে না স্থলে?" সে উত্তর করিল, "স্থলে, কারণ সমুদ্র স্থলেরই অংশ।"

তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "পশুর মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর?" সে উত্তর দিল, "মানুষের সহিত এখনও তাহার পরিচয় নাই।"

চতুর্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কেন সাব্বাস্‌কে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলে?" সে উত্তর করিল, "কারণ আমি তাহাকে সসম্মানে জীবনধারণ বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বলিয়াছিলাম।"

পঞ্চম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "প্রথমে কি ছিল বলিয়া তোমার বিবেচনা হয়, দিন না রাত্রি?" সে বলিল, "দিন একদিন আগে হইয়াছিল।" প্রশ্নের এইরূপ সমাধানে আলেকজান্দার বিস্মিত হইলে সে বলিল, "অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।"

তৎপরে আলেকজান্দার ষষ্ঠ ব্যক্তির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মানুষ কেমন করিয়া প্রিয় হইতে পারে?" সে বলিল, "অত্যধিক ক্ষমতা থাকিলেও যদি সে সকলের ভয়োৎপাদন না করে।"

অবশিষ্ট তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানব কেমন করিয়া দেবতা হইতে পারে?" সে উত্তর করিল, "মানুষের পক্ষে যাহা অসাধ্য সেইরূপ কার্য্য করিয়া।"

অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "দুয়ের মধ্যে কে বলবান্, জীবন না মৃত্যু?" সে বলিল, "জীবন, যেহেতু জীবন এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে।"

সর্ব্বশেষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "মানুষ কতদিন সসম্মানে জীবন ধারণ করিতে পারে?" সে বলিল, "যতদিন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় না হয়।"

তখন আলেকজান্দার বিচারকের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "প্রত্যেকেই অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট উত্তর দিয়াছে।" আলেকজান্দার বলিলেন, "তোমার যখন এইরূপ অভিমত তখন তোমাকেই প্রথমে বধ করা হইবে।" তিনি নিবেদন করিলেন, "হে রাজন্, অঙ্গীকার ভঙ্গ না করিলে, তাহা হইতে পারে না। কারণ তুমি বলিয়াছিলে যে, যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উত্তর দিবে তাহাকেই প্রথমে বধ করা হইবে (২)।"

---

(২) ভারতীয় দার্শনিক সম্বন্ধে 'সমসাময়িক ভারত' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ভারতীয় যোগী কালানস্ ও দান্দামিসের সহিত অনিসিক্রিটসের কথোপকথন—কালানসের সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ

তৎপরে আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং যে সকল যোগী শান্তভাবে নির্জ্জনে বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট অনিসিক্রিটস্‌কে পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই অনিসিক্রিটস্ মানবদ্বেষী ডায়োজিনিসের মতাবলম্বী দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলেন যে, ইহাদের মধ্যে কালানস্ নামক একব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধত ও অসভ্যভাবে পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে বলিলেন; নতুবা তিনি জিয়াস্‌দেবের নিকট হইতে আসিলেও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবেন না। দান্দামিস্ তদপেক্ষা নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে সক্রেটিস্, পাইথাগোরাস্ ও ডায়োজিনিসের কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহারা প্রতিভাবান্ লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাঁহারা দেশের আইনের প্রতি অত্যধিক সম্মান বশতঃ আইনের ব্যবস্থা মত তাঁহাদের জীবন চালিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্য লেখকেরা বলেন যে, তিনি "আলেকজান্দার এতদূর কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক তাক্ষিলিস্ কালানস্‌কে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে সম্মত করিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম "স্ফীনিস্" কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি "কালে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন (গ্রীক "চাইরীন" কথার ভারতীয় প্রতিশব্দ, ইহার অর্থ "তোমার মঙ্গল হউক") তজ্জন্য গ্রীকগণ তাঁহাকে "কালানস্" আখ্যা দিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি এই দার্শনিক আলেকজান্দারকে তাঁহার সাম্রাজ্যের নিদর্শন দেখাইয়া ছিলেন। তিনি একখণ্ড শুষ্ক ও সঙ্কুচিত চর্ম্ম ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রান্তে তাঁহার পদ স্থাপন করিলেন। এই চর্ম্মখণ্ডের একস্থানে পদ পড়িবামাত্র, অপর সকল স্থান উঠিয়া পড়িল। তৎপরে তিনি ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেখাইলেন যে, তিনি যে স্থানেই পদস্থাপন করুন না কেন এইরূপই ঘটিবে, তিনি অবশেষে মধ্যস্থলে পদস্থাপন করিলে সমগ্র চর্ম্মখণ্ড ভূমির উপরে সমতলভাবে রহিল। এই নিদর্শনের উদ্দেশ্য আলেকজান্দারকে দেখান যে, তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে সমগ্র রাজ্য শাসন করিবেন, দূর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিবেন না (১)।

---

(১) 'সমসাময়িক ভারত' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দার্শনিকগণের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্কিলৌষ্টিস্ দ্বীপে গমন—তথা হইতে নৌকাপথে সমুদ্র দর্শন—গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে পথি-মধ্যে তাঁহার সৈন্যদলের ক্লেশ ও ক্ষতি—ক্ষত্রপগণ কর্ত্তৃক সাহায্য প্রেরণ

আলেকজান্দারের নদীপথে সমুদ্রে গমন করিতে ৭ মাস লাগিয়াছিল। সমুদ্রে উপনীত হইয়া তিনি এক দ্বীপের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি এই দ্বীপের নাম রাখিলেন "স্কিলৌষ্টিস্" (১) কিন্তু ইহা সাধারণতঃ স্কিলৌটিস্ নামে পরিচিত। এই স্থানে পোত হইতে অবতরণ করিয়া তিনি দেবগণের পূজা এবং নিকটস্থ সমুদ্র ও কূলের ভিতর যতদূর যাইতে পারেন তাহার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কোন মানব তাঁহার অভিযানের সীমা কখনও অতিক্রম করিতে না পারে। তিনি ভারতবর্ষকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া সমুদ্রতীরের নিকট দিয়া তাঁহার পোতবাহিনীকে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন, এবং নিয়ার্কাস্‌কে প্রধান অধ্যক্ষ ও অনিসিক্রিটস্‌কে প্রধান পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করিলেন। তিনি স্বয়ং সসৈন্যে স্থলপথে ওরিটাইদিগের দেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের

---

(১) আরিয়ান্ ইহাকে কিলোট্টা বলিয়াছেন। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

জন্য যাত্রা করিলেন। এই দেশে তিনি খাদ্যাভাবে এত কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং এত সৈন্য হারাইলেন যে, যদিও তিনি ১২০,০০০ পদাতিক ও ১৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষ হইতে চতুর্থাংশ সৈন্য লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মারাত্মক ব্যধি, জঘন্য খাদ্য ও ভয়ানক রৌদ্রে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিল। অধিকাংশ লোকে কেবল অনাহারে প্রাণ হারাইল, কারণ তাহাদের পথে আকর্ষিত প্রদেশে অত্যন্ত জঘন্য অসভ্য লোকের বাস ছিল। ইহারা এক প্রকার ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জাতীয় মেষ পালন করিত; এই মেষগুলি সামুদ্রিক মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত এবং এই জন্য তাহাদের মাংসে এক প্রকার তীব্র অসহ্য বিস্বাদ হইত। সেই জন্য তিনি অতি কষ্টে ষষ্টিদিবসে এই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গেড্রোসিয়ায় উপনীত হইলেন। এখানে সকল লোককে নিকটস্থ প্রদেশের রাজা ও ক্ষত্রপ কর্তৃক প্রেরিত প্রচুর খাদ্য দেওয়া হইল।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দার ও তৎসৈন্যের পান ভোজনোৎসবে যোগদান

শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সৈন্যগণকে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিতে দিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া ৭ দিবস ব্যাপিয়া কার্ম্মেনিয়ার মধ্য দিয়া পানোৎসবের শোভাযাত্রা করিলেন। তিনি স্বয়ং অনুচরের সহিত

অষ্টাশ্ব-চালিত উচ্চ আয়তাকারের মঞ্চোপরি স্থাপিত মঞ্চে বসিয়া দিবারাত্র পান ভোজনে মত্ত হইলেন। এই শকটের পশ্চাতে অন্যান্য বহু শকট ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলিতে লাল রঙের যবনিকা ও কারুকার্য্য-খচিত চন্দ্রাতপ ছিল। অপর কতকগুলিতে সদ্যঃ সংগৃহীত হরিদ্বর্ণের বৃক্ষ শাখা খিলানের আকারে সাজান ছিল। এই সকল শকটে আলেকজান্দারের অপর বন্ধুবর্গ ও কর্ম্মচারী মাল্যদানে শির শোভিত করিয়া সুরাপান করিতেছিলেন। কাহারও নিকট শিরস্ত্রাণ চর্ম্ম বা বর্শা দৃষ্টি হয় নাই; কেবল সমস্ত পথে সৈনিকগণ বৃহৎ সুরাপাত্রে পেয়ালা, শৃঙ্গ ও মৃৎপাত্র ডুবাইয়া কেহ কেহ পথ চলিতে চলিতে কেহ বা পথিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে সুরাপান করিতেছিল। তাহারা যেখানে যাইতেছিল সেইখানেই বীণা ও বংশীরব এবং প্রফুল্ল নৃত্যগীতোন্মত্ত রমণীগণের স্বরলহরী উঠিতেছিল। এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে গমন কালে সৈনিকদল সুরাপানান্তে এরূপ অশ্লীল কৌতুক করিতেছিল যেন স্বয়ং ডায়োনিসস্ তাহাদের আনন্দের শোভাযাত্রার দলে অবস্থান করিতেছেন। আলেকজান্দার গেড্রোসিয়ার রাজধানীতে উপনীত হইয়া সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার বিশ্রামার্থ অবকাশ দিলেন এবং পানভোজনোৎসবে আপ্যায়িত করিলেন।

যাষ্টিন

দ্বাদশখণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

আলেকজান্দারের নিসা ও মেরস্ পর্ব্বত দর্শন—রাণী ক্লিওফিসের বশ্যতা ও আলেকজান্দার কর্ত্তৃক আয়র্ণস্ গিরি অধিকার

তৎপরে আলেকজান্দার, সমুদ্র ও দূরতম প্রাচ্যদেশকে স্বরাজ্যের সীমান্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যদলের সাজসজ্জা যাহাতে তাঁহার মহৎকার্য্যের অনুরূপ হয় তজ্জন্য তিনি অশ্বের ভূষণ ও সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র রৌপ্যখচিত করিলেন। তাহাদের ঢালগুলি রৌপ্যখচিত ছিল বলিয়া তিনি তৎপরে তাঁহার সৈন্যদলকে "আর্জিরাস্পিড্স্" আখ্যা দিলেন। নিসানগরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে নগরবাসী তাঁহাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না। ফাদার বেকাস কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি নগরবাসীর জীবন-রক্ষার আদেশ দিলেন। ঐ দেবতার ন্যায় সামরিক অভিযান করিতে পারিয়াছেন এমন কি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন। তৎপরে তিনি পবিত্র গিরি দর্শন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এই গিরি অনুকূল জল বায়ুর গুণে দ্রাক্ষা ও আইভি লতায় মণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যেন কৃষকদল সযত্নে ইহাকে সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া তুলিয়াছে। সৈন্যদল পর্ব্বতে উপনীত হইয়া বেকাস্ দেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে

হঠাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আবেগে গর্জ্জন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নরপতি বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, নগরবাসীর প্রাণদান করিয়া তিনি তাহাদের অপেক্ষা সৈন্যদলের অধিক উপকার করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে দায়দালি পর্ব্বত ও রাজ্ঞী ক্লিওফিসের রাজ্যে অগ্রসর হইলেন। রাজ্ঞী স্বীয় রাজ্য আলেকজান্দারকে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গী হইতে দিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা স্বীয় সাহসে করিতে পারেন নাই তাহা রূপজমোহে সাধিত হইল। রাজ্ঞী এই সহবাসজাত পুত্রের নাম রাখিলেন আলেকজান্দার। ইনিই পরে এক ভারতীয় রাজারূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ক্লিওফিস্ সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবাসীকর্ত্তৃক অসতীরাণী নামে অভিহিত হইলেন। যখন আলেকজান্দার ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়া এক আশ্চর্য্য আকারের বন্ধুর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অবগত হইলেন যে, হার্কু্ইলিস্ ভূমিকম্পের জন্য এই পর্ব্বত অধিকার করিতে বিরত হইয়াছিলেন। এই পর্ব্বতে বহু লোক পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হার্কু্ইলিসের অবদানকেও অতিক্রম করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও বিপদের পরে গিরি অধিকারে সমর্থ হইলেন। তৎপরে ঐ অঞ্চলের সকল জাতি বশ্যতা স্বীকার করিল (১)।

---

(১) এই সকল ঘটনাই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পোরসের পরাজয়—নিকাইয়া ও বৌকেফেলা নগর নির্ম্মাণ—আড্রেষ্টাই, গেষ্টিয়ানি, প্রাসিডাই ও গঙ্গারিডাই জাতির পরাভব—কুফাইতিস্ (বেয়াস্) পর্য্যন্ত অগ্রসর—সৈন্যদলের আর অধিক অগ্রসরে অনিচ্ছায় প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মতি—অগ্রসর হওয়ার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন

পোরস্ নামক জনৈক ভারতীয় রাজা আলেকজান্দারের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই পোরস্ শারীরিক শক্তি ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তদনুযায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি মাসিদনীয়গণকে আক্রমণ করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন এবং মাসিদনীয়গণের রাজা যেন তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু এইরূপভাবে মাসিদনীয়গণের নিকট তাহাদের রাজাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে বলিলেন। আলেকজান্দার অনতিবিলম্বে যুদ্ধে যোগদান করিলেন কিন্তু প্রথম আক্রমণে তাঁহার অশ্ব আহত হওয়ায় তিনি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার সহচরবর্গ তাঁহার সাহায্যার্থ ত্বরায় আগমন করায় তিনি রক্ষা পাইলেন। পোরসও অসংখ্য আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হওয়ায় বন্দী হইলেন। তিনি এই পরাজয়ে এতই মর্ম্মাহত হইলেন যে, তিনি বিজেতার নিকট প্রাণ পাইয়াও খাদ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন না বা তাঁহার ক্ষতস্থান ধৌত করিতে

দিলেন না। এমন কি তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে অনুরোধ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। আলেকজান্দার তাঁহার বীরত্বের খাতিরে তাঁহাকে নিরাপদে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এইস্থানে দুইটি নগর স্থাপন করিলেন, একটির নাম নিকাইয়া, অপরটির নাম তাঁহার অশ্বের নামানুযায়ী বৌকেফেলা। তিনি তথা হইতে অগ্রসর হইয়া আড্রেষ্টাই, গেষ্টয়ান্, প্রাইসিডাই ও গঙ্গারিডাইদের বহু সৈন্য সংহার পূর্ব্বক এই সকল জাতিকে পরাজিত করিলেন। তিনি কুফাইতিস্ (১) নদীতীরে উপস্থিত হইলে (এইস্থানে শত্রুপক্ষ ২০০,০০০ পদাতিকসহ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন) তাঁহার সৈন্যদল অসংখ্য যুদ্ধজয় ও অবিরত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই সমরের সমাপ্তি করিতে তাঁহাকে সাশ্রুনয়নে মিনতি করিল। তাহারা তাঁহাকে জন্মভূমির কথা ও তথায় প্রত্যাগমনের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহার সৈনিকদলের যত বয়ঃক্রম হইয়াছে, যতটুকু আয়ু আছে তাহা সকলের গৃহে প্রত্যাগমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাও স্মরণ করিতে বলিল। কেহ কেহ তাহাদের শুক্ল কেশ দেখাইল, কেহ কেহ তাহাদের ক্ষত-চিহ্ন দেখাইল, অপরে তাহাদের জরাজীর্ণ ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখাইল। তাহারা বলিল তাহাদের ন্যায় আর কোন ব্যক্তি দুইজন রাজা ফিলিপ্ ও আলেকজান্দারের অধীনে অবিরত কার্য্য করে নাই। তাহারা যে তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেনা তাহা বার্দ্ধক্য-জনিত অক্ষমতা নিবন্ধন, অনিচ্ছার জন্য নহে ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি যেন তাহাদের কঙ্কালসার দেহগুলি লইয়া গৃহে যাইতে আদেশ দেন যাহাতে তাহাদের দেহ পিতৃপুরুষের সহিত একস্থানে সমাহিত

(১) ইহা হাইফাসিস্ নদী।

হইতে পারে। যদি তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে নিষ্কৃতি না দেন তথাপি তিনি আপনাকে যেন নিষ্কৃতি দেন; গুরুতর পরীক্ষায় ফেলিয়া ভাগ্য বিধাতার ধৈর্য্যচ্যুতি করা উচিত নহে। এই যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি তাঁহার মনে লাগিল। তিনি যেন জয়ের চরমলক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন মনে করিয়া, এক অসাধারণ আয়তনের অত্যুৎকৃষ্ট শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে শত্রুদলও ইহার বিশালতা দর্শনে ত্রাসিত হইবে এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাঁহাকে বিস্ময়ে পূজা করিবে। এই শিবির নির্ম্মাণে সৈন্যদলের যেরূপ তৎপরতা দেখা গিয়াছিল সেরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইলে তাহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল।

নবম অধ্যায়

পঞ্জাবের নদীপথে আলেকজান্দারের সমুদ্রযাত্রা এবং হিয়াকেন্‌সানী, সিলিয়াই, আম্বি ও সিগাম্বি জাতির পরাভব—ইহাদের এক দুর্গ আক্রমণে তাঁহার সাঙ্ঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি

আলেকজান্দার তথা হইতে আকিসাইন্ নদীপথে (১) সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে হার্কুইলিস্-স্থাপিত হিয়াকেন্‌সানী ও সিলিয়াই (২) নামক দুইটী জাতির বশ্যতা গ্রহণ করিলেন। আরও

(১) প্রকৃতপক্ষে ইহা হাইডাস্‌পিস্।

(২) সিলিয়াই—শিবি; আম্বি—মল্ল, সিগাম্বি—অক্সিড্রিকাই।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি আম্বি ও সিগাম্বি নামক দুইটি জাতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহারা ৩০,০০০ পদাতিক ও ৬০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তিনি ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ইহাদের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রাচীরে আরোহণ করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, কোন রক্ষক নগরে নাই। তখন তিনি কোন অনুচর সঙ্গে না লইয়া প্রাচীরের পাদ-মূলে সমতল ভূমিতে লম্ফপ্রদান করিলেন। তিনি একাকী রহিয়াছেন শত্রুপক্ষ ইহা লক্ষ্য করিয়া ভীমগর্জ্জনে নগরের চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। যদি সম্ভব হয় তবে একব্যক্তির মরণে পৃথিবীর সমরেব সমাপ্তি করিবে এবং বহু আক্রান্তজাতির প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আলেকজান্দার অপ্রতিহত বেগে আত্মরক্ষা এবং একাকী সহস্র শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগণ্য শত্রু, অবিরত অস্ত্রনিক্ষেপ ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কিছুতেই তাঁহাকে দমিত করিতে পারে নাই এবং তিনি একাকী হইলেও সহস্র সহস্র আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিয়া পলায়নে বাধ্য করিলেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও সত্যঘটনা। যখন তিনি বুঝিলেন যে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন তিনি পরাস্ত হইতেছেন তখন তিনি প্রাচীর সন্নিহিত এক বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ এইরূপে সঙ্কটাবস্থায় পতিত থাকিলে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ প্রাচীর হইতে লম্ফপ্রদান করিল। ইহার মধ্যে বহুলোকে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিহত হইল এবং যে পর্য্যন্ত প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সৈন্যদল তাঁহার উদ্ধারার্থ প্রবেশ না করিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত ছিল। এই

যুদ্ধে আলেকজান্দারের বক্ষের নিম্নদেশে এক বাণ বিদ্ধ হয়। রক্তস্রাব নিবন্ধন তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইলেও তিনি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বাণবিদ্ধ হইলে তাঁহার যেরূপ মূর্চ্ছা হইয়াছিল, অস্ত্রপ্রয়োগের সময় তাঁহার তদপেক্ষা মারাত্মক মূর্চ্ছা হইল।

দশম অধ্যায়

রাজা আম্বিগেরসের (সাম্বস্ ?) নগরে আলেকজান্দারের আগমন—তথায় বিষাক্তবাণে টলেমীর আঘাতপ্রাপ্তি —আলেকজান্দারের স্বপ্নে প্রতিষেধক ঔষধ প্রাপ্তি —সিন্ধুসঙ্গমে বার্কে নগর প্রতিষ্ঠা—ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বাবিলনে প্রত্যাগমন

তাঁহার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা অল্প ছিল কিন্তু অবশেষে তিনি সুস্থ হইয়া পলিপার্কন্‌কে সৈন্যদলের অংশসহ বাবিলনে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় সুনির্ব্বাচিত বান্ধব সহ তিনি সমুদ্রোপকূল হইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা আম্বিগেরসের (১) নগরের অধিবাসিবৃন্দ অবগত হইয়াছিল যে, আলেকজান্দারের দেহ অস্ত্র দ্বারা অভেদ্য। সেই জন্য তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তীরগুলি বিষাক্ত

(১) সম্ভবতঃ অম্বি।

করিল। এই প্রকার মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা তাহারা বহু শত্রুসৈন্ত হত ও তাহাদিগকে প্রাচীরের উপর হইতে হইতে দূরীভূত করিল। আহতদের মধ্যে টলেমী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি মরণোন্মুখ অবস্থায় একটি ওষধি সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। নরপতি এই ওষধির কথা স্বপ্নে অবগত হইয়াছিলেন। সৈন্যদলের অধিকাংশ ব্যক্তি এই ওষধি সেবনেই রক্ষা পাইয়াছিল। আলেকজান্দার নগর অধিকার করিয়া সমুদ্রের পূজা করিয়া স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুর মুখে উপনীত হইলেন। তৎপরে বিজেতা যেরূপ নিজ রথে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করেন, তিনিও তদ্রূপ নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ নির্দ্ধারণ করিলেন। বস্তুতঃ, তিনি পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলে মরুভূমি ও অনতিক্রম্য সমুদ্র তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। তাঁহার কার্য্যাবলীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি বার্কে (২) নামক নগর সংস্থাপন করিলেন। তিনি বহু বেদী নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে একজন বন্ধুকে সমুদ্রোপকূলস্থ ভারতীয়গণের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। স্থলপথে গৃহে প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইয়া এবং পথিমধ্যে মরুভূমি আছে অবগত হইয়া তিনি সুবিধাজনক স্থানে কূপ খনন করিলেন। এই সকল কূপে প্রচুর জল থাকায় তিনি বাবিলনে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

(২) এই নগর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

পঞ্চদশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

সেলুকস্ নিকেটরের ভারতবর্ষে প্রবেশ—সান্দ্রাকোটসের সহিত সন্ধি

আলেকজান্দারের সেনাপতিগণের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্য বিভক্ত হইবার পরে সেলুকস্ নিকেটর পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বাবিলন অধিকার করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত সৈন্য লইয়া বাকৃট্রিয়া অধিকার করিলেন। তিনি তৎপরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে কণ্ঠদেশ মুক্ত করিয়া অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বধ করিয়াছিল। সান্দ্রাকোটাস্ নামক অধিনায়কই এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতিকে বৈদেশিক অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার বিজয়ান্তে অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে সেই অধীনতা-শৃঙ্খলেই পুনর্ব্বার পীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজপদপ্রাপ্তিসূচক দৈব বাণীতে রাজসিংহাসনে আরোহণে প্ররোচিত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে নন্দকে (১) অপমানিত করিলে নন্দ তাঁহার বধের আজ্ঞা প্রদান করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

---

(১) 'Nandrus' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে, এক প্রকাণ্ডকায় সিংহ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহার শরীরের ঘর্ম্ম অবলেহন করিতে লাগিল। তিনি জাগরিত হইলে সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাই তাঁহাকে রাজসিংহাসন লাভে প্রোৎসাহিত করিল এবং তিনি একদল দস্যু সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণকে শাসনতন্ত্র বিনষ্ট করিতে প্ররোচিত করিলেন। তৎপরে তিনি আলেকজান্দার-নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণকে আক্রমণার্থ উদ্যত হইলে, এক প্রকাণ্ডকায় বন্য হস্তী তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া পালিত হস্তীর ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া সৈন্যদলের পুরোভাগে ভীষণভাবে যুদ্ধ করিল। যে সময় সান্দ্রাকোটস্ এবম্প্রকারে তৎকালে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় সেলুকস্ তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করিতেছিলেন। তিনি সান্দ্রাকোটসের সহিত সন্ধি করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে পূর্ব্বাঞ্চলের ব্যবস্থা করিয়া আন্টিগোনসের সহিত যুদ্ধার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতিরিক্ত পাদটীকা

(১) গাঙ্গারিদাই

গঙ্গার মুখ সমূহের নিকটস্থ ভূভাগেই এই জাতি বাস করিত এবং ইহাদিগকে দক্ষিণ বঙ্গবাসী বলা যাইতে পারে। প্লিনি বলিয়াছেন যে পার্থে বাসে´লিনে (বর্দ্ধমান (?)) ইহাদের রাজধানী ছিল এবং ইহাদের রাজার ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্ব, ও ৭০০ হস্তী ছিল। টলেমীও স্বীয় ভূগোলে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভার্জ্জিলও ইহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেগস্থেনিসের সময় গাঙ্গারিদাই জাতি চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিল। (ম্যাক্রিণ্ডল)

(২) প্রাসিয়াই

সংস্কৃত প্রাচ্য হইতে এই শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। সরস্বতী নদীর পূর্ব্বদিকে এই জাতি বাস করিত। মগধবাসিগণ এই নামে অভিহিত হইত। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান্, প্লিনি ইহাদিগকে Prasioi, Prasii, প্লুটার্ক Praisioi, দায়দরস্ Presioi, কার্টিয়াস্ Pharrasii এবং যাষ্টিন্ Praseides বলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ এই শব্দ প্রাচ্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন পলাস শব্দ হইতে এই শব্দ হইয়াছে এবং মগধে অত্যধিক পলাস জন্মিত বলিয়াই মেগস্থেনিস প্রমুখ গ্রীকগণ মগধকে প্রাসিয়াই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ম্যাক্রিণ্ডল)

(৩) কালানস্

কালানস্ তক্ষঃশিলার একজন যোগী। তিনি আলেকজান্দারের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান ও সৌসায় চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন

করেন। প্লুটার্ক বলেন যে তাঁহার প্রকৃত নাম ফিনিস্। কিন্তু গ্রীকগণ তাঁহাকে কালানস্ বলিয়া ডাকিত, কারণ তিনি লোককে অভিবাদন করিবার সময় "কল" শব্দ উচ্চারণ করিতেন। সংস্কৃত "কল্যাণ" শব্দের অর্থ মঙ্গল, সৌভাগ্য ইত্যাদি। চন্দ্রগুপ্ত, তাক্ষিলিস্ ও পুরু রাজা ব্যতীত কালানসের বিষয়ই প্রাচীন লেখকগণ অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার বিষয় ও আর একজন মন্দনস্ নামক ও কাহারও মতে দন্দমিস্ নামক একজন ভিন্ন প্রকৃতির যোগীর বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করিলাম। আরিয়ান্ লিখিয়াছেন, কয়েকজন ভারতবর্ষীয় যোগী যখন তাঁহাদের অভ্যাসমত উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের ধরিয়া আলেকজান্দারের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, তাঁহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থানে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলিলেন, 'হে আলেকজান্দার, আমরা যে-টুকু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকি প্রত্যেক মনুষ্যের সেই টুকুরই প্রয়োজন। কিন্তু, তুমি আমাদের ন্যায় একজন মনুষ্য হইয়াও সমস্ত পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতেছ। তোমার গৃহ ছাড়িয়া এতদূর আসিয়া আপনাকে কষ্ট দিতেছ ও অপরকেও জ্বালাতন করিতেছ, কিন্তু যখন তোমার মৃত্যু হইবে তখন তোমার সমাধির নিমিত্ত যেটুকু ভূমির প্রয়োজন সেই টুকুই তোমার অধিকারে থাকিবে। আলেকজান্দার তাহা শুনিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলেন না। তিনি তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়া যখন ভারতীয় যোগীদের দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহাদের একজনকে নিকটে রাখিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল। কারণ, তিনি তাঁহাদের সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। কিন্তু

তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, দন্দমিস্; তিনি নিজেও যাইলেন না ও অন্যান্য সকলকেও যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি আলেকজান্দার জিয়ুসের পুত্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে "তাহা হইলে তিনিও জিয়ুসের পুত্র ও আলেকজান্দারের কোন সামগ্রীর প্রতি তাঁহার কোন লোভ নাই। তাঁহার যাহা আছে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট কিন্তু আলেকজান্দার ও তাঁহার সহচরগণ জলে ও স্থলে ভ্রমণ করিয়াও কিছু লাভবান হইলেন না ও তাহাদের ভ্রমণের কোন শেষও হইতেছে না। সুতরাং আলেকজান্দার যাহা দান করিতে পারেন তাহা লইতে তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। তাঁহার নিজের যাহা আছে তাহা হইতেও যদি কেহ কিছু লইয়া যায় তাহাতেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, কারণ যতদিন তিনি বাঁচিবেন ভারতবর্ষই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিবেন ও মৃত্যু হইলে দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।" সুতরাং আলেকজান্দার আর তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন না। মেগস্থেনিস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালানস্ নামক এই স্থানের একজন যোগী আলেকজান্দারের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মসংযম ছিল না, এবং এই জন্যই অন্যান্য যোগিগণ তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেন, কারণ তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একজন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি এই সমস্ত লিখিয়াছি, কারণ আলেকজান্দারের ইতিহাসে কালানসের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। তিনি পারসিসে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রোগাতুর হইয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা না থাকায় তিনি আলেকজান্দারকে বলিলেন যে তাঁহার স্বাস্থ ভঙ্গ হইয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহার মতে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ কোন রোগের চিহ্ন প্রকাশিত

হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বের জীবন যাপনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আলেকজান্দার বিশেষরূপে ও বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন লাগসের পুত্র টলেমীকে কালানসের ইচ্ছানুসারে চিতা প্রস্তুত ও অন্যান্য আয়োজন করিতে বলিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, অস্ত্রধারী ও গন্ধবহনকারী সৈন্যগণ শোভা-যাত্রা করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে সুবর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র এবং রাজপরিচ্ছদ লওয়া হইয়াছিল এবং পদব্রজে গমনে অশক্ত হওয়ায় অশ্বও আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অশ্বারোহণে অপারগ হওয়ায়, মাল্যসুশোভিতাবস্থায় তাঁহাকে ভারতীয় প্রথানুযায়ী শিবিকায় করিয়া ও ভারতীয় ভাষায় গান করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ভারতীয়গণ বলে যে তিনি দেবস্তুতি ও তাঁহার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রশংসাসূচক গান করিতেছিলেন। লিসিমাকস্ তাঁহার নিকট দর্শন শিক্ষা করাতে তিনি উল্লিখিত অশ্বটী তাঁহাকেই দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমভি-ব্যাহারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে আলেকজান্দার দত্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া-ছিলেন। আলেকজান্দার কালানসের সম্মানার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য এই সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালানস্ তাঁহার বন্ধু ছিলেন বলিয়া নরপতি এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু যাঁহারা কালানস্‌কে অগ্নিমধ্যে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহা অবিচলিত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কাস্ লিখিয়াছেন যে, চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইবামাত্র তূরী-বাদকগণ আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী তূরীধ্বনি করিল এবং সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রার উপযোগী চীৎকার ধ্বনি করিল। হস্তিযূথও এই

সঙ্গে যোগদান করিল—যেন তাহারাও কালানসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

কালানস্ চিতাভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণকে আলিঙ্গন করিলেও, আলেকজান্দারের নিকটবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; কালানস্ বলিলেন যে তিনি বাবিলনে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ঐ সময়ে এই মন্তব্যে কেহই কর্ণপাত করেন নাই কিন্তু পরে আলেকজান্দারের বাবিলনে মৃত্যু হইলে কালানসের এই উক্তি সকলে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ষ্ট্রাবোও জার্ম্মানোফারস্ নামক এক ভারতীয়ের দেহত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ষ্ট্রাবো দ্রষ্টব্য।)

নিয়ার্কাস্

আলেকজান্দারের সহগামী ব্যক্তির মধ্যে নিয়ার্কাসকে অনেক কারণে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া যাইতে পারে। অনধিগম্য সমুদ্রে তিনি যে জলযাত্রার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন যুগের যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্যান্য সেনাপতিগণের মধ্যে যে অদমনীয় রাজ্যলিপ্সা ও সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত ঘটিয়াছিল, নিয়ার্কাস্ সে পাপে কলঙ্কিত হন নাই।

ফিলিপের রাজত্বকালে তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রাজপুত্র আলেকজান্দারের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। নিয়ার্কাস্ আলেকজান্দারের অভিযানের সমভিব্যাহারে এসিয়ায় গমন করিয়া তরাস্

পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ জনপদের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি পাঁচবৎসর এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের বাক্‌ট্রিয়া পরিত্যাগ কালে ও ভারত আক্রমণের প্রারম্ভে তিনি নরপতির সহিত যোগদান করেন এবং হাইডাসপিসের তীরে নির্ম্মিত রণতরী বাহিনীর কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। নিয়ার্কাসের জলযাত্রা সমসাময়িক ভারতের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিয়ার্কাস্ আলেকজান্দার কর্ত্তৃক যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যু না ঘটিলে নিয়ার্কাস্ অন্য একটী অভিযানে প্রেরিত হইতেন। নরপতির মৃত্যু ঘটিলে নিয়ার্কাস্ আলেকজান্দার-পুত্র হিরাক্লিসের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আন্টিগোনাসের অধীনে বাক্‌ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। আন্টিগোনাস্ ইউমিনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে নিয়ার্কাস্ আন্টিগোনাসের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। ৩১৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ডিমেট্রিয়সের সাহায্যার্থ আন্টিগোনাস্ কর্ত্তৃক নিয়ার্কাস্ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

নির্ঘণ্ট

অ

অক্ষ্ণ ... ৪৭

অক্লাস্ ২০, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৬৩

অগ্নিআর্টিন্ ... ১১৩, ৩১৯

অগ্রিকানস্ ১৯৫, ১৯৬, ৩৭৪

অক্সিড্রাকাই ১৩৬, ১৬৪, ১৬৯. ১৭০,
১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০, ২৯৭, ৩৬৫

অক্সিয়াটীনা ... ৪৭, ১৯৫

অক্ষিণী ... ১৩৪

অগষ্টাস্ ১৩, ১৪, ১৬, ১৮

অর্জ্জুনায়ন ... ২৯৩

অর্ডানিস ... ২২১

'অর্থশাস্ত্র' ... ২৩৩

অদিসি ... ১০৭

অনিসিক্রিটস্ ৯, ১৬১, ১৯৪, ৩২৯,
৪০৩, ৪০৫

অভিসার ... ৮১, ১০০, ৩৫৩

অভিসারিস্ ১১১, ১৩৩, ১৩৬, ১৫৩,
২৫২, ২৫৩, ২৫৯, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৮

অম্ফিস্ ৬৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ১৪৬,
৩৪৭

অম্বষ্ট ... ১৯২

অম্ভি ... ৬৬, ১০০, ১১০

অলিম্পস ... ৯

অলিম্পিয়াস ... ৩১১

অশ্বকজাতি ... ৬৮

অশ্বজীৎ ... ৮৪

অশ্বিনিস্ ... ৫২

আ

আইওনিয়া ... ২৭, ১৪৩

আইভি ... ২৩৮, ২৩৯

আকাডিয়া ... ২৪০

আকিলিস্ ... ৩১০, ৩৬৫

আকিলেয়স্ ... ১০

আকিসাইন্ ১০৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪,
১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪,
১৬৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৯১—৪, ২৩০,
২৯১—৪, ৩০৬, ৩১৭, ৩৬১, ৩৬২,
৩৬৫

আকোক্ষিস্ ... ৯৫, ৯৭, ৩৮৯

আগালসই ... ১৬৭, ৩৬২

আগালাসিয়ান ... ৩৬৩

আগালেসিস্ ... ২৯৩

আর্গস ... ১৪৬

আগ্রিএনিয়ান ১৬০, ১৭৬, ১৯৫,
১৯৯, ২০৮, ২৪৬, ২৬৩, ৩২০, ৩২১

আর্জিরাস্ পাইডীস্ ... ২৩
আর্জিন্নিয়াম ... ১৬
আর্ফিরা ... ২৮
আটক্ ... ৪, ৮৯
আর্টাবাজাস্ ... ৪১, ৪৪
আর্টাজারাক্সীস্ ... ২১, ৪০
আটালস্ ১৯, ৭১, ৮০, ১১৬, ১৯৮, ২৫৭
আর্টিমিসিয়া ... ১৮৪
আন্টিওকস্ ... ৮৮
আন্টিগিনিস্ ... ১৯৮, ২৬২
আন্টিগোনস্ ... ৫৬, ৫৭, ১২৩
আন্টিক্লিনিস্ ... ৫৬
আন্টিপেটর ... ২২, ৫৬, ৫৭
আড্রিয়া ... ৪১
আড্রাস্সা ... ৪৪
আণ্ডোকোট্টস ... ৩৯৬, ৩৯৭
আর্ত্রাকোয়ানা ... ৪২
আথেনা ... ৬৫, ১৭৮
আথেনোডোরাস ... ৩১২
আথেন্স ... ৩১৫
আদ্রেষ্টাই ১৩৭, ৩৫৪, ৪১৪
আন্দাক ... ৭১
আনড্রাস্থিনস্ ... ১০
আনাক্সারাস্ ... ৫১
আনাক্সিমিনিস্ ... ১০
আনাবেসিস্ ... ১১, ১৩, ৫৯
আপলোফানিস্ ... ২০৮, ২২০
আফগানিস্থান ... ২০৯
আফ্রিকা ... ২৩১
আফ্রিকিস্ ... ২৪৯, ৩৪৫
আবাষ্টানাই ... ১৯২
আব্রিয়াস ১৭৮, ১৮০, ৮৪১
আর্বিটাই ... ৩৭৯
আর্ক্ট (সেনাপতি) ৬৫, ৬৬, ৮২, ৯৯
আম্বন ... ১৬২, ২০৩
আমিনটাস্ ... ১০, ৬৪
আমের্সিস্ ... ৮৩
আর্ম্মেন ... ১৯৭
আর্ম্মেনিয়া ... ১০৪
আম্বালা ... ৮১
আয়র্ণস্ ৪৪, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৯৪, ১৪৬, ২৪৪, ২৪৯, ৩৪৩, ৩৬২
আরবেলা ৩৫, ৩৬, ৩৭, ১৮৪, ২৮৩
আরল্ হ্রদ ... ৪৬, ১০৫
আরব ... ১৪৩, ১৪৫
আরাখোসয় ... ১৯৪, ১৯৮
আরাখোসিয়া ... ২২০, ২৪৪
আরাখোটাই ... ১৯৮
আরাবিস্ ... ২০৬, ২০৭
আরাবিট্টাই ... ২০৭
আরিওবার্জানেজ ... ৩৮
আরিগেয়ন ... ৭২, ৭৫

আরিয়ান্ ১১, ১২, ১৪, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬৪, ৭৭, ৮১, ৮২, ৯৩, ৯৪, ১০৮, ১২৫, ১৪৫, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৯১—৪, ২০৯, ২১৪, ২২১, ২৩০, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০—৩, ২৪৯, ২৬৫, ২৭২—৪, ২৯১—৪, ২৯৭—৯, ৩০৮, ৩১৭—৯, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৮২
আরিয়াসপিয়ান্ ... ৪৩
আরিষ্টটল ... ৯, ১৮, ৫০
আরিষ্টবোলস্ ৯, ৪৪, ৫১, ১০৮, ১২০, ১৩২, ১৮৪, ২০৪, ২০৯, ২১০, ২২২
আরিষ্টোনাস্ ... ২২৩, ৩০২
আরোস ... ৩৩০
আল্কিটাস্ ... ৭৯, ৮০, ১১৬
আলান ... ১২
আলেক্জেন্দ্রিয়া ৩১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৫৫, ৬৪, ৬৫, ৯৫, ৩৭৪, ৩৭৯
স্যার আলেকজান্দার বার্ণেস্ ৬৪
আলেকজান্দার ... পরে দ্রষ্টব্য
আলেকজান্দ্রো ... ৩১৯
আলোর ... ১৯৪
আসস্ ... ১০
আসকানন্দ-উচা ... ১৯৩
আস্পিস্ ... ২২, ৬৮
আস্টাস ... ৬৭
আসপেসিয়ান্ ... ৬৮, ৭৪
আস্পিন্ ... ৬৮
আসাকিনস্ ... ৭৯
আসাকেনস্ ... ২৪১
আসাগেটীস্ ... ৮৪
আর্সাফিস্ ... ১৫৩
আস্পাষ্টিস্ ... ৩৩৪, ৩৩৬
আহিডেয়স ... ৫৬
আলেকজান্দারের—
ভারতীয় অভিযান, ৩
সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভারত উপত্যকায় পদার্পণ ... ৪
অভিযানের ফল ... ৭, ৮
সমসাময়িকদিগের তালিকা ৯, ১০, ১১
ভারতীয় অভিযানের পাঁচটী বৃত্তান্ত ... ১১—১৭
জীবনী ... ১৮
পিতৃ সিংহাসন অধিকার ১৯
ক্লিটিয়াসের দ্বারা প্রাণরক্ষা ২৬
গাডিয়নগ্রন্থী বিচ্ছিন্ন করণ ২৮
আস্কিরা যুদ্ধে ক্লিটিয়াস্ কর্তৃক প্রাণরক্ষা ... ২৮
দারিয়াসের সহিত যুদ্ধ ৩০
টায়র দুর্গ অধিকার ৩১
মিশর যাত্রা ... ৩২
আলেকজান্দ্রিয়া নগরস্থাপন ৩২

আলেকজান্দারের—
দারিয়াসের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব ... ৩৪
দারিয়াসের সহিত যুদ্ধ ৩৫
পার্সিপোলিসে রাজপ্রাসাদ ধ্বংস ৩৮
দারিয়াসের মৃতদেহের সৎকার ৪০
সাতিবার্জানেসের বিদ্রোহ দমন ৪২
পার্মেনিয়ন ও ফিলোটাসকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করণ ৪২
সাইরোপোলিস প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ... ৪৫
রোক্সানাকে বিবাহ ৪৭
ক্লিটিয়াসকে মদোন্মত্ত অবস্থায় হত্যাকরা ... ৪৮, ৪৯
বাবিলনে মৃত্যু ... ৫৪
আস্‌পেসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ ৬৮
মাসাগা অধিকার ৭৯
আয়র্ণস্ অধিকার ৮৭
সিন্ধুনদের উপর সেতুনির্ম্মাণ ১০৮
পোরসপুত্রের সহিত খণ্ডযুদ্ধ ১২১
হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধ ও পোরসের পরাজয় ১২৪
গ্নৌসাই পরাজয় ১৩২
সাঙ্গাল অধিকার ১৪০
সৈন্যগণের অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা ও আলেকজান্দারের বক্তৃতা ১৪৩
প্রত্যাবর্ত্তন ১৫২

আলেকজান্দারের—
সিন্ধুনদকে নীলনদ ভ্রম ১৫৭
মালয় নগর আক্রমণ ১৭৭
গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি ১৮০
সিন্ধু হইয়া মৌসিকানসের রাজ্যে গমন ... ১৯২
নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি ২০২
বিপজ্জাল ... ২১৪
আলেকজান্দার ও পোরস্ ২৫৩
আঘাতপ্রাপ্তি ... ২৯৯
গৃহাভিমুখে যাত্রা ৩২৯
আদ্রেষ্টাই ও কাথেয়াবাসিগণের পরাজয় ... ৩৫৪
হাইফাসিসের নিকট বেদী ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ ৩৬০
মল্লজাতির দুর্গমধ্যে লম্ফপ্রদান ও সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি ৩৬৭
দারিয়াসের কন্যার সহিত বিবাহ ... ৩৮৪

ই

ইউডিমস্ ... ৫২, ২২০
ইউফ্রেটীস ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫, ১০৫, ১০৬, ১৪৫, ২০৩, ২৮১, ৩৩০
ইউরিয়া ... ১৮৪
ইউমিনিস্ ৯, ১১, ৫৬, ৫৭, ১৪১, ২৭৫
ইউরাসল্লা ... ৭১, ২৪০
কর্ণেল ইউল ... ১৯৭

ইউথুফজাই ... ৬৮, ৬৯, ৭৭
ইউস্থাইন্ ... ১৪৯
ইক্থিওফাগি ... ২১২, ২২৩
ইজিয়ান সাগর ... ২০
ইজিয়ান ... ৩৩
ইজিনা ... ১৮৪
ইটিসীয়ান ... ২০৬, ২১৭
ইণ্ডিকা ৩, ১২, ৭৭, ২০৮, ২৩২, ৩৮২
ইণ্ডিকোপ্লিউইস্টিস্ ২৩২
ইণ্ড্রুস ... ১০৯
ইষ্টার নদী ... ১০১
ইথিওপিয়ান ... ১০২
ইপ্সস্ ... ৫৭
ইভিয়স ... ৯৮
ইরাটস্থিনিস্ ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ২২৯
ইরিজিয়স ... ৪৩
ইরিথ্রাস ... ২৬১
ইরিথ্রিয়ান সাগর ... ২২৯, ২৩১
ইলিয়দ ... ৩৬৫
ইলি ... ৩৭৫
ইলিয়ান ২৬, ১৭৮, ১৮১, ২৩১, ২৭৩
ইলিরিয়া ২৩, ১৪৬, ৩১০
ইসস্ ৩১, ৩৪, ৩৫, ১৮৪, ১৮৫
ইস্কূলীপিয়াড ... ১৮২
ইংলণ্ড ... ৭.

উ

উইলসন ... ৬৫, ৬৬, ১৯৬
উত্তমাসা ... ৩
উদ্যানপুর ... ৯৩
উন্দ ... ৪

এ

এইজিপ্টস্ ... ১০৭
একবাটানা ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৪৬, ৫৪
এগ্রিয়ানিয়ান ... ১৬৯, ১৭১
এণ্টিওকস ... ৮
এণ্টোনিয়াস পিয়াস ১২
এথিমানথাস্ ... ২৩০
এথেন্স ... ৩৯, ১৩১
এপিকটেটস্ ... ১১
এমবোলিমা ... ৮৪, ২৪৯
এম্বিসারস্ ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৩
এরিগ্ন (আক্রিকিস) ২৪৯, ২৫০
এরিজিয়স ... ৪১
এলফিনষ্টোন ... ৯৪

ও

ওক্সিয়ান্ ... ৩৮, ১৩১
ওজীনেস্ ... ৩৩৩
ওপিয়ান্ ... ৬৪
ওরা ৮০, ৮১, ৮৪, ২০৮, ২১৪, ২২৩

ওয়িইটাই ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ৩৩০, ৩৩১
ওষ্টানিস্ ... ৬৩
ওসাদিয়ই (পাদটীকা) ১৯২
ওহিন্দ ... ৪, ৮৯

ক

ককেসাস্ ৬৩, ৬৪, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০১, ১০৪—৬, ১১৩, ১৪৩, ২২৯
কচ ... ২০৪
কচোর ... ৩১৯
কলম্বস ... ৩
কসমস ... ২৩২
কলক ... ১৩২
ক্লদিয়াস ... ১৩
কাইসঙ্গুস ... ১০৬, ১০৭
কার্বেডন ... ১৪৯
কাঠগল্লা ... ৭৬
কার্টিয়াস (কুইন্টাস্ রুফাস) ১১, ১৩, ১৪, ১৭, ৩৬, ৪৭, ৬৬, ৭৭, ৭৯, ৯৩, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৭৩, ১৭৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৮, ২২৯, ২৩১, ২৪২, ২৫৭, ২৬৫, ২৭৪, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৬, ৩০২
কাটানীস্ ... ৬৩
কাথিয়া ... ৫, ৩৫৪
কার্থেজিয়া ... ১৪৯
কানিংহাম ৬৫, ৬৬, ৮১, ৮২, ১৭২, ১৭৬, ১৯৩, ১৯৬, ২০৭, ২৪০, ২৭৪
কাপাডোসিয়া ১১, ২৮, ৫৬, ১৪৩
কাফিরস্থান ... ৬৯
কামবাইসীস্ ... ১০৩
কার্মেনিয়া ৫১, ৫২, ১৯৮, ২০৯, ২২০, ২২১—৩, ৩৩৪, ৩৮২, ৪০৬
কালানস্ ৫২, ৫৩, ৩৮৫, ৪০৩
কালিসথিনিস্ ... ৯, ৫০, ৫১, ৬৪
কালেস্নিয়া ... ২৯৩
কারাস ... ২৪৭
কাররীক্ষেত্র ... ১২৭
কারিস্মানিস্ ... ২২১
কারিয়া ... ১০৬, ১৪৩
কাসান্ড্রিয়া ... ৯
"কাস্পিয়ান গেট" ৪০, ৪১, ১৪৩
কাস্পিয়ান সাগর ৪৭, ১০৫
কাশ্মীর ... ১৩২
ক্যাসাণ্ডার ... ৫৭
ক্রাটেরস্ ৪১, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৮৪, ১১৫, ১১৬, ১২২, ১২৬, ১৩৫, ১৬০, ১৬৩—৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৯৩—৫, ১৯৮, ১৯৯, ২২১, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৭, ৩০৬, ৩১৭, ৩৩৩, ৩৬২
ক্রিটেবেলস্ ... ৩০৩, ৩০৪
ক্রিটোডিমাস ... ১৮২

কিডনস্ ... ২৮, ২৯
কিরোনিয়া ... ১৫, ১৬, ১৮
কিলিয়ানী ... ২৭
কিল্লোটা ... ২০২
কিসিলস্ ... ১০
কিসিয়া ... ১০৬
ক্রিওকারেস্ ... ২৫৪
ক্রিওকিস্ ... ২৪১, ৪১২
ক্রিটস্ বা ক্রিটিয়াস্ ২৬, ২৮, ৪৮, ৪৯, ৬৬, ১৭১, ২৫৩
ক্রিটার্কাস্ ১০, ১৪, ১৬৫—৭, ৩০৩, ৩২০
ক্রিয়ানডার ... ২২১
কুনাঙ্গা ... ২১
কুনার ৬৯, ৭১, ৮১, ২৪০
কুভা ... ৬৫
কুফাইতিস ... ৪১৪
কুসান ... ৬৪
কৃষ্ণসাগর ... ২১৩
কেন্টিক রাইন ... ১০৯
কেড্রোসিয়া ... ৩৭৯, ৩৮০
কৈনস্ ৪৯, ৭১, ৮০, ৮১, ১১২, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০, ২৪১, ২৪৯, ২৬১, ২৬২, ২৮৭, ২৯০, ২৯১
কৈইস্‌ট্রস ... ১০৬
কৈকস্ ... ১০৬, ১০৭
কোকালা ... ২০৮
কোর্ট ... ৭৭
কোফীন্ নদী ৬৩, ৬৫, ৮৪, ৯৩
কোফীস্ ... ৬৫, ৬৮
কোয়া ... ৬৫
কোরাগোস্ ... ৩৬৯
কোরিয়িনিস্ ... ৬৩
কোরিন্থ ... ১৮৪
কোস ... ১৮২
কে-হি-সর পর্ব্বত ৯৪

খ

খোইস্ ... ৬৯, ৭০
খোরাসিয়ান ... ৪৭, ১০৪
খোরিইনেস্ ... ৫০

গ

গঙ্গা ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১৪৪, ২৩০, ২৭৯
গাঙ্গারিডী ... ২৭৯
গজ্ঞিয়াস্ ... ৬৬, ১১৬
গান্ধা ... ৩২
গান্ধার ... ৬৭
গড়িয়স্ ... ২৮
গিবুরটিয়স ... ১০৬
গেড্রোসিয়া ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৪, ২১৭, ২২০, ২২১, ২২৩, ৩৩৩

গোরিস্ ... ৭১
গোগামেলা ... ৩৪, ১৮৪
গোড়েয়ান্ ... ৬৮
গৌরি ... ৭৫
গ্যালিকযুদ্ধ ... ১৬
গ্যালী ... ২০৫
গ্রাণিকস্ ২৫, ১৮৩, ১৮৪ ২৮৩
গ্রীস ১৮, ১৯, ২৬, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫৬, ২৭১
গ্রোট ... ৬, ৫১, ১২৬
গ্লোসাই ... ১৩২
গ্লোকানিকই ... ১৩২

ঘ

ঘোরী ... ৭৫
ঘোরেয়ন দেশ ... ৭৫
ঘোরেয়ন নদী ... ৭৫

চ

চন্দ্রগুপ্ত ... ৪, ১৮
চন্দ্রভাগা ... ৮১
চারিকার ... ৪৪
চারেস্ ... ৯, ৫১
চার্শাদা ... ৬৭
চিত্রল ... ৬৮, ৬৯
চিরিকট ... ৯৯
চেস্‌নী ... ১২৬
চোয়াস্‌পীস্ ... ৭১, ৯৩, ২৪০

জ

জয়পুর ... ৬৬
জাক্‌জার্টীস্ ... ২০, ১০৩, ১৪৩
জাথ্রই ... ১৯২
জান্দ্রামেস্ (চন্দ্রগুপ্ত) ২৭৯
জারাস্পাস্ ৩৭, ৩৯, ১০৮, (পাদটীকা) ১৮৪
জারাস্পিয়ান্ ... ২২১
জারিয়াস্পা ... ৪৫, ৪৬
জারিয়াস্পিস্ ... ৩৩৩
জাষ্টিনাস্ ফ্রন্টিনাস্ ১১, ১৭, ১৮
জুপিটার ... ৩৩, ২৩৬
জুলিয়াস্ সীজর ... ১৬, ১০৯
জেনোফন ... ১৩
জেলালাবাদ ... ৬৫, ৯৩

ঝ

ঝাং ... ১৭৬
ঝীলাম ৪, ১১০, ১২৬, ১৩১

ট

টলেমী ৯, ১৪, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৮৫, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৩২, ১৩৩, ১৪০, ১৫১, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৭, ২২২, ২২৩, ২২৯, ২৩০, ২৪০, ২৫৭, ২৫৮, ২৬১, ৩০৮, ৩২১, ৩২২, ৩৩০

টানেস্ ... ১৪৩
টাইগ্রীস্ ৩৪, ৩৫, ৫২, ১০৫, ১৪০, ২০৩, ২২৩, ২২৪
টায়ার ... ৩১, ৩৩, ৩৫
টিরিয়ান্ ... ৮২, ৮৩
টিরিস্ ... ১৪৬
টিসিয়াস্ ... ৩, ১০১, ৩১৭
টিমাগিনিস্ ... ১৪, ৩০৩
টিমিয়াস্ ... ৩০২
টিরিয়াস্পিস ... ১৯৩, ৩১৯
টেরিওল্টীস্ ... ৩১৯
টেলিফস্ ... ২১৩
ট্রাজান ১৬, (পাদটীকা) ১৭৮
ট্রিবালী ... ৩১০
ট্রিবিলিয়া ... ১৪৬

ড

ডলফিন্ ... ২৩০
ডাইওগিনীস্ ... ১০
ডাইওডটস্ ... ১১, ৯৩, ৯৪,
ডাইওনিসস্ ৯৫, ৯৬, ১০০, ১৪৬, ১৬৩, ১৯০, ২২২
ডাইওনিসোপোলিস্ ৯০
ডিওস্কিপাস্ ... ৩১৫, ৩১৬
ডিমফোন ... ২৯৮
ডিমস্থিনিস্ ... ১৯
ডিমাকস্ ... ১০
ডিমাকাই ... ২৪
ডেমেট্রিয়স্ ৪৩, ৫৭, ৮০, ১১৭, ১৭৫, ১৮৫
ড্রয়সেন ... ৬৬
ড্রানগাই (পাদটীকা) ১৯৮
ড্রান্সিয়ান্ ... ১৯৪
ড্রান্জিয়ানা ... ৫২
ডিটা ... ৮৮

তক্ষশিলা ৩৬, ৫২, ৬৩, ১১০, ১১১
তাক্সিলিস্ ৬৬, ৬৭, ১০০, ১১১, ১১২, ১২৯, ১৩৩, ২২০, ২৫২, ২৬৫, ২৬৭, ২৯১
তারস্ ২৭, ৬৪, ১০৪, ১০৫
তিরিয়াস্পিস্ ... ৬৫, ১৩৪
তুলাম্বা (পাদটীকা) ১৭৩
তৈমুর ... ৪৫
তোরন্ ... ১১৯, ১২৩
ত্রিসিয়াস্ ... ২১৩

থিবস্ ১৯, ৮২, ৮৩, ৯৪, ১৪৬
থিলওয়াল্ ২২, ৫৪, (পাদটীকা) ১৭৬, ৩১৪
থ্রেস ... ২৩, ৫৬, ২৯১
থেসালি ... ৬৩
থোয়াস্ ... ২১২, ২২০
থ্রিয়াম্বস্ ... ২২২

দ

দারিয়াস্ ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ৩৯, ৪০, ৪২, ১০৮, ১২৬, ১২৮, ৩০৭

দারদরস্ ১৬৫, (পাদটীকা) ১৬৭, (পাদটীকা) ১৭০, (পাদটীকা) ১৭৬, (পাদটীকা) ১৯৫, (পাদটীকা) ১৯৭, ২৩৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫৭, ২৭৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩১৩, ৩১৮

দামাস্কাস্ ... ৩১

দামিয়া ... ১০৭

দায়াদিস্ ... ২৪৩

দাহী ... ২৬০

দিদালা ... ২৪০

দিয়ার্দানিস ... ২৩০

দীদাপী ... ৭৩

দৈত্যকালী ... ৯৯

দোয়ানাস ... ২৩০

দোয়াব ... ৯৩

দোলীয়ার (পাদটীকা) ১৯২

ন

নগরহার ... ৯৩

নাগর ... ৯৩

নাওয়াগায় ... ৭৩

নারায়ণসরস্ ... ২০৫

নাংনিহার ... ৬৬

নিকাইয়া ৬৫, ৬৬, ১৩১, ১৫৩, ১৬৩, ২৯১, ৩৬১, ৪১৪

নিকেনর ... ৬৫, ৮৪, ২৫৬

নিকোমিডীয়া ... ১১

নিডস্ ... ৩

নিপোলিয়স্ ... ২২০

নিবিয়া ... ১৪৩

নিবুর ... ১৩

নিয়ার্কাস্ ৯, ১২, ৫২, ৫৬, ৮৮, ১০৩, ১০৪, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৮৭—৯, ২০২, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১৪, ২১৫, ২২৩, ২২৪, ৩২৯, ৩৩০, ৪০৫

নিসা ৯১—৬, ১৪৬, ১৬১, ২৪০, ৩৮৯, ৪১১

নিসিয়া ... ৯৪, ৯৭

নীলনদ ... ৫৬, ১০৬, ১০৭

নেপচুন্ ... ২০৩

নেপোলীয়ান্ ... ২৭

নোরা ... ২৪৪

নৌটাকা ... ৪৯

নৌরা ... ৪৯

প

পন্টস ... ৫৬, ৯৯

পলিয়েনস্ ... ১২৫

পলিবিয়স ... ২৪

পলিক্লিটস্ ... ১০

পলিস্পার্কন ... ৫৬, ১৬৮, ২৪৪
পলিপিয়াস্ ট্রোগাস্ ... ১৭, ১৮
পসাইডন ... ২০৩
প্রফথেসিয়া ... ৪২, ৪৩
প্রমিথিয়াস্ ... ৯৯
পাইথন ... ১৯৪
পাঁজকোরা নদী ... ৭৫, ৭৭
পাটল ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ২০৬, ৩২৩
পাটলিপুত্র ... ৮৩
পাট্রোক্লিস্ ... ৭, ১০
পাণিনি ৭৭, ১৬৯, ২৯৩
পার্থিয়া ১৩৪, ২২১, ৩৮১
পার্থিয়ান্ ... ১০৪
পারিকাস্ ৪৯, ৫৬, ৬৬, ৬৭, ৮৪, ৮৯, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ১৮৩, ১৯২, ২২৩, ২৩৬, ২৬০, ২৬১, ২৭৫
পাফালোগিয়া ... ২৮
প্যাফালগেনিয়া ... ৫৬, ১৪০
পার্মিনিয়ন ২৯, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪২
প্যাম্ফিলিয়া ২৭, ৫৬, ১০৪, ১৪৩
পার্মেনিও ... ৩৪
পারস্য ৬, ১৯, ২৬, ২৭, ৫৬
পারস্যোপসাগর ... ১২, ২২৪
"পারসীক গেট" ... ৩৮
পারসীস্ ... ১০৩
পারাপামিসস্ ৬৪, ১০১, ১০৪
পারাপামিসডাই ৬৫, ৯৯, ১৯০, ২১৮, ৩১৯
পারাং ... ৬৭
প্যারেটোনিয়ান্ ... ৩৩
প্যারৈটাকাই ... ৫০, ৬৩
পারোপানিসস্ ... ৪৪, ৫১, ৬৪
প্যালেষ্টাইন ... ৩২
পালিবোথ্রা ... ৮৩
পার্সিপোলিস ৩৮, ৫২, ১৪৫
পার্সিস্ ৫২, ১৪৩, ২২৩, ৩৩০
প্রাসিয়াই ২৭৯, ৩৫৮, ৩৯৬
পিইথন ... ২২৩
পিউকেলাইটীস ... ৬৭, ৮৪
পিউকেসটাস্ ৫৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ২২৩, ৩৬৮, ৩৯৯
পিউসেষ্টাস ... ৩০১, ৩০২
পিওনিয়া ... ২৩
পিথন ৫৬, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০৪, ৩২০
পিনারস্ ... ২৯
পিলোপানিসস ... ১৪৬
পিম্প্রামা ১৩৬, ১৩৭, ২৭৪
প্লিনি ১৫৩, ১৭০, ২১০, ২৩২ ২৭৩, ২৭৭, ৩০৪, ৩১৮
প্রীষ্টি ... ১৯৫, ৩১৯
প্লুটার্ক ৪, ৬, ১১, ১৫, ৫৫, ৭৯, ১২৫, ১৪৫, ১৫৩, ১৭৯, ২০২, ২৩৫, ২৪২, ২৯৮

পুষ্কলাবতী ... ৬৭, ২৪০
পেশোয়ার ... ৬৭
পেলুসিয়াম ... ৩২
পেরিটাস্ ... ৩৯৫
পেরিপ্লাস অব দি ইরিথি্রয়ান সাগর ১৫, ৬৫, ২০০, ৩১৭
পোর্টিকানস ১৯৫, ৩১৯, ৩২০, ৩৭৪
পোরস ৫, ১৫, ১০০, ১১১—৭, ১১৯—২২, ১২৫—৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৪১, ২৫৯—৬৭, ২৫২—৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৯, ২৮২, ২৯৯, ৩৪৭—৫১, ৩৯২, ৪১৩
পোরস্ (দ্বিতীয়) ... ১৬০, ৩৫৪
পোলেমোক্রেটীস্ ... ১১২, ১৪৮
প্রোক্লেস্ ... ৬৭
পৌরা ... ২১৪

ফ

ফাউচার ... ৪, ৭৬
ফার্ণাবেজস্ ... ৩৪
ফ্রাটাফার্ণিস্ ... ২২১, ৩৩৩
ফিগিয়াস ২৭৮, ২৭৯, ৩৫৭
ফিনিসিয়া ৩১, ১৪৩, ২১০
ফ্রিজিয়া ২৭, ২৮, ৫৬, ১৪৩
ফিলিপ (দ্বিতীয়) ১৮, ১৯, ৪৮, ১১১, ৩০৪, ৩১১, ৩২১
ফিলিপ্পস্ ৮৪, ১৩৪, ১৬১, ১৬৪, ১৬৮, ১৯০, ১৯৩, ২২১, ৩৯৫
ফিলেস্ট্রেটস ৯৪, ১৫৩, ২১২, ২৩৮ ২৭১
ফিলোটাস ... ৪২, ২৪৬
ফুরা ... ৪২
ফ্রোটোফার্ণিস ... ১৩৪

ব

বক্লাস্ ... ৩১২, ৩১৩
বসাতী ... ১২৩
বসফরস ... ১০৮
বাইটন ... ৩১২, ৩১৩
বাকট্রা ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫১, ৬৩ ৬৪, ১৪৮
বাকট্রিয়া ২০, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৬৩, ৬৫, ১০৪, ১১৭, ১৪৩, ১৬১ ১৯৩, ২৮৩, ৩১২, ৩১৩
ব্রাক্মন্ ... ৩৭১
ব্যাকাস ৯৪, ৯৮ ১৭০ ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৮৫, ২৯৬, ৩১৮, ৩৩৪, ৪১১
বাজারিয়া ... ৪৮
বাক্ত্রিয়া ৮০, ৮১, ৮৪, ২৪১
বাজোর ... ৭৩, ৭৪, ৮১
বাজিস্টেস্ ... ২৫৪
বানবেরী ... ১৭০, ২১৪
বাবলা ... ২১১
বাবর ... ৭৭
বাবিলন ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫৪, ৫৬, ১৪৩
বামিয়ান্ ... ৪৪, ৬৪

বার ... ১৭০
ব্যালিষ্টাই ... ২8
ব্যালাক্রাস ... ২8৮
বাসনাবাদ ... ১৯৯
বার্সিনী ... ৫৩
বার্সেনটীস ... 8২
ব্রাহ্মণাবাদ (ব্রাহ্মণ) ১৯৬, ১৯৭
বিভন ব্রড (স্যার) ৮২
বিতস্তা ... ৮১, ১১০
বিথীনিয়া ... ১১
বিন্দুসার ... ১০
বিদাস্পিস্ ... ১১০
বিলো (ডাক্তার) ... ৭৭
বীরা ... ২8১
বেগ্রাম ... ৬৬
বেটন ... ১০
বেভারিজ ... ৬
বেরো ... ৮২
বেলাস ... ৩৬
বেলা ... ১৯৭
বেসস্ ... ৩৯, 8০, 88—৬
বোথারা ... 8৬, 8৮
ব্রোসিয়স ... ৯৮
বৌকেফালাস্ ১২০, ১৩১, ১৫৩, ২৬৫, ২৯১, ৩৬১, ৩৯৫, 8১8
বৌমদস্ ... ১৮8

ভ

ভন সোয়ার্জ্জ ... ৬8
ভার্জ্জিল ... ৯8
ভারতবর্ষ ৩, ৫, ৬, ১০, ১২, 8৩, 8৭, ৫০, ১০১, ১০৬—৮, ১৯8, ১৯৭, ২০৬, ২২৯, ২৩০
ভিনসেণ্ট স্মিথ 8, ৭, ৬8, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭8, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৯8, ১৬৫, ১৬৬, ১৭০, ১৭৩, ১৯১, ১৯২, ২০৯, ২১8, ২8৯, ২৫২
ভিট্টি ... ২8৯
ভিরা ... ১৬8
ভেস্পেসিয়ান ... ১৩
ভোগেলাস ... ১8

ম

মরকন্দ 8৫, 8৬, 8৮, 8৯
মর্দ্দান ... ৮১
মর্দ্দিয়ান জাতি ... 8১
মম্ভু ... ১৯২
মণ্টোগমারী ... ১৭৩, ১৭৬
মল্লজাতি ২৯৮, ৩১8, ৩৬৫
মশক ... ৭৭
মশকাবতী নদী ... ৭৭
মসা নগর ... ৭৭

মস্কিস্ ... ২৫০
মহাবন ... ৮২
মাইওটীক হ্রদ ... ১০৫
মাইকেলী ... ১০৪
মাইটিলীন ... ৯
মাইডাস ... ২৮
মার্কাস্ ওরিলিয়স ১২
ম্যাক্রিগুল ৭, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৮২, ৯৩, ৯৪ ১৬৩, ১৭২, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৮, ২০৫, ২০৮, ২১৪, ২৪০—১, ২৪৬, ২৯৩
মালখন্দ ... ৭৬
মার্জ্জিয়ান ... ৪৭
মাটাকানাই ... ৭৬
মার্টিন (সেণ্ট) ৭৩, ১৩২, ১৬০, ১৯৩, ২০৪, ২৯৩
মারকো ... ৯৩
মালই ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮
মালয় ৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৮৩
মাল্লই ... ১৩৬, ১৯৮
মাল্লিজাতি ... ২৯৫
মাসথাইন ... ৭৭
মাসাগা ৭৬, ৮৪, ৯১, ২৪১, ৩৪১, ৩৪৩
ম্যাসাজেটাই ... ৪৮
মাসানয় ... ৩৭৪
মার্শাল (সার জন) ১১০
মাসিদন ১১, ১৭—৮, ২৬, ৪৭, ৫৬, ৬৩, ২৭১, ৩০৬
মিউলিনাস্ (ইউমিনিস্) ২৪৫
মিডিয়া ৫৬, ৬৩, ১০৪, ১৪৩
মিথানকোট ... ৩১৯
মিথ্রিডেটীস ... ২৮
মিনার্ভা ... ২৪৯
মিলেটস্ ... ২৭
মিলিয়াপর ... ১১৬, ১৯৮
মিশর ৯, ৩১, ৩২, ৫৫, ৫৭, ৮২, ৯৫, ১০১, ১০৬, ১৪৩, ১৯৮, ৩২২
মীডস্ ... ১০৩, ১৪৩
মীডা ... ৩১০
মুইসিকানি ... ৩১৯, ৩২০
মুলতান ... ৩০৬
মূষিকজাতি ... ৩১৯
মেগস্থেনিস্ ৩, ৯—১১, ১৭, ১০৪—৫, ১৯১, ২৭২
মেনেলস্ ... ১০৭
মেমন ... ২৫, ২৬
মেমনন্ ... ২৯১, ৩৩৩
মেম্ফিস্ ... ৩৩, ৫৫
মেরস ... ৯৩, ৯৬, ৯৮
মেরিওটীস্ ... ৩২
মেরোস ১২৯, ১৩০, ২৩৮
মেসকার্ট ... ৮৩
মেলিয়ার ... ৬৬

মেসোপোটেমিয়া ১৪৩, ২৮১
মৈয়ানদ্রস ... ১০৬, ১০৭
মোয়েরীস ... ৩২৩
মোক্সিস্ ... ৩৪৬
মোলস পর্ব্বত ... ৯৪
মৌসিকানস্ ... ১৯৪, ১৯৬—৮

য

যমুনা ... ২৩০
যাত্রাকর্ত্তা ... ৪১
যাষ্টিন ৭৭, ৯৩, ১২৫, ২৪০

র

রাওলপিণ্ডি ... ১১০
রাঘাই ... ৪০
রাণীঘাট ... ৮২
রামবাগ ... ২০৭
রামপুর ... ২১৪
রাম্বাকিয়া ... ২০৭
রাসপর্ব্বতমালা ... ২৮
রেনেল ... ৭৭
রোক্সানা ... ৪৭, ১৯৩
রোড্স্ ... ২৫, ১৮৫
রোম ... ১২, ১৬

ল

লণ্ডাই ৭৫, ৮১, ১০৬

লাইকিয়া ... ২৭
লাইবার ... ৯৮
লাগস্ ... ৯, ৪৩, ৭০
লারিসা ... ১০
লাসবেলা ... ২০৯
লাসেন ... ৬৪, ৬৬
লাসেস্ ... ৩১৮
লিওনেটাস ৭০, ৭৩, ১৭৮, ১৮০—১, ১৮৪, ২০০, ২০৫, ২০৮, ২২৩, ২৬২, ৩০২, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৭৯, ৩৮২
লিওনাইডাস ... ১৮
লিডিয়া ... ৯৪, ১৪৯
লিম্বেরস ... ৩৯৯
লিয়েয়স্ ... ৯৮
লিসিমাকস্ ১৮, ৫৬, ৫৭, ১১৮, ২২৩
লিসিয়া ... ৫৬, ১৪৩
লুম্বনি ... ২০৯
লেনেয়স্ ... ৯৮
লেভাণ্ট ... ২০
লোহিত সাগর ... ২২৯

শ

শতদ্রু ... ১৭০, ১৯১
শশীগুপ্ত ... ৮৮
শাম্ব ... ১৯৬
শিব ... ৮৩

শিবই ... ৩৬২
শূদ্রক ২৯৫, ২৯৮ ৩১৪

ষ

ষ্টাটিরা ... ৩৮৫
ষ্টাথ্মি ... ১০
ষ্টীন ... ৮১
ষ্টাবো ৮, ৯, ৪৪, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৯৩, ১৩৩, ১৭০, ১৭৬, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০৯, ২১২, ২১৪, ২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৭২, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৮
ষ্টাসানর ... ২২১

স

সগড্রিয়ানা ... ৪৪, ১৯৮
সগদিয়া ৪৫, ১১৭, ২৮৩
সগবই ... ১৯৪
সক্কন্দন্ ... ৬৭
সঙ্গর ... ৬৭
সবষ্টাই ... ৩৭৩
সমুদ্রগুপ্ত ... ১৭০, ২৯৩
সাইনোসিকালী ... ২৪
সাইপ্রাস্ ... ৩২
সাইরাস দি গ্রেট ... ২০, ২১
সাইরাস ২১, ৪৩, ৪৫, ১০৩, ২০৯, ২১৪, ২১৫
সাইরোপোলিস ... ৪৫
সাইলিসিয়া ২৮, ২৯, ১০৪, ২৮১, ২৮৩
সাইরাকোসাই ... ৩৬৫
সাঙ্গাল ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ২৭৪
সাতিবার্জ্জানেস ... ৪১—৩
সান্দ্রাকোটস ... ৪, ১০৬
সাদ্দিন্ ... ২৭
সামস্ ... ১০৪
সাবার্কি ... ১৯২, ৩১৮
সাম্বস ... ১৯৬, ৩২০
সাক্কস্ ... ৪০০
সাম্বষ্টই ... ১৯২
সামাস্তান ... ২৫৪
সারঙ্গিয়া ... ১৯৮
সালমোস ... ৩৮৩
সালামিস্ ... ১৮৪
স্পাইটামিনিস্ ... ৪৪—৬, ৪৮—৯
স্পাইটাকীস্ ... ১২৮
স্পার্টা ... ১৯
সিডন ... ৩২
সিড্রেসী ... ১৭০
সিতালকীস্ ... ২২১
সিথিয়া ৪৫, ১০৩, ১১৭, ২৬০, ২৮৩, ২৮৬, ৩১০, ৩১৩
সিন্ধিমানা ... ১৯৬

সিন্ধু 8, ৫, ১২, ২০, 8৩, ৬৬, ৬৮, ৮8, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯8, ১০০—৫, ১১০, ১88, ১৬২, ১৯২, ১৯৮, ২০০, ২০৯, ২২8, ২২৯, ২৫০, ৩১৭, ৩8৩
সিনাক্স ... ২৫৬
সিবার্টিয়াস্ ... ২২০, ৩৩8
সিরাজ ... ৩৮
সিরাকোসাই ... ১৭০
সিরিয়া ২৯, ৩১, ৫৭, ১8৩
সিরিয়ান গেট ... ২৯
সিল্‌ভিয়ান্ লেভি ... ২৭8
সিলিকোটাস ... ৮৮
সিসিকটেস্ ... ১৩8
সিসিরো ... ১8, ২৬৮
সিসিনি ... ১২, ১৬
সিসোকোষ্টাস্ ... ২8৯
স্নিলোসটীস্ ... ২০২
স্পিথিড়েটীস্ ... ২৮
সুখচৈনপুর ... ১৩১
সুরাট ... ৯8
সুসা ৩৭, ৩৮, ৫২, ৫৩, ২২৩
সেড্রোসিয়া ... ৩৩০
সেনেকা ... ২8২, ২৬৮
সেপ্টিমিয়াস্ সিভিরাস ১৩
সেমিরামিস্ ২০৯, ২১8, ২১৫, ৩১১
সেলুকাস ৫৬, ৫৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩
সোড্রাই ... ৩৭8
সোটির ... ১৮৫
সোপিথিস্ ১৬০, ২৭৬—৮, ৩৫৫, ৩৫৬,
সোরকোট ... ১৬৮
সোয়াট ৬৭, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৯৯
সোনা ... ৮৩
সৌসা ... ৩৩০, ৩৮৫
সৌসিয়ানা ... ৫৬, ১8৩
সৌস ... 8১
সৌসিয়া ... 8১

হ

হণ্টার (স্যর উইলিয়ম) ১০৭
হাইডাস্‌পিস্ ৫, ১০০—২, ১০৫, ১১০—২, ১১৩, ১১৫, ১২১, ১২৫—৭, ১৩২, ১88, ১৬০, ১৬২—৫, ১৬৮—৯, ১৯১, ১৯৮, ২৫২, ২৫8, ২৭২, ২৮১, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩৬২, ৩৯২
হাইড্রাওটীস ১০১, ১০৫, ১৩৫—৬, ১88, ১৫২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২—৩, ১৮৭, ১৯১, ২৭8, ৩০৬
হাইড্রাকাই ... ১৭০
হাইদ্রাবাদ ... ১০১, ১৯৬
হাইফানিস্ ... ৩৫৭
হাইপাস্‌পিষ্টস্ ২৩, ৬৮, ৭১, ১১৮—৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৬০, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৮, ২০৬, ২০৮

হাইফাসিস্ ১০১, ১০৫, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৫২, ১৯১, ২১৪, ২১৮
হার্কিউলিস ৮২—৪, ৮৮, ৯৮—৯, ১৪৬, ১৬২, ২৩৯, ২৪৪, ২৬০, ২৮৫, ২৯২, ২৯৬, ৩৪৩, ৩৬২, ৪১২
হাজেস্ ... ২৫৯
হাড্রিয়ান ... ১১
হানিবল ... ২৭
হার্পালাস ... ২৯১
হামবল্ড ... ৮
হার্মোলাওস ... ৫০
হার্মস্ নদী ... ১০৬, ১০৭
হার্মোটেলিয়া ... ১৯৭, ৩৭৫
হার্মালস ... ৩১১
হারাপা ... ১৭২
হালিকারণসস্ ... ২৭
হাসান আল ... ১১০
হিউয়েন সিয়াং ... ৬৫
হিকাটম্‌পাইলস্ ... ৪০
হিগিমন ... ১৩১
হিন্দুকুশ ... ৪, ৬৪
হিরকানিয়া ৪১, ১৫৫, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৫, ২২১
হিফাসিয়াই ... ৬৮
হিফেষ্টীয়ন্ ৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৭, ৮৪, ৮৯, ১০০, ১১৭, ১৩৫—৬, ১৫২, ১৬০, ১৬৩—৫, ১৬৮, ১৮৭, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ২০৬—৭, ২০৯, ২২৩, ২৩৯, ২৫০, ২৫২, ২৬১, ২৭৮, ৩৩০, ৩৫৪, ৩৫৭
হিরাওটাস ... ২৭৩
হিরাকন্ ... ২২১
হিসট্রাস্পিস্ ... ২০
হুপিয়ান ... ৬৪, ৬৫
হেগেলোকোস্ ... ৩৩
হেকেটেয়স্ ... ১০৬
হেরোডটস্ ৩, ২১, ৮৩, ১০৬
হেলেন ... ১৪৬
হেলেসপন্ট ২২, ৫৬, ১৮০—৯, ১৪৩, ১৭৮, ১৮৩, ৩১০
হোমর ... ১০৭
হোরেটাস্ ... ৩১৫, ৩১৬
হোয়াচ ... ৭৬, ৮১, ৯৪

[library stamp]

চিত্র-সূচী

মানচিত্র

পৃষ্ঠা

(১) আলেকজান্দার কর্ত্তৃক-জাতি সমূহের রাজ্য ৬৪

(২) আলেকজান্দারের অভিযানকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ ... ৩৩৬

বহুবর্ণের চিত্র

(১) বৌকেফালাসের মৃত্যুতে আলেকজান্দারের শোক (পঞ্চাদশ শতাব্দীতে লিখিত ফরাসী পুঁথি হইতে) মুখপত্র

(২) পার্সিপোলিসে আলেকজান্দার ... ৩৮

(৩) আলেকজান্দারের মৃত্যু ... ৫৬

একবর্ণের চিত্র

(১) পারস্যের জনৈক রাজা (প্রাচীন পারসীক বর্ম্ম পরিহিত) ... ৩৩

(২) ইসসের যুদ্ধ ৪১

(৩) তক্ষশিলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ... ১২৮

(৪) ভারতীয় তীরন্দাজ, গ্রীক রণতরী, আলেকজান্দারের রৌপ্যমুদ্রা, হাইডাস্পিসের যুদ্ধের স্মারক পদক ২৫৭

(৫) আলেকজান্দার ১৯৩

বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের

পত্র।

আপনার প্রেরিত কয়খণ্ড "সমসাময়িক ভারত" পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকগুলি যে বঙ্গসাহিত্য-সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি

কারমাইকেল।